প্রকাশের জন্য সমবেত হইয়াছি। আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তুমি তাঁহাকে সাংঘাতিক রোগ হইতে বিমুক্ত করিলে এবং তাঁহাকে বল ও স্বাস্থ্য প্রত্যর্পণ করিলে। তোমার এই কৃপাতে আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছি এবং তোমার এ কৃপা আমরা চিরদিন স্মরণ করিব। আমরা রাজভক্ত প্রজা, শ্রীমতী মহারাণীর প্রতি আমাদের বিশেষ ভক্তি, সুতরাং এই ঘটনায় আমাদের বিশেষ আহ্লাদ। মহারাণীর রাজ্যকালে বিবিধ অত্যাচারের হাত হইতে আমরা মুক্ত হইয়াছি, অজ্ঞানতা কুসংস্কার চলিয়া গিয়াছে, সর্ব্বত্র শান্তি ও কুশল বিস্তৃত হইয়াছে, ধর্ম্মের জন্য নিপীড়ন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। হে করুণাময় পিতা, এই সকলের জন্য তুমি মহারাণীকে আশীর্ব্বাদ কর। আমরা তোমার নিকটে প্রার্থনা করি যে, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স জ্ঞান পুণ্য প্রেমে দিন দিন বর্দ্ধিত হউন এবং সমগ্র জীবন তোমার চরণে অর্পণ করুন যে, ইহার পর তাঁহার উপরে ভবিষ্যতে যে ভার নিপতিত হইবে, তাহার তিনি উপযুক্ত হইতে পারেন। হে প্রভো, তুমি আমাদিগকে এবং ভারতের অপর প্রজাবর্গকে তোমার বিধানের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস দাও যে, সেই বিশ্বাসে এ দেশের সম্পৎ ও কুশল বর্দ্ধনের জন্য আমরা আমাদের শাসনকর্তৃগণের সহায়তা করিতে পারি।”

কেশবচন্দ্র এক দিকে রাজভক্ত, অপর দিকে ইংলণ্ডে মহারাজ্ঞী তৎপ্রতি যে প্রকার আদর প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কখন জীবনে বিস্মৃত হইতে পারেন না। সুতরাং প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের আরোগ্যলাভে কেশবচন্দ্র আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন। সেই পত্রের উত্তরে মহারাজ্ঞীর প্রাইবেট সেক্রেটরী কর্ণেল এইচ এফ পন্সনবাই কেশবচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

“বাবু কেশবচন্দ্র সেন সমীপে

ওসবরণ, ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২।

“প্রিয় মহাশয়,—আমায় আপনি যে অনুগ্রহ পত্রী লিখিয়াছেন, তাহা শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর সন্নিধানে উপস্থিত করিতে আমি অণুমাত্র গৌণ করি নাই। আপনি আপনার পত্রে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সুখকর আরোগ্যে অভিনন্দন প্রকাশার্থ যে সহানুভূতি ও রাজভক্তিসমন্বিত ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে মহারাজ্ঞী নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছেন; ইহা আমি নিশ্চয়াত্মকরূপে আপনাকে বলিতে পারি।

"আমি আহ্লাদের সহিত আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, প্রতাপান্বিত রাজকুমার শীঘ্র শীঘ্র বল লাভ করিতেছেন, এবং যদি ভাল থাকেন ২৭ শে তারিখে যে কৃতজ্ঞতাদানার্থ উপাসনা হইবে তাহাতে যোগ দান করিবেন।

বিশ্বাস করুন

আপনার সাবল্য সহকারে

হেনরি এফ পনসমবাই।"

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে এ সময়ে পারিবারিক ধর্ম্ম সাধনের জন্য কি প্রকার যত্ন সকলের মনে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কিছু লেখা প্রয়োজন। এবারকার মাঘোৎসব পরিবারে ধর্ম্ম সাধনের ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছে। এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন "যাহাদের সঙ্গে আছি তাঁহাদিগের পরিত্রাণ না হইলে আমারও হইবে না।" এ সাধন করিতে হইলে "পুরাতন গৃহের দূষিত বায়ু সকল বিশুদ্ধ করিতে হইবে, পুরাতন সম্পর্ক সকল ফিরাইতে হইবে। সংসারের গৃহ, সংসারের পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, ভাই ভগিনী সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়া সকলই উচ্চতর সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইবে।" এরূপ উচ্চাবস্থা লাভের উপায় কি? "প্রথম উপায় পারিবারিক উপাসনা। যেখানে ব্রাহ্ম পরিবার, সেখানে প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা একটি নিত্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হউক। ইহা হইলে পরিবারের সাংসারিক ভাব ক্রমশঃ ধর্ম্মভাবে পরিণত হইবে। যেখানে একটি ব্রাহ্ম বাস করেন, তিনিও, যদি সাধ্য হয়, আর পাঁচটি লইয়া, নতুবা আর পাঁচটিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করিবেন।" "দ্বিতীয় উপায় প্রতি রবিবার পারিবারিক উপাসনা যেন সম্পন্ন হয়।" ফলতঃ 'ভারতাশ্রম' স্থাপন ব্রাহ্মগণের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য হইয়াছে। এ সময়ে সর্ব্বত্র পারিবারিক ভাব যে বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

আমরা বলিয়াছি, কেশবচন্দ্রে যখন যে ভাব স্বর্গ হইতে অবতরণ করিত, তিনি সেই ভাবে আপনি পরিচালিত হইতেন, এবং সেই ভাব মণ্ডলীমধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম গুটি কয়েক মতে বদ্ধ ছিল না, উহা ক্রমিক উন্নতির পর উন্নতি প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহাতে আত্মপ্রভাব প্রকাশ করিতেছিল। ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি মতের দাস নহেন, বিজ্ঞানের অধীন। তাঁহার ধর্ম্মমত— ধর্ম্মবিজ্ঞান, যাহা ক্রমেই ভগবানের সাক্ষাৎক্রিয়ায় জনহৃদয়ে জনসমাজে

বিকাশ লাভ করিতেছে। জীবন অগ্রে মত পরে, ইহাই তাঁহার জীবনের সারতত্ত্ব। এস্থানে এ সকল কথা আমরা কেন বলিতেছি, এ প্রশ্ন অনেকের মনে উপস্থিত হইতে পারে। এক জন ইংরেজ ব্রাহ্মবাদী এ সময়ে যে একখানি পত্র লেখেন, তাহাই পাঠ করিয়া আমাদের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছে। ঐ পত্রের প্রথমাংশ এখানে আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "——আপনায় যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে আপনি তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিছু দিন পূর্ব্বে আমি সেই পত্র পাঠ করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজে মত সংস্পৃষ্ট করিবার বিষয়ে আপনি লিখিয়াছেন। আপনার কথা গুলি আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, আমি উহাদের অনেকগুলি প্রতিলিপি করিয়া লইয়াছি। আপনি বলিয়াছেন, 'আমাদের ধর্ম্মে যে সকল মত ও মূলতত্ত্ব আছে যদি সে সকল যথাযথ চিন্তাপথে আনয়ন করিতেও পারা যায়, আমার এ বিষয়ে নিতান্ত সংশয় যে সে গুলি তথাপি প্রমাণস্বরূপ লোকের নিকটে প্রচার করিতে পারা যায় কি না? আমার বিবেচনায় এই সকল মত অগ্রে জীবনে পরিণত হওয়া চাই, তৎপরে উহা জগতে প্রচার করিতে হইবে। পূর্ব্বটি (জীবন) আংশিক ভাবে অবিদ্যমান থাকিলেও পরবর্ত্তিটি (প্রচার) সম্ভবতঃ অধিক পরিমাণে ক্ষতি সাধন করিবে।' যথার্থই এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত এক মত; এবং ইহার চেয়েও বেশি, কেন না আমার মত এই, আমাদের ধর্ম্মকে উপযুক্ত ভাবে চিন্তাপথের বিষয় করা যাইতে পারে না। যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদিগের ধর্ম্ম উহার সেই প্রতাপৌজ্জ্বল্য এবং প্রাশস্ত্য হারাইত যাহা ঈশ্বরের প্রকৃতিসদৃশ ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।"

বিবাহবিধির বিধিতে পরিণতি ও আশ্রমের স্থানপরিবর্ত্তন।

কেশবচন্দ্র বেলঘরিয়া উদ্যানস্থ ভারতাশ্রমে বাসকালে প্রকাশ্য কার্য্যসম্বন্ধে অণুমাত্র উদাসীন ছিলেন না। তিনি এই সময়ে (১৪ মার্চ্চ) 'বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভার' (Bengal Social Scicnce Association র) বার্ষিক অধিবেশনে গবর্ণর জেনেরলের উপস্থিতে টাউনহলে 'দেশীয় সমাজের পুনর্গঠন' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সার এই ;—(১) শিক্ষাযোগে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাববিস্তার, (২) খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচার, (৩) ব্রাহ্মসমাজ, (৪) ব্যবস্থাপকসভার দেশ-সংস্কারক ব্যবস্থাপ্রণয়ন, এই সকল ভারতসমাজমধ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। প্রাচীন অসত্য ভ্রম কুসংস্কারাদি ইহাদিগের প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সেই সকল স্থলে নূতন জীবন আসিয়া আজও অধিকার করে নাই। সুতরাং দেশের পুনর্গঠন কি প্রকারে হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য। সর্ব্বপ্রথমে চরিত্রগঠন নিতান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি চরিত্রের উন্নতি না হইল, তাহা হইলে জাতির গঠন কিছুতেই হইল না। প্রতিব্যক্তির চরিত্র যাহাতে গঠিত হয়, তজ্জন্য বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু নীতিশিক্ষা দিতে হইলেই ধর্ম্মের সহিত তাহার যোগ থাকা চাই। গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে চান না, এ জন্য বিদ্যালয়ে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে গবর্ণমেণ্ট অসম্মত। ইহা অবশ্য ভাল, কিন্তু অসাম্প্রদায়িক 'প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান' (Natural Theology) অনায়াসে বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া শিক্ষকেরা আপনারা সচ্চরিত্র হইয়া দেশের প্রতি, গুরুজনের প্রতি, এবং অপরাপরের প্রতি কর্ত্তব্যশিক্ষা দিতে পারেন। কতকগুলি চরিত্রবান্ শিক্ষিত লোক হইলে তাঁহারা আপনাদের প্রভাব চারিদিকে বিস্তার করিতে পারিবেন। নৈতিক বিশুদ্ধতা বিনা সমাজ কখন পুনর্গঠিত হইতে পারে না। প্রতিব্যক্তির চরিত্র সংগঠন করিতে গেলে গৃহের সংশোধন সর্ব্বথা প্রয়োজন। সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া নারীগণের

বিশেষ অলাভ হইতেছে। এক দিকে তাঁহারা প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির সহিত সহানুভূতি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, গৃহকার্য্যে অনিপুণা হইয়া পড়িতেছেন, অপর দিকে নূতন জ্ঞানালোকেও উন্নত হইতেছেন না, নূতনভাবে গঠিতচরিত্র হইতেছেন না। এ জন্য সংস্বভাবা শিক্ষিতা পাশ্চাত্য নারীগণের প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাব দেশীয় নারীগণের উপরে নিপতিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। নারীগণের শৃঙ্খলোন্মোচন নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত। নারীগণ সর্ব্ববিধ কার্য্যে ও ব্যবহারে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবেন ইহার প্রতিরোধ কে করিবে? তবে নারীগণের বিদ্যাশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, সমাজসংস্কারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শৃঙ্খলোন্মোচন হয় ইহাই আকাঙ্ক্ষণীয়। গৃহসংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচারব্যবহারাদির সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক। বাল্যবিবাহ বহু-বিবাহ ইত্যাদি অকল্যাণকর ব্যবহার উঠিয়া গিয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলকর ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়া সমুচিত। এই বক্তৃতার আশু উপকার এই হয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিকধর্ম্মবিজ্ঞান প্রচলিত করিবার জন্য সিণ্ডিকেটের সভ্যগণের মধ্যে আলোচনা চলিতে থাকে।

কেশবচন্দ্রের আশ্রমবাসকালে বিবাহবিধি বিধিনিবদ্ধ হইবার আনন্দ সম্ভোগ হয়। লর্ড মেয়োর শোকাবহ মৃত্যুর অব্যবহিত পর মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড নেপিয়ার রাজপ্রতিনিধির কার্য্য করেন। ইহাঁর সময়ে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইবার জন্য মন্ত্রিসভায় (১৯ মার্চ্চ) বিচার উত্থিত হয়। মেস্তর ইংলিস প্রস্তাব করেন যে, কোন কোন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের জন্য বিবাহবিধি হউক। মেস্তর কক্‌রেল, বুলেন স্মিথ, চ্যাপম্যান, এবং রবিন্সন্ সাহেব তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। মেস্তর ষ্টুয়ার্ট, মেজর জেনারাল নরম্যান, মেস্তর এলিস্, সার রিচার্ড টেম্পল, মেস্তর ষ্টিফিন্, মেস্তর ষ্ট্যাচি, মহামান্য কমাণ্ডার-ইন্-চিফ, এবং স্বয়ং সভাপতি রাজপ্রতিনিধি সংশোধনের প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করেন, এবং মেস্তর ষ্টিফন্ কর্ত্তৃক যে প্রকারে পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছে, সেই প্রকারে উহা বিধিতে পরিণত হয় প্রস্তাব করেন। নূতন সংশোধনের পক্ষাবলম্বিগণ আপনাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মেজর জেনেরাল নর্ম্মাণ সারতর অল্প কথায় পাণ্ডুলেখ্যের পক্ষ সমর্থন করেন। মেস্তর ইংলিস্ যে যে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন সার রিচার্ড টেম্পল তাহার একটি একটি করিয়া খণ্ডন করিলেন।

মেস্তব ষ্টিফেন পাণ্ডুলেখ্যের পক্ষসমর্থনার্থ যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তাঁহার বিশেষ শক্তি প্রকাশ পায়। কমাণ্ডার্-ইন্-চিফ পাণ্ডুলেখ্যের অনুকূলে যাহা বলেন তাহা অতি প্রশংসাযোগ্য। সর্ব্বশেষে রাজপ্রতিনিধি যাহা বলেন, তাহা অদ্যকার দিনের কার্য্যপ্রণালীর উপযুক্ত অন্তিম সিদ্ধান্ত। তর্ক বিতর্ক বিচারে চারিঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া পরিশেষে পাণ্ডুলেখ্য তদবস্থায় বিধিতে পরিণত হয়। এই বিধির মূল বিষয়গুলি এই প্রকারে নিবদ্ধ হইতে পারে। (১) দেশীয় হউন বিদেশীয় হউন যাঁহারা খ্রীষ্টানাদি প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায় ভুক্ত নহেন তাঁহারা এই বিধানমতে বিবাহ করিতে পারিবেন। (২) বরের বয়স অষ্টাদশ, কন্যার বয়স চতুর্দ্দশ হওয়া চাই। বর কন্যা একুশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক হইলে অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন। বিধবাসম্বন্ধে এ নিয়ম নহে। (৩) বর ও কন্যা অবিবাহ্য নিকটসম্বন্ধ গুলি মান্য করিবেন। সগোত্রে বিবাহের কোন নিষেধ নাই। মাতৃ ও পিতৃ পক্ষে বিবাহ হইতে পারে; কিন্তু সে স্থলে চারিপুরুষের অধঃস্তন হওয়া প্রয়োজন। (৪) ভিন্ন জাতি ভিন্ন বংশে বিবাহ হইলে পিতৃপক্ষ যে বিধানের অধীন সন্তানগণেতে সেই বিধান সংলগ্ন হইবে। (৫) গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত রেজিষ্ট্রারের নিকট বিজ্ঞাপন দেওয়ার চতুর্দ্দশদিনের পর প্রতিরোধের কারণ উপস্থিত না হইলে বিবাহ হইতে পারে। (৬) রেজিষ্টার এবং তিন জন সাক্ষীর সমক্ষে বিবাহ নিষ্পন্ন হইবে। বর ও কন্যা আপনার ইচ্ছানুরূপ যে কোন পদ্ধতিতে বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন, তবে পদ্ধতিতে "আমি অমুক তোমায় বৈধ পত্নীত্বে (বা বৈধ স্বামিত্বে) গ্রহণ করিলাম" এই কথার উল্লেখ থাকা চাই। (৭) রেজিষ্টারের আফিসে বা অন্যত্র বিবাহ হইতে পারিবে। অন্যত্র হইলে ফি অধিক লাগিবে। (৮) এ বিধিমতে যাঁহারা বিবাহ করিবেন, তাঁহারা স্বামী বা পত্নীর জীবিতকালে অপর বিবাহ করিলে, অথবা এই বিধান মতে বিবাহের পূর্ব্বে এক বা তদধিক স্বামী বা পত্নী থাকিলে দণ্ডবিধির ব্যবস্থামত দণ্ডিত হইবেন। কোন একজন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও এ নিয়মের বহির্ভূত গণ্য হইবেন না। (৯) এ আইনমতে বিবাহে ভারতবর্ষীয় ত্যাগবিধির বিধানের নিয়োগ হইবে। (১০) যে সকল বিবাহ হইয়া গিয়াছে ১৮৭৩ ইং ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে সে সকল এই বিধিমতে রেজিষ্টার হইতে পারে *।

* এই বিধান প্রচলিত হওয়ার পর অনেকগুলি বিবাহ রেজিষ্টার হয়। এই সকল

এত দিনে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইল, কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের আনন্দের পরিসীমা নাই। এ দিকে ভারতাশ্রমের অধিবাসিসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কলিকাতা হইতে দূরে অবস্থান করিলে কার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, এজন্য স্থান পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইল। উদ্যানভূমি আশ্রমের জন্য নিতান্ত উপযোগী, সুতরাং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী তাদৃশ অপর একটি প্রশস্ত স্থানে আশ্রম লইয়া যাওয়ার উদ্যোগ হইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছীর উদ্যান অতি প্রশস্ত ও মনোহর দেখিয়া সেখানে আশ্রম তুলিয়া আনা হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আশ্রমের সঙ্গে স্ত্রীবিদ্যালয় সংযুক্ত ছিল। স্ত্রীবিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণের সময় উপস্থিত। লেডি নেপিয়ার পারিতোষিকবিতরণসভায় নিমন্ত্রিত হইলেন। ৬ এপ্রেল শনিবার পারিতোষিক বিতরণের দিন। প্রায় যাট্ টা মহিলা উৎকৃষ্ট বসন ভূষণাদিতে সজ্জিত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত। ইঁহাদিগের মধ্যে সকলেই ব্রাহ্মিকা ছিলেন তাহা নহে, কতিপয় হিন্দুমহিলাও তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। বিবাহিতা, অবিবাহিতা, নববিবাহিতা সকল প্রকার মহিলা সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সভাস্থলে লেডি নেপিয়ার, লেডি টেম্পল, মিস্ মিল্‌ম্যান, মিস্ট্রেস্ উড্রো, মিস্ট্রেস্ মিচেল, মিস্ পিগট এবং আরও অনেকে উপস্থিত হন। লেডি নেপিয়ার স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। সভাস্থলে উপস্থিত মহিলাগণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্থির, শান্ত, গম্ভীর ও ভদ্রভাবে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের উপরে সুশিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, ইহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। অদ্যকার সমুদায় ব্যাপারে কিপ্রকার আহ্লাদিত হইয়াছেন লেডি নেপিয়ার সে বিষয় উপস্থিত মহিলাগণকে প্রকাশ করিয়া বলিতে অনুরোধ করাতে কেশবচন্দ্র বঙ্গভাষায় রাজপ্রতিনিধিপত্নীর আহ্লাদের বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। সভাভঙ্গকালে উপস্থিত মহিলাগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া রাজপ্রতিনিধিপত্নীর প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করিলেন। জুন মাসে ১৮৭২।৭৩ সনের

বিবাহের অধিকাংশ অতি সম্ভ্রান্তবংশে হইয়াছিল। এক এক বিবাহে দেশশুদ্ধ আন্দোলন হয়। লক্ষ্ণৌনগরে উচ্চপদে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের কন্যার যখন পরিণয় হয়, তখন কেশবচন্দ্র সপরিবার সবন্ধুবর্গ তথায় উপনীত হন। লক্ষ্ণৌর সমুদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবাহস্থলে সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

জন্য বার্ষিক দুই সহস্র মুদ্রা—আর দুই সহস্র মুদ্রা দান হইতে সংগৃহীত হইবে এই নিবন্ধনে—গবর্ণমেণ্ট শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা নারীর বিদ্যালয়ে সাহায্য দেন।

কাকুড়গাছীর উদ্যানে আশ্রম এক মাস কাল মাত্র ছিল, পরিশেষে মেরজাপুর ষ্ট্রীটে গোলদীঘির দক্ষিণ দিকে ১৩ সংখ্যক ও ১২ সংখ্যক গৃহে আশ্রম উঠিয়া আসিল। নরনারীতে সর্ব্বশুদ্ধ এখন ৪২ জন উহার অধিবাসী। প্রাতে ও রজনী ৮ টার সময়ে প্রতিদিন দুইবেলা উপাসনা হইত। গৃহ মধ্যে যে গৃহাংশ প্রশস্ত ছিল, সেইটি উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গৃহবেদীতে স্বয়ং কেশবচন্দ্র উপবেশন করিয়া উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বেদীর দক্ষিণে পুরুষগণ বামে নারীগণ উপবিষ্ট হইতেন। নরনারীর এইরূপ প্রতিদিন একত্র উপাসনাতে আকৃষ্ট হইয়া তৎকালে "এই কি হে সেই স্বর্গনিকেতন" ইত্যাদি সঙ্গীত বিরচিত হইয়াছিল। "কাতরে তোমায় ডাকি দয়াময়*" এই সঙ্গীতটি প্রতিদিন নরনারীতে মিলিত হইয়া সমস্বরে গাইতেন। এই পারিবারিক প্রার্থনাটী সকলে সমস্বরে উচ্চারণ করিতেন,—"হে প্রেমময় গৃহদেবতা, আমরা সপরিবারে মিলিত হইয়া বিনীতভাবে তোমাকে ডাকিতেছি, একবার আমাদিগকে দেখা দাও, আমরা তোমার পূজা করিয়া জীবনকে পবিত্র করি। আমরা তোমারই পুত্রকন্যা, তোমারই দাসদাসী, আমাদিগকে তোমার চরণে আশ্রয় দিয়া আমাদের সংসারকে ধর্ম্মের সংসার কর। আমরা যেন তোমাকে পিতা বলিয়া ভক্তি করি এবং সদ্ভাবের সহিত পরস্পরের সেবা করি। পিতা, তুমি আমাদিগকে ক্রোধ হিংসা স্বার্থপরতা ও বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত কর এবং আমাদের সমুদায় জীবনকে পুণ্যপথে নিয়োগ কর, যেন তোমার উপযুক্ত সন্তান হইয়া আমরা পরিবারমধ্যে থাকিয়া পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করি।"

এ প্রার্থনা কেন? অবতীর্ণ সত্যকে মণ্ডলীর জীবনে সত্য করিবার জন্য। অবতীর্ণ সত্য কি? "সকলেই আমরা এক শরীর, ব্রহ্ম আমাদের প্রাণ। অতএব সাবধান কেহই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিও না (আ, উ, ২ মাঘ)।" যাঁহারা একত্রিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন তাঁহারা কে? সেই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এই দেহের কোন অঙ্গের বৈকল্যে কি ক্ষতি? "শরীর যেমন কোন অঙ্গবিহীন হইলে অপূর্ণ থাকে, এবং ভালরূপে তাহার কার্য্য সম্পন্ন হয় না, এই পরিবারও সেইরূপ

* ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন ৬৩ পৃষ্ঠা।

কোন অঙ্গশূন্য হইয়া সম্পূর্ণরূপে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না।" এই দেহসম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের অভিপ্রায় কি ? শ্রবণ কর। "পাঁচটি ব্রাহ্ম স্বতন্ত্র থাকিলে হইবে না। যদি ব্রহ্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে চাও, তবে সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। চক্ষু কর্ণ মস্তক চরণ ইত্যাদি শরীরের অঙ্গসকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া একত্র হইলে যেমন একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শরীর হয়, সেইরূপ যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সমুদায় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা প্রেমযোগে সম্মিলিত হইয়া একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শরীর হইবে, ব্রহ্ম তখন তাহার প্রাণ হইয়া ব্রাহ্মপরিবার সংগঠন করিবেন।" আচ্ছা বুঝিলাম কেশবচন্দ্রের অভিপ্রায় ব্রাহ্মপরিবার গঠন। কিন্তু ইহা কি কল্পনাপ্রসূত অসম্ভব ব্যাপার নয় ? যাহা কখন কোন প্রকারে আভাসেও প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস কি বৃথা বলক্ষয় নহে ? না, ইহা বৃথা বলক্ষয় নহে, একান্ত অপ্রত্যক্ষ ব্যাপারও নহে। কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, কি হইতে পারে উৎসব তাহা আমাদিগকে প্রতিবৎসর দেখাইতেছেন। "ইহারই জন্য (পরিবার গঠনের জন্য) দয়াময় দীনবন্ধু আমাদিগকে লইয়া বৎসর বৎসর উৎসব করিতেছেন। উৎসবের সময় কত বার দেখিলাম শত শত ভাই একমুখ, একপ্রাণ এবং একহৃদয় হইয়া ব্রহ্মনাম করিতে লাগিলেন এবং সেই ধ্বনিতে সহর কম্পিত হইল। যত দিন তাঁহারা বিচ্ছিন্ন ছিলেন তত দিন কিছুই হইতে পারে নাই; কিন্তু যাই সকলে একত্রিত হইলেন জগতে তখন অদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইতে লাগিল। এক দেশ হইতে মস্তক, অন্য দেশ হইতে চরণ, এক দেশ হইতে চক্ষু এবং অন্য দেশ হইতে কর্ণ ইত্যাদি লইয়া একটি দেহ সংগঠন করিয়া যদি তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করি, জগৎ দেখিয়া বলিবে কি আশ্চর্য্য !! কিন্তু নানাদেশ হইতে বৎসর বৎসর ব্রহ্মসন্তান সকল আসিয়া যখন এক বিশ্বাস এবং এক প্রেম যোগে সম্মিলিত হইয়া একটি শরীর হন, এবং যখন ঈশ্বর সেই আধ্যাত্মিক শরীরে প্রাণরূপে অধিষ্ঠান করিয়া শত শত ব্যক্তিকে নবজীবন দান করেন, তখন যে ব্রাহ্মজগতে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার হয়, ব্রাহ্মেরা এখন পর্য্যন্ত তাহার গভীরতা বুঝিতে পারিলেন না, কেমন আশ্চর্য্য সেই প্রেমযোগ !! কেমন মধুময় সেই শরীরের ভাব !! কত শত মৃত ব্যক্তি এই শরীরে যোগ দিয়া সজীব হইল; কত শুষ্ক হৃদয় ইহার মধ্যে পড়িয়া প্রেমে উন্মত্ত হইল। যাহারা একটী কথা

বলিতে জানে না, উৎসবের সময় তাহারা কোথা হইতে ব্রহ্মাগ্নি উদ্গিরণ করে। কোথা হইতে এই মধুরতা, কোথা হইতে এই উদ্যম, কোথা হইতে এই তেজ? ব্রহ্মোৎসব কি সামান্য!······ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার সম্মিলনে জগতে ব্রহ্মের প্রেমপুণ্য প্রকাশিত হয়, ইহা কি মিথ্যা কথা? অপ্রেমিক প্রেমিক হয় কে না ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে?" এক শরীর, এক আত্মা এক পরিবার যদি কেবল বঙ্গদেশে বা ভারতে সাধিত হয়, তাহা হইলে কি এই মহাব্যাপার দেশবিশেষে বদ্ধ রহিল না? যে উপায়ে উহা সম্পন্ন হইবে, তাহা তো ভারত ভিন্ন অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না? "সকল জাতি এক হইবে, ভিন্ন দেশ থাকিবে না, ভিন্ন পরিবার থাকিবে না, ভিন্ন সম্প্রদায় থাকিবে না (আ, উ, ৩৯ আষাঢ়)।" কেশবচন্দ্রের এ কথা সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে, তাহা তিনি সেই উপদেশেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "সমস্ত সংসারের নরনারী একহৃদয় হইবে। কোটি কোটি লোক একলোক হইবে, কোটি কোটি আত্মা এক আত্মা হইবে। এক জনের আত্মা উত্তেজিত হইলে সহস্র লোকে জানিবে, ঢেউ গিয়া লাগিবে, ঈশ্বরপ্রেম শতধা হইয়া চারিদিকে সকলের হৃদয় প্রমত্ত করিয়া তুলিবে। ঈশ্বর দয়া প্রকাশ করিলেন, এক আত্মা উন্মত্ত হইতে না হইতে সহস্র লোক উন্মত্ত হইয়া উঠিল, শত সহস্র লোক মাতিয়া উঠিল, এক হৃদয় এক পরিবারে পরিণত হইল। ভিন্নহৃদয় হইলে পরিবার হয় না, যত দিন আমরা অভিন্নহৃদয় না হই, তত দিন স্বর্গরাজ্য হইতে পারে না। পাঁচটি লোক ঈশ্বরকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তাঁর নাম করুন, সেই পাঁচটি লোক স্বর্গের পরিবার হউন, পাঁচটি হইতে পঞ্চাশটি, পঞ্চাশটি হইতে পাঁচহাজার, পাঁচহাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার এক পরিবার হইবে।" এই বিস্তীর্ণ পরিবার বাহিরে এক দিন সত্য হইবে, কিন্তু সাধক সেই বৃহৎ পরিবারকে বর্ত্তমানে কি আপনার অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না? পারেন বৈ কি? কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "আমার হৃদয়গৃহদ্বার খুলিলে দেখিব, কোটি কোটি আত্মা আমার হৃদয়ে শান্তিনিকেতনে বসিয়া আছেন, স্বদেশের বিদেশের শত শত বন্ধু হৃদয়ঘরে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা আকৃতি লইয়া আসিলেন না, অবয়ব লইয়া আসিলেন না, সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আসিলেন না, সমস্ত পৃথিবীর চারি খণ্ডের লোক এক মনুষ্য নাম ধারণ করিয়া আসিলেন, ঈশ্বরের পরিবারে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল।" এই মহা ব্যাপারসাধনের উপায়

কি? এক উপায উপাসনা। তাই কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "আমি আর ভাই ভগিনী, এই তিন জন উপাসক এক উপাস্য ঈশ্বরকে লইয়া বসিলাম, উদ্দেশ্য এক, তিন জন সাধন কবিতে আরম্ভ করিলাম, তিন হৃদয় এক হইল, পিতার মুখদর্শনে এক হৃদয় এক আত্মা হইল, অন্তবে পরিবারসাধন হইল।" বিশ্বাসনয়নে ভিতরে কেশবচন্দ্র যে পবিবাব দর্শন কবিলেন, তাহা বাহিবে সিদ্ধ কবিবার জন্য ভারতাশ্রমে একত্র উপাসনা সাধন ভজন। এজন্যই তিনি বলিয়াছেন, "অন্তরে বিশ্বাসনয়নে দেখ। যে পরিবাব ভিতরে দেখিলে, তাহা বাহিবে সাধন কব। স্বহস্তে ঈশ্বর কর্ত্তৃক মানসপটে অঙ্কিত সুন্দব গঠন সেই মন্দির আদর্শ করিয়া বাহিরে মন্দির গঠন কর।" এই সুন্দব মন্দির গঠন কবিতে হইলে সকলের উদ্দেশ্য এক হওয়া চাই, অন্যথা ইহা কখন গঠিত হইতে পারে না। কেশবচন্দ্র এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মগণকে অনুরোধ করিয়াছেন, "ব্রাহ্মগণ! আর ভিন্ন উদ্দেশ্য রাখিও না, কালবিশেষে ভিন্ন হইও না। পাঁচ শত সেনাকে সেনাপতি অগ্রসর হইতে বলিলে একজনেব ন্যায় চলিতে হইবে। এক আমাদের জীবনের লক্ষ্য। ঈশ্বব এই জগতে সুন্দর স্বর্গেব ঘব প্রস্তুত করিতে আমাদিগকে আহ্বান কবিতেছেন, সকলে তাঁহার অধীন হইয়া ঐ কার্য্যে যোগ দিব।"

বিবিধ কার্য্য।

ভারতসংস্কারসভা হইতে যে সমুদায় কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আমরা তাহার উল্লেখ এক প্রকার করিয়াছি। আজ এক বর্ষ হইল সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ইহার কার্য্য কি প্রকার চলিয়াছে, তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ এস্থলে প্রয়োজন। ১৩ এপ্রেল টাউনহলে এই সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। ইহাতে প্রায় চারি শত লোক সভাস্থলে উপস্থিত হন। ইহার মধ্যে কলিকাতার বিশপ, রাজপ্রতিনিধির সৈন্যসম্পর্কীয় সম্পাদক কর্ণেল নেপিয়ার ক্যাম্পবেল, ডাক্তার মরি মিচেল, অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্র, মৌলবী আবদুললতিফ খাঁ বাহাদুর, বাবু ক্ষেত্রমোহন চাটুর্য্যা, রেবারেণ্ড কে এম বানর্জ্জি, ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার, রেবারেণ্ড সি এইচ্ এ ডল এবং অন্যান্য অনেকে ছিলেন। কলিকাতার বিশপ, ডাক্তর মরি মিচেল, রেবারেণ্ড কে এম বানর্জ্জি, ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার, অনারেবল জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র, ইহাঁরা সকলেই সপক্ষে উৎসাহজনক অনেক কথা বলেন। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচাঁদ ধর যে রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহাতে সভার সকল শাখাতে কি প্রকার সন্তোষকর কার্য্য হইয়াছে, তাহা বিলক্ষণ সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়। এ সকল সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ নিস্প্রয়োজন, আমরা পূর্ব্বে কিছু কিছু যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই সভার ক্রমিক উন্নতি সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মদ্যপাননিবারণী শাখা সভা হইতে "মদ না গরল" নামক যে মাসিক পত্রিকা বাহির হয়, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে হয় নাই। এই ক্ষুদ্র পত্রিকা সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার সাধন করে। এই সভা নূতন দুইটি বিষয়ে এবার মনোযোগ দিতে সঙ্কল্প করেন। একটি অল্প বয়সে নারীগণের বিবাহ নিবারণ, অপরটি পতিত নারীগণের উদ্ধারের জন্য যত্ন। প্রথমটিতে সাধারণ লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এজন্য এ সম্বন্ধে ডাক্তারগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ্যে প্রচার করিবার উদ্যোগ হয়, দ্বিতীয়টিতে রোমাণ কাথলিক সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয় পতিত নারীগণের উদ্ধারের জন্য যে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার কার্য্য দেশীয়া পতিতা নারীগণের

সম্বন্ধে প্রসারিত করা হয় এজন্য আর্চবিশপ ষ্টেন সাহেবের সঙ্গে পত্রাপত্র হয়। এ কথা এখানে উল্লেখ করিবার যোগ্য যে, স্বয়ং মহারাজ্ঞী এবং প্রিন্সেস্ লুইস্ কেশবচন্দ্রের এই সকল অনুষ্ঠিত কার্য্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া উহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। সভাপতি কেশবচন্দ্র সভার কার্য্য শেষ করিবার সময়ে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন; (১) মুখে নহে কার্য্যতঃ সংস্কারসাধন (২) আত্মনির্ভর (৩) উদারভাব। ভারতসংস্কারসভার শাখা সভা এই সময়ে পঞ্জাবে স্থাপিত হয়। এই সময়ে সভার অধীনে কলিকাতা স্কুল বিশেষ উন্নতি লাভ করে, ইহাতে ছাত্রসংখ্যা চারি শত হয়। ছাত্রগণের অভিভাবকগণ স্কুলের কার্য্যপ্রণালীতে অতীব সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মমন্দিরের ব্যবহারের জন্য যে বৃহদাকার বাদ্যযন্ত্র ইংলণ্ডের বন্ধুগণ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন কোন অংশের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। মেসর্স বর্কিন ইয়ং এবং কোম্পানি কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া উহা (২৭ মার্চ্চ) মন্দিরে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। এই বাদ্যযন্ত্রের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কেশবচন্দ্র যে পত্র লেখেন তাহাতে তত্রত্য বন্ধুগণ ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিবার জন্য প্রোৎসাহিত হন। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "লণ্ডন ইন্‌কোয়ারার পাঠে অবগত হওয়া গেল যে, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ইংলণ্ডস্থিত বন্ধুগণ তাঁহার মহৎ কার্য্যের সহায়তার জন্য সম্প্রতি লণ্ডন নগরে একটী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত এস্ এস্ টেলর সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে আমাদিগের ব্রহ্মমন্দিরে অর্গাণ বাদ্যটি প্রাপ্ত হইয়া দাতাদিগকে আচার্য্য মহাশয় কৃতজ্ঞতা-সূচক যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা পঠিত হইল। লণ্ডন ইনকোয়ারার এ সম্বন্ধে কহেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সেই সুন্দর বাদ্যদাতাদিগকে ধন্যবাদ করিবার জন্য যে প্রস্তাবটি করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক অন্তর্ভেদী এবং উৎসাহপূর্ণ, এবং ইহা সভ্যদিগের দ্বারা যে প্রকার সবল উৎসাহের সহিত গৃহীত হয় তাহা দেখিবার জন্য যদি আমাদের ইংলণ্ডস্থিত বন্ধুগণ ব্রহ্মমন্দিরে সে সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, তবে তাঁহারা জানিতে পারিতেন যে, তাঁহাদের স্নেহের দান ব্রাহ্মদিগের দ্বারা কেমন ভাবে গৃহীত হইয়াছে। পরিশেষে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রচারকার্য্যে

সহায়তা জন্য টেলর সাহেব ও সম্পাদক স্পিয়ার্স সাহেবকে ধনসংগ্রহের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য সভা অনুরোধ করিলেন। অর্থ সংগ্রহ হইলেই তাহা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে।"

এই সময়ে ব্রাহ্মবন্ধু সভায় একটি বিশেষ বিষয়ের আন্দোলন হয়। রেবারেণ্ড সি এইচ্ ডল সাহেব কিছু দিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীকার করেন; ইহা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্ত ডল সাহেব সভাস্থলে (১৬ সেপ্টেম্বর) বলেন, ব্রাহ্ম একটি সাধারণ নাম, ইহা হিন্দু, মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান সকল নামের অগ্রে সংযুক্ত হইতে পারে; তবে অন্যান্য ধর্ম্ম অপূর্ণ ভ্রমবিমিশ্র, খ্রীষ্টধর্ম্মই পূর্ণ, অভ্রান্ত; অতএব খ্রীষ্টধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম; মহাত্মা রাজা রামমোহন এজন্যই ঈশাকে একমাত্র সুখ ও শান্তিপথের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডল সাহেবের এইরূপ মত প্রকাশে সভায় বিতর্ক উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ বাগ্বিতণ্ডার পর সভাপতি কেশবচন্দ্র এইরূপ মীমাংসা করিলেন,—"ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বিশ্বাস এই কথার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিবার জন্যই এত গোলযোগ হইতেছে *। ব্রাহ্মধর্ম্মে এমন কোন কথা নাই যাহা স্বীকার করিবামাত্র পরিত্রাণ হয়, অস্বীকার করিলেই নরকে গমন করিতে হয়। আমাদিগের মূল বিশ্বাস বুদ্ধির দ্বারা স্বীকার্য্য কতকগুলিন শুষ্ক মতমাত্র নহে, ইহা আধ্যাত্মিক, আত্মার মধ্যে নিহিত থাকে। ইহা দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে সকল প্রকার অসত্য কুসংস্কারকে বিদলিত করিতে আদেশ করেন, সকল প্রকার সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে, সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতে এবং সকল দুষ্কার্য্য ও পাপ পরিহার করিতে শিক্ষা দেন। ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, আমাদিগকে সেই প্রকার পূর্ণ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আদেশ করেন। ঈশ্বরই আমাদিগের সকল, আমরা তাঁহারই নিকট সকল সময় প্রার্থনা করি এবং তিনিই আমাদিগকে সত্যের পথে, প্রেমের পথে, পবিত্রাণের পথে লইয়া যান। সত্য বটে, ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস কি অন্য লোক ইহা ঠিক করিয়া জানিতে পারেন না। এই ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এক ইংলণ্ডেই প্রায় দুই শত খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল বিশ্বাস কি, তাহা কে স্থির করিতে সক্ষম হয়? ঈশা আমাদিগের নেতা কি না, এক জন খ্রীষ্টান আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া ব্রাহ্ম হইতে

* কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে বলিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব বঙ্গভাষায় সেই কথা গুলি তৎকালে এইরূপে নিবদ্ধ করেন।

পারেন কি না, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান কাহাকেও বলা যাইতে পারে কি না, এ সকল বিষয় লইয়া অনেক কথা হইল। ব্রাহ্ম বলিলে, ঈশ্বরের উদার ধর্ম্মাবলম্বীকেই বুঝায়, খ্রীষ্টানকে নহে। যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে এক অর্থবোধক খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম এ দুইটি বিশেষণের প্রয়োজন থাকিত না, ব্রাহ্ম-ব্রাহ্ম বলা যেরূপ অর্থহীন, খ্রীষ্টান-ব্রাহ্ম শব্দও সেইরূপ অর্থশূন্য কথা হইত, কিন্তু তাহা নহে। এ দুই কথার যে বিভিন্ন অর্থ হয় তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি, সেই জন্য এরূপ বৃথা বাক্যাড়ম্বর দ্বারা দুইটি বিভিন্ন পদার্থকে অন্যায়রূপে এক করিতে চাই না। ব্রাহ্ম বলিলে যাহা বুঝায়, খ্রীষ্টান বলিলে তাহা বুঝায় না, অতএব 'খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম' এবং ত্রিকোণ বৃত্ত অথবা চতুষ্কোণ ত্রিকোণ এ সমুদায়ই অর্থশূন্য কথা। ঈশ্বরই আমাদিগের নেতা ও পরিত্রাতা, কোন মনুষ্যবিশেষ নহে। রামমোহন রায় অথবা অন্য কোন মনুষ্য আমাদিগের নেতা হইতে পারেন না। তাঁহাদিগের সকল কথা আমাদিগের মানিতে হইবে, এরূপ নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যাইলেই আমরা যাইতে পারি, সত্য বুঝিতে পারি, তাহা না হইলে ঈশা ও চৈতন্য, বাইবেল এবং অপরাপর ধর্ম্মপুস্তক আমাদিগের পক্ষে অকর্ম্মণ্য। সত্যের জন্য কে আমাদিগকে ঈশার ও বাইবেলের নিকট লইয়া যান? কে আমাদিগকে তাঁহাদিগের নিকট যাইবার শুভবুদ্ধি এবং তাঁহাদিগের বুঝিবার ও তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা দেন? কে আমাদের হৃদয়কে তাঁহাদিগের দ্বারা আলোকিত করেন? ঈশ্বর স্বয়ং না দিলে আমরা কিছুই পাইতে পারি না, বুঝাইলে কিছুই বুঝিতে পারি না। তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা বৃক্ষ লতা চন্দ্র সূর্য্য নরনারী পর্য্যন্ত—সকলেরই মধ্যে পরিত্রাণের কথা পাঠ করি, হৃদয় আলোকিত করিয়া লই। চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি সকলেরই নিকট তিনিই লইয়া যান, তাই আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে আলোক গ্রহণ করি। আমরা তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঈশার নিকট গমন করি ও তাঁহাকে বুঝিতে পারি। ব্রাহ্মধর্ম্মের এইটি বিশেষ লক্ষণ যে, ঈশ্বর অগ্রে অগ্রে গমন করেন এবং পরিত্রাণের সহায় ও উপায় সকল পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া যান। আমরা কাহাকেও ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে দিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগের একমাত্র নেতা ও পরিত্রাতা বলিয়া আমরা অহ-ঙ্কারীর ন্যায় কোন সাধু ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করিতে পারি না। তাঁহারা

আমাদিগের পবিত্রাণের জন্য ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট। সকলেরই পদতলে বসিয়া বিনীত ভাবে আমরা শিক্ষা লাভ করিব, সকল সাধু ব্যক্তিরা আমাদিগের ধর্ম্মপথের সহায়মাত্র। গৃহনির্ম্মাতারা যেমন কিছু দিনের সহায়তার জন্য ভারা নির্ম্মাণ করে, কর্ম্ম সাধন হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে, আমরাও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য সেইরূপ কিছুকালের জন্য সাধুদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব, কিন্তু গম্যস্থানে যাইতে পারিলেই আর সে সমস্ত উপায়ের প্রয়োজন থাকিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ঈশ্বরের নিকট সকল প্রকার জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা চলিয়া যায়, সেখানে ইউরোপীয় ও আসিয়াস্থ খ্রীষ্টান ও হিন্দু এ সমস্ত সঙ্কীর্ণ ভাব স্থান পায় না। ঈশা, মহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতিকে স্বর্গরাজ্যের দ্বাররক্ষক ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতি বলিয়া চেনেন না যে, আমরা তাঁহাদিগের নাম লইয়া সেখানে অনায়াসে চলিয়া যাইব। তিনি আমাদের কাহাকেও একথা জিজ্ঞাসা করিবেন না যে, তোমরা কাহার দলের লোক? তোমাদের সেনাপতি কে? তিনি আমাদের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না কেবল তাহাই দেখেন। ঈশা চৈতন্য মহম্মদ প্রভৃতি ব্যক্তির সেনাদল ও শিষ্যদিগকে অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধদিগকে তিনি তথায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান দিবেন না, সেখানে যাহার অন্তর বিশুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তিনিই কেবল স্থান পান। সেখানে সকলেই এক, পরস্পরের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, কোন বিভিন্নতা নাই। ঈশ্বর পিতা পবিত্রাতা ও নেতা, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, তিনি সর্ব্বে সর্ব্বা। সকল মনুষ্যই ভ্রাতা, সকলই এক পরিবার। কেন আমরা তবে এক্ষণে অকারণ এক একটি বৃথা নাম লইয়া বিবাদ করিয়া মরি? আইস আমরা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের শিষ্য, ঈশ্বরেরই অনুচর ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দি।"

লর্ড নর্থব্রুক রাজপ্রতিনিধি হইয়া কলিকাতায় আগমন করিলে কেশবচন্দ্র "ভারতবন্ধু" (Indo Philus) এই আখ্যা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মিরার পত্রিকায় ৮ই মে হইতে কিছু দিন অন্তর অন্তর নয়খানি পত্র লেখেন। (১) প্রথম পত্রে প্রথমে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্বে নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করা হয়, তদনন্তর এই শান্তির সময়ে নিরপেক্ষপাতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন লোকদিগকে লোকানুরঞ্জননিরপেক্ষ হইয়া ন্যায়াবলম্বন পূর্ব্বক শান্তিতে কুশলে একীভূত করিবার জন্য এবং সারবদ্বিদ্যাশিক্ষাদান ও

দেশের বিবিধ হিতকর কার্য্য বর্দ্ধিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। (২) "সকলের সহিত সমান ন্যায়ে ব্যবহার করিবেন" "সকল শ্রেণীর সকল মতের লোকের চিত্তবৃত্তি ও মনোভিনিবেশের বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিবেন" লর্ড নর্থব্রুক প্রকাশ্যে এই কথা বলাতে তৎপ্রতি আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক দ্বিতীয় পত্রে (১৭ মে) ইউরোপীয় ও দেশীয় প্রজা ও জমীদার ইহাদিগের পরস্পরের বিরোধী ভাব ও অত্যাচার নিবারণ করিয়া ইউরোপীয়গণের বাণিজ্যাদি কার্য্যে এবং দেশীয়গণের গুণে প্রোৎসাহ দান, জমীদারগণের সত্ত্ব ও অধিকার রক্ষা এবং কৃষকগণের অবস্থা উন্নত করিয়া খ্যাতিলাভ করিতে বলা হয়। (৩) অত্যল্প দিনের মধ্যে দশটি বিদ্যালয় লর্ড নর্থব্রুক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দপ্রকাশপূর্ব্বক তৃতীয় পত্রে (২১ মে) বিদ্যাশিক্ষা দান যে কত প্রয়োজন, সামান্য ভাবে এতদিন যে শিক্ষাদান হইয়াছে, তাহাতেই দেশের কত বিষয়ে কল্যাণ হইয়াছে উল্লেখপূর্ব্বক শিক্ষার বিষয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় (ক) সাধারণ লোকের শিক্ষা (খ) উচ্চশ্রেণীর উৎকৃষ্ট শিক্ষা (গ) নীতিশিক্ষা, (ঘ) শিল্প ও পারিভাষিক শিক্ষা (ঙ) নারীশিক্ষা। (৪) চতুর্থ পত্রে (১২ জুলাই) প্রথমতঃ উচ্চশিক্ষার্থ যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চাশৎটি কলেজ, ছয় সহস্র স্কুল স্থাপিত রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক স্বয়ং লর্ডনর্থব্রুক সার চার্লস্ উডের অভিমতানুসারে ১৮৫৪ সনে যে শিক্ষাসম্পর্কীয় লিপি প্রস্তুত করেন তাহাতে সাধারণ লোকের শিক্ষা দান নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া যে নির্দ্দেশ হয় এবং সম্প্রতি মেডিকেল কলেজের বক্তৃতায় তিনি যে, এ সম্বন্ধে মনোযোগ বিধান নিতান্ত প্রয়োজন বলেন, তৎপ্রতি ভর দিয়া সাধারণ লোককে শিক্ষিত করিয়া অজ্ঞানতা অকালমৃত্যু প্রভৃতি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। (৫) পঞ্চম পত্রে (১৮ই জুলাই) উচ্চ শ্রেণীকে শিক্ষা দিলে সেই শিক্ষা নিম্নশ্রেণীতে গিয়া স্বতঃ পঁহুছিবে, এই মতের অসারত্বপ্রতিপাদনপূর্ব্বক সাধারণ শিক্ষার পক্ষে কত অল্প যত্ন হইয়াছে দেখাইয়া উহার বিস্তৃতির প্রয়োজন প্রদর্শন। (৬) ষষ্ঠপত্রে (২৩শে জুলাই) উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত করিয়া সাধারণ লোককে শিক্ষাদান অননুমোদনপূর্ব্বক দেশীয় ধনাঢ্য লোকে উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ দান করা অনুমোদন করা হয়, আর এই উপায়ে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা ও সাধারণের উপরে শিক্ষাসম্পর্কীয় কর বসাইয়া সেই কর দ্বারা সাধারণ

শিক্ষাব অঙ্গপুষ্ট কবার প্রস্তাব হয়। (৭) সপ্তম পত্রে (১ আগষ্ট) প্রথমতঃ সাধারণ লোকদিগের শিক্ষাদানে কি কি বিশেষ কল্যাণ উপস্থিত হইবে প্রদর্শিত হয়; দ্বিতীয়তঃ এই সকল কল্যাণ লাভের জন্য শিক্ষাকর যে ভাববহ হইবে না উল্লিখিত হয; তৃতীযতঃ শিক্ষালাভ কবিয়া সাধাবণ লোকগণ তাঁহাদেব স্ব স্ব কার্য্য পবিত্যাগ কবিবে এই মিথ্যা আশঙ্কা ইংলণ্ড জার্ম্মণি প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত দ্বারা নিরস্ত হয়; চতুর্থতঃ কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে তাহা দেখান হয়; (ক) দেশীয় ভাষায শিক্ষাদান এবং দেশীয় ইন্‌স্পেক্টব জেনেরেল নিয়োগ (খ) সাধাবণ লোকের জন্য যে বিদ্যালয় হয় তাহা প্রায় মধ্যবর্ত্তী লোক-দিগের দ্বারা পূর্ণ হয, একপ স্থলে সাধাবণ শ্রেণীব লোকদিগকে শিক্ষার্থ পাওযা যাইতে পারে এজন্য সায়ংবিদ্যালয় খোলা হয, গুরুপাঠশালা প্রভৃতি স্থাপিত হয়, এবং যে সকল ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টব এই কার্য্যে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহাদেব নাম বিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয, তাঁহাদিগকে পদোন্নতি ইত্যাদি দ্বারা উৎসাহ দান হয; (গ) লেখা পড়া ও অঙ্কশিক্ষা ছাড়া বিজ্ঞানসম্পর্কীয় প্রাবম্ভিক শিক্ষাদান হয, শিল্পী হইলে সেই সেই শিল্পসম্বন্ধে বিজ্ঞানসিদ্ধ শিক্ষা প্রদত্ত হয়; (ঘ) সাহায্য কবিবাব যে নিয়ম আছে তাহা কিঞ্চিৎ শিথিল কবিয়া যে স্থানের লোকদিগের অবস্থা ভাল নয়, অথচ শিক্ষা করিবাব উৎসাহ আছে সেখানে চতুর্থাংশেব তিন অংশ সাহায্য দেওয়া হয়; (ঙ) বিজ্ঞানসম্পর্কে শিক্ষা দেওয়াব জন্য বক্তা নিযোগ কবা হয়, যাঁহারা স্থানে স্থানে ঘুবিয়া তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন এবং ছাত্র ছাড়া অন্যান্য লোকদিগকেও বক্তৃতাস্থলে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবেন; (চ) সুলভ সংবাদপত্র পাঠার্থ বিতবিত হয়, এই সকল পত্রিকাতে মতাদি ঠিক প্রকারে অভিব্যক্ত হয, এ সম্বন্ধে অবশ্য দৃষ্টি থাকিবে; (ছ) যে সকল জমিদার সাধাবণ ব্যক্তিগণেব শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্ভ্রম অর্পণ করা যায়। (৮) অষ্টমপত্রে (৮ আগষ্ট) উচ্চশিক্ষার কুরীতির প্রতিবাদ হয়। শিক্ষাব উদ্দেশ্য কতকগুলি বিষয় জানা নহে, কিন্তু সমুদায় জীবন জ্ঞানালোকলাভের জন্য তৃষ্ণা উৎপাদন করিয়া দেওয়া। এক-কালীন অধিক বিষয় শিক্ষা করিতে গিয়া বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, সুতরাং এই সকল উপায় অবলম্বন শ্রেয়; (ক) বর্ষেব অধ্যয়নেব বিষয় অধিক না হয়, অধ্যেতব্য গ্রন্থা-তিরিক্ত গ্রন্থ গৃহে পাঠ করিবার জন্য শিক্ষকেরা বলিয়া দেন, (খ) পাঠ্যগ্রন্থ

বুঝাইয়া দেওয়ার রীতি পরিবর্ত্তন করিয়া উচ্চশ্রেণীতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়, এবং শিক্ষকেরা বক্তৃতা দেওয়ার জন্য গৃহ হইতে এমন প্রস্তুত হইয়া আইসেন যে, সেই বিষয়গুলি ছাত্রেরা বিশিষ্টরূপে আয়ত্ত করিতে পারে; (গ) যে যে বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে উপাধিপ্রাপ্তি হয়, সেই সেই বিষয়ের গ্রন্থসমূহের জ্ঞানাপেক্ষা, তদ্বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান আছে কি না দেখা হয় (ঘ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পরীক্ষাদিযোগে শিক্ষা দেওয়া হয়; (ঘ) চিন্তাশক্তির উদ্রেক জন্য ন্যায় এবং মানসিক ও নৈতিকবিজ্ঞানপ্রবর্ত্তন, (ঙ) প্রবন্ধরচনা এবং উহার উৎকর্ষ সাধন জন্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখককে বার্ষিক পুরস্কার দান। (৯) নবমপত্রে (১৬ই আগষ্ট) ধর্ম্মসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়াও ধর্ম্মমূলক নীতিশিক্ষা দানের প্রয়োজন দেখাইয়া কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়া হইবে প্রদর্শিত হয়। (ক) প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান অন্যান্য শিক্ষণীয় বিজ্ঞানের সহিত সংযোজন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানশিক্ষাদানকালে ঈশ্বরের জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের নিদর্শন সমুদায় প্রদর্শন, (খ) নীতিবিজ্ঞানশিক্ষা, কর্ত্তব্য জ্ঞানপ্রবুদ্ধ করিবার জন্য ছাত্রগণের জীবন ও চরিত্র হইতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন (গ) পাঠ্যবিষয়সমূহমধ্যে এরূপ প্রবন্ধসমূহের সন্নিবেশ, যাহাতে সংতা, সত্যানুরাগ প্রভৃতি ছাত্রগণের মনে মুদ্রিত হয়, (ঘ) সচ্চরিত্র শিক্ষকনিয়োগ, অসচ্চরিত্র শিক্ষকগণের অপসারণ; (ঙ) শিক্ষক ও ছাত্রগণের চরিত্রশোধনজন্য সর্ব্বোপরি এক জন চরিত্রশোধক শিক্ষক (Discipline Master) নিয়োগ, (চ) সদাচরণের জন্য পুরস্কার। যাহাকে সদাচরণের জন্য পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, তাহার গৃহে কি প্রকার আচরণ তাহার সংবাদ লইতে হইবে; (ছ) যে স্থানে প্রলোভনময় বিষয় আছে তৎসন্নিহিত স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত না হয়।

ডাক্তর নরম্যান্ ম্যাক্লিয়ড কেশবচন্দ্রকে কি বলিয়াছিলেন, এবং যাহা তিনি বলিয়াছিলেন তাহা অল্প দিনের মধ্যেই যে সত্য হইয়াছিল, ইহা আমরা ইতঃপূর্ব্ব উল্লেখ করিয়াছি। ডাক্তর নরম্যান্ ম্যাক্লিয়ড এই সময়ে পরলোক গমন করেন। এখানে তাঁহার পরলোকগমনের সংবাদ নিবদ্ধ করিবার কারণ এই যে, যখন কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড গমন করেন, সে সময়ে নরম্যান্ ম্যাক্লিয়ড তাঁহাকে ইডেন্বরাতে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কেশবচন্দ্র গুরুতর পীড়ানিবন্ধন যখন তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অসমর্থ হন, তখন তিনি তাঁহাকে যে পত্র

লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কথা ছিল যে, হয়তো ইহলোকে আর আমাদের সাক্ষাৎকার না হইতে পারে, ফলতঃ সেই কথাই সত্য হইল। এ স্থলে তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রখানির কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে।—"আমি মনে করি, ইডেনবরাতে ১৮ মের প্রারম্ভে প্রেস্‌বেটিরিয়ান্‌গণের যে দুইটী সভা হইবে তাহা দেখিতে আপনার মন উৎসুক হইবে। যদি আপনি আসেন আমি অঙ্গীকার করিতেছি আপনি এখানকার সকলই দেখিবেন এবং দেখিয়া সুখী হইবেন। আপনাকে একটি কোলাহলশূন্য গৃহ আমি থাকিবার জন্য দিব। আমাদের (ইডেনবরা হইতে) আরও পশ্চিম যদি আপনি দেখিতে চান, আমি আহ্লাদের সহিত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব এবং আপনার 'সিসেরোণ' হইব। আমি আপনার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন তর্ক বিতর্ক করিব না, কিন্তু কেবল (এখানকার বাহ্য) প্রকৃতির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়া দিব।

"আমি গতকল্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, আপনি পীড়িত হইয়াছেন বলিয়া ইডেন্‌বরাতে যে সকল কার্য্য করিবার কথা ছিল তাহা করিতে অসমর্থ হইলেন। সত্যই আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে, আমি এখানে আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলাম না। হাইল্যাণ্ডের পার্ব্বত্যদৃশ্য এবং আচার ব্যবহারের সহিত আপনাকে পরিচিত করিয়া দিতে আমার নিতান্ত সুখ হইত। ডণ্ডীনিবাসী ডাক্তার ওয়াট্‌সকে আমি জানি, আপনার সেবায় নিযুক্ত হইতে তিনি আহ্লাদিত হইবেন।

"অতএব আর আমাদের দুজনের এ পৃথিবীতে সাক্ষাৎ হইবে না। তবে আমি আশা করি, যিনি সকল ভাইয়ের উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া 'গিয়াছেন' তাঁহার সম্মুখে গিয়া মিলিত হইব এবং তাঁহাকে আপনি আপনার পবিত্রাতা প্রভুরূপে ভাল বাসিবেন এবং শ্রদ্ধা করিবেন।

"আলোকনিচয়ের যিনি পিতা তিনি আপনার পথ প্রদর্শন করুন, সমগ্র করুণার আধার ঈশ্বর আপনাকে বিশুদ্ধ করুন এবং এইরূপে তিনি আপনাকে আপনার ভ্রাতৃবর্গের যথার্থ মহৎ শিক্ষক করিয়া লউন।"

ব্রাহ্মবিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইয়া গেলে কলিকাতাসমাজ এখন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম, ইহা প্রতিপাদন করিবার যত্ন উপস্থিত হইল। ধর্ম্মতত্ত্বে ইহার ঘোর প্রতিবাদ হইল, ব্রাহ্মবন্ধুসভায় বিস্তৃত শাস্ত্র

প্রমাণসম্বলিত বক্তৃতায় উহা অপ্রতিপাদিত হইল। কেশবচন্দ্র সভাস্থলে কলিকাতা-সমাজের পশ্চাদ্গমন সবিশেষ সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। এক জন আদি ব্রাহ্ম এই সময়ে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে লিখিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম যেমন ক্রমিক সোপান হইতে সোপানান্তরে উত্থান করিয়া পরিশেষে ইউনিটেরিয়ান্ হইয়া গিয়াছে, তেমনই হিন্দুধর্ম্ম ঋক্ হইতে উপনিষদে, উপনিষৎ হইতে ভগবদ্গীতাতে, ভগবদ্গীতা হইতে ভাগবতে, ভাগবত হইতে মহানির্ব্বাণে, মহানির্ব্বাণ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে উত্থান করিয়াছে। এ সমুদায় কথার প্রতিবাদ হইল, কিন্তু এতদ্দ্বারা কলিকাতাসমাজের হিন্দুধর্ম্মসাগরে নিমগ্ন হওয়া দূর হইল না। ক্রমে ইঁহার যে প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, তাহা পর পর সকলে দেখিতে পাইবেন।

ব্রাহ্মবন্ধু সভায় লাহোরের বাবু নবীনচন্দ্র রায় "ব্রাহ্ম এবং সমাজসংস্কার" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাতে ইনি ধর্ম্মকে উপাসনা ও প্রচারে আবদ্ধ করিয়া সামাজিক সমুদায় বিষয় উহা হইতে স্বতন্ত্র করেন। তাঁহার মতে একটি মুখ্য, আর একটি গৌণ। মুখ্যবিষয়ে সকলের একতা চাই, গৌণ বিষয়ে যে ব্যক্তি যে প্রকার ইচ্ছা করেন সেই প্রকার আচরণ করিতে পারেন। সভাপতি কেশবচন্দ্র মুখ্য ও গৌণ এই দুই প্রকার বিভাগ স্বীকার করিয়া লন, কিন্তু উপাসনা ও প্রচার মুখ্য, সামাজিক বিষয় সমুদায় গৌণ, এ প্রকার বিভাগ অস্বীকার করেন। কেন না ধর্ম্মের কতকগুলি বিষয় মুখ্য আছে, যাহাতে সকলের একতা থাকা চাই, আবার উহার কতকগুলি বিষয় এমন আছে, যাহা ব্যক্তিগত অবস্থাদির অনুরূপ, সুতরাং সে সকলেতে সকল ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবেন, কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। সামাজিক বিষয়মাত্রেই গৌণ নহে, কেন না সামাজিক আচরণের মধ্যে এমন সকল মুখ্য বিষয় আছে, যাহা ভঙ্গ করিলে মনুষ্য শাসনার্হ। কেহ যদি সত্য ন্যায়াদির নিয়ম অতিক্রম করে, তাহা হইলে সে কি আর দণ্ড পাইবার যোগ্য নহে? সুতরাং বক্তার গৌণমুখ্যবিভাগ ঠিক হইলেও তাহার প্রয়োগে যে তাঁহার ভ্রান্তি ঘটিয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের সহিত সামাজিক বিষয়গুলিকে একত্রিত করিয়া লওয়াতে ব্রাহ্মসমাজে লোকসমাগম হইতেছে না, ইহাও সত্য নহে। কেন না প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে কেবল উপাসনা ও প্রচারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, অথচ সে সময়ে যথার্থ ব্রাহ্মসংখ্যা কিছুই হয় নাই, যত দিন পর্য্যন্ত

ব্রাহ্মগণ বিশ্বাসানুসারে অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই হইতে ব্রাহ্মগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজে লোক না আইসার কারণ উপাসনা ও প্রচারের সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠানের যোজনা নহে, তাহাদিগের সমাজ হইতে নিষ্কাশিত হইবার ভয়।

আজ অনেক দিন হইল কেশবচন্দ্রের শরীর অসুস্থ হইয়াছে। প্রচার ও শরীরের স্বাস্থ্য উভয় উদ্দেশ্যে তিনি সপরিবারে ১১ অক্টোবর কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন। মুঙ্গের, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, জয়পুর, আগ্রা, কাণপুর, এটোয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি বিবিধ প্রকারের কার্য্য করেন ও প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। 'দেশীয় সমাজের উপরে ইংরেজী সভ্যতার প্রভাব' 'ইংলণ্ড আমাদের সম্বন্ধে কি করিয়াছেন, আমাদের কি করা উচিত' 'ইংরেজ রাজ্যাধীনে দেশীয় সমাজের উন্নতি' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা, মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা, উত্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। ২০ ডিসেম্বর তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উৎসবের প্রস্তুতির নিমিত্ত প্রতিদিন স্বীয় ভবনে ৮ টার সময়ে ব্রাহ্মগণকে লইয়া উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন।

প্রচারকসভা সংস্থাপন।

সমুদায় বিভাগের শৃঙ্খলা হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত প্রচারকার্য্যসম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অনিয়মিত ভাবে প্রচারকার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কখন সমুচিত নহে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যে মাসে আশ্রমগৃহে একটী সভা আহূত হয়; এই সভায় প্রচারকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, প্রচারকগণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভার গ্রহণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং সেই সেই প্রদেশের ব্রাহ্মগণের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য দায়িত্বগ্রহণ আবশ্যক। এ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে স্থূলতঃ তাহার রেখাপাত হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছু হয় না। কেশবচন্দ্র ব্যস্ত সমস্ত হইবার লোক নহেন, তিনি তিন মাস কাল প্রতীক্ষা করিলেন। পরিশেষে যথাসময়ে ১৭৯৪ শকের ২২ শ্রাবণ (১৮৭২, ৫ আগষ্ট) কেশবচন্দ্রের গৃহে প্রচারকসভার প্রথম অধিবেশন হয়। এই সভায় সভাপতির আসন কেশবচন্দ্র গ্রহণ করেন। সভার কার্য্যপ্রণালী এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়।

১। প্রচারপ্রণালী নির্দ্ধারণ।

২। প্রচারবিষয়ে অভাবমোচন, অভিযোগনিষ্পত্তি।

৩। প্রচারের উপায় কি? তদ্বিভাগ।

(১) প্রচারক প্রেরণ।

(২) পুস্তক পত্রিকাদি প্রচার।

অনন্তর এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া যাঁহারা প্রচার করিবেন তাঁহাদিগের (কেশবচন্দ্র প্রভৃতি একাদশ জনের) নাম লিপিবদ্ধ হয়। প্রচারের উপায়মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রথমতঃ উল্লেখ করিয়া পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এই দুই বিভাগে বিভক্ত কলিকাতার কার্য্যসকল কে কি করিবেন, তাহা নির্ণীত হয়। বিদেশে কোন্ কোন্ প্রচারক কোন্ কোন্ স্থানে কার্য্য করিবেন তাহার বিভাগও স্থির হইয়া যায়।

প্রচারকসভা স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবস্থান কি তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। কেশবচন্দ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন, কলিকাতাস্থ

প্রচারকবর্গ নিয়মিতরূপে সভার কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা এমনই উৎসাহের সহিত সভার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, এক এক দিন কোন কোন বিষয়ের প্রসঙ্গে সমুদায় রজনী নিঃশেষ হইয়া যাইত। সভার সহব্যবস্থান কি হইবে, ইহা লইয়া আন্দোলন চলিল। এ সভার সহব্যবস্থান অন্যসভার সহব্যবস্থানের অনুরূপ হইবে না, এখন পর্য্যন্তও ইহা কাহারও হৃদয়ে প্রতিভাত হয় নাই, সুতরাং ২৭ কার্ত্তিক সোমবারের সভায় এইরূপ নির্দ্ধারণ হইল যে, "একজনের নির্দ্ধারণাপেক্ষা অধিকসংখ্যকেব নির্দ্ধারণ প্রবল। সর্ব্বাপেক্ষা সভাপতির নির্দ্ধারণ প্রবল। এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন।" প্রাচীন সভাসমূহের নিয়মানুসাবে এই নির্দ্ধারণ হইল বটে, কিন্তু ইহা কখন দাঁড়াইতে পারে না। কেশবচন্দ্র কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সভাপতিত্বে সভার কার্য্য নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল, অথচ আজ পর্য্যন্ত সহব্যবস্থানের সম্বন্ধে কোন প্রকার কথা উঠিল না। প্রাচীন সহব্যবস্থানে এ সভা কখন চলিতে পাবে না, সুতরাং কযেক দিন মধ্যে স্বভাবেব নিয়মে সভায় তৎসম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইল। ৩০ পৌষ ববিবাব, এ সভাব সহব্যবস্থান কি নির্ণয় হইয়া গেল। আমরা ঐ দিনের সমগ্র লিপিটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"৩০ পৌষ, ববিবাব।

"সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদাব, শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সেন, শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় উপস্থিত।

"শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদাব প্রস্তাব করেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে মতের ঐক্য থাকিবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষেব মতের ভিন্নতা থাকিবে নির্দ্ধারণ হউক।

"শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত বলেন, পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ক্ষুদ্র হউক অক্ষুদ্র হউক সকল বিষয়ই এই সভায় নির্দ্ধারিত হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু বলেন, সভায় পাঁচ জন একমত পাঁচ জন অন্য মত হইলে, বিভিন্ন মত এক করিয়া লইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন বলেন, এখানে যাহা স্থির

হইবে তাহা সকলকে মানিতে হইবে, এ নির্দ্ধারণে অন্যমত করিবার কোন কারণ নাই। তবে কোন্ বিষয় সভার নির্দ্ধারণার্থ গৃহীত হইবে, কোন্ বিষয় হইবে না, তাহাও সভার দ্বারা নির্ণীত হইবে। এরূপ করিবার কারণ এই যে, যে স্থলে স্বাধীন প্রণালীতে কার্য্য হইতেছে, সেখানে বুদ্ধি এবং অবস্থাদি অনুসারে ভিন্নতা হইবেই। কিন্তু এ সকল ভিন্নতার মধ্যেও মূলে একতা থাকিবে; প্রণালীতেও (plan) সকলে এক হইবেন। সকলে একত্র হইয়া কার্য্য করিলে পরস্পরকে না বুঝার জন্য যে ভিন্নতা স্থলে ঐক্য করা অসম্ভব হয়, তাহাও বিদূরিত হইতে পারে।

"শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দিবস * শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে বলিয়াছিলেন, মতের একতা না হইলে তিনি (wait) অপেক্ষা করিবেন, একথার অর্থ কি? ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিলেন, পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতেই সে কথার মীমাংসা হইয়া গেল। যাহা সভার আলোচনীয় হইবে না, তাহাতো সভাতে গৃহীত হইবেই না। যাহা সভার আলোচ্য বলিয়া স্থির হইল, তৎসম্বন্ধে সভা যাহা নির্দ্ধারণ করিবেন, তদনুসারে সকলকে কার্য্য করিতেই হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সভাপতির মত সকলের মতাপেক্ষা সমাদরণীয়, তৎসম্বন্ধে এই বক্তব্য যে, যে কোন বিষয় সভাপতির মতের সহিত এক হইবে না, তাহা সম্মিলনের জন্য পুনরালোচিত হইবে।

"শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বশেষে নির্দ্ধারণ করিলেন যে, সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইবে, অধিকাংশের মত কি সভাপতির মত এ সকলের প্রাধান্যের প্রয়োজন নাই। এক শরীরের অঙ্গের ন্যায় প্রতিজনকে মানিতে হইবে। ইহাতেই এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের বিরোধী কখন থাকিতে পারে

* ২৮ পৌষ শুক্রবার যে কথা হয় তদনুসারে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। সে দিনের লিপি এই;—"অধিকসংখ্যক একত্রিত হইয়া যাহা নির্দ্ধারিত হইবে, যাঁহার তৎকালে তাহাতে অমত থাকিবে তাঁহাকেও তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে, অনেক স্থলে এ নির্দ্ধারণ অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য করা অন্যায় হইতে পারে, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করাতে আগামী রবিবার দুইটার সময় এতৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়া নির্দ্ধারণ হইবে নির্দ্ধারিত হয়।"

না, অধিকাংশের মত লইয়া কার্য্য করিলে এই দোষ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত সকলে একমত না হন, সে পর্য্যন্ত প্রয়াস প্রযত্ন দ্বারা এক করিতে হইবে। এইরূপে একবার যাহা নির্দ্ধারণ হয়, কোন কথা না বলিয়া সকলে তাহার অনুসরণ করিবেন।

"নির্দ্ধারণ—এই সভার সভ্যেরা এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ন্যায় মূলে একতা রক্ষা করিয়া কার্য্য কবিবেন।"

প্রচারকসভার সংস্থানাদিঘটিত গুটিকয়েক কথা সময়ের ব্যবধানের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এস্থলে উল্লেখ করা প্রযোজন, কেন না সে গুলিকে কোন বৃত্তান্তের সহিত পুনর্যোজনা কবিবাব সম্ভাবনা নাই, অথচ সে গুলির উল্লেখ না হইলে একটি গুরুতর অন্তর্বিস্থানের বিবৃতি অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রচারকগণের পবস্পবের ব্যবহাবাদিসম্বন্ধে এই প্রকাব (১৯ জৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক) নির্দ্ধাবণ হয়,—

"আপন আপন স্বাধীনতা রক্ষা কবিয়া সভ্যেরা পবস্পরেব অধীন হইবেন। অধীনতা ও স্বাধীনতাব সামঞ্জস্য হইবে। যদি কোন প্রচারক প্রচাবকসভার বিধানবিরুদ্ধে কোন কার্য্য কবেন, তাহার প্রতিবাদ কবিবার অধিকাব সভার হস্তে থাকিবে।"

"(২৫ শ্রাবণ) কোন প্রচাবকেব বিরুদ্ধে কাহাবও কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা পত্রদ্বারা জানাইলে এ সভায় বিচারিত হইবে। পবস্পাবেব বিরুদ্ধে অভিযোগ কবিতে হইলে যেখানে সেখানে দোষোল্লেখ না কবিয়া প্রচাবকেরা তদ্বিষয়ের মীমাংসার জন্য এই সভাতে উহার বিচার কবিবেন।"

ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা কবিবার জন্য (২৩ আষাঢ়) শান্তিসভা সংস্থাপিত হয়। ঐ সভা কেবল সাধাবণ ব্রাহ্মগণেব বিবাদ মীমাংসা কবিবার অধিকাব পান, প্রচারকগণের বিবাদের মীমাংসাব নহে। কেন না সে দিনে ইহাও নির্দ্ধাবিত হয়, "প্রচারকগণেব মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রচারকসভায় যথাসময়ে তাহার বিচাব ও মীমাংসা হয।" প্রচাবকগণ প্রচাবকসভার অধীন। তাঁহারা কখন যদি বিপথগামী হন, ইহাব কোন বিধানের প্রতি তাঁহাদিগের আক্রমণ কবিবার কোন অধিকার নাই *, এ সম্বন্ধে তাঁহারা প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ,

* যে নির্দ্ধারণানুসারে এই অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষরিত ও লিপিবদ্ধ হয় তাহা এই ;—

কেন না প্রচারকসভার (২৫ শ্রাবণের) লিপিতে তাঁহাদিগের স্বাক্ষরিত এই প্রকার অঙ্গীকার নিবদ্ধ আছে,—"আমরা নিম্ন স্বাক্ষরিত কয়েক জন প্রচারক এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমরা যদি বিশ্বাস বা চরিত্রের বিকারপ্রযুক্ত কখন বর্ত্তমান বিধানভ্রষ্ট হই, আমরা ইহা ঈশ্বর ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অথবা কোন প্রকারে ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইব না। এই সভার অনুসরণে আমাদের প্রত্যেকের এবং সাধারণের নিশ্চিত মঙ্গল।"

প্রচারক ভিন্ন অন্য উৎসাহী প্রচারকার্য্যের সহায়গণসম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম (১৯ জৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক) লিপিবদ্ধ আছে;—"যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে প্রচারকার্য্যে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করেন নাই, অথচ বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ সহকারে উক্ত কার্য্যে যোগ দিয়া থাকেন, এই সভা তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত উৎসাহ দিবেন এবং সকৃতজ্ঞ ভাবে তাঁহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিবেন।......(২৬ জৈষ্ঠ) তাঁহারা এ সভায় উপস্থিত হইবার ইচ্ছা সম্পাদকের নিকট প্রকাশ করিলে অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন এবং সভ্যদিগের মত হইলে উপস্থিত প্রস্তাবসম্বন্ধে আপন আপন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। এই সভা সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া বিশেষ বিশেষ গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবেন।"

সহব্যবস্থানসম্বন্ধে ৩০ পৌষের যে নির্দ্ধারণলিপি আমরা সর্ব্ব প্রথমে উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎসহ ১৭৯৭ শকের ৪ শ্রাবণের নির্দ্ধারণটি সমঞ্জস করিয়া লইলে-তবে প্রচারকসভার সহব্যবস্থান পূর্ণাকার লাভ করে। কেন না যে সহব্যবস্থান সভ্যগণের আনুগত্যের স্থল না দেখাইয়া দিতে পারে তাহাকে কখন পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। এই আনুগত্যের স্থল আবার এমন সুদৃঢ় ভূমির উপরে স্থাপিত হওয়া চাই যাহা অপরিবর্ত্তবিধিসঙ্গত। আমরা যে নির্দ্ধারণটির কথা বলিতেছি, সে নির্দ্ধারণটি এই;—"নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য চলিতে পারে, এজন্য কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইবার প্রস্তাব হওয়াতে এই প্রশ্ন উত্থিত হইল যে, প্রচারকার্য্য নিয়মাধীন করিতে গেলে, কখন কাহার কোন নিয়মের আনুগত্য

*প্রচারকেরা এই সভার অধীন। "যদি কেহ কখন এই সভার শাসন অতিক্রম করিয়া বিপথগামী হন, তিনি ইহার কোন বিধান আক্রমণ করিতে পারিবেন না।"

স্বীকার উচিত বোধ না হইলে, অথবা তৎসম্বন্ধে বিপরীত আদেশ মনে হইলে, তিনি কি তাহার অনুসরণ করিবেন? এ বিষয়ে এইরূপ মীমাংসা হইল যে, নিয়মের অধীনতা স্বীকার করা ধর্ম্মরাজ্যেও রাজনীতির (Politics র) নিয়ম। সাধনের নিয়ম প্রস্তুত করিবার জন্য যাঁহাকে নিয়োগ করা হইবে, যত দিন তিনি সে কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকিবেন, সাধনসম্বন্ধে তাঁহাকে অনুসরণ করিতেই হইবে। বিবেক দুই প্রকার, সাধারণ বা নৈতিক, বিশেষ বা আধ্যাত্মিক। সাধারণ নৈতিক বিবেক স্বীয় অধিকার মধ্যে অনতিক্রম্য, কিন্তু বিধানাধীনে যে বিশেষ আধ্যাত্মিক বিবেক দেবোত্তেজনাবশতঃ সাধকে উপস্থিত হয, উহা বিধানের অধীন, সুতরাং বিধানানুগত হইয়া যাঁহারা সমাজবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের, সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে, উহা অগ্রাহ্য। সে স্থলে সামাজিক বিবেক দ্বারা যাহা নির্দ্ধারিত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ বিধাতা হইতে সমাগত আদেশ বিধানস্থ সকলের নিকট এক সময়ে একই প্রকারে আসিবে, ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্নরূপে আসিবে না। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রান্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন নির্দ্ধারণ ব্যক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও এই জন্য তাহা বিনা প্রশ্নে মানিতে হইবে।"

ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বিবেক সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে বিনা প্রশ্নে সামাজিক বিবেকের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, এ বিধি যদি কেহ অগ্রাহ্য করেন, তাঁহার সম্বন্ধে কি করিতে হইবে প্রচারকসভায় ইহার স্পষ্ট কোন বিধান নাই, তবে কেশবচন্দ্র আপনার ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে সভায় যে কথা বলিয়াছেন, প্রচারকসভা ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র হইয়া তাহাই বলিতে পারেন, "ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহ অধীন না হইলে বলপূর্ব্বক তাহাকে অধীন করা তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) মত নহে। যদি ইটি দুর্ব্বলতা হয়, তবে ইহা ঈশ্বরের, কেন না তিনি বলপূর্ব্বক কাহাকেও অধীন করেন না।" সকলের একতাসত্ত্বে এক জনের বিরোধ যখন ভ্রান্তিমূলক, এবং সে ব্যক্তির অধীন হওয়া বিধিসিদ্ধ, তখন এরূপস্থলে তিনি যদি বিমত থাকেন তাঁহাকে গণনায় না আনিয়া কোন নির্দ্ধারণ প্রচারকসভা করিতে পারেন কি না, এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট মীমাংসা কেশবচন্দ্রের দেহাবস্থানকালে হয় নাই। তিনি প্রচারকসভায় স্বয়ং কোন প্রস্তাব আনয়ন করিয়া যদি এক জনের কিছুমাত্র অমত দেখিতেন, তখনই সে প্রস্তাব অপসারিত করিয়া লইতেন, সে ব্যক্তি ভিন্ন

অপর সকলের মত আছে কি না কোন সময়ে এ প্রশ্নও তুলিতেন না। ফলতঃ সে ব্যক্তির ভ্রান্তি বুঝিয়াও তিনি কখন তাঁহাকে অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার এই আচরণ ইহাই সপ্রমাণিত করিতেছে যে, সভায় উপস্থিত এক ব্যক্তিকেও কোন কারণে অতিক্রম করিয়া কোন নির্দ্ধারণ হইতে পারে না*। বস্তুতঃ কাহারও কোন বিষয়ে অমত হইলে প্রয়াস প্রযত্ন দ্বারা তাঁহাকে এক করিয়া লইতে হইবে, এ বিধি সর্ব্বথা অপরিহার্য্য। তিনি যখন উপস্থিত সকলের সহিত মিলিতে পারিলেন না, বহু প্রয়াস প্রযত্নেও সায় দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল, তখন বাধ্যতার বিধি অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যদি তিনি এ কর্ত্তব্য আপনা হইতে প্রতিপালন না করেন, কে আর তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে বাধ্য করিতে পারে? সুতরাং বাধ্য হইলেন না দেখিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া এক দিকে তাঁহার অপরাধ বৃদ্ধি করা, অপর দিকে স্বাধীনতা অনতিক্রমণীয়, এ বিধি অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ হইতে অপর সভ্যগণের স্খলিত হওয়া কখন উচিত নহে। অধিকন্তু বর্ত্তমানে কোন বিষয়ে ক্ষতি হইবে, ইহা ভাবিয়া অসহিষ্ণু বা অধীর হওয়া চিরসহিষ্ণু ঈশ্বরের অনুযায়িগণের উপযুক্ত কার্য্য নহে। স্বয়ং ঈশ্বর যখন তাঁহার কার্য্যের ক্ষতি কোনরূপে হইতে দিবেন না, তখন তৎসম্বন্ধে অধীরতাপ্রকাশ অবিশ্বাস।

---

* সম্প্রতি এ সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে আমাদের উপরি উদিত সিদ্ধান্তে কোন সংশয় নাই।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব ও তৎসন্নিহিত সময়ের বৃত্তান্ত।

উৎসবের সমগ্র বৃত্তান্ত এখানে নিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। ১০ মাঘ (১৭৯৪ শক) প্রাতেঃ কেশবচন্দ্র "আমি আছি" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশের দুটি দুই কথা উদ্ধৃত করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, বিষয়টি কি প্রকার অন্তর্ভেদিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। "ধর্ম্ম শাস্ত্রকে আমরা দুই ভাগে বিভাগ করি; বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ। উভয় জগতেই 'আমি আছি' নিরন্তর এই কথা হইতেছে।" কেশবচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তি যখন অন্তর্জগতে বহির্জগতে 'আমি আছির' স্থিতি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন যে "সকলের হৃদয় মুগ্ধ হইয়া গেল, কেহ ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিল না; বিশ্বাসের আলোকে যেন সকলের চক্ষুকে প্রস্ফুটিত করিয়া দিল" এ কথায় আর কে অবিশ্বাস করিবেন? এবারকার নগর সঙ্কীর্ত্তন "কর আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা ওরে রসনা" * ইত্যাদি। ডল সাহেব, এক জন মুসলমান, এবং এক জন হিন্দুস্থানী সঙ্কীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে পতাকা ধারণ করিয়া গমন করেন। লোকসমাগমের কিছুমাত্র অল্পতা হয় নাই। ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যবিষয়ে উপদেশ হয়। উপদেশসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "তিনি উপাসনাতে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট উপদেশ দিলেন। তাহাতে কি সুন্দর কবিত্বই প্রকাশ পাইতেছিল। তাহার ভাব অত্যন্ত গভীর, অতিশয় প্রেমপূর্ণ ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। ইহা শুনিয়া উপাসকগণের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়া গেল, সকলে অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন, আচার্য্য মহাশয়ও বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিলেন। ঈশ্বরসম্বন্ধে এমন মধুর কথা আর আমরা কখন শুনি নাই। উপাসনাতে ঈশ্বরের উপলব্ধি এত দূর গাঢ় সুন্দর ও সূক্ষ্ম হয়, তাহা আর কখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় নাই।" ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য সাধকগণের পবিত্র জীবনের মধ্যে দিয়া

---

* ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন ১৩২ পৃষ্ঠা।

জগতের নিকটে প্রকাশ পায়, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা যদি জীবন দ্বারা তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে না পাবেন, তাঁহারা তাঁহাদের উচ্চতম ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবেন, উপদেশে এই বিষয়টি বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। "যে ধর্ম্মে তোমরা আপনারা ভাল হইতে পারিলে না, জগৎ কেন সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? কেন না জগৎ জানে, উপাস্য দেবতা যেমন উপাসক তেমনি, গুরু যেমন শিষ্যও তেমনি, সুতরাং তোমাদেব জীবনে যদি কলঙ্ক থাকে, তোমাদের উপাস্য দেবতা এবং পরমগুরুকে কেন তাহারা গ্রহণ কবিবে? ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মিকাগণ। তোমবা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা কর। জগৎ বলিতেছে, তোমাদেব ঈশ্বর যদি সত্যই সুন্দর হন, তবে তোমাদেব জীবন কেন সুন্দর হইল না? ঈশ্বব সুন্দর এখনও কি তোমরা ইহার প্রমাণ চাও? তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এক বারও কি মোহিত হও নাই? সেই প্রেমমুখ কি কখনও তোমাদেব পাপ তাপ, দুঃখভয় এবং শোকভার দূব করেন নাই? কে তাঁব গুণেব ব্যাখ্যা কবিয়া শেষ কবিতে পাবে? তিনিতো সামান্য গুণনিধি নহেন। তাঁহার সমুদায় গুণেব নাম সৌন্দর্য্য। পূর্ণ সৌন্দর্য্যে তিনি বাস করেন।"

এবাব টাউন হলে "দেবনিঃশ্বসিত" (Inspiration) বিষযে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা গ্রন্থে নিবদ্ধ হইযাছে, এবং উহা অনেকেই পাঠ কবিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব গুটি কয়েক কথায় উহাব সাব এইরূপে সঙ্কলন কবিযাছেন, "তিনি (কেশবচন্দ্র) এই ভাবে বলিতে লাগিলেন, আমি কোন ধর্ম্মেব মত লইয়া তর্ক কবিতে আসি নাই, কেবল ধর্ম্মজীবনেব পবীক্ষিত সত্য আপনাদিগের নিকটে বলিতে আসিয়াছি। প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থাতেই ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পাওযা যায়। মনুষ্য বলে ঈশ্বর শুনেন এবং ঈশ্বব বলেন মনুষ্য শুনে, এই অবস্থাই প্রত্যাদেশের অবস্থা। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাব কিরূপে লাভ কবা যায়? আমিত্ব বিনাশ কবিতে না পাবিলে প্রকৃত প্রার্থনাব অবস্থা ঘটে না, এবং তাঁহার প্রত্যাদেশও শুনিতে পাওয়া যায় না।" সাতু বাবুব মাঠের প্রান্তরে বক্তৃতা এবার একটি প্রকাণ্ড ব্যাপাব। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিযাছেন, "সাতু বাবুব বাটীর সম্মুখস্থ মাঠে বেলা ৩টা হইতে লোকেব সমাগম হইতে লাগিল। প্রায় পাঁচ সহস্র লোকে ঐ স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। এক দিকে নহবতের মধুব ধ্বনিতে চারি দিক্ প্রফুল্লিত করিল, শেষে দুই স্থানে সঙ্কীর্ত্তন আবম্ভ হইল। এ দিকে 'সত্যমেব জয়তে' 'ব্রহ্মকৃপা হি

কেবলম্' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই নামাঙ্কিত তিন পতাকা উড্ডীন হইতেছে, সঙ্কীর্ত্তনের উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত, দর্শকগণের মন সেই দিকেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার চারি দিকে কত দোকানদার বসিয়া বিক্রয় করিতেছিল। মাঠের চারিদিকের অট্টালিকার ছাদ লোকে পরিপূর্ণ, এমন কি বৃক্ষের উপরেও কত লোক বসিয়াছিল। কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই হইয়াছিল। যখন তিনি (কেশবচন্দ্র) এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকল লোককে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, তখন যেন তাঁহার মুখশ্রীতে এক অদ্ভুত স্বর্গীয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গিরিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য সত্যের আকর্ষণ। এত লোক কেন যে দণ্ডায়মান ছিল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা অবাক্ হইয়া গিয়াছি। ঈশ্বরের বল যখন মানবহৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তাহার দ্বারা কি না সংসাধিত হয়। তিনি এক বার দয়াময় বলিয়া নামকীর্ত্তন করিতে বলিলেই এমনি উৎসাহিত ও উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মগণ দয়াময় নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন যে, যাহারা পরিহাস করিতে ও ব্যাঘাত জন্মাইতে আসিয়াছিল, তাহারা পরাস্ত হইয়া গেল! আবার তিনি পুনবায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। সামান্য লোকদিগকে কেহই দেখে না, তাহাদের দুঃখে কেহই দুঃখী হয় না। যাহারা সামান্য বলিয়া অনাদৃত হয়, তাহারাই মানবসমাজের প্রধান অঙ্গ এই ভাবে কিছু বলিয়া শেষে সকলকে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন। পরে গভীর স্বরে, বল 'সত্যমেব জয়তে', বল 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' বল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', ক্রমে ক্রমে যখন তিনি এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সহিত সমস্বরে শত শত লোক ঐ কথা বলিতে লাগিল। শেষে কীর্ত্তন হইয়া মহাসভা ভঙ্গ হইল।" কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাটী সুদীর্ঘ। আমরা উহার প্রথমাংশ এই জন্য দিতেছি যে, এতদ্দ্বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন, সামান্য লোকদিগের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি প্রকার ছিল।

"ঊর্দ্ধে, অধোতে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে পশ্চাতে যে ঈশ্বর আছেন তাঁহারই কৃপাতে আজ এত গুলি লোক এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুগ্রহ করিয়া আমার কয়েকটী কথা শুনিবার জন্য ইঁহারা এখানে আসিলেন, আমি তাঁহাদের সকলের নিকটে অত্যন্ত বাধিত হইলাম। অতি গুরুতর বিষয়ের জন্য এখানে এই সমারোহ। কেহ বৃথা গোল করিবেন না। স্থির হইয়া আমার কয়টী

কথা শ্রবণ করুন। যে ধর্ম্ম এ দেশে বিস্তৃত হইতেছে ইহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম। কেহ বলিতে পারেন, ব্রাহ্মেরা কেবল সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য আড়ম্বর এবং এত কোলাহল করিতেছে; কিন্তু ভ্রাতৃগণ! তাহা নহে। এ ধর্ম্ম নূতন নহে, অতি পুরাতন বেদবাক্য আছে, 'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্', সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, এখনও এই কথা শুনিতেছি। ইংলণ্ড, আমেরিকা, পৃথিবীর সমুদায় দেশই এই কথা বলিতেছে। সমুদয় দেশ এই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই ঈশ্বরের জন্য সকলে ব্যাকুল। এই ঈশ্বর সকলের পিতা, এই ঈশ্বর সকলের রাজা, এই ঈশ্বর সকলের প্রভু। ইঁহার নিকট ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, যুবা বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার নিকট যাইতেছে। ভ্রাতৃগণ! তাঁহার আহ্বান শ্রবণ কর। গরিব দরিদ্র বলিয়া তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না; বিশেষ সময় আসিয়াছে, তোমরা সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হও। এ দেশে অনেক সামান্য লোক আছেন, তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করে এমন লোক অতি অল্প। ছোট লোক বলিয়া সকলেই ইহাঁদের ঘৃণা করে। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানীকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাদের যে এত টাকা তাহা কে দিতেছে—প্রথম শ্রেণীর লোক না দ্বিতীয় শ্রেণীর, না তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর লোক? যাহারা নিতান্ত গরিব ও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ীতে যায়, অতি সামান্য লোক, তাহাদেরই টাকাতে রেলওয়ে কোম্পানীর এত ধন। হিমালয় পর্ব্বতকে জিজ্ঞাসা করি হিমালয়, তুমি যে এত বড় উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, কিসের উপর তুমি আছ, উচ্চ শিখরগুলি কি তোমার আশ্রয়? না নীচে যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত আয়তন আছে তাহাই তোমার অবলম্বন? (করতালি) সেইরূপ এদেশে দুই পাঁচটি ধনী মানী এবং জ্ঞানীর উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করে না, কিন্তু সামান্য লোকদের উপর। দোকানদার না থাকিলে কি সহর এক দিন চলিতে পারে? চাষা না থাকিলে কি দেশ এক দিন বাঁচিতে পারে? (গভীর আনন্দধ্বনি ও করতালি) এ সকল গরিব দুঃখী চাষা দোকানদার যত দিন গরিব দুঃখী থাকিবে, যত দিন তাহাদের দুরবস্থা দূর না হয়, তত দিন এদেশের মঙ্গল নাই।"

এই সময়ে শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী কলিকাতায় আগমন করেন। ইনি আসিয়া কলিকাতা নগরীমধ্যে বাস করেন না, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যান-

বাটীতে বাস করেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুবর্গসহ স্বামিজির সহিত সেই উদ্যানবাটীতে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। স্বামিজি এ সময় সংস্কৃত ভিন্ন অপর ভাষায় কথা কহিতেন না, কিন্তু এমন সরলভাষায় কথা কহিতেন যে, তাঁহার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মধুর আলাপে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের পর তিনি তাঁহার বাটীতে আগমন করেন এবং তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া গৃহে সভা হয়। এই সভায় স্বামিজি সহজ সংস্কৃত ভাষায় আপনার মত অভিব্যক্ত করেন। পৌত্তলিকতা,অদ্বৈতবাদ, বর্ত্তমান প্রণালীর জাতিভেদ,বাল্যবিবাহ,ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি অনেক কথা বলেন। তাঁহার মতে, বিধবাবিবাহ সমুচিত,এবং নারীর উপযুক্ত বিবাহযোগ্যকাল অষ্টাদশ বর্ষ। যদিও তিনি গৃহী নন, কিন্তু তিনি গার্হস্থধর্ম্মের সপক্ষ। ১৩ ফাল্গুন রবিবার শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ দত্তের বাটীতে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে সংস্কৃতে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি ঈশ্বরসম্বন্ধে শব্দ অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই তিনটি প্রমাণের প্রয়োগ প্রদর্শন করেন, এবং ধর্ম্মের একত্ব ও একাদশলক্ষণত্ব বিবৃত করেন। সমাগত পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার বিতর্ক হয়, কিন্তু স্বামিজির তীক্ষ্ণমনীষার নিকটে তাঁহাদের পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। এই প্রথম বক্তৃতা ব্যতীত আর দুইটী বক্তৃতা হয়, বিষয়— 'এক ঈশ্বরের উপাসনা' 'মনুষ্যের কর্ত্তব্য'। এই সময়ে স্বামিজির সহিত কেশবচন্দ্রের যে প্রণয় হয়, তাহা শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

কেশবচন্দ্রের সমগ্রহৃদয় এখন 'ঈশ্বরের পরিবারে' নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বাহিরে অবস্থিত ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণে সংসৃষ্ট ঈশ্বরের পরিবারের সেবা তিনি উপেক্ষার বিষয় করেন নাই, কিন্তু অন্তরস্থ 'ঈশ্বরের পরিবারকেই' তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। "বাহিরের যে পরিবার······তাহা ধূলিনির্ম্মিত অস্থায়ী দেহ এবং বাহিরের যে ঘর তাহাও দুদিনের জন্য। তবে আমাদের পরিবার কোথায়?······এই ঘর এই পরিবার উভয়ই আমাদের অন্তরে। অতএব অন্তরে প্রবেশ কর দেখিবে এক নূতন রাজ্য; সেখানে নিয়ম আছে, শাসন-প্রণালী আছে, রাজা আছেন। রাজা কে? যিনি জগতের নিয়ন্তা, অথবা ইহ পরলোকবাসী অগণ্য আত্মাদিগের বিচারপতি।······রাজা, প্রজা ও শাসন-প্রণালী, এ সমস্ত আধ্যাত্মিক, সুতরাং সকলকেই অন্তরে খুঁজিতে হইবে।······ তাঁহার প্রজাগুলিকে, সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীকে যদি অন্তরে ধারণ করিতে না পার,

তবে হৃদয়ে কিরূপে ব্রহ্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে (৬ ফাল্গুন)?" এ সমুদায় কি মনঃকল্পনা, না ইহার বাস্তবিকতা অবধারণ করিবার ভূমি আছে? কি ভূমি আছে, তাহা তিনি আপনি বলিয়াছেন, "প্রতিদিন বাহিরের জগতের ছবি যেমন (ঈশ্বর) আমাদের চক্ষুতে আনিয়া দিতেছেন, সেইরূপ ঈশ্বর স্বয়ং চিত্রকর হইয়া ভক্তের বিশ্বাসচক্ষুতে অন্তর্জগতের ছবিসকলও আঁকিয়া দিতেছেন। তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রকৃতি, যাহার যেমন ভাবভঙ্গী, যাহার যে প্রকার স্বভাব, কোমল কিংবা কঠোর, যাহার যে প্রকার চরিত্র নির্ম্মল কিংবা দূষিত, ভক্তের হৃদয়ে অবিকল সেইরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। যাহার যেরূপ আধ্যাত্মিক ভাব সে সেইরূপ ভক্তের প্রেম অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে। যাই এক মন্দ প্রজা ভাল হইল, ভক্তের আনন্দ হইল, প্রাণের সহিত তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে আলিঙ্গন করিলেন, যাই কেহ মন্দ হইল, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল। এইরূপে প্রজাদিগের আধ্যাত্মিক ছবি সকল, ঈশ্বর ভক্তের হৃদয়ে আঁকিয়া দিতেছেন। আত্মার শোভা ভক্তের মন মোহিত করিতেছে, আত্মার কদর্য্যভাব ভক্তের মনে দুঃখ ও ঈশ্বরের নিকট গভীর প্রার্থনায় উদ্রেক করিতেছে! বাহিরের চক্ষে অস্থায়ী বাহ্যিক বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু ভিতরের নয়নে চিরস্থায়ী আত্মার প্রেমপুণ্য এবং আত্মার জ্ঞান জ্যোতি প্রতিভাত হয়। ভক্তের উজ্জ্বল আন্তরিক চক্ষু শরীর ভেদ করিয়া আত্মাকে দর্শন করে এবং আত্মার যেরূপ অবস্থা এবং স্বভাব তাঁহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঠিক সেইরূপ প্রকাশিত হয়। এইরূপে সহজেই ঈশ্বরের ব্রহ্মরাজ্য ভক্তের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়।"

এই সময়ে একটী অতি হৃদয়ভেদকরী ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনায় কেশবচন্দ্র অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। কলিকাতাসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন। এ উপায় উপনয়নসংস্কার। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যজ্ঞোপবীতত্যাগের ব্যবস্থা যখন বাহির হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থা আপনি অনুমোদন করেন এবং এই অনুমোদনের প্রমাণস্বরূপ তৎকর্তৃক যজ্ঞসূত্র পরিত্যক্ত হয়। যখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রকাশ করেন, তখন তাহাতে যজ্ঞসূত্রদান সন্নিনিবিষ্ট করেন না। এই অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে তাঁহার পঞ্চমপুত্রকে যজ্ঞসূত্র অর্পণ করা হয় না। এখন এসময়ে

মহর্ষি স্বয়ং আপনার পুত্রদ্বয়কে উপনয়নসংস্কারে হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে সূত্র, মেখলা, দণ্ড প্রভৃতি সমুদায়ই তত্তমন্ত্রযোগে অর্পণ করেন। মন্ত্রগুলির অভিধেয় অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা। উপনীত ব্যক্তির শেষ প্রার্থনার লক্ষ্য ইন্দ্র, সেই ইন্দ্রশব্দ * পরিহার করিয়া সোমেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেন। শুদ্ধ শব্দ পরিত্যক্ত হয় তাহা নহে, মন্ত্রস্থ 'বরুণ' শব্দকে 'করুণ' শব্দে পরিবর্ত্তিত করা হয় †। এতদ্ব্যতীত মেখলা, যজ্ঞোপবীত, দণ্ড, উপানৎকে দেবতা জ্ঞানে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রপাঠ হয়। এই সকল মন্ত্রের অর্থ অবিরোধী ভাবে করিয়া লইবারও চেষ্টা হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে এই ঘটনায় যে গভীর বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা তিনি অন্তরের অন্তরে লুক্কায়িত রাখিতে পারেন নাই।

৪ এপ্রেল (১৮৭৩) কেশবচন্দ্রের গৃহে সায়ংসমিতি হয়। ইউরোপীয় এবং দেশীয়গণের একত্র সম্মিলনে পরস্পরের সদ্ভাব বৃদ্ধি পায় এই সায়ংসমিতির উদ্দেশ্য ছিল। সায়ংসমিতি রাত্রি ৯ টার সময় এবং তৎপূর্ব্বে অপরাহ্ন পাঁচটার সময়ে ভারতসংস্কারসভার অন্তর্গত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক পুরস্কার দান হয়। রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক ও তাঁহার কন্যা শ্রীমতী মিস্ বেয়ারিং এতদুপলক্ষে কেশবচন্দ্রের গৃহে আগমন করেন। ইঁহাদিগের দুইজন ব্যতীত মেস্তর এবং মিস্ত্রেস্ হবহাউস্, মেস্তর ডবলিউ এস আট্‌কিন্‌সন্, অনরেবল জে বি, ফীয়ার, রেবারেণ্ড কে এম্ বানার্জ্জি, মিস্ বানর্জ্জি, মিস্ মিলম্যান্, মিস্ ফোয়েস্, মেস্তর আবল, মিস্ত্রেস্ নাইট, মিস্ত্রেস্ উড্রো, মিস্ চেম্বারলেন, মিস্ আক্রয়ড, মেস্তর ও মিস্ত্রেস্ ঘোষ, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, রামতনুলাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব উপস্থিত ছিলেন। এতদুপলক্ষে কেশবচন্দ্রের গৃহ অতি উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত হয়। সমুদায় পরিবারস্থ লোক প্রায় তিন দিন যাবৎ এই সজ্জাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সমুদায় গৃহ, অঙ্গন, পথ বৃক্ষলতাপল্লবাদিতে অতি বিচিত্র সুরুচিতে সজ্জিত হইয়াছিল। বৃক্ষ ও পুষ্পগুচ্ছাদিতে বেষ্টিত করিয়া চত্বরের মধ্যস্থলে 'লর্ড মেয়োর বেস্'—ইটি তাঁহার পত্নীর নিকট প্রেরণার্থ প্রস্তুত—স্থাপিত হইয়াছিল। হালিডে ষ্ট্রীট হইতে কেশবচন্দ্রের গৃহে আসিবার যে পথ তাহার সন্ধিস্থলে

* "ওঁ ইন্দ্র ব্রতানাং ব্রতপতে" এই মন্ত্রটিকে "ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতে" এই প্রকার গ্রহণ করা হইয়াছে।

† "ওঁ তদুত্তমং বরুণ পাশম্" এস্থলে করা হইয়াছে "তদুত্তম করুণ পাশম্" ইত্যাদি।

সুসজ্জিত তোরণ নির্ম্মিত হয়। অপরাহ্ণ ঠিক পাঁচটার সময় রাজপ্রতিনিধি তাঁহার কন্যাসহকারে উপনীত হন, দ্বারদেশ হইতে কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করেন। নগরের অনেক মহিলা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যবনিকার অন্তরালে গৃহ পূর্ণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন। গৃহের সোপানের দুই পার্শ্বে রৌপ্যনির্ম্মিত সোটাধারী পদাতিক দণ্ডায়মান ছিল। রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহার কন্যা যখন সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন, তখন সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রী সম্মুখে আনীত হন এবং সভাস্থ সকলের সন্নিধানে রাসেলস্ এবং ভূগোলে পরীক্ষিত হন। তৎপর কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বৃত্তান্ত অবগত করেন, এবং স্ত্রীশিক্ষা দান যে কি কঠিন ব্যাপার, এ সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়া বলেন। স্ত্রীগণের স্বাধীনতা কি প্রকারে সাধিত হইবে সেই দিনে মহিলাগণের সভায় উপস্থিতি দ্বারা তিনি তাহা সপ্রমাণ করেন। ইউরোপীয় নারীগণ দেশীয় মহিলাগণের শিক্ষাবিষয়ে সহায় হন, এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন। লর্ড নর্থ ব্রুক স্বীয় কন্যা মিস্ বেয়ারিংের পক্ষ হইয়া বলিলেন, তাঁহার কন্যা অদ্যকার কার্য্যে যোগ দিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি যদি আপনার মনের ভাব আপনি প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার এই কার্য্যের সহিত কি প্রকার সহানুভূতি, এবং এই বিদ্যালয়ের উন্নতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি কি প্রকার উৎসুক হইয়াছেন তাহা বলিতেন। তিনি মনে করেন যে, বুদ্ধিমত্তাবিষয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে অল্পই প্রভেদ আছে, সুতরাং অনতিদূরবর্ত্তী সময়মধ্যে ভারতের নারীগণ তাঁহাদের উপযুক্ত পদ লাভ করিবেন। মিস্ বেয়ারিং যদি আপনি বলিতেন, তাহা হইলে এদেশীয় নারীগণের নারীজাতির উন্নতিবিষয়ে আপনাদের যত দূর আশা তদপেক্ষা অধিকতর আশা তিনি প্রকাশ করিতেন। তিনি এদেশে অধিক দিন আইসেন নাই, সুতরাং যে সকল বিঘ্নের কথা বলা হইল তৎসম্বন্ধে তিনি বিচার করিতে পারেন না, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় নাই যে, সময়ে এ সকল বিঘ্ন অপনীত হইবে, হিন্দু ভদ্র পুরুষগণের ন্যায় ভদ্র মহিলাগণও জ্ঞান ও সমাজসম্পর্কীয় স্বাধীনতা ভোগ করিবেন। মিস্ বেয়ারিং এবং আমি উভয়েই সাধারণভাবে সমুদায় হিন্দুনারীগণের, বিশেষতঃ যাঁহাদিগকে তিনি পারিতোষিক স্বহস্তে বিতরণ করিতেছেন তাঁহাদিগের ভবিষ্যতে সৌভাগ্য ও

উন্নতি যাহাতে হয় তৎপ্রতি নিরন্তর দৃষ্টি রাখিব। এই সকল কথা বলার পর মিস্ বেয়ারিং পারিতোষিক স্বহস্তে বিতরণ করিলেন। অনন্তর 'জাতীয় স্তোত্র' গীত হইল এবং মহিলাগণ পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পালঙ্কার মিস্ বেযারিংকে উপহার দিলেন, এবং উহার মধ্য হইতে শ্বেতপুষ্পরচিত হার তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। তিনি এই উপহার ঈদৃশ প্রীতিপ্রফুল্লবদনে গ্রহণ করিলেন যে, তাহাতে উপস্থিত সকলের চিত্ত একান্ত হৃষ্ট হইল। দেশীয় ভদ্র গৃহস্থ গৃহে সপরিবারে রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ এই প্রথম। সুতরাং এই ব্যাপারে যে সকলের হৃদয় বিশেষ আহ্লাদ অনুভব করিবে ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। এ দিনের সায়ংসমিতিতে 'ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়শনের' সকল বড় লোকই উপস্থিত ছিলেন। লর্ড বিশপ সকলের আগে আসেন সকলের পরে চলিয়া যান। এই সায়ং সমিতিতে এই প্রকাশ পায় যে, দেশীয় ও বিদেশীয়গণ কেমন সদ্ভাবে একত্র মিলিত হইতে পারেন।

১০ এপ্রেল ভারতসংস্কারসভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক টাউনহলে হয়। এই সভায় লর্ড বিশপ সভাপতির কার্য্য করেন। মেস্তর সিবলে, ডাক্তার ওয়াল্ডি, মেস্তর জেম্স্ উইল্সন, ডাক্তার এস্ জি চক্রবর্ত্তী, প্রোফেসর লেথব্রিজ, প্রোফেসর কে এম্ বানার্জ্জি, রেবারেণ্ড ডাক্তার জার্ডিন, এডগার জাকব, ডাক্তার বনলিন্টিজি, ডব্লিউ সুইন্হো, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, শিবচন্দ্র দে, প্রেমচাঁদ বড়াল, সর্দ্দার দয়াল সিংহ, মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। লেপ্টনেণ্টগবর্ণরের আসিবার কথা ছিল, অসুস্থতানিবন্ধন সভাস্থ হইতে পারেন নাই। তিনি এজন্য পত্রদ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিয়া পাঠান। প্রথমতঃ কলিকাতাস্কুল এবং সাধারণ লোকের স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ হয়। তৎপর লর্ড বিশপ, মেস্তর উইলসন, প্রোফেসর লেথব্রিজ, রেবারেণ্ড কে এম্ বানার্জ্জি, রেবারেণ্ড ডাক্তার জার্ডিন, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ইহাঁরা ভারত-সংস্কারসভার পক্ষে বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে কেশবচন্দ্র চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া সে দিনের কার্য্য শেষ করেন। প্রথমে শিক্ষাবিভাগের উচ্চ শিক্ষা ও সামান্য লোকের শিক্ষাবিষয়ে যে বিতণ্ডা চলিতেছিল তাহার নিষ্পত্তি হওয়াতে শিক্ষাসম্বন্ধে কি প্রকার কল্যাণ উপস্থিত এবং স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে রাজপ্রতিনিধি সম্প্রতি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তৎসম্বন্ধে তাঁহার সপক্ষতা ইত্যাদি উল্লেখ

করেন। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীজাতির উন্নতি ও শৃঙ্খলোন্মোচনবিষয়ে তিনি বলিলেন, প্রোফেসর বানার্জ্জি আর এক দিবস শুক্রবারে (পারিতোষিকবিতরণের দিনে) দেশীয় মহিলাগণের যবনিকার বাহিরে সকলের সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া যে আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন তৎসম্বন্ধে তিনি এই বলিতে চান যে, যাঁহারা এ প্রকারে উপবেশন করিয়াছিলেন, আপনা হইতে সেরূপ করিয়াছিলেন, কোন প্রকার পীড়াপীড়িতে তাঁহারা এ প্রকার করেননা নাই *। শিক্ষাপ্রভাবে নারীগণ এই প্রকারে আপনাদিগকে প্রমুক্ত করিবেন তিনি ইহাই বলেন। তাঁহাদিগের প্রমুক্তভাব পুরুষগণের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর না করিয়া আপনারাই উহা অবলম্বন করিবেন; পুরুষেরা দিবেন না, তাঁহারা আপনারা লইবেন। সময়ে শিক্ষাপ্রভাবে ইহা হইবেই হইবে, কেহ বাধা দিয়া কিছু করিতে পারিবেন না। এখন তাঁহাদিগকে সংশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, ইহা হইলেই উহা আপনা হইতে হইবে। তৃতীয়তঃ দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য উভয়ের সভাদিতে সম্মিলনের বিষয় উল্লেখ করিলেন, এবং এ সম্বন্ধে তাঁহাকে ও বন্ধুগণকে সম্প্রতি যাঁহারা সম্মানিত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। চতুর্থতঃ দেশীয়গণের মধ্যে যে দলাদলির ভাব আছে তাহা তিরোহিত হইয়া গিয়া সদ্ভাব স্থাপন হয় এই উদ্দেশ্যে বলিলেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যতম দেশে অসংখ্য দল, তাঁহাদের মত লইয়া কত বিবাদ, কিন্তু তাঁহারা এ সকলের জন্য পরস্পরের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ কখন বিলুপ্ত হইতে দেন না। সুতরাং মতভেদ থাকিলেও নিজ নিজ মত না ছাড়িয়া সকলে সদ্ভাবে মিলিত হউন, দেশের হিতকর কার্য্য একত্রিত হইয়া করুন, এ সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেন।

* পীড়াপীড়ি কর, দূরে থাকুক ছাত্রীগণের প্রতি কিরূপ প্রমুক্ত ব্যবহার করা হইত, স্বয়ং দুই জন ছাত্রীকে কেশবচন্দ্র, এতদুপলক্ষে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই প্রকাশ পাইবে।—

প্রিয় রাজু ও রাধে,

সুসংবাদ। লর্ড নর্থব্রুকের কন্যা মিস্ বয়ারিং তোমাদের বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-দানকার্য্যে উপস্থিত হইবেন সম্মত হইয়াছেন। আগামী সপ্তাহের মধ্যে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে। তোমরা উপযুক্ত হও, ভাল হও, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

রবিবার শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এই সময়ে স্ত্রীবিদ্যালয়ের সঙ্গে বালিকাবিদ্যালয় * এবং ব্রাহ্মিকাগণের জন্য ব্রাহ্মিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম দিনে বিংশতি জন নারী ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার অপরাহ্ণ ৮ টার সময় উপদেশ হইবে স্থির হয়। এত দিন পর্য্যন্ত নারীগণের কল্যাণের জন্য বিশেষ যত্ন হইয়াছে, এখন যুবকগণের যাহাতে আশ্রমানুরূপ ধর্ম্মোন্নতি চরিত্রোন্নতি হয় তাহার দিকে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি নিপতিত হইল। ১ ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে এই সংবাদটি আমরা দেখিতে পাই;—"কলিকাতায় একটি 'ব্রাহ্মবোর্ডিং' স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। ভারতাশ্রমের আদর্শানুসারে তথাকার অধিবাসীদিগের নিত্যকর্ম্মের প্রণালী স্থির হইবে। বাবু কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং ইহার ভার গ্রহণে প্রস্তুত আছেন। অভিভাবকবিহীন হইয়া যে সকল বিদেশী ছাত্র এখানে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নাগরিক পাপ কুসংসর্গ ও প্রলোভনে পতিত হইয়া অল্প বয়সে উদ্ধত ও বিকৃত ভাব ধারণ করত পিতামাতার দুঃখের কারণ হন। যদি আমাদের এই সাধু চেষ্টা সফল হয়। তবে ঐ সকল বালকদিগের চরিত্রসংশোধনপক্ষে একটি বিশেষ সুযোগ হইবে। যাঁহারা সেখানে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, অবিলম্বে আমাদের কার্য্যালয়ে তাঁহাদের নাম পাঠাইয়া দিবেন। কি পরিমাণে ব্যয় পড়িবে এবং অন্যান্য বিবরণ পরে সকলে জানিতে পারিবেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় বিশ জনের নাম পাওয়া গিয়াছে।" ১লা আশ্বিন "ব্রাহ্ম নিকেতন" নাম দিয়া কলুটোলা ভবানীচরণ দত্তের লেনে বোর্ডিং খোলা হইল। এখানে ব্রাহ্ম নিকেতন অতি অল্প দিনই ছিল, অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে ইহা মেরজাপুর ষ্ট্রীটে গোলদীঘির দক্ষিণে ৩ সংখ্যক গৃহে উঠিয়া আসিল। এখানে উপাসনাদি প্রতিদিন নিয়মিত হইতে লাগিল।" একজন প্রচারক তত্ত্বাবধানের জন্য নিকেতনের অধিবাসী হইলেন।

প্রকাশ্যে রাজপথে অশ্লীল সং বাহির করিয়া, চিত্রাদি বিক্রয় করিয়া লোকের চিত্ত কলুষিত করা হয় ইহা দেখিয়া তন্নিবারণ জন্য কেশবচন্দ্রের আন্তরিক যত্ন

* ইংলণ্ড হইতে সমাগত মিস্ আক্রয়ড মহিলাগণের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যোগ করেন। এতদুদ্দেশে একটী সভা হয়, কেশবচন্দ্র তাঁহার অন্যতর সভ্য ছিলেন। সুলভ ও মিরারে ইংরাজী সভ্যতার কোন কোন বিষয়ের প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করাতে মিস্ আক্রয়ড অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন, এবং তদুপলক্ষ করিয়া কেশবচন্দ্রের প্রতি

উপস্থিত হইল। যে বিষয়ের প্রতীকার জন্য তাঁহার চিত্ত আকুল হইত, তাহা যাহাতে সত্বর নিষ্পন্ন করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহার উদ্যোগের ক্রটি হইত না। ক্রমান্বয়ে এ বিষয়েব আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কলিকাতাস্থ সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে এই ঘোর অকল্যাণ নিবৃত্ত হয় তাহার জন্য সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উদ্যোগ ও যত্নের ফল-স্বরূপ টাউনহলে একটী প্রকাণ্ড (২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩) সভা হইল। এই সভাতে কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া কর্ম্মচারী প্রভৃতি নিয়োগ হইয়া গেল। সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুব, এবং সহকারী সভাপতি রেবারেণ্ড জে ওয়েঞ্জার এবং কেশবচন্দ্র হইলেন। অশ্লীলতানিবারণের জন্য এই উদ্যোগেও দেশীয় কোন কোন লোক নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সে সকল কথায় এ সম্বন্ধে যত্ন শিথিল হইবার কোন কারণ ছিল না। এই উদ্যোগের ফল এই হইল যে, কলিকাতা পুলিসকে এতন্নিবারণের জন্য সহায় হইতে হইল। ইন্‌-স্পেক্টাব শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বসু কেশবচন্দ্রের প্রতি নিতান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করেন। কাঁশারীপাড়ায় সং বাহির হইলে যাহাতে কোন প্রকার অশ্লীল সং, গীত বা ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে না পারে তজ্জন্য কালীনাথ বাবু আপনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

এরূপ অসদ্ব্যবহার করেন যে, কেশবচন্দ্র সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সভ্যপদ পরিত্যাগে আনন্দ প্রকাশ করিয়া মিস্ আক্রয়ড যে পত্র লেখেন উহার মধ্যে এমন সকল কথা ছিল যাহা লক্ষ্য করিয়া ইংলিসম্যান পাওয়ানিয়ার প্রভৃতি দেশীয় বিদেশীয় সকল পত্রিকা মিস্ আক্রয়ডকে ভৎর্সনা করেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারযাত্রা।

আশ্বিন মাসে (১৭৯৫ শক) কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারে বহির্গত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ মধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, দীননাথ মজুমদার সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌ ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব এ সম্বন্ধে এইরূপ লিপি নিবদ্ধ করিযাছেন। "গত ১৭ আশ্বিন বৃহস্পতিবার অযোধ্যাব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন এবং ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাংবৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতের উপাসনান্তে যে বক্তৃতা হয়, তাহা অতীব সুমধুর এবং জীবন্ত। ঈশ্বরেতে প্রকৃত বিশ্বাস যাহা] তাহাই ঈশ্বর দর্শন, ইহাই বক্তৃতার বিষয় ছিল। অপরাহ্ণে উৎসবমন্দির হইতে 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' এই সঙ্গীত করিতে করিতে সকলে দলবদ্ধ হইয়া ভিত্তি স্থাপন করিতে গমন করেন। তথায় অনেক হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী এবং কতিপয় ইরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বাঙ্গালা ইংরাজীতে প্রার্থনা এবং সঙ্গীতাদি হইলে আচার্য্য বাবু কেশবচন্দ্র সেন যথারীতি ভিত্তি স্থাপন করেন। সায়ংকালে পুনরায় সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইয়া সাড়ে সাত ঘটিকার সময় উৎসব ভঙ্গ হয়। পরে কইসার বাগের মধ্যস্থিত বারদুয়ারী নামক প্রশস্ত শ্বেতপ্রস্তরের ভবনে ইংরাজী উপাসনা হয়। দশহরার বন্ধ উপলক্ষে ঐ স্থানে তত্রত্য মেথডিষ্ট খ্রীষ্টীয়ানগণ কএক দিবসাবধি দুই বেলা উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মভাব এবং উদারতা প্রশংসনীয়। তাঁহাদের ঐ সুসজ্জিত স্থান ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনামতে তাঁহারা কেশবচন্দ্রকে উপাসনা করিতে ছাড়িয়া দেন। ঐ দিবস তাঁহাদের উপাসনা সমাপ্ত হইলে সেই সকল উপাসক এবং অন্যান্য বহুতর লোক এবং তাঁহাদেরই বেদী, হারমণিয়ম সকলই ব্রাহ্মসমাজে ব্যবহৃত হইল। বক্তৃতার বিষয় অতি উচ্চ ছিল। ঈশ্বরের বাস্তবিকতা এবং মধুরতা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল, ইহা গম্ভীর ও জীবন্ত ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলেই নিস্তব্ধ ভাবে উপাসনা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎকালকার দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছিল।"

এক জন বন্ধু এ সময়ে প্রচারবিবরণ লিখিয়া পাঠান, তাঁহার লেখা হইতে

সংক্ষেপে এইরূপ বৃত্তান্তসংগ্রহ হইতে পারে। কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ প্রথমতঃ বাঁকিপুরে আগমন করেন। তথায় এক জন ব্রাহ্মের বাটীতে দুই দিন উপাসনা ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। ব্রাহ্মেরা এখনও নিয়মিত উপাসনা করেন না, পরস্পরের ধর্ম্ম রক্ষণ ও বর্দ্ধন জন্য পরস্পরকে শাসন করা, ইহারও মর্ম্ম তাঁহারা অবগত নহেন। যাহা হউক এখানে কলেজের কয়েকটি যুবা যাবজ্জীবন নিয়মিতরূপে উপাসনা করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন। তথা হইতে এলাহাবাদে কয়েক দিন অবস্থান ও উপাসনাদি করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরীতে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণসহ গমন করেন। লক্ষ্ণৌর বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এখানে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। লক্ষ্ণৌ হইতে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণসহ বিরেলীতে গমন করেন। তথায় নিত্য উপাসনা ব্যতীত সিটিহলে ইংরাজীতে দুইটী বক্তৃতা হয়, তাহাতে হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী ও ইংরাজেতে তিন চারিশত লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানে ব্রাহ্মগণকে দলবদ্ধ করিয়া দেরাদুনে যাত্রা করা হয়। পথে কেশবচন্দ্রকে সকলে হারান, কিন্তু গম্যস্থানে আসিয়া দেখেন তিনি তাঁহাদিগের অগ্রে আসিয়া ষ্টেসনে আহারাদির যোগাড় করিতেছেন। দেরাদুনে পঁহুছিয়া একটি পর্ব্বতের উপবিভাগে বাসা স্থির করিয়া কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ কয়েক দিন তথায় স্থিতি করেন। পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন রমণীয় স্থানে অবতরণ করিয়া ইঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপাসনা করিতেন। রবিবারদিবস সকলে মিলিত হইয়া একটি সুন্দর গহ্বরে জলস্রোতের সন্নিহিত স্থানে উপাসনা হইত; দেরাদুন হইতে কয়েকটি বন্ধু, কলিকাতা হইতে আরও দুইজন বন্ধু এখানে আসিয়া যোগ দেন। প্রতিদিন সায়ঙ্কালে আলোচনা সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইত। স্বর্গস্থ পিতা ও পৃথিবীস্থ ভাই ভগিনীগণের সঙ্গে কি প্রকারে সম্মিলন হইতে পারে, ইহাই বিশেষ কথাবার্ত্তার বিষয় ছিল। পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া দেরাদুনে সকলে ফিরিয়া আসেন। সেখানে মিশন স্কুলে ইংরাজীতে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা হয়। রবিবারদিবস তথা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে 'গুহাপানি' নামক প্রসিদ্ধ অতি মনোহর স্থানে গিয়া সকলে মিলিয়া উপাসনা হয়। এই স্থানের মনোহর শোভাদর্শনে উদ্বোধনান্তে "কত স্থানে কত ভাবে করিছ বিহার" * এই নূতন সঙ্গীতটি গীত হইয়াছিল। এখান হইতে

* ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন ৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

কেশবচন্দ্র লাহোরে গমন করেন। রবিবারে লাহোরব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। উপাসনা বাঙ্গালায় এবং উপদেশ ইংরাজীতে হইয়াছিল। উপদেশের বিষয় "ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা উপলব্ধি'। তৎপর সেই মন্দিরে কেশবচন্দ্র 'ব্রাহ্মগণের ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রতিভান' (Theistic Idea of God) বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য ইংরাজ, বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী বহুসংখ্যক উপস্থিত হন। বিবরণলেখক লিখিযাছেন, 'বক্তৃতা যদিও নিরাকার বস্তু কিন্তু তাহা এমনি সুস্বাদু ও সারবান্ হইয়াছিল যে, বোধ হইতে লাগিল যেন কোন সুমিষ্ট উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছি। অনেকেই তাহাতে মোহিত হইয়াছিলেন। আমার মতে সেই বক্তৃতা দ্বারা পঞ্জাবীদের মধ্যে বিশেষরূপে ধর্ম্মোৎসাহ উদ্দীপিত হইয়াছিল! উৎসাহী পঞ্জাবী ব্রাহ্মযুবকদিগের স্বভাব বাঙ্গালীর সঙ্গে অনেকটা মিলে। আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি তাঁহারা বিশেষরূপে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কোন না কোন বিষয়ে একটী সভা হইত।' ইহার পর লরেন্স হলে আর একটী (৭ই নবেম্বর) ইংরেজীতে প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয় 'ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থান' (Theistic movement in India)। দ্বিতীয় রবিবারে প্রাতে নগরের তিন ক্রোশ দূরে "শালেমার বাগে" সকলে গমন করেন। সেখানে প্রথমতঃ নিবিড়শাখাপল্লবাবৃত এক রমণীয় স্থানে একত্র উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয়, তৎপর সকলে বিচ্ছিন্ন হইয়া উদ্যানের বিবিধ স্থানে বসিয়া ঈশ্বরসহবাসসুখ একা একা সম্ভোগ করেন। বিবরয়িতা লিখিয়াছেন 'সে দিন প্রায় আমাদের এক প্রকার উৎসবের মত হইয়াছিল।' সায়ংকালে নগরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মন্দিরে কেশবচন্দ্র উপাসনা করেন। বাঙ্গলায় উপাসনা হইয়া হিন্দিতে বক্তৃতা হয়। কেশবচন্দ্রের এই প্রথম হিন্দী বক্তৃতা। পর দিবস সোমবার সঙ্গত হয়, এবং এই সঙ্গতে কয়েক জন কুকাসম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের গুরু রামসিংহকে গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাসিত করাতে ইহাঁদের কি দুঃখ, ইহাঁরা বর্ণন করেন। তাহাতে সকলেই নিতান্ত আর্দ্রচিত্ত হন। বুধবার প্রার্থনাতত্ত্বের উপর আর একটী ইংরেজী বক্তৃতা হয়। ইহাতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। বৃত্তান্তলেখক লিখিয়াছেন "ঘনচিকুর কৃষ্ণ ও শুক্লকেশ শ্মশ্রুধারী বীরাকৃতি সুদীর্ঘকলেবর পঞ্জাবী রহিস্ ও ভদ্রলোকেরা বিচিত্র বর্ণের উষ্ণীষ বন্ধনপূর্ব্বক যখন সভামণ্ডপে উপবেশন করেন, তাহা দেখিতে অতি

সুন্দর হয়। প্রার্থনাবিষয়ে 'বক্তৃতাশ্রবণে শ্রোতৃগণ বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।" বৃহস্পতিবার কতিপয় সম্ভ্রান্ত পঞ্জাবী এবং কয়েক জন ভদ্র ইংরাজ একত্রিত হইয়া শিক্ষাসভাগৃহে কেশবচন্দ্রকে প্রশংসাপূর্ণ অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন, কেশবচন্দ্রও ইংরেজীতে উহার উপযুক্ত উত্তর দেন। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে 'আত্মাতে ঈশ্বরের বাণী' বিষয়ে বক্তৃতা হয়, ইহাতেও শ্রোতৃবর্গের যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল। রবিবারে সাধারণ লোকদিগের জন্য পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনের বাউলীতে অনাবৃত স্থানে সভা হয়। সহস্রাধিক লোক উপস্থিত হইয়া কেশবচন্দ্রের বিশুদ্ধ হিন্দীতে বক্তৃতা নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করেন। অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। অগ্রে অগ্রে পঞ্জাবী সাধকেরা গুরু নানকের রচিত ভজন, এবং তৎপশ্চাতে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' এই গান গাইতে গাইতে সভাস্থলে উপস্থিত হন। কেশবচন্দ্র সহজ হিন্দী কথায় মুক্তির পথ বুঝাইয়া দিলেন। এই বক্তৃতাসম্বন্ধে লেখক লিখিয়াছেন, 'সেই বক্তৃতা সুস্পষ্ট জলন্তভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। বরং বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দী বক্তৃতা আরও সরল ও উৎসাহকর বোধ হইল।' বক্তৃতার পর এক জন বৃদ্ধ পঞ্জাবী আর একটি পঞ্জাবী শিক্ষিত যুবা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক নানা প্রকারে বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সায়ঙ্কালে মন্দিরে উপাসনা হয়, উপদেশের বিষয় ছিল—'শ্রবণ, দর্শন ও প্রাণযোগ।' রজনীতে বাসায় আসিয়া ধর্ম্মালোচনা হয়। আলোচনাস্থলে এক জন অদ্বৈতবাদী উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ রসভঙ্গ করিয়াছিলেন। লাহোর পরিত্যাগ করিয়া কেশবচন্দ্র অমৃতসরে আগমন করেন। তথায় রজনীতে টাউনহলে 'ধর্ম্মের পুনরুত্থান' বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাস্থলে তত্রত্য প্রধান প্রধান পঞ্জাবী ও ইংরাজগণ উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবারে প্রাতে উপাসনাতে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অমৃতসর ষ্টেশনে তত্রত্য বন্ধুগণ যখন তাঁহাদিগকে বিদায় দেন, এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। বিদায়কালে সকলে এমনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, তাহা দেখিয়া সকলেরই প্রাণ নিতান্ত আকুল হইয়াছিল। সে যাহা হউক, পঞ্জাব হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কেশবচন্দ্র প্রতিগমন করিলেন। পথে বিশ্রাম জন্য সকলে আগ্রায় অবতরণ করেন। সে সময়ে প্রধান রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক তথায় পটমণ্ডপে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পটমণ্ডপ হইতে নিমন্ত্রণ আসিল, সুতরাং

কেশবচন্দ্রকে তাঁহার সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে হইল। পরদিবস তদ্দেশীয় রাজপ্রতিনিধির পটমণ্ডপে তাঁহাকে যাইতে হয়। যে দিন কেশবচন্দ্র আগ্রা পরিত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই দিন অপরাহ্ণে প্রধান রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুকের নিকট হইতে ভোজনের নিমন্ত্রণ আসিল, কিন্তু সঙ্কল্পের ব্যাঘাত করিয়া তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তথা হইতে কাণপুরে দুই দিন অবস্থান করিয়া যাত্রিদল জব্বলপুরে গমন করেন। জব্বলপুরের মর্ম্মরপ্রস্তরময় পর্ব্বত ও নর্ম্মদার শোভা দর্শন জন্য বন্ধুবর্গ তথায় যান এবং সেখানেই নর্ম্মদায় স্নানান্তে উপাসনাদি হয়। সায়ংকালে প্রত্যাগমন করিয়া প্রকাশ্য স্থানে কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। তথা হইতে যাত্রিদল এলাহাবাদ আগমন করেন। সাংবৎসরিক উৎসব নিকটপ্রায়, সুতরাং কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ অধিক দিন আর বিদেশে অবস্থান করিতে পারিলেন না, শীঘ্র কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অগ্নিপরীক্ষা।

এবার চতুশ্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব। উৎসবের কার্য্যারম্ভ ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান হইতে আরম্ভ হয়। পরদিন ব্রাহ্মসম্মিলন সভায় কেশবচন্দ্র সামাজিক শাসনের আবশ্যকতা সকলকে বুঝাইয়া দেন। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন তাহার সার এই, 'আমাদের শাসন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে থাকিবে না। কারণ যাঁহারা ধর্ম্মপুস্তক অথবা গুরুবাক্যের অভ্রান্ততা স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের জন্য সাধারণতন্ত্রের শাসনপ্রণালী ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার শাসনবিধি অবলম্বিত হইতে পারে না। আমরা পরস্পর পরস্পরকে প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা সংশোধন করিব। সকলে ইচ্ছাপূর্ব্বক একটী শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া নিজেদের কল্যাণের জন্য আমরা তাহার অধীন হইয়া থাকিব। এ প্রকার শাসনে কেহ ছোট বড় থাকিবেন না, সকলে সকলকেই শাসন করিবেন; এবং সকলেই তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন, অর্থাৎ আমরা শাসিত হইব, কিন্তু কেহ আমাদিগকে প্রভুত্বের সহিত শাসন করিবেন না। এ প্রকার শাসনবিধি অবলম্বন করিলে কাহারও স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে না, অথচ লোকভয় থাকিবে।' এই সভায় তিনটি প্রস্তাব হয়, (১) স্থানে স্থানে উপাসনাসভা স্থাপনপূর্ব্বক উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে একতা বৃদ্ধির যত্ন; (২) অসদ্ভাব নিবারণ ও ভ্রাতৃভাববর্দ্ধনজন্য সময়ে সময়ে একজন ব্রাহ্মের গৃহে সভা আহ্বান; (৩) উক্ত উপায় অবলম্বন জন্য সমুদায় ব্রাহ্মসমাজকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা অনুরোধ। পরিশেষে কথা উঠিল, কেশবচন্দ্রের উচিত তিনি উপাসকগণের বাড়ী বাড়ী যান, ইহাতে একতা বৃদ্ধি হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস বাড়িবে, কেশবচন্দ্রের অহঙ্কার আছে, এইরূপ যে অনেকে মনে করেন তাহা অপনীত হইবে। কেশবচন্দ্র এ সকল কথার উত্তরে যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই,—'আমার প্রতি অধিক আনুগত্য যেখানে অনিষ্টের মূল বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সেখানে এরূপ যাতায়াত না করাই শ্রেয়।...... যে ধর্ম্ম কেবল যাওয়া আসার উপর নির্ভর করে তাহা এক দিন নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, কারণ এ প্রকার লৌকিক ব্যবহারে অনেক প্রতিবন্ধক আছে।

অতএব যাঁহার মন আমার প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে তাঁহার মনকে অন্যের দ্বারা প্রথমে ফিরাইতে হইবে।...আমার সঙ্গে কোন বিষয়ে কাহার অসদ্ভাব থাকিলেও একত্র উপাসনা করার পক্ষে কোন আপত্তি করা উচিত হয় না।' এই দিন (৬ই মাঘ রবিবার) কেশবচন্দ্র মন্দিরে যে উপদেশ দেন তাহাতে পরিবারের একত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। আমরা বিষয়টি বিশদ করিবার জন্য উহার স্থান স্থান হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে পর্য্যটন করিলে যেমন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তেমনি গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে অন্বেষণ করিলে ভ্রাতাকেও লাভ করা যায় না।...... ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন প্রতি আত্মার...নিগূঢ় এবং নিত্য প্রাণযোগ, ভাইভগ্নীর সঙ্গেও মনুষ্যের সেইরূপ আধ্যাত্মিক এবং চিরস্থায়ী সম্পর্ক। এই যোগ ভুলিয়া যাহারা বাহিরে ভাই ভগ্নী অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে এক দিন নিশ্চয় নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ভাই ভগ্নীরাও বাহিরে নহেন, কিন্তু অন্তরে বাহিরে অনেক প্রকার প্রভেদ, এবং অনেক বিচ্ছেদের কারণ বিদ্যমান, কিন্তু অন্তরে বিচ্ছেদ নাই, বিভিন্নতা নাই, সেখানে দুই নাই, দুই সহস্র নাই; কিন্তু সকলেরই মূল এক। বাহিরে শত সহস্র শাখা প্রশাখা, ভিতরে বৃক্ষের মূল এক। সেইরূপ যদিও মনুষ্যপরিবার ক্রমে ক্রমে দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া সভ্য অসভ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণত হইতেছে, কিন্তু মূলে মনুষ্যপরিবার এক।... বাহিরে পরিবার অন্বেষণ করিতেছ কোথায়? বাহিরে শাখাপ্রশাখা দেখিও না, কেন না কোটি কোটি হইতে এক বাহির করা কি কখনও সম্ভব? পাঁচ জনের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা যায় না, পাঁচ সহস্রের মধ্যে কি প্রকারে হইবে? যতই পরিবার বৃদ্ধি হইবে, ততই প্রেমের হ্রাস হইবে, ইহা অল্পবিশ্বাসীর কথা। পরিবার এক, এক জনের সঙ্গে যদি প্রকৃত স্বর্গীয় ভাবে সম্মিলন হয় তাহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কেন না মূলে চিরকাল পৃথিবীতে এক পরিবারই থাকিবে।...... বাস্তবিক দুই ব্রাহ্ম হইতে পারে না, দুই লক্ষের কথা কি বলিতেছ? এক ঈশ্বরের জ্যোতি সকলের অন্তরে বিকীর্ণ হইতেছে। পদার্থে ঈশ্বর হইতে জীবাত্মা চিরকালই ভিন্ন থাকিবে, কিন্তু তথাপি প্রকৃত উপাসনা এবং প্রকৃত ধ্যানের এমনই গভীরতা এবং নিগূঢ়তা যে তখন মনুষ্যের আত্মা এবং পরমাত্মা এক হইয়া যায়। সেইরূপ যখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় আত্মিক স্বর্গীয় যোগের অভ্যুদয় হয় তখন তাহারা

এক হইয়া যায়। মূলে সকলেই অভিন্নহৃদয়। প্রেমচক্ষু খুলিয়া দেখ, মূলে একই প্রাণে সকলেই প্রাণী। একই স্থান হইতে সকলেই প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম ও ধর্ম্ম লাভ করিতেছে। এই অভেদে পরিত্রাণ, ইহাতেই স্বর্গ। এখানে দুই নাই, কাহার সঙ্গে বিবাদ কবিবে?……ভিতরে একই মূল হইতে সকলে প্রাণ লাভ কবিতেছি, সেখানে ভিন্নতা নাই, অনৈক্য নাই। যদি স্বীকার কর মূলে মিলন রহিয়াছে, এখনই অন্তরে স্বর্গের আদর্শ প্রকাশিত হইবে, আর যদি ইহা বিশ্বাস না কর, কোটি বৎসর পরেও তোমার নিকটে স্বর্গরাজ্য আসিবে না।…… ঈশ্বরের মধ্যে আমরা সকলে এক, এই অভেদজ্ঞান গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা চিরকালই আমাদের মধ্যে অপ্রেম অশান্তি থাকিবে।……ভ্রাতৃভাব কিংবা ভগ্নীভাব বলিলেও ঠিক স্বর্গরাজ্যের ঐক্য প্রকাশ করা হয় না। 'আমি' 'তুমি' 'তিনি' এ সকল কথা থাকিবে না। সেখানে সকলে এক হইয়া যাইব, ইহারই জন্য আমাদের এত আয়োজন, ইহারই জন্য আমাদের একত্র উপাসনা।…… যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে চাও, তবে এইটি দেখাইতে হইবে যে, পাঁচ জন পাঁচ জন থাকিবে না, কিন্তু তাহারা এক হইবে। শরীর মন বিভিন্ন হউক, কিন্তু প্রাণে এক। সেই পাঁচ জন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক হইয়াছেন। সময় পূর্ণ হইলে মাতার শরীর পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশুসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সেইরূপ যখন অন্তরে পাঁচ জন ঈশ্বরেতে এক হইবে, তখন বাহিরেও স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইবে। পাঁচ জনের অন্তরে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইলে বাহিরে তাহা আসিবেই আসিবে। অভেদজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। সব ভাই এক ভাই, সব ভগ্নী এক ভগ্নী, অবস্থাভেদে আমরা অনেক, কিন্তু ঈশ্বরসম্পর্কে আমরা সকলেই এক। এই উৎসবের সময় যদি দেখিতে পাই, আমরা সকলেই এক হইয়াছি, তুমি যাহা বলিতেছ, আমিও তাহা বলিতেছি, তুমি যাঁহাকে দেখিতেছ, আমিও তাঁহাকেই দেখিতেছি, তুমি যাঁহার কথা শুনিতেছ, আমিও তাঁহারই কথা শুনিতেছি, এমন কি অনন্ত স্থান এবং অনন্তকাল যদি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে, তথাপি তোমার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে তুমি এবং সকলের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকলে থাকিবে। ঈশ্বর এক এবং তিনি সকলের প্রাণ, সুতরাং তাঁহার মধ্যে সকল নরনারী এক।"

উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

কেবল এ সময়ের বিশেষ ভাব যাহাতে অভিব্যক্ত হয়, তাহা লিপিবদ্ধ করা আমরা প্রয়োজন মনে করি। এবার টাউনহলে যে বক্তৃতা হয় তাহা এই সময়েব প্রসূত ফল। বিষয়টি 'স্বর্গরাজ্য'। ব্রাহ্মগণমধ্যে পাপস্বীকারের বিধি এ বৎসর প্রচলিত হইয়াছিল। যখন সঙ্গতেব সভ্যগণ বলেন, তাঁহারা কোন উপায়ে পাপ ছাড়িতে পারিতেছেন না, তখন কেশবচন্দ্র বলেন, তোমরা এই মুহূর্ত্তে পাপবিমুক্ত হইতে পার, যদি সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার আপনার গুপ্ত ও গুরুতর পাপ বল। এ কথা শুনিয়া সকলের ভয় হয়। দুই সপ্তাহ কাল সতর্কভাবে জীবন যাপন কবিয়া পবিশেষে পাপ স্বীকার করিতে হইবে কেশবচন্দ্র বলিয়া দেন। দুই সপ্তাহ পর, সকলে আপনার আপনার পাপ লিখিয়া তাঁহার হাতে অর্পণ করেন। তিনি সেই সকল লেখা আপনি দেখেন না, চিরকালেব জন্য উহা অপ্রকাশিত থাকিবে বলিয়া সে সকল বদ্ধ করিয়া রাখেন। ফলতঃ এই সময়ে প্রচারক ও সাধকগণের মধ্য হইতে পাপেব প্রাবল্য যাহাতে তিবোহিত হয়, তজ্জন্য কেশবচন্দ্র সবিশেষ যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভিতরে ভিতরে যে সকল পাপ প্রবেশ কবিযাছে, তাহাব উচ্ছেদ কিছু সহজ ব্যাপার নহে। এ সকল পাপের মূল পাপ কি? সকলে মিলিয়া একাত্মা হইবেন, কেশবচন্দ্রেব এই যে সুমহান্ মত এবৎসরে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাবই বিরোধী ভাব অন্তরে পোষণ। অপরের কথা দূরে প্রচারকবর্গ পরস্পর হইতে এ সময়ে এমনই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন যে, সংবৎসর কাল প্রচা-বকসভায় একটি নির্দ্ধারণ নিবদ্ধ হইতে পারে নাই। প্রচাবকসভাব অবধারিত দিনে যখন সকলে একত্রিত হইতেন, কোন একটি প্রস্তাব হইবামাত্র এমন কলহ উপস্থিত হইত যে, সেখানে শান্তচিত্ত লোকের স্থিবভাবে অবস্থান মহাক্লেশকর হইত; এরূপস্থলে কেশবচন্দ্রের যে কি ক্লেশ হইত তাহা বলিতে পারা যায় না। সে সময়ে প্রচারকগণকে কেশবচন্দ্র যে এক খানি পত্র লেখেন নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহাতেই তাঁহার মনের ক্লেশ কথঞ্চিৎ সকলে বুঝিতে পারিবেন।

"প্রচারকভ্রাতৃগণ সমীপেষু।

"প্রচারক মহাশয়গণ,

"শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার,

"আমাকে এবং বর্ত্তমান বিধান ছাড়িবার জন্য তোমরা যে সকল আয়োজন

করিতেছ তাহাতে আমি চমৎকৃত ও ব্যথিত হইয়াছি। আমার দিন তোমাদের মধ্যে শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, তাহারই লক্ষণ দেখিতেছি! আচ্ছা! আমি প্রভুর আজ্ঞা তোমাদিগকে গম্ভীর ও বিনীতভাবে জানাইতেছি। তাঁহার আদেশ— তোমাদের পরস্পরের প্রতি শত্রুতা দূর করিতে হইবে। আমি জানাইলাম। অবশ্যকর্ত্তব্য জানিবে। অন্যথা না হয়। সকলে এই আদেশটী পালন করিবে। বিশেষতঃ অমৃত, কান্তি, উমানাথ ও প্রসন্ন এই কয়েক জনের মধ্যে যে বিশেষ অপ্রণয়ের কারণ আছে, তাহা মিটাইয়া ফেলিবে। যাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের পায়ের জুতা কল্য আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। আমার ঐ দণ্ড, আমি আদর করিয়া তাহাই রাখিব।

অনুগত

শ্রীকে,"

এই ক্লেশের কারণ দীর্ঘকাল হইতে উপস্থিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রম যে উদ্দেশ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সংসিদ্ধ হইতেছে না, ইহা দেখিয়া তিনি ব্যথিতহৃদয় হন। আশ্রমবাসিনীদ্বয়কে গত ৭২ সনের ডিসেম্বর মাসে কাণপুর ও এলাহাবাদ হইতে যে দুইখানি পত্র লেখেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতেই সকলে তাঁহার মানসিক ক্লেশের আরম্ভ বুঝিতে পারিবেন।

"কাণপুর

১৩ ডিসেম্বর, ১৮৭২।

"স্নেহের সহিত আশীর্ব্বাদ করি তোমার মঙ্গল হউক।

"তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্রখানি অনুরাগের সহিত পাঠ করিলাম, পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। অনেক দিন হইতে তোমার রোগের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম। বোধ করি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেকটা ভাল আছ। আমরা জয়পুর হইতে সম্প্রতি এখানে প্রত্যাগমন করিয়াছি, অদ্যই এলাহাবাদে যাত্রা করিবার কথা। ঈশ্বরপ্রসাদে আমার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল হইয়াছে, আর কিছু দিন এ প্রদেশে থাকিলে খুব উপকার হইত, কিন্তু কি করি? কলিকাতায় সাগর সমান কার্য্য, শীঘ্র ফিরিতেই হইবে। আমাকে তোমরা অনেক কষ্ট দিয়াছ, এই কথা বলিয়া তুমি আক্ষেপ করিয়াছ। তোমাদের সেবা

করিতে গিয়া আমাব যদি কিছু কষ্ট হয়, সে জন্য তোমরা দুঃখিত হইও না। আমি কেবল ইহাই চাই যে তোমরা আমার সেবা গ্রহণ কর। কবে সেইদিন হইবে যে দিন তোমাদিগকে ঈশ্বরের আনন্দে আনন্দিত হইতে দেখিয়া আমি সুখী হইব! আমাব মনের কথা এ জীবনে ভাল করিয়া তোমাদেব কাছে এক দিনও খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। যদি তোমবা আমার কথা পালন কর এবং আমার প্রতি একটু সদয় হও তাহা হইলে আমার কত আনন্দ হয় বুঝিতে পারিবে। ঈশ্বর জানেন তোমাদেব সুখে আমার কত সুখ হয়। পিতা তোমাদের দুঃখভার দূর করুন এই আমাবা প্রার্থনা।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

আশ্রমের ভগিনী ও কন্যাগণ কেমন আছেন? সকলকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। তাঁহারা কি এক এক বাব আমাকে স্মবণ কবেন? প্রিয় মোহিনীকে আমার স্নেহ জানাইবে। তাঁহার ছবি পাইয়াছি, তজ্জন্য Thanks.

"এলাহাবাদ—

১৫ ডিসেম্বর, ১৮৭২।

"প্রিয় * * *,

"তোমাব শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্রখানিব উত্তব দিতে নানাকাবণে বিলম্ব হইল দোষ ক্ষমা কবিবে। আমাব মন যে তোমাদেব জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল আব কতবার বলিব? ঈশ্বব জানেন ব্রাহ্মিকাদের প্রতি আমার কিরূপ অনুবাগ এবং তাঁহাদেব সেবা কবিতে পাবিলে আমি কত আনন্দিত হয়। আশ্রম মনে হইলে ইচ্ছা হয় দৌড়িয়া গিয়া সেই শান্তি ঘবটীতে তোমাদের সকলের সঙ্গে বসিয়া পিতাকে ডাকিয়া খুব প্রাণশীতল কবি। আশ্রমেব উপাসনার বাহ্যিক শোভা মনে হইলে আমাব শবীর মন জুড়ায় ইহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পাবি। বাস্তবিক আশ্রমে পিতাকে ডাকিলে আমার বড় সুখ হয়। আমার ভগিনীরা চারি দিকে বসিবেন, আমি আবার তোমাদের সঙ্গে পিতার কাছে বসিব, আমার কত আহ্লাদ; সেই আনন্দেব জন্য আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার প্রতি একটু তোমরা অনুগ্রহ করিও, আর আমাকে কষ্ট দিও না, এবার ফিরিয়া গিয়া যেন সকলকে প্রসন্ন দেখি এবং আমার সেবাগ্রহণে প্রস্তুত দেখি।

তোমরা আমার মেষের মত, আমার ভালবাসা সকলে গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত কর।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

"আগামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করিয়া মঙ্গলবার কলিকাতায় পঁহুছিবার কথা। প্রিয় প্রসন্নকে সংবাদ দিবে।"

আশ্রমের নবনারী পুত্রকন্যাতে সংখ্যা একশত দুই। নারকালডাঙ্গায় ব্রজনাথ ধরের অতি প্রশস্ত অট্টালিকায় এখন আশ্রম অবস্থিত। কেশবচন্দ্র সপরিবারে এখন আশ্রমে বাস করিতেছেন; স্ত্রীবিদ্যালয়ের কার্য্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভাবে চলিতেছে; উপাসনাদি কোন বিষয়ে কিছু ত্রুটি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কোন কোন অধিবাসীর মন সাংসারিক কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই অসন্তুষ্টি হইতে অতি ক্লেশকর ঘটনা উপস্থিত হইল। আশ্রমবাসী শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু সপরিবারে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি সপরিবারে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আশ্রমের নিয়ম-বিরোধে দ্বারদেশে গমন করিলে দ্বারবান্ ফটক বন্ধ করিয়া গমনে প্রতিরোধ করে এবং আশ্রমাধ্যক্ষের সহিত তাঁহার কথান্তর হয়। হরনাথ বাবু আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া গিয়া সংবাদপত্রে কুৎসা করিয়া আপনার পত্নীদ্বারা পত্র লেখান। প্রকৃত ঘটনার তত্ত্বানুসন্ধান জন্য আশ্রমবাসিগণের যে সভা হয় তাহার বিবরণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতে সকলে ইহার আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইবেন।

"বিগত ১লা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার সায়ঙ্কালে ভারতাশ্রমবাসিদিগের এক সভা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বসু ভারতাশ্রমের প্রতি সাধারণের নিকট যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন তাহা বিবেচিত হইল এবং অবশেষে সর্ব্বসম্মতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল ধার্য্য হইল ;—

"১। যে আশ্রমে শ্রীহরনাথ বসু দুই বৎসর কাল সপরিবার বাস করিয়া উপদেশ, শাসন ও দৃষ্টান্তবলে উন্নতি লাভ করিলেন তাহার প্রতি আক্রমণ করা, তদ্বিরুদ্ধে সাধারণের মনে ঘৃণা উদ্দীপন করা তাঁহার পক্ষে অতি দূষণীয় অকৃতজ্ঞতার কার্য্য।

"২। ব্রাহ্মধর্ম্মবিদ্বেষী সংবাদপত্রে আপনার স্ত্রী দ্বারা পত্র লিখাইয়া তাঁহার নামে প্রকাশ করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ কার্য্য।

"৩। বৎসরাধিক হইতে ঘরভাড়া ও আহারের টাকা মাস মাস নিয়মিতরূপে পরিশোধ করিতে তাঁহার অনেক ত্রুটি হইয়াছে। ইহার কারণ কেবল সঙ্গতির অতিরিক্ত ব্যয়দোষ। পরিবারের মাসিক ব্যয়নির্ব্বাহের উপায় স্থির না করিয়া আশ্রমে থাকা তাঁহার উচিত হয় নাই।

"৪। আশ্রমের ঋণ পরিশোধ না করিয়া বিনা অনুমতিতে আশ্রম ছাড়িয়া যাইবার চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। টাকা দিতে বাস্তবিক অক্ষম হইলে অধ্যক্ষের নিকট দয়া প্রার্থনা করা উচিত ছিল, কিন্তু সে অবস্থায় না বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করা অতীব দূষণীয়। আশ্রমের নিয়ম লঙ্ঘন করা তাঁহার উচিত ছিল না।

"৫। তাঁহার টাকা পরিশোধের জন্য বন্ধুভাবে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, 'উমেশ বাবু প্রভৃতি বন্ধুরা উপস্থিত হইলে বন্দোবস্ত করা হইবে, সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।' এ কথা অগ্রাহ্য করাতে আরও অধিক দোষ হইয়াছে।

"৬। নিজে ঋণ পরিশোধের উপায় না করিয়া সহধর্ম্মিণীর অলঙ্কার আপন দেয় টাকার পরিবর্ত্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, ইহাতে উচ্চ প্রকৃতির লোকের মত কার্য্য করা হয় নাই।

"৭। টাকার জন্য যে জামিন চাওয়া হইয়াছিল তাহার কারণ অনুসন্ধান করাতে সপ্রমাণ হইল যে (১) পূর্ব্ব শনিবারের সংবাদপত্রে একখানি জঘন্য ও অলীক কথাপূর্ণ পত্র প্রকাশ করাতে তাঁহার ধর্ম্মভাবের প্রতি আশ্রমবাসীদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়াছিল। (২) তাঁহার কাছে টাকা চাওয়াতে তিনি রাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, "ত বর্গের পঞ্চম বর্ণে আকার দিয়া দিব বৈ কি?" এবং আর একটী অশ্লীল ও অতি জঘন্য কথা দ্বারা ঐ ভাবের দ্বিরুক্তি করিয়াছিলেন। (৩) তিনি যে গ্রামস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুকে জামিনস্বরূপ মনোনীত করিলেন তিনি প্রথমেই এই ভাবে আপত্তি করিলেন যে, "টাকা দিলে তাহা পাইবার প্রত্যাশা নাই, দিতে হইলেই একেবারে মায়া কাটাইয়া দিতে হইবে।" এই সকল কারণেই জামিন চাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে আটক করিয়া রাখিবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

"৮। হরগোপাল বাবু তাঁহাকে মারিতে গিয়াছিলেন এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া গেল না। তবে দুই জনেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শক্ত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। যদিও হরনাথ বাবু কথা ও ব্যবহার দ্বারা যথেষ্ট উত্তেজনার হেতু হইয়াছিলেন তথাপি হরগোপাল বাবু ক্ষমা না করিয়া যে শক্ত কথার বিনিময়ে শক্ত কথা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে উচ্চ ধর্ম্মনীতি অনুসারে অন্যায় হইয়াছিল।

"৯। দ্বারবান্ যে হরনাথ বাবুর গাড়ি আটক করিয়াছিল ইহাতে তাঁহার বা তাঁহার পরিবারের প্রতি অপমানচেষ্টা লক্ষিত হইতেছে না। ইহা কেবল তাঁহাদের না বলিয়া চলিয়া যাইবার ফল। তিনি জানিতেন যে, এক জন নূতন সমাগত বন্ধুর থাকিবার জন্য উপরের ঘর দেখাইতে সেই সময়ে প্রায় সকলেই তথা গিয়াছিলেন, ইত্যবসরে তিনি চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করাতে দ্বারবান্ গাড়ি অনুমান দুই মিনিট কাল আটক রাখিয়াছিল।

"১০। যাইবার সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে অধ্যক্ষ মহাশয় যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই, 'তোমার স্বামীর মন এখন অত্যন্ত উত্তেজিত, তুমি এ অবস্থায় তাঁহার সকল কথা শুনিও না।' ঐ অবস্থাতে এরূপ উপদেশ দেওয়া কিছুমাত্র অন্যায় নহে, তাহার অনুসরণ না করাতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে।

"আমরা সকলে আমাদের বিপথগামী ভ্রাতার দোষ প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তন ও চিত্তসংশোধনের জন্য প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন, এবং যাহাতে তিনি অকল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন, এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। তিনি অসত্য প্রচার ও নিরপরাধীদিগের অপবাদ করিয়া অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছেন ইহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া তিনি যেন আবার সকলের সঙ্গে সাধুভাবে মিলিত হন। সাধারণের মধ্যে তাঁহার পাপ ও দোষের জন্য এই পবিত্র আশ্রম বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে আশ্রমের বা ব্রাহ্মসমাজের কোন হানি হইতে পারে না। সত্যের পথে থাকিতে হইলে গ্লানি, নিন্দা এবং নানাবিধ সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু এরূপ আক্রমণে সত্যের বিলোপ না হইয়া বরং জয় হয়।"

আশ্রমবাসিনীগণ সকলে মিলিত হইয়া এইরূপে প্রতিবাদ করেন;—"আমাদের এক জন ভগিনী শ্রীমতী বিনোদিনী কোন সংবাদপত্রে ভারত আশ্রমসম্বন্ধে

গ্লানিসূচক কথা প্রচার করিয়াছেন ইহাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, এবং সকলে সভাবদ্ধ হইয়া উহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া সংবাদপত্রে এরূপ পত্র লেখা নিতান্ত স্ত্রীস্বভাব ও রীতিবিরুদ্ধ এবং ইহাতে আমাদের সকলের অমত। ছয়মাস কাল আমরা কেহ তাঁহার সহিত কথা কহি নাই, ইহা সত্য নহে; তাঁহার প্রতি আমাদের কিছু মাত্র অসদ্ভাব বা অশ্রদ্ধা ছিল না এবং আমারা অন্যান্য ভগিনীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি তাঁহার প্রতি তাহার অণুমাত্র কম করি নাই। আশ্রম ছাড়িবার দুই দিন পূর্ব্বে তিনি আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে গিয়া যেরূপে সমাদৃত হইয়াছিলেন তাহাও কি তিনি ভুলিয়া গেলেন? তাঁহার অপমান সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। তাঁহাকে কেহ অলঙ্কার দিতে অনুরোধ করেন নাই এবং তাঁহাকে কেহ একটী কটু কথাও বলেন নাই। তিনি আপন স্বামীকে ঋণ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যদি আপনি অলঙ্কার দিয়া থাকেন তাহাতে তিনি কেবল পতিভক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার অপমানের জন্য যে দ্বারবান্ তাঁহার গাড়ি আটক করিয়াছিল ইহাও সম্পূর্ণ অসত্য। অধ্যক্ষের অনুমতি না লইয়া যাওয়াতেই তাঁহার গাড়ি বাহির হইতে দেয় নাই। তিনিত জানিতেন যাঁহার যে প্রয়োজন হউক না কেন অধ্যক্ষের অনুমতি না হইলে কোন স্ত্রীলোক আশ্রমের বাহিরে যাইতে পারেন না। সুতরাং দ্বারবান্ আশ্রমের নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়াছিল। আমরা ভরসা করি, আমাদের ভগিনী আমাদের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাব রক্ষা করিবেন এবং পবিত্র আশ্রমকে সাধারণের নিকট অপমানিত করিতে বিরত হইবেন।"

ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষগণ এই সময়ে সময় পাইয়া নানা প্রকার কুৎসা রটনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। কুৎসারটনা অনিবার্য্য, তবে সমাজের অন্তর্গত লোকদিগের মধ্যে কলহ বিবাদ অত্যন্ত ক্ষতিকর, ইহার প্রতিবিধান নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া শান্তিসভা সংস্থাপনের উদ্যোগ হয়। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বে এই প্রকার লিপি আছে, "ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রায়ই এক একটি বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্ম সাধারণকে উদ্বেগ ও অশান্তিতে নিক্ষেপ করে, এবং সেই বিবাদভঞ্জনার্থ আমাদের মধ্যে কোন সামাজিক বিচারালয় না থাকায় আন্দোলনকারী ব্রাহ্মগণ সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ ব্রাহ্মসমাজের চিরবিরোধী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের শরণা-

পন্ন হন, তাহারা এই সুযোগে জগতে অনেক মিথ্যা কথা কুৎসিত অপবাদ প্রচার করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করে; ভবিষ্যতে এই অনিষ্ট নিবারণ জন্য একটী শান্তিসভার প্রস্তাব হইয়াছে। উভয় বিবাদী যদি এই সভাকে মান্য করেন এবং ইহার নিকট আপনাদের অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহা হইলে সহজে সকল বিবাদ মীমাংসা হইয়া যাইবে। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মগণের নাম এই সভার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব, জয়গোপাল সেন, ঠাকুর দাস সেন, নীলমণি ধর, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র রায়, দুর্গামোহন দাস কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, কানাই লাল পাইন, পণ্ডিত দ্বারিকানাথ রায়।"

কেশবচন্দ্র শরীরের অসুস্থতানিবন্ধন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া এই সময়ে (২৮ শ্রাবণ) হাজারিবাগে গমন করেন। সুতরাং এবার ভাদ্রোৎসবে কেশবচন্দ্র উপস্থিত থাকিতে পারেন না, হাজারিবাগেই কলিকাতার সঙ্গে প্রাণে প্রাণে যুক্ত হইয়া উৎসব করেন। উৎসববিবরণ হইতে আমরা গুটিকয়েক কথা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি. ইহাতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, কলিকাতার সঙ্গে কি অচ্ছেদ্য মধুর সম্বন্ধে ইনি আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। "উদ্বোধন. আরাধনা, ধ্যান সমাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে অনেকবার সহৃদয় ভাবে কলিকাতার ভ্রাতা ভগিনীদের নাম উচ্চারিত হইল। কিন্তু যখন প্রার্থনা আরম্ভ হইল সে সময়ের কথা আর কি বলিব? ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভ্রাতা ভগিনীদিগের সহিত একত্র উৎসব করিতে পারিলেন না বলিয়া শোকে অভিভূত হইলেন। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্যনিঃসারিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। কোথায় প্রাণসম কলিকাতার ভাই ভগিনীগণ, বলিয়া আকুলিত হইলেন। উপাসকগণও অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কলিকাতার উপাসকমণ্ডলী, এখানকার ব্রাহ্মবন্ধুগণ, ঈশ্বর এবং তাঁহার পবিত্র রাজ্য, যেন এক যোগসূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, প্রার্থনার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। এরূপ সজীব প্রার্থনা এবং ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয়ের যোগ আমরা কখন দেখি নাই। দুঃখ পাইবার সময় একাকী তাহা সহ্য করিব, কিন্তু পিতার নিকট বসিয়া তাঁহার প্রেমমুখ অবলোকন করত যখন সুখের স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিব, তখন প্রাণের ভাই ভগিনীদিগকে নিকটে না দেখিলে হৃদয় কাঁদিয়া অস্থির হইবে, এ প্রকার অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাবের উদাহরণ এই স্বার্থপর

পৃথিবীতে নিতান্ত বিরল। অনন্তর ব্রাহ্মসমাজে বহু দিবস থাকিয়াও অনেকানেক লোককে ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখা যায়; যাহাতে এরূপ হৃদয়বিদীর্ণকর ব্যাপার না ঘটিয়া আজীবন ইহার মধ্যে তাঁহারা মিশিয়া থাকিতে পারেন, ইহার উপায় করা কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে সুদীর্ঘ উপদেশ হয়।" কেশবচন্দ্র কলিকাতার বিরোধ বিবাদ বিস্মৃত হন নাই নিম্নলিখিত পত্রে তাহা বিলক্ষণ সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে, কিন্তু তিনি বাহিরের সকল উড়াইয়া দিয়া কিপ্রকার মধুর সম্বন্ধ অন্তরে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন, উপরি উদিত কথাগুলিতে সকলে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

"হাজারিবাগ
২৯ আগষ্ট ১৮৭৪।

"প্রিয় প্রসন্ন,

"তোমার পত্রগুলি পাইয়াছি। শীঘ্র পুস্তক গুলি ছাপাইয়াছ তজ্জন্য ইতি-পূর্ব্বে ধন্যবাদ করিয়াছি, ঈশ্বরের কার্য্যে খুব পরিশ্রমী ও উৎসাহী হও। মনের আনন্দে তাঁহার সেবা কর। তুমি সর্ব্বদা সকল ভ্রাতার পদানত হইয়া থাক এই আমার ইচ্ছা। অনেকে তোমার বিরোধী তাহা তুমি জান, তোমার ব্যবহারে অনেকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন ইহা তুমি অস্বীকার করিতে পার না। এই বিরোধ তোমার পক্ষে একটী শিক্ষার ব্যাপার, তোমার দোষ কি অন্যের দোষ তাহা তোমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এইটি মনে রাখিও যে দয়াময় তোমাকে এমন দলে আনিয়াছেন যেখানে অনেকে তোমাকে নির্য্যাতন করিতে প্রস্তুত। ইহাতেই তোমার মঙ্গল। কেন না তুমি অত্যন্ত বিনয়ী হইয়া ক্রমে সকলকে বশীভূত করিয়া ফেলিবে। তাহারই জন্য সচেষ্ট হও। উৎসবে তোমরা খুব উপকার লাভ করিয়াছ। উৎসবের পরে তোমরা কেমন আছ তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আর কি আবার পতন হইবে? আবার কি জ্বালাতন হইবে ও জ্বালাতন করিবে? এবার তোমাদের সকলের কাছে চিরপ্রেম ভিক্ষা চাই। এখন তোমাদের অতি ক্ষুদ্র দল, এই সময়ে কি শীঘ্র বাঁধিয়া ফেলিতে পার না? ত্রৈলোক্য আমাকে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। আমার শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবে যে যদি তিনি সকলের সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে পারেন ও আর সকলে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চান তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।

এ বিষয়ে আমার তো কিছু হাত নাই। সকলের অভিপ্রায় হইলেই হইল। তাঁহার কিছুতে অমঙ্গল হয় উহা আমি ইচ্ছা করিতে পারি না।

"পুস্তক খানি এখনো শেষ করিতে পারি নাই, দেখি যদি কাল পাঠাইতে পারি। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে এখান হইতে যাত্রা করা ধার্য্য হইয়াছে। সোমবার পর্য্যন্ত পত্রাদি এবং Tuesday র Indian Mirror খানিও Giridi Station Maser এর care এ পাঠাইবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

"মোহিনী, বরদা ও সুদক্ষিণা আমাকে প্রণাম দিয়াছেন, তাহাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে।"

কেশবচন্দ্র প্রায় সংবৎসর কাল কলিকাতায় অবস্থান করিয়া কার্য্য করেন। ইংরেজী বর্ষের শেষভাগে অল্প কয়েক দিনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যান। মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের পরিদর্শন পর বাঁকীপুর, বাঁকিপুর হইতে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ হইতে ইন্দোররাজ্যে গমন করেন। ইন্দোরে গিয়া পাঁচ ছয় দিন তাঁহার অবস্থিতি হয়। সেখানে তাঁহার বক্তৃতাদিতে তত্রত্য মহারাজা হোল্‌কার তৎপ্রতি নিতান্ত আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করেন। রাজনীতিসম্বন্ধে দুইটী উচ্চভাবের বক্তৃতা হয়। ইন্দোরের মহারাজা হোল্‌কার কেশবচন্দ্রের প্রতি এমন অনুরক্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহার নিকটে আপনার হৃদয়ের গূঢ় ক্লেশ জ্ঞাপন করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে যে সকল সংপরামর্শ দেন, তাহাতে তিনি নিরাশা পরিহার করিয়া আশান্বিত হন। ধর্ম্মসম্বন্ধে হোল্‌কার কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন "আপনারা পৌত্তলিক অনুষ্ঠান গুলি একেবারে উঠাইয়া দিবেন না, কারণ আপনি যেরূপ সার বুঝিয়াছেন, সাধারণে তাহা না বুঝিয়া যদি সকলপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে তাহাদের দুই দিক্ যাইবে।" কেশবচন্দ্র ইন্দোরে অবস্থান কালে ভাই প্রতাপচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করা হয়, এজন্য কি কি প্রণালীতে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে হইবে তাহার সমুদায় বিবরণ ভাই প্রসন্নকুমারকে লিখিয়া পাঠান। পত্রখানি কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে লিখিয়াছিলেন, উহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

"প্রিয় প্রসন্ন,

"আমি আশা করি শুক্রবার রাত্রে প্রতাপকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক গ্রহণ জন্ম ব্যবস্থা করিবে। আমাদের যত গুলি বন্ধু হাওড়ায় যাইতে ইচ্ছা করেন যাওয়া উচিত। ভাল গাড়ি না পাইলে জয়গোপাল বাবুর গাড়ি চাহিয়া লইবে এবং আমার গাড়ি ও হাওড়াতে লইয়া যাইবে। নিকেতনের ছেলেরা যেন সকলে অভ্যর্থনার্থ যান। প্রতাপ অগ্রে আমার বাড়িতে যাইবেন সেখানে সকলেই যেন তাঁহার সঙ্গে থাকেন। আমার বড় ঘরে যেন একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা—সংক্ষিপ্ত উপাসনা—একটি দুইটি খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন হয়। সৌদামিনী এবং আশ্রমের জন কয়েক মহিলা যেন ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকেন। উভয় ঘরেই যেন প্রচুর প্রমাণ আলো থাকে। আমার পত্নী যদি প্রতাপকে কিছু খাওয়াইতে চান, সন্দেশ লুচি প্রভৃতি যাহা প্রয়োজন আনিয়া দিবে। সৌদামিনী সাহায্য করিবেন। প্রতাপ তাহার পর আশ্রমে যাইবেন। প্রতাপের উপরের ঘর ফুল পাতা দিয়া রুচিমত সাজাইবে, সাজান যেন বেশি জমকাল না হয়। একটি উপযুক্ত স্থানে "স্বাগত" (Welcome) শব্দটি যেন স্থাপিত হয়।

তোমার স্নেহের

কেশবচন্দ্র সেন।"

আমরা অধ্যায়ের শিরোদেশে অগ্নিপরীক্ষা এই আখ্যা দান করিয়াছি। বন্ধুগণের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব, এ পরীক্ষা তো অনেক দিন হইল আছে, কিন্তু ভারতাশ্রম লইয়া যে পরীক্ষা উপস্থিত, তাহাই বলিতে হইবে বাস্তবিক অগ্নিপরীক্ষা। আশ্রমের এক জন অধিবাসীর অত্যাচরণ আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধিগণ প্রকাশ্য পত্রিকায় ঈদৃশ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল যে, তাহাতে আশ্রমের অধিবাসিগণের চরিত্রে পর্য্যন্ত কলঙ্কারোপ হইল। যাঁহারা কোন নূতন তত্ত্ব পৃথিবীকে দিতে আইসেন, তাঁহাদিগের এরূপে নির্যাতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং যাঁহারা এরূপ করিলেন তাঁহাদিগের প্রতি অভিযোগ উপস্থিত করিতে তাঁহারা পারেন না, কিন্তু যে সমস্ত নির্দ্দোষ পরিবার আশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি ভীষণ গ্লানিকর অপবাদ প্রকাশ্য পত্রিকায় রটনা করাতে কর্ত্তব্যানুরোধে গ্লানিকারী সম্পাদকদ্বয়ের নামে প্রথমতঃ উকীলের পত্র দেওয়া হয়। উকীলের পত্রের প্রতি উপেক্ষা করাতে পরিশেষে উচ্চতম বিচারা-

লয়ে আশ্রমের অধ্যক্ষ অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগ পত্রে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছিল "বাদীর ইহাতে কিছুমাত্র বৈরনির্য্যাতনের ইচ্ছা নাই, মানহানি হইয়াছে বলিয়া তিনি তাহার পরিবর্ত্তে অর্থের আকাঙ্ক্ষাও রাখেন না, কেবল এই চান যে, আদালত প্রতিবাদীকে অযথাগ্লানিপ্রচারকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন।" বিচারপতি ঘৃণিত জঘন্য অপবাদ গুলি শ্রবণ করিয়া এবং বাদী ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন অবগত হইয়া প্রতিবাদিদ্বয়কে অনুতাপপূর্ব্বক সমস্ত অপবাদ প্রত্যহার করিয়া লইতে উপদেশ দিলেন। প্রতিবাদিদ্বয় যে অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য অনুতাপ প্রকাশপূর্ব্বক সমুদায় অপবাদ উঠাইয়া লইলেন। এইরূপে এই অগ্নিপরীক্ষা অগ্নিনিক্ষিপ্ত বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধিজ্ঞাপক হইল। ঈদৃশ ভীষণ কলঙ্কারোপ দেখাইয়া দিল, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে বাহিরে কত শত্রু এবং এদেশের নারীগণের অবস্থা উন্নত করিতে প্রবৃত্ত হইলে কি প্রকার বিষম পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর এবং তাঁহার নিকটে প্রার্থনা, এই সকল সম্বল না করিয়া একপ সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কাহার পক্ষে উচিত নয়, এই ঘটনা স্পষ্ট সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিল। এই সময়ে কেশবচন্দ্র "সুখী পরিবার" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানিতে স্বর্গীয় পরিবারের আদর্শ লিপিবদ্ধ হয়। তিনি এক দিন প্রচারক-সভায় সুস্পষ্ট বলেন, বাহিরের আশ্রম আর আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে না, এই "সুখী পরিবার" সেই পরিবারের আদর্শ হইল, যে পরিবার স্থাপনের জন্য বাহিরে ভারতাশ্রমসংস্থাপন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

মধ্য বিবরণ।

[পঞ্চম অংশ।]

পরস্য ধারো বিপুলস্য পুংসাং
সংসারকস্যাস্য নিদেশমত্র।
আবদ্য সংবৈরভিতিরবেত-
চরিত্রবার্ত্তাস্য নিশম্যতাম।

" Rest assured, my friends, when we are dead and gone, all the events that are transpiring around us in these days shall be written and embodied in history, and shall be unto future generations a new Gospel of God's saving grace. "—*Lect. Ind.*

কলিকাতা।

২০ নং পটুয়াটোলা লেন।

মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে,

শ্রীদরবারের অনুমত্যানুসারে,

পি, কে, দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮১৮ শক।

[*All rights reserved.*]

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচীপত্র।

বিষয়। ... পৃষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত সম্বন্ধ ... ৭২৯

উপাসকমণ্ডলীর সহব্যবস্থান ৭৩৪

পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব, নববিধান ও
মাতৃভাবের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা ৭৪৯

সাধন ও তপোবন ৭৫৮

প্রচার কার্য্য ৭৮০

ষট্‌চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ৭৯২

সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন ৮০০

সাধন কানন ৮১৮

যোগভক্তির উপদেশ ৮২৯

উত্তর পশ্চিমে গমন ৮৪৫

সপ্তচত্বারিংশ মাঘোৎসব ৮৫৯

ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা ৮৭৫

মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য যত্ন ৮৮২

কমলকুটীর স্থাপন ও অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ৮৯০

কুচবিহারবিবাহের বৃত্তান্ত (স্মৃতিলিপি) ৯০৩

সাধারণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন ৯০৬

মতভেদোপরি মন্তব্য ৯১৬

শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত সম্বন্ধ।

আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে কেশবচন্দ্র ব্রহ্ম-পরায়ণ দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। চির দিন বসু মহাশয়ের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছেন। ১৮৭৩ সনের নবেম্বর মাসে লাহোরে অবস্থান কালে কেশবচন্দ্র তাঁহাকে এই পত্র লিখেন *,—

লাহোর।

১ নবেম্বর, ১৮৭৩।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

কলিকাতা হইতে আসিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে আপনার একখানি সদ্ভাবপূর্ণ পত্র পাইলাম।......সকল দলের মধ্যে ঐক্যস্থাপনসম্বন্ধে আপনি যে সায় দিয়াছেন এবং সহায় হইতে স্বীকার করিয়াছেন ইহাতে আমি যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা ভাল নহে। শুভকর্ম্ম যত শীঘ্র সমাধা হয় ততই ভাল। কি কি উপায়ে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তদ্বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

আমরা এই পত্রে দেখিতে পাইতেছি, এত দিন পরেও যাহাতে পুনরায় কলিকাতা সমাজের সহিত সম্মিলন হয়, তৎসম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের বত্ন অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। 'সকল দলের মধ্যে ঐক্যস্থাপনসম্বন্ধে আপনি যে সায় দিয়াছেন এবং সহায় হইতে স্বীকার করিয়াছেন' এই অংশ পাঠ করিয়া সহজে প্রতীতি হয়, কেশবচন্দ্র এবিষয়ে শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বসু মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। যাহা হউক বৃদ্ধ বসু মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম হইতে

---

* আমাদের শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয় পত্রের যে যে অংশ অপ্রকাশ রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; সেই সেই অংশ......এই চিহ্ন দিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কেশবচন্দ্রের কি প্রকার ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল তাহা প্রদর্শন জন্য কলিকাতা সমাজে স্থিতি, বন্ধনচ্ছেদনোপক্রম, বন্ধনচ্ছেদন ও তৎপর সময়ের কয়েকখানি পত্র পর পর প্রকাশ করা যাইতেছি।

২১ বৈশাখ, ১৭৮৫ শক।

ব্রহ্মপরায়ণ দাদা,

আপনার ১৬ই ফাল্গুন দিবসীয় পত্রের উত্তর এত দিন দিতে পারি নাই; বিলম্ব দোষ ক্ষমা করিবেন। প্রার্থিত পুস্তকগুলি পাঠাইতে আদেশ করিয়াছি, অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন। বাস্তবিক আমি নানা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; আবার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া এক কঠিন ব্রতে ব্রতী হইতে হইল। কি করি ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। লোকেরাও আমার স্কন্ধে বোঝা চাপাইতে ভাল বাসে এবং চারি দিক্ না দেখে থাকিতে পারি না। এই প্রকারেই আমার কার্য্যের ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য আমার গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইহা অতি সামান্য কারণে ঘটিয়াছে। নব বর্ষের প্রথম দিনের ব্রহ্মোপাসনা উপলক্ষে আমার পরিবারকে আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে আনিয়াছিলাম; ইহাতে বাটীর লোকেরা আমাকে যৎপরোনাস্তি ভয় দেখাইয়াছিলেন এবং নানা প্রকার উপায়ে আমাকে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু "সত্যমের জয়তে নানৃতম্" ইহা স্মরণ করিয়া সকল বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ মনস্কাম সিদ্ধ করিয়াছিলাম। সে দিবসের উৎসব শেষ হইলে রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাটী হইতে একখানি পত্র পাইলাম, তাহাতে এই লেখা ছিল—তুমি এবং তোমার স্ত্রী গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া অন্যত্র বাসা করিবে। সেই দিন অবধি আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করিতেছি। এ সময়ে যে এ পবিত্র গৃহে স্থান পাইলাম ইহাতে কেবল জগদীশ্বরের অপার কৃপা স্মরণ হয়। ঘরে ফিরিয়া যাইবার আর কোন উপায় দেখিতেছি না, হয় তো আর সেখানে যাওয়া হইবে না। যত দিন না স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারি তত দিন হয় তো এ স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে। দেখি কি হয়; সত্যের জয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইলেই হইবে। চতুর্দ্দিকে গোলমাল হইতেছে। শুভ চিহ্ন সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠানের কাল উপস্থিত; ত্যাগ স্বীকারের কাল উপস্থিত। বিষয় ত্যাগ, গৃহ ত্যাগ, কত ত্যাগ ব্রাহ্মদিগের

করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই। সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার দিন অবসান হইয়াছে। এখন সকল ব্রাহ্ম দলবদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন; সত্যের রাজ্য মঙ্গলের রাজ্য ক্রমে বিস্তৃত হইবে, অদ্য এই পর্য্যন্ত। সম্পাদক মহাশয়কে আমার নমস্কার জানাইবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

ইহার পূর্ব্বের নিম্নস্থ পত্রখানি ইংরাজিতে লিখা হয়। উহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

আমার প্রিয় ব্রহ্মপরায়ণ দাদা,

আপনার স্নেহের পত্রের জন্য অনেক ধন্যবাদ, সত্যই এ সময় অতি উৎসাহো-দ্দীপক। ক্রমে বিষয়গুলি কার্য্যতঃ করিবার আকার ধারণ করিতেছে,—কথা, বক্তৃতা ও প্রবন্ধলিপি তাহাদের কার্য্যকারিতা হারাইয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে আমাদের একটী সাধারণ সভা হইয়াছিল এবং ভক্তিভাজন আচার্য্য, আমি, কানাইলালপাইন এবং অন্যান্যকে লইয়া জাতিভেদ......নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায় বিবেচনা ও প্রচার করিবার একটী সভা হইয়াছে.........। আমরা ব্রাহ্মগণ কেন আর এখন পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। ....আমার প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আইস আমরা দেখাই পৃথিবীর সমুদায় বিষয় হইতে ঈশ্বর আমাদের প্রিয়তর। যদি আমরা সমধিক উৎসাহ ও অধ্যাবসায় সহকারে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারিতাম, জীবনের অতি সুখকর বিষয় হইতেও সুখকর হইত।......

৯টা বাজিয়া গিয়াছে, আমায় সত্বর কারাগারে (আপনি জানেন আমার আফিস মনে করিয়া বলিতেছি) যাইতে হইতেছে। ......ঈশ্বর আপনার সঙ্গে থাকুন। নমস্কার।

আমায় বিশ্বাস করুন

কলুটোলা,
১০ এপ্রেল। ৬১।

অত্যন্ত অনুরাগের সহিত আপনার

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

জয় জগদীশ।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার।

আপনার নিকট হইতে অনেকগুলি স্নেহ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু অদ্যা-

খুধি একখানিরও উত্তর দিতে পারি নাই। যে ভয়ানক কার্য্যস্রোতে পড়িয়াছি তাহাতে হস্তের বিরাম ও মনের অবকাশ উভয়ই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি এক ঘণ্টাকালও মন স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, এত ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখানকার গোলযোগের কথা বোধ করি কিছু কিছু শুনিয়াছেন.........না মিটিয়া যাইবে তত দিন আমার মনে শান্তি থাকিবে না। দূর হইতে আপনারা সকলে অভয় প্রদান করুন। আমাকে যেরূপে সমাজ হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সমাজের কর্ম্মচারিগণ আমার সহিত ক্রমে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। সমাজ আমার অতি স্নেহের ধন; সমাজের মঙ্গলের জন্য আমার ধন মান প্রাণ সকলই বিক্রীত হইয়াছে। সেই সমাজ আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন। যে সমাজের কার্য্য অনুগত ভৃত্যের ন্যায় এত দিন সম্পাদন করিয়াছি, সেই সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হইলেই আমার মঙ্গল। সত্যের জয় হইলেই আমার আনন্দ। মনে করিয়াছি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কেবল প্রচারকার্য্যে নিযোগ করিব। দেশ বিদেশে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলে এ ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হইবে।......

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কলিকাতা, কলুটোলা
২৫ মাঘ, ১৭৮৬ শক।

•

কলুটোলা, কলিকাতা,
২৮ জুলাই, ১৮৭১।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সুন্দর পুষ্প যেমন, ব্রাহ্মসমাজের বিবাদ বিসংবাদের মধ্যে আপনার কোমল প্রীতিভাবপূর্ণ পত্র আমার পক্ষে সেইরূপ.........এবং আপনার প্রদত্ত উপহারের জন্য হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। আপনি জানেন আপনার প্রথমভাগ বক্তৃতা আমার অতি আদরের ধন ও যত্নের বস্তু; দ্বিতীয় ভাগখানি সেই জন্য বিশেষ অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম।...... শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

কেশবচন্দ্র যাঁহার সহিত এক বার যে সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন, জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত পত্রখানি তাহা বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ করিবে।

কলিকাতা।

২১ নবেম্বর, ১৮৮৩।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার,

এত দিনের পর অল্প একটু বল পাইয়াছি, আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে.........। আপনার স্নেহ মমতার জন্য আন্তরিক সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ করিতেছি। পুরাতন বন্ধুতা বাস্তবিক যাইবার নহে। "ভক্তপরায়ণ দাদা" এ শব্দ ধ্বনটী যদি আপনার মিষ্ট লাগে আমি তৎপ্রয়োগে কেন বিমুখ হইব?

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

উপাসকমণ্ডলীর সহব্যবস্থান।

সময়ের শৃঙ্খলাক্রমে সমুদায় ঘটনা নিবদ্ধ করা আমাদের লক্ষ্য থাকিলেও কোন কোন স্থলে আমাদিগকে তৎসম্বন্ধে একটু একটু ব্যতিক্রম করিতে হইতেছে, কেন না তাহা না করিলে একটি বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন এবং অযুক্ত হইয়া পড়ে। আশ্রমঘটিত গণ্ডগোলের নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এই কারণেই আমাদিগকে সে ঘটনা পরে নিবদ্ধ করিতে হইল। এখন যে ঘটনা নিবদ্ধ করা যাইতেছে তাহার মূলে কাহারও কাহারও সাংসারিক কারণে বিরোধী ভাব* ছিল, তাহা লিপিবদ্ধ ঘটনাতেই সকলে বুঝিতে

---

* সমাজমধ্যে যখন বিরোধী ভাব উপস্থিত হয়, তখন এক প্রকার না এক প্রকারে তদ্দ্বারা যে সকলেরই মন সংস্পৃষ্ট হয় নিম্নে লিপিবদ্ধ পত্রিকায় তাহা প্রকাশ পাইবে।

হাজারি বাগ।

১৯ আগষ্ট, ১৮৭৪।

প্রিয়ভ্রাতা উমানাথ,

এইরূপ লেখা ভাল, সুতরাং এইরূপে সম্বোধন করিলাম। বড় গোল দেখিতেছি। এখানে কি আমি নিশ্চিন্ত? সেখানকার ঢেউ এখানে খুব লাগিতেছে। ভ্রাতা ও বন্ধুদের মন এমন হইয়া গেল! তাঁহারা কি আমাকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন? যেন কোন কালে চেনা শুনা ছিল না এমন এইরূপ ব্যবহার দেখিতেছি। অসুস্থ শরীরে এখানে আসিয়াছি, তার উপরেও বজ্রাঘাত। যাহা হউক সত্যের সিংহ জীবিত আছে, কিছুতেই সত্যের বিনাশ হইবে না, হইতে পারে না। তবে প্রচারকেরা যে আমার সঙ্গে চিরদিন লাগিবেন ইহাতো মনে করিতে পারি না। এখন একটু শক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—তোমরা কে কে আমার সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া সংগ্রাম করিবে? ঠিক করিয়া বলিতেই হইবে। দুই জন হয়, পাঁচ জন হয় ক্ষতি নাই। আমি জানিতে চাইব, কোন প্রচারক ভ্রাতার হস্তে এমন ছুরি নাই যাহা এক দিন সুযোগ পাইলে কি ইচ্ছা হইলে আমার গলায় দিতে পারেন। আশ্রমেও এই নিয়ম চালাইতে চাই। আসিবার সময় আমাকে কি অবজ্ঞারূপেই বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। তোমরা কি মনে করিয়াছ আমি আগেকার মত আশ্রমে উপাসনা করিব, ভোজন করিব, আমোদ করিব, সেবা করিব?

পারিবেন, বিশেষ করিয়া তৎপ্রতি আমাদিগের মতামত প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। অধ্যায়ের প্রস্তাবিত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে "সুখী পরিবারের" সংক্ষিপ্ত বিবরণ অগ্রে দেওয়া যাইতেছে। এই পুস্তিকাখানি হাজারিবাগে অবস্থিতিকালে কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত হয়।

সুখী পরিবারের ঈশ্বরের সহিত নিবন্ধনপত্র এই;—"তুমি উপাস্য আমরা উপাসক, তুমি গুরু আমরা শিষ্য, তুমি রাজা আমরা প্রজা, তুমি প্রভু আমরা ভৃত্য, তুমি পিতা আমরা সন্তান; এই সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া চিরকালের জন্য তোমার কাছে আমরা আত্মবিক্রয় করিতেছি। অবস্থাভেদে আমাদের মতান্তর বা ভাবান্তর হইবে না। আমরা অনন্তকালের জন্য তোমারই হইয়া রহিলাম। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের শাস্ত্র, আমাদের গতি, আমাদের মুক্তি সকলই তুমি। আমরা তোমা ভিন্ন কাহাকেও জানি না।" প্রাণান্ত করিয়াও এই অঙ্গীকার পালন এই পরিবারের একমাত্র ব্রত। প্রতিদিন সকলে একত্র হইয়া জীবন্ত ও

আমি গণ্ডগোল চাই না। সাধারণ আশ্রমের ভার তোমারা লইতে পার। যেখানে সামগ্রীর মর্য্যাদা হয় সেখানে আমি থাকিতে প্রস্তুত। দুইটী লোক সেরূপ হয় ক্ষতি নাই, আমি তাদের চাই। পরে আরও জানিবে।

শরীর এক্ষণে খুব ভাল নহে। নিদ্রা ভাল হইতেছে না। কিরূপেই বা হইবে? উৎসব যত কাছে আসিতেছে আমার যেন কান্না পাইতেছে। দূরে ক্ষুদ্র সন্তান ডাকিয়া উঠিলে মার স্তন হইতে সহজে দুগ্ধ ঝরে। আমার তেমনি হইতেছে। আমি কি এমন সময়ে দুগ্ধ সাধিয়া থাকিতে পারি? আমার যে মন হইতে ভাব উথলিয়া উঠিতেছে বলি, বলি, বলিতে পারি না। তোমরা কোথায় আমি কোথায়। যাহা হউক কিরিয়া গেলে একটী ক্ষুদ্র উৎসব আমাকে দিও। তোমাদের নিকট উৎসবের যোগটী যেন চিরদিন থাকে।

চিরদিন তোমাদেরই

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

* [illegible] কারণমধ্যে "কলিকাতা স্কুল" সম্বন্ধে গণ্ডগোল বিশেষ উল্লেখযোগ্য [illegible] নিম্নলিখিত অধিকারিগণ কলিকাতাস্কুলের অধিকার ও লাভ ক্ষতি এতদ্দ্বারা ভারত [illegible] স্কারক সভাকে বিনাপত্তিতে অর্পণ করিতেছি।" (স্বাক্ষর) হরনাথ বসু প্রভৃতি। (ইণ্ডিয়ান মিরর ২৫ শে জুলাই, ১৮৭৪ দেখ)। এইরূপে ভারত সংস্কারক সভার হস্তে বিদ্যালয় অর্পণ করিয়াও তাহার অপলাপের চক্র বদ্ধ হইয়াছিল।

মধুর ভাবে একমাত্র উপাস্যদেবতার পূজা। একত্র উপাসনা ব্যতীত কখন কখন একাকী নির্জ্জনে ব্রহ্মধ্যান ও প্রার্থনা সঙ্গীতাদি সহকারে ব্রহ্ম সাধন। এই পরিবারের গুরু স্বয়ং ঈশ্বর; তিনিই সকলকে কতকগুলি গূঢ় মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই বীজ মন্ত্রগুলি সকলের নিত্য সাধনের বিষয়। তাঁহার মুখের কথাই এই পরিবারের শাস্ত্র। কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা তাঁহারই কথায় ইঁহারা বিশ্বাস করেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথই মুক্তির পথ বলিয়া ইঁহারা অবলম্বন করেন। সন্দেহ হইলে ইঁহারা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, সমুদায় প্রশ্নের মীমাংসা তাঁহারই দ্বারা ইঁহারা করিয়া লন। তিনি একবার মন্ত্র দিয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, নিকটে থাকিয়া নূতন নূতন মন্ত্র শিক্ষা দেন, নূতন নূতন উপায় বিধান করেন। তিনিই ইঁহাদের রাজা ও প্রভু; ইঁহারা তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। ইঁহাদের মধ্যে কে কি জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন তাহা তিনি স্বয়ং তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, এবং সেই ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্যসাধনজন্য তিনিই তদুপযোগী আদেশ সর্ব্বদা করিতেছেন। কোথায় যাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কিরূপে দিন কাটাইতে হইবে, প্রলোভন বিপদের সময়ে কি করা উচিত, এ সকলই তিনি বলিয়া দেন। সংক্ষেপতঃ তাঁহার সেবাতেই ইঁহাদের আনন্দ, তাঁহার আজ্ঞাপালনেই ইঁহাদের সুখ। ঈশ্বরের সহিত পিতৃসম্বন্ধ বশতঃ ইঁহাদের পরস্পর ভাই ভগিনী সম্বন্ধ। অনুরাগ, দয়া ও ভালবাসার সহিত পরস্পরের সেবা করা, পরস্পরের কল্যাণবর্দ্ধন করা, পরিবারে কাহাকেও ছাড়িতে না পারা, পরস্পরের পদানত হইয়া আনন্দ [illegible] অন্যকে সুখী করিয়া আপনি সুখী হওয়া, শত অপরাধেও শান্ত ও সহিষ্ণু হইয়া ক্ষমা, প্রেমদ্বারা শাসন, ক্ষমাশীল ও প্রেমিক হইয়া পরস্পরকে সংশোধন, নরনারীর প্রতি পবিত্রভাবে দৃষ্টি, পরস্পরের দর্শনে হৃদয়ে উচ্চভাব ও শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রেমের উদয়। হিংসা, দ্বেষ, পরসুখে কাতরতা বা পরের শ্রেষ্ঠতায় কষ্টবোধ সর্ব্বথা দূরে পরিহার, ছোট বড় সকলের নিকটে বিনীত ভাবে দাস হইয়া অবস্থান, যাঁহার নিকট হইতে যাহা শিক্ষণীয় আছে আনন্দের সহিত তাহা শিক্ষা করা, কোন বিষয়ে কাহারও শ্রেষ্ঠতা থাকিলে তাহাতে সকলের আনন্দ অনুভব করা, এক শরীরের অঙ্গজ্ঞানে কাহাকেও ঘৃণা বা পরিহার; অহঙ্কার বা অন্ধভাবে অনুসরণ; আত্মাবমাননা বা আপনাকে অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে কৃত্রিম বিনয়

প্রকাশ না করা, এই পরিবারের বিশেষ লক্ষণ। উপদেষ্টা ও আচার্য্যগণকে ঈশ্বর-নিয়োজিত জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা এ পরিবারের বিশেষ নিয়ম; কিন্তু তৎসহকারে ইঁহারা ইহাই বলেন যে, "তাঁহাদিগকে আমরা অভ্রান্ত বা নিষ্পাপ মনে করি না, তাঁহাদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে তাহাও বিশ্বাস করি না; তাঁহারা নিজগুণে আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন, ইহাও আমরা মানি না। তবে তাঁহারা আমাদের পরম উপকারী বন্ধু এবং ঈশ্বরাধীন সহায় ও নেতা।" এ পরিবারের লোকেরা দাস দাসীকে নীচ বলিয়া ঘৃণা করেন না, বা তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করেন না, সর্ব্বথা তাহাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। পশু পক্ষী কীট সকলের প্রতি ইঁহারা সদয় ব্যবহার করেন। ঈশ্বরহস্তরচিত বৃক্ষ লতা ফল ফুল প্রভৃতির প্রতি ইঁহাদের বিশেষ প্রীতি।

১৭৯৬ শকের ২৪ শ্রাবণ শনিবার সভাপতি কেশবচন্দ্রের ভবনে উপাসকমণ্ডলীর সভা হয়। এই সভায় কে কে এই সভার সভ্য ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হয়। এই সভার নির্দ্ধারণে অসন্তুষ্ট হইয়া যে পত্রাপত্র হয় আমরা তাহা যথাক্রমে প্রকাশ করিতেছি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন

ভারতবর্ষের ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন

পূর্ব্বে যখন উপাসকমণ্ডলীর সভা ও সঙ্গতসভা সম্মিলিত হয় তৎকালে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, উক্ত সভা দ্বারা কাহার সত্তা এককালে বিলুপ্ত হইবে না। তদবধি আমাদের এইরূপ সংস্কার আছে যে, পূর্ব্বে যাঁহারা উপাসকমণ্ডলীর সভ্য ছিলেন, এখনও তাঁহাদের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু বিগত ২৪ শে শ্রাবণ সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকার পর আপনার ভবনে যে সভা আহূত হইয়াছিল তাহার পর আপনি সঙ্গতসভার সভাপতিস্বরূপ এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে সঙ্গত সভার সভ্য ভিন্ন আর কেহ উপাসকমণ্ডলীর সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত নহেন। কি কারণে এবং কি প্রণালীতে তাঁহাদের অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের বিবেচনায়

উপাসকমণ্ডলীকে অবগত না করিয়া তাঁহাদের নাম সভ্যশ্রেণী হইতে বিচ্যুত করিবার সঙ্গতসভার কোন অধিকার নাই।

২। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যের ভার বর্ত্তমান সঙ্গতসভার অল্পসংখ্যক সভ্যের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং উপাসকমণ্ডলীর পূর্ব্বের অধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহা কখন বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব আমাদের প্রার্থনা এই যে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভা বিধিপূর্ব্বক পুনর্গঠিত করিবার জন্য আপনি প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সত্বর উপাসকদিগের একটী সভা আহূত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক
কেবল শেষ প্রস্তাবে সম্মত
শ্রীনবীনচন্দ্র রায়, কানাইলাল পাইন
প্রভৃতি ২২ জন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রভৃতি ২১ জন।

শকাব্দা ১৭৯৬ শক ২৫ শ্রাবণ।
কলিকাতা।

কেশবচন্দ্র হাজারীবাগ হইতে এই পত্রের যে উত্তর দেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

প্রিয় নগেন্দ্র ও কালীনাথ।

সে দিবস তোমরা যে আবেদন পত্র আমার হাতে অর্পণ করিলে তাহাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তন্মধ্যে মতভেদ দেখিতেছি। ২১ জনের এইরূপ সংস্কার যে, "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর সভা" নামে একটী সভা ছিল এবং তাহা যদিও সঙ্গতসভার সহিত সম্মিলিত হয়, প্রথমোক্ত সভার সভ্য ও উহার সভ্যদিগের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। অবশিষ্ট ২২ জন এ কথায় সম্মতি প্রকাশ না করিয়া কেবল এইমাত্র প্রস্তাব করিয়াছেন যে, উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যের ভার বর্ত্তমান সঙ্গতসভার অল্পসংখ্যক সভ্যের হস্তে ন্যস্ত না থাকে এবং একটী সাধারণ সভা সত্বর আহ্বান করিয়া ঐ উপাসক-মণ্ডলীর সভা বিধিপূর্ব্বক গঠন করা হয়। উভয় দলই পুনর্গঠন উদ্দেশে আমাকে সভা আহ্বান করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক প্রথম শ্রেণী স্বাক্ষরকারী মহাশয়গণ "পুনর্গঠন" চান ও অপর কয়েকজন নূতন সঙ্গঠনের

অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ মতের অনৈক্য থাকাতে কিরূপে সভা আহূত হইবে তাহা অবধারণ করা কঠিন। সঙ্গতসভা নামে যে উপাসকমণ্ডলী সভা আছে, তাহার যদি কেবল পূনর্গঠন করা অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে প্রথমতঃ কেবল ঐ সভার সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপন দ্বারা ডাকিতে হইবে। আর যদি একটী সম্পূর্ণ নূতন সভা সংস্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে সাধারণরূপে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। এ অবস্থায় যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন তাঁহাদের মতের ঐক্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা উল্লিখিত বিভিন্ন প্রার্থনার মধ্যে কোন্‌টী অবলম্বন করিতে হইবে তাহা আমার পক্ষে নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। যদি বর্ত্তমান সঙ্গতসভার গঠন ও তাহার সহিত উপাসকদিগের কিরূপ সম্বন্ধ ইহা জানিবার ইচ্ছা থাকে, উহার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে সমুদায় জানা যাইবে। আবেদনস্বাক্ষরকারী মহাশয়দিগের নিকট আমার সসম্মান নিবেদন যে, তাঁহারা এই বিষয় আলোচনা করিয়া একমত হইয়া আমার নিকটে প্রস্তাব করিলে আমি আহ্লাদের সহিত বিজ্ঞাপন দ্বারা একটী সভা ডাকিতে সচেষ্ট হইব।

হাজারী বাগ। ১লা ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।	শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এ পত্রের এই উত্তর দেন,—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন,

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও ব্রহ্মমন্দিরের

আচার্য্যমহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ৪৩ জন উপাসকের স্বাক্ষরিত ২৫ শ্রাবণ দিবসের আবেদন পত্রের উত্তরে আপনি ৩১ শ্রাবণ (১ ভাদ্র) হাজারী বাগ হইতে লিখিয়াছেন যে, 'স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে মতভেদ দেখিতেছি।'

আমাদের মধ্যে বস্তুতঃ মতভেদ নাই। যাঁহারা উপাসকমণ্ডলীর সভার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন তাঁহারা আবেদন পত্রের ঐতিহাসিক অংশসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া 'কেবল শেষ প্রস্তাবে' অর্থাৎ উপাসকমণ্ডলীর সভা পুনর্গঠিত হউক এই প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু

সঙ্গতসভানামে যে উপাসকমণ্ডলীর সভা আছে আপনি বলিয়াছেন তাহার পুনর্গঠন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমাদের প্রার্থনা এই যে, ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত উপাসকের একটী সভা হয়। অতএব ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভা বিধিপূর্ব্বক সংগঠন করিবার জন্য আপনি সত্বর প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সভা আহ্বান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

কলিকাতা। ৮ই ভাদ্র ১৭৯৬ শক। } শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ৩৬জন।

২৭ ভাদ্র উপাসকমণ্ডলীর সভায় এই প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হয়,—'উপাসকমণ্ডলী সভা' বলিলে কেবল ভূতপূর্ব্ব সঙ্গতসভানামক সভা বুঝায়, এবং যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন এবং সভার কার্য্যবিবরণ সময়ে সময়ে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'ধর্ম্মসাধনে' প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল উপাসকমণ্ডলীর সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত হন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের যে সকল নিয়মিত উপাসক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একখানি কাগজে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত মন্দিরের নিয়মিত উপাসকরূপে গণ্য হইবেন এবং পূর্ব্বে তাঁহারা সমবেত হইয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা উপাসকমণ্ডলীর কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে, কিন্তু তাঁহারা বর্ত্তমান উপাসকমণ্ডলীসভার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না। যদি তাঁহারা উহার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক (শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত) সম্পাদকের নিকট আবেদন করিলে যথানিয়মানুসারে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির পত্রের উত্তর কেশবচন্দ্র এইরূপ দেন;— ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী সভার পুনর্গঠন জন্য প্রথম পত্রে যে আবেদন করা হইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া ঐ নামে একটী নূতন সভা সংগঠন উদ্দেশে আবেদনকারীরা দ্বিতীয় পত্রে আমাকে একটী সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যে সকল আবেদনকারী প্রথম পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে দ্বিতীয় পত্রে কেন স্বাক্ষর করেন নাই বুঝিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয় পত্রের স্বাক্ষরকারীরা উপাসক বলিয়া স্বাক্ষর করেন নাই এবং অন্য কোন প্রকারে আত্মপরিচয় দেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ

কেহ মন্দিরে উপাসনা করেন না, সুতরাং মন্দিরের উপাসক বলিয়া একদা পরিগণিত হইতে পারেন না। যাহা হউক, যে কয়েক জন নিয়মিত উপাসক ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে আমি এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সকলকে অবগত করিতেছি যে,—

আগামী ৪ আশ্বিন শনিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগকে বিধিপূর্ব্বক সভাবদ্ধ করিবার জন্য উক্ত মন্দিরে অপরাহ্ন ৫টার সময় একটী সভা হইবে। যে সকল ব্রাহ্ম নিয়মিতরূপে উক্ত ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সভায় উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাদি করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।
৩১ ভাদ্র ১৭৯৩ শক। } শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এই বিজ্ঞাপনানুসারে ৪ঠা আশ্বিন শনিবার অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়। ব্রাহ্ম ও দর্শক সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় চারি শত ব্যক্তি তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। আরাধনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত সহকারে সভার কার্য্যারম্ভ হয়। কেশবচন্দ্র নিম্নোদ্ধৃত বক্তৃতা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দেন।

"অদ্য যে জন্য আমরা ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছি, ইহার অভিপ্রায় মহৎ এবং লক্ষ্য অতি উচ্চ। যেমন ব্রহ্মমন্দির প্রশস্ত এবং উচ্চ, তেমনই ইহার একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপাসকসভা গঠিত হইবে। যেমন উপাসনা করিবার জন্য এই গৃহে অধিকসংখ্যক লোক একত্রিত হন, তেমনই সাধন করিবার জন্যও কতকগুলি সাধক একটী সভাবদ্ধ হইবেন। উপস্থিত ভ্রাতাদিগের জানা কর্ত্তব্য ১৭৯১ শকের ৩০শে কার্ত্তিক রবিবার এই উপাসকমণ্ডলী সভার সূত্রপাত হয়। (ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উক্ত সভার বৃত্তান্ত পঠিত হইল।) যাহা পঠিত হইল ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, ঐ সভা বিধিপূর্ব্বক গঠিত হইয়াছিল এবং সভার সভ্যেরা তাঁহাদের নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উপাসকদিগের মধ্যে সামান্য সামান্য মতসম্পর্কে অনৈক্যসত্ত্বেও তাঁহারা সভাবদ্ধ থাকিবেন এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সকলে এক পরিবার হইয়া পরস্পরকে ধর্ম্মনৈতিক শাসনে শাসন করিবেন,

সকলের যাহাতে উপাসনা ভাল হয় এবং চরিত্র সংশোধন হয় এই দুই বিষয়ে পরস্পরকে বিশেষরূপে সাহায্য করিতে যত্নবান্ থাকিবেন, এই উদ্দেশে এই সভা সংস্থাপিত হয়। বাস্তবিক, এই দুইটি নিয়ম এই উপাসকসভার প্রাণ এবং ভিত্তিভূমি। অন্য কোন উদ্দেশে ব্রাহ্মেরা এই সভাবদ্ধ হন নাই। এই সভার প্রার্থিত ফল যদিও আমরা সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারি নাই; কিন্তু ইহার কিয়দংশ যে লাভ করিয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপাসক-সভা দ্বারা যে কার্য্য হইতেছে ইহা আরও বিস্তৃত হয়, এই উদ্দেশে নূতন সভা গঠিত হইবে। অতএব পুরাতন বিধানের সঙ্গে নূতন বিধানের বিরোধ নাই। পূর্ব্বে ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী ছিল, অদ্য প্রশস্ত উপাসক সভা গঠন করিবার জন্য আমরা আহূত হইয়াছি। যাহাতে সকলের উপাসনা প্রগাঢ় জীবন্ত সুমিষ্ট এবং সতেজ হয়, এবং প্রত্যেকের চরিত্র পবিত্র হয়, এই দুই উচ্চ অভিপ্রায় সাধন ভিন্ন উপাসক সভার অন্য কোন কার্য্য নাই। পুরাতন উপাসকমণ্ডলী সভারও এই উদ্দেশ্য ছিল। মনুষ্য হইয়া, কৃতবিদ্য হইয়া, ব্রাহ্ম হইয়া, অপরাপর বিষয় কার্য্য করিবার জন্য অন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং অন্য অন্য সভা হয়, কিন্তু উপাসকদিগের এই সভার উদ্দেশ্য কেবল ধর্ম্ম এবং চরিত্র সংশোধন। প্রত্যেকের উপাসনা কি পরিমাণে প্রকৃত ও জীবনে বদ্ধমূল হইল, উপাসকসভার সকলকেই এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত উপাসক অল্প। উপাসকদিগের মধ্যে বিশ্বাসের ঐক্য এবং চরিত্রের পবিত্রতা না থাকিলে সামান্য মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও তাঁহারা উপাসক বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন না। এই ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভার মধ্যে যদি বিশ্বাসের একতা এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা না থাকে তাহা হইলে আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই ব্রহ্মমন্দির একটি পুরাতন আন্দোলনের ফল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের বিচ্ছেদ ইহার কারণ। সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া উদারতা বিস্তার, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ নিবারণ এবং ভ্রাতৃভাববর্দ্ধন এই ব্রহ্মমন্দিরের উদ্দেশ্য। এখানকার উপাসনাপ্রণালী ও নিয়মাদি এরূপ যে তাঁহাদিগের সঙ্গে যত মতভেদ থাকুক না কেন, এখনই তাঁহারা আসিলে আদরের সহিত এই মন্দিরে গৃহীত হইবেন। এখানকার ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত সত্য এবং সমস্ত সাধুভাব-

র্ণ্য। এই মন্দির কোনকালে সাম্প্রদায়িকতা হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই। যে দিন এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল, সে দিনের গঠিত নিয়ম পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, ইহা সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। ব্রহ্মমন্দির কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই মন্দিরে যে ভাবে উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি করা হয়, যাঁহারা এ সমুদয়ে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সাক্ষী। জাতিনির্ব্বিশেষে সামান্য মতভেদ সত্ত্বেও উপাসকেরা কেবল প্রেমশান্তির উদ্দেশে এখানে উপাসনা করিবেন। মূল সত্য লইয়া বিবাদ কলহ করিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে অসম্ভব। যদি হয় ইহা ব্রহ্মমন্দির নহে। বাহিরে সামান্য সাংসারিক বিষয় কিংবা বুদ্ধিগত মত লইয়া বিবাদ কলহ হয় হউক, কিন্তু তথাপি এই ব্রহ্মমন্দিরে সকলের সঙ্গে যোগ থাকিবে। এই যোগ স্বর্গীয় এবং পবিত্র। অবিশুদ্ধ যোগ কোন কার্য্যেরই নহে। যে যোগ পাপকে প্রশ্রয় দেয় তাহা অতি জঘন্য। তুমি আমাকে শাসন করিলে আমি তোমাকে শাসন করিব, ইহাই যোগের প্রাণ। আমি নরহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, অথচ আমি উপাসকসভার এক জন সভ্য থাকিব ইহা হইতে পারে না। পাপীকে শাসন করিতেই হইবে। কিন্তু ইহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে, উপাসকসভার প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ এবং পবিত্র। উপাসকসভা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ভ্রাতৃমণ্ডলী নহে, কেন না আমরা সকলেই দুর্ব্বল মনুষ্য। কিন্তু পাপ থাকিলে অনুতাপ করিতেই হইবে। পবিত্র হইব যাঁহার ইচ্ছা নহে, তিনি এই উপাসকসভার সভ্য নহেন। যদি তিনি অঙ্গীকার না করেন যত পুণ্য করিয়াছি আরও পুণ্য অর্জ্জন করিব, দিন দিন উপাসনা সাধন দ্বারা উন্নতিশীল ব্রাহ্মজীবন লাভ করিব, তাহা হইলে কেহই ইহার প্রকৃত সভ্য হইতে পারিবেন না। যে শাসনে আত্মা উপাসনাশীল এবং চরিত্র নির্ম্মল হয় তাহার অধীন হইতে হইবে। প্রত্যেক উপাসকের পক্ষেই পবিত্রতা একান্ত প্রার্থনীয়। যাঁহাদের চরিত্রসম্বন্ধে জঘন্য দোষ আছে, তাঁহারা উপাসক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। উপাসক যত দিন ইহলোকে থাকিবেন, তত দিন তাঁহাকে নিত্য সরস উপাসনা করিতে হইবে এবং চরিত্র পবিত্র করিতে হইবে। অতএব প্রথমে যে উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অদ্য এই প্রশস্ত উপাসকসভা

গঠিত হইতেছে। মূল সত্যে বাদানুবাদ অসম্ভব। যদি ইহার একটি ত্যাগ কর উপাসকসভা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

"কিসে ব্রহ্মমন্দিরের বেদী পরিশুদ্ধ থাকে ইহার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আচার্য্য, উপাচার্য্য, উপদেষ্টা, বক্তা প্রভৃতি উপাসকসভার সেবকদিগকেও পবিত্রচরিত্র হইতে হইবে। যদি কোন উপদেষ্টা মনে করিয়া থাকেন যে, উপদেশ দেওয়াই কেবল তাঁহার কার্য্য, কিন্তু উপদেশ পালন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাহা হইলে তাঁহার নিয়োগপত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। যাঁহারা বেদীর কার্য্য করিবেন, তাঁহারাও উপদেশানুসারে জীবনে উন্নত হইবেন। যাঁহারা ধনে এবং বুদ্ধি বিদ্যাতে ও সাংসারিক পরীক্ষাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তে এই মন্দিরের অর্থের ভার দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তিগণ এই গৃহের অর্থের ভার লইবেন, তাঁহাদিগকে ইহার পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বিশেষরূপে দায়ী হইতে হইবে। ইহার প্রায় ৫০০ টাকা ঋণ আছে, কিন্তু যখন আমি প্রথম হইতেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি তখন আমিই ইহার জন্য বিশেষরূপে দায়ী। যদি উপাসকমণ্ডলী ভার গ্রহণ করেন, তবে এই ঋণ পরিশোধের ভার তাঁহাদেরই হস্তে থাকিবে। তাঁহারাই দায়ী হউন, আর আমিই দায়ী হই, ঈশ্বরের প্রিয় মন্দিরের জন্য যে ঋণ হইয়াছে তাহা থাকিবে না। এই মন্দিরের ট্রষ্টডিড্ হয় নাই, এবং যত দিন ঋণ আছে তত দিন হওয়া উচিত নহে। যাঁহারা এই ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের ইহাও জানা উচিত, যে, অন্যান্য প্রকার ধর্ম্মের মত এখানে প্রচারিত হইতে পারিবেক না।

"আধ্যাত্মিক বিভাগ, বিষয়বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে। ধর্ম্মসাধন, প্রেম, পুণ্য ও শান্তি উদ্দেশে এই সভার মাসিক অধিবেশন হইবে। যাঁহাদের প্রতি সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিবে বেদীর উপাসনাসম্পর্কে সে সকল সাধকদিগের উপরে ভার থাকিবে। যাঁহাদের মধ্যে অল্প বিশ্বাস, এবং চরিত্রের দোষ দেখা যায়, আমরা এই নিয়ম করিতে পারি না যে তাঁহারা উপাসনাসম্পর্কে কোন কথা কহিবেন না। উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা বিশেষ সাধন করিতে প্রস্তুত,—১০ জনই হউন আর দুই জনই হউন, যত দিন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম না হয়, তত দিন তাঁহারা কাহাকেও ছাড়িতে পারিবেন না। যাহাতে

ত্ত জীবনের সম্বল হয় প্রত্যেককে এরূপে সাধনে ব্রতী হইতে হইবে। র্ত্তন দ্বারা, উপাসনা ধ্যান দ্বারা, প্রচার দ্বারা জীবনকে পবিত্র করিতে হইবে। াবধান, যিনি অনন্তকালের জন্য পবিত্র হইতে ইচ্ছুক নহেন তিনি যেন ইহার ভ্য না হন। যাহাতে উপাসনা সুমিষ্ট হয়, চরিত্র পবিত্র হয় এবং কি প্রকার সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিলে আমরা নির্ম্মল হইয়া চিরকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারিব, এ সমুদয় বিষয় উপাসকসভা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। উপাসকদিগকে একটী পরিবার হইতে হইবে। মতভেদ আছে বলিয়া কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ৫ জন হও, ১০ জন হও কিংবা সহস্র জন হও, সকলে একপ্রাণ হইয়া থাকিতে হইবে। উদারতা এবং পবিত্রতা এই উভয়ের সামঞ্জস্যের অভাবেই ব্রাহ্মসমাজের অকল্যাণ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের ৪০ বৎসরের ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিতেছে। উপাসকসভার মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা কিংবা দলাদলি হইতে পারে মনে থাকে, তবে উপাসকসভার প্রয়োজন নাই। যদি যথার্থ নির্ব্বিবাদ পরিবার স্থাপন করিবে (যে পরিবারে বিবাদ অসম্ভব) প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক তবে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও। অপরাধীদিগকে দণ্ড দাও; কিন্তু সাবধান, কেহই যেন বাহির হইয়া যাইতে না পারেন। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে দিন ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইল, সেই দিন সাম্প্রদায়িকতা নির্ম্মূলিত হইয়াছে। এই মন্দির হইতে সাম্প্রদায়িকতা উৎপন্ন হইতে পারে না। আমি জানি আমাদের হস্তে এমন অস্ত্র আছে যাহা দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হয়। আমরা প্রেম দ্বারা পরস্পরকে বশীভূত করিব। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভার ভিতরে সম্প্রদায় হইতে পারে না, তেজের সহিত এই কথা বলিতেছি কেন? আমি জানি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম পবিত্র উদারতার ধর্ম্ম। বাহিরে সহস্র প্রকার বিবাদ থাকুক, কিন্তু প্রেমই উপাসক সভার প্রাণ। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে হইবে, আজ যে প্রেম হইল, অনন্তকাল এই প্রেম থাকিবে। অনন্ত জীবনের জন্য এই পবিত্র প্রেমব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। নিশ্চয়ই ইহা দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ হইবে, আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইব।"

বক্তৃতা শেষ হইলে আচার্য্য মহাশয় ৫৮ জন উপাসকের নাম স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্রসম্বলিত নিম্নলিখিত ছয়টি প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

"১। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ধর্ম্ম ও অর্থসম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদন উহার উপাসকদিগের ধর্ম্মোন্নতি সাধন উদ্দেশে 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকসভা' নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইল।

২। ইহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যভার আচার্য্যের হস্তে থাকিবে।

৩। ইহার অর্থসম্বন্ধীয় কার্য্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের উপর অর্পিত হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন অথবা তৎকালীন আচার্য্য।
শ্রীজয়গোপাল সেন, শ্রীকানাইলাল পাইন,
শ্রীঅমৃতলাল বসু অথবা তৎকালীন অধ্যক্ষ।

৪। অতি জঘন্য ও ঘৃণিত দোষবিমুক্ত যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, এবং নিয়মিতরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনাতে যোগ দেন, তাঁহারা উক্ত মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অন্যূন ।০ চারি আনা প্রতিমাসে অথবা তিন টাকা প্রতিবর্ষে দান করিতে অঙ্গীকার করিলে এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

৫। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকেরা উল্লিখিত অর্থ দান না করিলেও সভ্য হইতে পারিবেন।

৬। ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মসাধনের জন্য অন্যূন প্রতিমাসে একবার উপাসক সভার অধিবেশন হইবে।

৭। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই সভার সম্পাদক হইবেন।"

এই সকল প্রস্তাবসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য আপত্তি উত্থাপন করেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবসম্বন্ধে তাঁহার আপত্তি এই যে, একা আচার্য্যের হস্তে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভার না থাকিয়া কয়েকজন সাধক ব্রাহ্মের উপর থাকে। তৃতীয় প্রস্তাবসম্বন্ধে আপত্তি এই, অর্থসম্বন্ধীয় কার্য্যভারনির্ব্বাহজন্য আরও কয়েকজন ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয়। সপ্তম প্রস্তাবসম্বন্ধে তিনি এই কথা বলেন, পূর্ব্ব সম্পাদক উমেশ বাবুই সম্পাদক থাকেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবের আপত্তিসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র বলেন, আচার্য্য মনোনীত করিবার ভার সভ্যমণ্ডলীর হাতে। সুতরাং উপাসকমণ্ডলী হইতে কয়েকটি ধার্ম্মিক লোক মনোনীত করিয়া লইয়া তাঁহাদের দ্বারা আচার্য্যনিয়োগে সমধিক গোলের সম্ভাবনা। কেন না উপাসকগণমধ্যে কাহারা সমধিক ধার্ম্মিক এ সম্বন্ধে মতভেদের বিশেষ সম্ভাবনা। আচার্য্য উপাসক-

.র বিরাগভাজন হইলে তাঁহারা অপর কাহাকেও আচার্য্য মনোনীত করিতে রবেন। বাদানুবাদের পর দ্বিতীয় প্রস্তাব পূর্ব্ববৎ থাকিল। তৃতীয় প্রস্তাবে : কথা সংযুক্ত হইল যে, "পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ ইচ্ছা হইলে তাঁহাদের .খ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।" চতুর্থ প্রস্তাবে "উপাসনাতে যোগ দেন" ইহার পরিবর্ত্তে "উপাসনাতে যোগ দেন অথবা দিতে ইচ্ছা করেন" এইরূপ লেখা স্থির হইল। পঞ্চম প্রস্তাব সংশোধিত হইয়া এই আকার ধারণ করিল, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকেরা উল্লিখিত অর্থ দান না করিলে অথবা প্রচারকার্য্যের অনুরোধে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতে না পারিলেও সভ্য হইতে পারিবেন।" সম্পাদকনিয়োগসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র বলিলেন, অদ্যকার সভা নূতন সভা। অতএব নূতন সম্পাদকনিয়োগে কিছু পূর্ব্ব সম্পাদকের অবমাননা হইতেছে না। স্বয়ং উমেশ বাবু এই কথা বলেন, তিনি যখন কলিকাতায় এখন থাকেন না, তখন তাঁহার দ্বারা সম্পাদকের কার্য্যনির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাবু নীলমণি ধর বর্ষে বর্ষে আচার্য্য নিযুক্ত করা হয় প্রস্তাব করেন, শিবনাথ বাবু উহার পোষকতা করেন; বর্ত্তমান আচার্য্যসম্বন্ধে এ নিয়ম হইতে পারে না, বাবু নবীনচন্দ্র রায় বলেন, সাধারণের মত লওয়াতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। সভার স্থিতি প্রায় পাঁচ ঘণ্টাকাল ছিল, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গাম্ভীর্য্য ও ভদ্রতা সহকারে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির যাহা বলিবার ছিল স্বাধীনভাবে তাহা বলিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রস্তাব ভাল করিয়া আলোচনার পর যখন প্রস্তাবকারী নির্ব্বাক্ হইয়াছেন, তখন সকলকে হস্তোত্তোলন করিতে বলা হইয়াছে। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে ১৭ জন নূতন সভ্য আপনাদের নাম স্বাক্ষর করেন।

এই সময়ে (১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪) ১৫নং কলেজ স্কোয়ারে পূর্ব্বে যে গৃহে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল সেই গৃহে কলিকাতা স্কুল আনীত হয়। বারটার সময়ে ছাত্রগণ উপরিতন হলে মিলিত হইলে কয়েকটি সঙ্গীত এবং কানিউট, সভাসদ্গণ এবং ক্রুটস ইত্যাদির বাচনা হইয়া কার্য্যারম্ভ হয়। এইরূপ গৃহ অধ্যয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল ইহাতে সকল ছাত্রের মুখ আজ অতি প্রফুল্ল। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ রচনা পাঠ করিল। সভাপতি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার পর কার্য্য শেষ হয়। বালক ও শিক্ষকগণ সহসা প্রশস্ত গৃহ লাভ করিলেন, ইহাতে তিনি

আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, উৎকৃষ্ট গৃহ সদ্বিদ্বান্ জন্মাইতে পারুক, কিন্তু উৎকৃষ্ট প্রমুক্তবায়ুনিষেবিত গৃহ উৎকৃষ্ট শিক্ষাদানের জন্য নিত প্রয়োজন। বালকেরা আজ প্রশস্ত গৃহ লাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত, তাহাদের অনে বিষয়ে ক্লেশ ছিল আজ তাহা অপনীত হইল। তিনি আশা করেন, তাহারা যেম প্রশস্ত ঘর পাইল, তেমনি তাহাদের হৃদয় ও মনও প্রশস্ত হইবে। অতি সম্মানিত স্থলে এখন তাহাদের বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। হিন্দুস্কুল, সংস্কৃত কলেজ,হেয়ারস্কুল, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ—গবর্ণমেণ্টের সমস্ত অধ্যাপনাস্থান ইহার নিকটস্থ। কলিকাতা স্কুলের ছাত্রগণ এইরূপ স্থান লাভ করিয়া অবশ্য আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করিবে, কিন্তু যাহাতে এই সকল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের সঙ্গে সদ্ভাবে স্থিতি হয়, কখন বিরোধ বিদ্বেষ না হয়, এ বিষয়ে অবহিত থাকিতে হইবে। ছাত্রগণের মনে রাখা উচিত যে, ঐ সকল বিদ্যালয়ের সহিত একজন্যও তাহাদের সৌহৃদ্যের সম্বন্ধ রাখা উচিত যে, তাহাদিগের শিক্ষকগণ হিন্দুকলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহার নিজেরও এই দুই বিদ্যালয়ের উপরে গভীর সম্ভ্রম ও কৃতজ্ঞতা আছে। আজ যে গৃহে কলিকাতা স্কুল স্থাপিত হইল, এই গৃহে তিনি কেবল প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন তাহা নহে; এই গৃহেই তিনি গবর্ণমেন্ট পাঠশালায় প্রথমতঃ বাঙ্গালা বর্ণমালা শিক্ষা করেন। তিনি আশা করেন যে, এই গৃহে বিদ্যালয় দিন দিন উন্নতাবস্থা লাভ করিবে। বক্তৃতান্তে বালকগণ গভীর আনন্দ ধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত করে। অপরাহ্ণ দুইটার সময় কার্য্য শেষ হয়।

পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসবে, নববিধান ও মাতৃভাবের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা।

মণ্ডলীর মধ্যে একবার কোন রোগ প্রবিষ্ট হইলে শীঘ্র তাহা অপনীত হয় না, অনেক সময়ে এই রোগ এত দূর মারাত্মক হইয়া পড়ে যে, অনেকের সম্বন্ধে উহা জীবনব্যাপী রোগ হইয়া দাঁড়ায়। উপাসকমণ্ডলীর সভা নিয়মপূর্ব্বক গঠিত হইল, স্বাধীন মতামত প্রকাশ দ্বারা সকল বিষয় নির্দ্ধারণ হইয়া গেল, অথচ অনেকের মনের কালিমা ঘুচিল না। কতকগুলি মূল মত লইয়া * অনেকের

* এই সময়ে মূল মতগুলির বিরোধে বিচার উত্থাপন করিবার জন্য 'সমদর্শী' পত্রিকা বাহির হয়। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার সম্পাদনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই পত্রিকায় কি কি মতসম্বন্ধে ইঁহাদিগের বিরুদ্ধ ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তৎকালের ধর্ম্মতত্ত্বের এই লেখাটী সংক্ষেপে প্রদর্শন করিবে ;—'প্রথমত 'হিন্দু' শাস্ত্রের প্রতি শিবনাথ বাবু যে এক্ষণে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, প্রায় তিন বৎসর হইল ইহার বিরুদ্ধে মৃত যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্তের ভবনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায়ের সহিত তিনি এক প্রকাণ্ড বক্তৃতা করেন, তদ্ব্যতীত নূতন বিবাহ বিধি পাশ হইবার সময় তাহাতে মত দান করিয়াছেন। এখন বলিতেছেন, 'ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নয় বলিয়া চিৎকার করা অনাবশ্যক। আমার মতে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন হিন্দুধর্ম্ম, তেমনি খ্রীষ্টীয়ান্ ও মহম্মদের ধর্ম্ম, কোন সম্প্রদায়ের সহিত ইহা একীভূত হইতে পারে না।' রাজনারায়ণ বাবু হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে একীভূত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়াই শিবনাথ বাবুকে দিয়া উক্ত বক্তৃতা দেওয়ান হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, 'আমাদের মন্দির দেখিতে খ্রীষ্টীয়ান চার্চ্চের মত, অতএব আমার বিবেচনায় উহা সাধারণ লোকদিগকে আমাদের সমাজ হইতে বহু দূরে রক্ষা করিয়াছে।' এই মন্দির যখন নূতন হয় তখন আমাদের বন্ধু একটী অতি সুন্দর সুমিষ্ট কবিতা লেখেন, বোধ করি অনেকে তাহা বিস্মৃত হন নাই। তৃতীয়তঃ শিবনাথ বাবু বলেন, 'আমরা ভাবি, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণে আবার মহত্ত্ব কি? ধর্ম্ম কি? সামান্য লোকেও তাহা করে। পিতা মাতার সুখ দুঃখে নিরপেক্ষ হইয়া কবিত্বপ্রচারে ব্যস্ত থাকাই প্রকৃত মহত্ত্ব, এই ভ্রান্ত ও দূষিত মত

মন সন্দেহযুক্ত। সন্দেহযুক্ত চিত্ত কখনও কাহারও প্রতি বিশ্বাস করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং ইঁহারা মনে মনে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। যখন যে কোন রোগ মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ সে রোগ রূপান্তরে অল্প বিস্তর সকলকেই স্পর্শ করিয়া থাকে। প্রচারকগণও বি হইবার ভাব হইতে যে মুক্ত ছিলেন না, ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি

পঞ্চচত্বারিংশসাংবৎসরিক উৎসব (১৮৭৫ ইং) উপস্থিত। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসক মণ্ডলীস্বতন্ত্র স্থাপিত হওয়াতে সঙ্গতসভা পুনরায় স্থাপিত হয়। প্রথ দিনে (৬ মাঘ সোমবার) সঙ্গত সভার উৎসব। এ সময়ে ভিতরে ভিতরে যে বিরোধ চলিতেছিল ৭ই মাঘের সদালাপের সভাসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে উহা স্পষ্ট প্রকাশিত আছে। "প্রথমে পরস্পরের সহিত পরিচয় হইয়া পরে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল; যাঁহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ছিল তাঁহারাও একত্রিত হইয়া আলাপ করিয়াছিলেন।" ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভার মাসিক অধিবেশনে ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকটে পুনঃসম্মিলনের প্রস্তাব করা স্থির হইয়া এ কার্য্যের ভার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর প্রতি সমর্পিত হয়। ৯ই মাঘ বৃহস্পতি-

---

শীঘ্রই দূর হওয়া উচিত, এ মত ধর্ম্মনীতির চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণনীয়। হে ব্রাহ্ম! আগে মনুষ্য হও, মনুষ্যের কার্য্য কর, পরে দেবতা হইও।' চারি বৎসরের বোধ হয় অধিক হইল না, শিবনাথ বাবু এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিবেন কি না এইরূপ আন্দোলন যখন তাঁহার মনে উপস্থিত হয় তখন বলিয়াছিলেন Direct inspiration হইয়াছে চাকরী না করার দিকে। সেই প্রত্যক্ষ আদেশানুসারে তিনি প্রচারক হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখন তিনি বলিতেছেন, অত্রে অন্নের সংস্থান পরে প্রচারব্রত গ্রহণ, কিন্তু চারি বৎসর পূর্ব্বে এ কথা বলেন নাই, সেরূপ কার্য্যও করেন নাই।" আদেশের মতসম্বন্ধে তিনি প্রত্যুত্তর পত্রে এইরূপ লেখেন, 'প্রীতি মনুষ্যকে ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত করে এবং যাহা কিছু সৎ যাহা কিছু মঙ্গল, যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু পবিত্র, তাহার দিকে তদ্দ্বারা অন্তরই প্রবোধিত হয়।' "আদেশ আদেশ করিয়া চিৎকারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহাতে আমার ন্যায় অনুরক্ত ব্রাহ্মদিগকে ভ্রম ও কল্পনার হস্তে ফেলিয়া দেওয়া হয়। .... আদেশের মত মাথায় থাকুক, আপনারাও মাথায় থাকুন। এই অল্প বুদ্ধি শুদ্ধি অল্প বিবেকে যাহা উচিত বুঝিব তাহাই করিব ও তাহাই বলিব।"

গত ব্রাহ্ম দলের সদ্ভাববিস্তারের জন্য অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় গৃহে সভা হয়। এই সভায় অনুমান চারি শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ভাসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "সে দিন পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চারের যে কোন বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, কিংবা যাহা কিছু হইয়াছিল তাতে যে সভার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না; কেবল এইমাত্র প্রত্যাশা করা যায় যে, মধ্যে মধ্যে এরূপ সভা করিয়া তদনুসারে কিছু কার্য্য করিলে অন্ততঃ বিদ্বেষ হিংসা প্রভৃতি নীচ ভাব সকল হ্রাস হইতে পারে।"

মণ্ডলীর অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে অসদ্ভাব থাকিলেও কার্য্যের স্রোত একেবারে অবরুদ্ধ হইতে পারে না। যাঁহারা কার্য্য করিবেন তাঁহারা যদি পরস্পর অসংমিলিত থাকেন তাহা হইলে কার্য্যস্রোত অনবরুদ্ধ থাকিবে কি প্রকারে? সায়ংকালে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ ত্রিতল গৃহে তাঁহাকে লইয়া প্রচারকবর্গ উপবিষ্ট। কেশবচন্দ্রের চিত্ত ঘোর বিষাদে আচ্ছন্ন, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে বলিলেন, যে কারণে ভাদ্রোৎসবে তিনি কার্য্য করিতে পারেন নাই সেই কারণেই বর্ত্তমান উৎসবেও তিনি কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। যদি তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে যে অসদ্ভাব আছে তাহা মিটাইয়া লন তাহা হইলে তিনি উৎসবে কার্য্য করিতে পারেন। এই কথা শল্যের ন্যায় সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিল, কিন্তু কি যে পাপ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সদ্ভাবের দিকে একপদ অগ্রসর হওয়া প্রচারকগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। যখন তাঁহারা কিছুতেই মিলিত হইতে পারিলেন না, তখন কেশবচন্দ্র সভাস্থল হইতে আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিলেন, গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া বারাণ্ডায় গেলেন। তিনি কেন দ্বার অবরোধ করিয়া চলিয়া গেলেন কেহই বুঝিতে পারিলেন না। পরিশেষে একজন উঠিয়া দ্বারের একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি প্রচারকবর্গের পাদুকা লইয়া আপনাকে প্রহার করিতেছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে প্রচারকবর্গকে লিখিয়াছিলেন যে, "যে বিশেষ অপ্রণয়ের কারণ আছে তাহা মিটাইয়া ফেলিবে। যাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের পায়ের জুতা কল্য আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। আমার ঐ দণ্ড, আমি আদর করিয়া তাহাই রাখিব।" আজ সেইটি

তিনি কার্য্যে পরিণত করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলের চিত্ত আ‚ তখন আর কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না, সকলে গৃহে ও করিলেন। এই ঘটনা সকলেরই মনে বিশেষরূপে কার্য্য করিতেছিল। কি ফল হইয়াছিল নিম্নলিখিত ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃতাংশ সকলকে করিবে।

"বিগত রজনীর শেষভাগে কতিপয় বন্ধু মিলিত হইয়া ১৩নং মৃজাপুরষ্ট্রীট ভ‚ সায় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। প্রায় ৩।৪ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহে পাঢ়তা হইল,জড়তা এবং শীতলতা চলিয়া গেল, ব্রহ্মোৎসবের প্রেমতরঙ্গ সকলে হৃদয়কে প্লাবিত করিল, "আজ মাতিব, আর মাতাইব" এই মন্ত্রশব্দ যতই মনে উদয় হইল ততই সমস্ত উৎসাহশিখা এক হইয়া গেল, ভাবের বিরোধ আর রহিল না, তখন জীবনরথ সহজে সবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর স্নানান্তে আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে প্রাতঃকালীনউপাসনায় সকলে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই উপাসনা এবং সঙ্কীর্ত্তনেই প্রকৃত পক্ষে উৎসবের জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়াছিল। সে দিন যে প্রার্থনাটী হইয়াছিল তাহা অতীব মধুর। দুঃখের বিষয় যে, তাহার সুস্পষ্ট আভাস পত্রিকাযোগে আমরা পাঠকগণকে জানাইতে পারিতেছি না। সেই প্রার্থনায় যে হৃদয় কেবল প্রেমরসে পূর্ণ হইল তাহা নহে, কিন্তু তাহার ভাবের মাধুর্য্যে চিত্ত প্রফুল্ল হইল, মন আহ্লাদে হাস্য করিতে লাগিল। নিম্নলিখিত সঙ্কীর্ত্তনটী দ্বারা উক্ত প্রার্থনার কিঞ্চিৎ আভাস প্রকাশিত হইবে। প্রার্থনা অর্দ্ধেক হইতে না হইতে কোন এক দীন সাধকের হৃদয়ে অত্যল্প আয়াসে ইহা সঙ্গীতাকারে * গ্রথিত হইয়াছিল।"

বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত উপাসনা হইল ; আবার অপরাহ্ণ তিনটার সময়ে নগর সংকীর্ত্তনার্থ কলুটোলার গৃহে সকলে সমবেত। এবার চারিদলে বিভক্ত হইয়া সংকীর্ত্তন হয়। এক এক দলে মূলগায়ক পঁচিশ জন ছিলেন। তেরখানি মৃদঙ্গ, চৌদ্দ জোড়া করতাল, চারিটী রামশিঙ্গা ও আটটি নিশান ছিল। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা এ বৎসর লোক সমাগম অধিক হয়। "জয় ব্রহ্ম জয়, বল সবে ভাই আনন্দ মনে" ইত্যাদি নগরসংকীর্ত্তনের গান ছিল, ঐটি এবার সংস্কৃতেও

* পবিত্র শুভ্র বসনে,সাজায়ে সন্তানগণে,হাতে ধরে লয়ে চল নগরের রাজপথে ইত্যাদি।

হয়। এবার ১১ মাঘেই টাউনহলে অপরাহ্নে ইংরাজীতে বক্তৃতা
ক্তৃতার বিষয় ভারতে স্বর্গের জ্যোতি অবলোকন কর (Behold the
of heaven in India)। ধর্ম্মতত্ত্ব এই বক্তৃতার সার এইরূপে দিয়া-
—"বক্তৃতার মধ্যে ক্ষমা, পরোপকার, দয়া এবং প্রত্যাদেশসম্বন্ধে কয়ে-
নূতন কথা ছিল। বক্তা প্রচুর সাহস এবং বলের সহিত আপনার
নের পরীক্ষিত অভিজ্ঞান দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয়ে কোন কোন সার
শ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। 'আমি আছি' এই জীবন্ত মহাবাক্য ঈশ্বর
রং মনুষ্যাত্মার অভ্যন্তরে বলিয়া দিতেছেন ইহার প্রমাণ আছে, আমি
আমার আত্মার মধ্যে সে কথা শুনিয়াছি, এই ভাবে উৎসাহের সহিত তিনি
যে কয়েকটী কথা বলিলেন, তাহা বিশ্বাসীর হৃদয়কে বিদ্ধ করিল। ক্ষমা
শব্দের প্রচলিত অর্থ ক্রোধ সংবরণ করিয়া অপরাধীর প্রতি প্রসন্ন হওয়া
ইহা পূর্ণ প্রেম পূর্ণ দয়ার আধার ঈশ্বরেতে সংলগ্ন হয় না; মূলেই যাঁহার
ক্রোধ নাই তাঁহার কাছে কি বিনম্রবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা সম্ভব? যে দয়ার কার্য্য
সর্ব্বাগ্রে নিজ গৃহে আরম্ভ হয়, তাহা উক্ত দয়া নহে। দয়া চিরপরিব্রাজক,
সে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া দিবানিশি পরহিতসাধনে বিদেশে ভ্রমণ করে
কখনও গৃহে প্রত্যাগমন করে না। 'অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর,
যেরূপ তাহার নিকট তুমি প্রত্যাশা কর,' এই পুরাতন নীতিবাক্যও উন্নত
নীতিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। ইহা ফলাফলবাদী জনষ্টুয়ার্ট মিলের শাস্ত্র;
জনহিতৈষী নিস্বার্থ প্রেমিক ঈশার উপদেশ নহে। নিজের সুখ স্বার্থ প্রশস্ত
নৈতিক কর্ত্তব্যের পরিমাপক যন্ত্র কখন হইতে পারে না। ......শেষ ভাগে
বক্তা ব্রাহ্মসমাজের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, সময়ে
সময়ে আমার মস্তকে অনেক জঘন্য অপবাদ আসিয়া নিপতিত হইয়াছে,
অনেকে আমার চরিত্রে পর্য্যন্ত কলঙ্কারোপ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি
ভীত নহি, সে সকলের প্রতিবাদ করাকে আমি নীচতা মনে করি। ঈশ্বরের
সত্যের প্রতিকূলে যাহারা দণ্ডায়মান হইবে, তাহাদের দ্বারা স্বর্গের অগ্নি
আরও জ্বলিয়া উঠিবে। আমাকে যে যাহা বলিতে চায় বলুক, কিন্তু ঈশ্বর
যে আলোক প্রেরণ করিয়াছেন তাহা নির্ব্বাণ করিতে কাহার সাধ্য? আমি
যে সাধুসঙ্কল্প সাধনের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি তাহা হইতে কেহই আমাকে

প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। আমি অগ্রসর হইব! বীরত্বের সা অগ্রসর হইব! ঈশ্বর আমার সহায়, তাঁহার পুত্র কন্যাগণ আমা কাহাকেও আমি ভয় করিব না।"

কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতায় প্রকাশ্যে নূতন বিধানের উল্লেখ করেন, এই বিধানই যে সকল বিধানকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লয়, বিধানে বি কদাপি অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, এ মূলতত্ত্বও প্রচার করেন। বলি হইবে কেশবচন্দ্রে এই মূলতত্ত্ব অতি প্রথম হইতে* নিহিত ছিল। যাঁহারা তাঁহ প্রথম বয়সের লেখা সকল পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তন্মধ্যে উহা দর্শ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়স্থ মূলতত্ত্ব গুলি ক্রমান্বয়ে প্রস্ফুটাকার ধারণ করিয়া এখন কি আকার ধারণ করিয়াছে, কেশবচন্দ্রের এ সময়ের উপদেশে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। "যত বার ঈশ্বর (৩ চৈত্র, ১৭৯৫, ব্রহ্মমন্দির) জগদ্বাসী-দিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সমুদায় আমারই জন্য এই বিশ্বাস পরিত্রাণপ্রদ। অমুক সময়ে যে ঋষিরা ব্রহ্মনাম পান করিয়া হিমালয় কাঁপাইয়াছিলেন, অমুক শতাব্দীতে যে ঈশ্বর কয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে পাঠাইয়া একটি পতিত রাজ্যকে উদ্ধার করিলেন, অমুক ভক্ত দেশ যে তিনি ভক্তিস্রোতে ভাসাইলেন, এ সমুদায় আমারই জন্য। সহস্র সহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আমারই জন্য, এইরূপ ভক্ত বিশ্বাস দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের অতীত এবং বর্ত্তমান সমুদায় ঘটনা আপনার জীবনে গ্রথিত করিয়া সুখী হন। বিশ্বাসে দূরস্থ ব্যক্তি নিকটস্থ হয়, পরের বস্তু আপনার হয়, ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজও ঈশ্বরের একটি বিধান, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন, কেবল বঙ্গদেশের কএকটী ঘটনা আমাদের জন্য,

* কেশবচন্দ্রে নববিধানের ভাব অতি প্রথম হইতে ছিল তাঁহার প্রথম জীবন পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারেন। ১৮৬০ সালে "প্রেমের ধর্ম্ম" (Religion of love) নামক প্রবন্ধে হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলকে এক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মে এক হইবার জন্য অনুরোধ আছে। ১৮৬১ ইংরেজী সনে (১৭৮৩ শকে) যখন তিনি কৃষ্ণনগরে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান, তখন সেখান হইতে হিন্দু খৃষ্টান মুসলমান সকলে গলা ধরাধরি করিয়া পাতিনিকেতনে সেতু পার হইয়া যাইতেছেন, এইরূপ একপ্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

.স্কের গুরু, উপদেষ্টা এবং ধর্মপ্রচারকদিগের সহিত আমাদের কোন. ম্পর্ক নাই, পৃথিবীর সমুদায় পর, কেবল বঙ্গদেশের কয়েক জন ব্রাহ্মই লোক, তাঁহাদের সংকীর্ণ হৃদয় কদাচ স্বর্গীয় ধর্মের উপযুক্ত নহে। শর এই দশ পাঁচটি লোক যাহারা ধর্ম্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, কেবল র সঙ্গে আলাপ করিয়া মরিব, এই জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ। সমুদায় যোগী ঋষি সাধু ভক্ত রা জগতে আসিয়াছিলেন সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাঁহাদের য় জীবন এবং সমুদায় উপদেশের শেষ ফল এই ব্রাহ্মসমাজ। তাঁহা- র সকলের ভিতরে আমরা ছিলাম এবং আমাদের সকলের জীবনে তাঁহারা আছেন।.........তাঁহারা সকলেই আমাদের নিজস্ব ধন। কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই সমুদায় আপনার হয়। সমুদায় আপনার হইলে যে কি হয়, জগৎ তাহা অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে জানে নাই। সমুদায় একত্র হইবামাত্র প্রকাণ্ড দুর্জ্জয় একটী অগ্নি বাহির হইবে, সেই অগ্নি স্বর্গীয় ব্রাহ্মসমাজ নাম লইয়া চারিদিকে ধাবিত হইবে। সেই অগ্নি দ্বারা এখন যাহারা যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হইতেছেন সে পরিমাণে তাঁহারা ব্রাহ্ম।......জগ- তের পরিত্রাণের জন্য যত বিধান হইয়াছে সমুদায় বিধানের শেষ ফল এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহাতে ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এক হইয়াছে। কোটি বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের এবং কোটি বৎসর পরে যাহা হইবে তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্মের।" এ সময়ে নূতন বিধান লইয়া বিশেষ সমা- লোচনা চলিতেছিল। ১৬ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শকের ধর্ম্মতত্ত্বে "ঈশ্বরের নূতন বিধান" শিরোনামে একটী প্রবন্ধ বাহির হয়। উপাসকমণ্ডলীর সভাসংগঠনে কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে পুরাতন ও নূতন বিধানের পার্থক্য তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেন। তৎপূর্ব্বে ২৫ ভাদ্রের উপদেশের অন্তিম প্রার্থনায় স্পষ্ট প্রার্থনা আছে, "তোমার নূতন বিধান নূতন অঙ্গীকার পত্র পাঠাইয়া দেও।"

আশ্চর্য্য এই যে, এবার যেমন "নূতন বিধান" প্রকাশ্যে উল্লিখিত হয়, তেমনি প্রকাশ্যে ঈশ্বরের মাতৃভাবেরও প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব চিরপরিচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় হইতে সময়ে সময়ে উপদেশে সঙ্গীতে মাতৃনামের উল্লেখ হইয়া আসিতেছে। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ও

ব্রাহ্ম সাধকগণের অনেকগুলি সঙ্গীতে * মাতৃভক্তি বিশেষ রহিয়াছে। ১৭৯৪ শকের ১৪ মাঘ ব্রাহ্মিকগণের প্রতি যে উং তাহাতে কন্যাগণের জন্য পরমমাতার আকুলতা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হয়। দিগকে ঘরে না দেখিয়া স্বর্গের মা মনে করিলেন অবশ্যই তাহাদিগকে শত্রু ভুলাইয়া লইয়া গিয়া পায়ে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়াছে, কিংবা কোন মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়াছে অথবা অন্ধ হইয়া পাপকূপে পড়িয়াছে।" এ সময়েও কেশবচন্দ্রের মনে পিতৃভাবের প্র এবং মাতৃভাবের অন্তর্ভুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সাংবৎসা ব্রাহ্মিকদিগের উৎসবে মাতৃভাব অন্যান্য ভাব অপেক্ষা প্রাবল্য লাভ করিয় স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। "মাকে যদি না দেখিলে তবে যে তোমরা মাতৃহীন যাহার মা নাই সে বরং একপ্রকার আপনাকে আপনি সান্ত্বনা করিতে পারে, যে জানে মা সমস্ত দিন দ্বারে বসিয়া আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাহার যত যন্ত্রণা সেই অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর। আমি যদি বলিতাম, তোমাদের মা ছিলেন, আজ নাই কিংবা তিনি বনে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না, তাহা হইলে তোমাদের কষ্ট হইত না, কিন্তু যখন দেখিতেছি, ঐ তোমাদের মা, তাঁহার আশীর্ব্বাদ হস্ত তোমাদের মস্তকে রাখিয়াছেন, তখন তাঁহাকে না দেখিয়া, কিরূপে তোমরা সুস্থির থাকিবে? কত দিন আর তোমরা এই কথা বলিবে, ইঁহাকে না দেখিলে যে কিছুতেই প্রাণ বাঁচে না, তাঁহার দর্শন বিনা আমাদের লেখা পড়া শিক্ষা বিষ হইয়া উঠিয়াছে। ভগিনি, ব্রহ্মকন্যা, যদি তোমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি যে, তোমার প্রতি যথার্থই তোমার মার দয়া আছে, তুমি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তাহা হইলে আমার জীবন কৃতার্থ হয়।" "আমাদের জননী কেমন

---

* "জননীর কোলে বসি, কেন রে অবোধ মন, করিছ রোদন সদা মাতৃহীন শিশুপ্রায়।"
"কেবা জানে কত সুখ দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।"
"জগত জননী জননীর জননী তুমি গো মাতঃ।"
"স্নেহময়ী মাতা হবে, পুত্র কন্যাগণে লয়ে, বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে।"
"চরণ সেবি মাগো কাতর জনে।"
"ওগো জননী! রাখ লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে।" ইত্যাদি।

চিনিয়া, তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া অনন্ত কাল তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া ইতে পারিব। কত কাল আর তোমরা এই বলিয়া ক্রন্দন করিবে, টে, কিন্তু এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না। যদি অকালে মৃত্যু হয় তবেত পৃথিবীতে মার সঙ্গে দেখা হইল না; কিন্তু যদি আর দেখা না হয় তবে উপদেশ শুনিলাম কিসের জন্য?" "মাকে না দেখিলে যে আর সুখ নাই। গণ বিশেষ সময় আসিয়াছে, আর বিলম্ব করিও না, তোমরা মাকে খতে বাহির হও। তিনি বলিতেছেন, এই আমি তোমাদের কাছে বসিয়া ছি, আমার অঞ্চল ধর।" "মনুষ্য রূপ গুণ দেখিয়াছে; কিন্তু মার মুখ দেখে নাই। আমাদের মার কত গুণ, কত সৌন্দর্য্য; আজ উৎসবের দিনে তাহা দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন ভালবাসা উথলিয়া উঠিতেছে। এমন মাকে তোমরা ভালরূপে চিনিলে না, তোমাদের এই দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয়। তাঁহাকে দেখিয়া কেন তোমরা তাঁহার বশীভূত হইলে না? এই আশার কথা শুনিয়া একবার তোমরা মাকে অন্বেষণ কর। যে একবার মাকে দেখিয়াছে সে পাগলের মত হইয়াছে।"

সাধন ও তপোবন।

কেশবচন্দ্রকে ও বর্ত্তমান বিধানকে ছাড়িবার জন্ম প্রচারকগণ আয়ো করিয়াছেন এই অভিযোগ করিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগকে যে পত্র লিখি- ছিলেন তাহা আমরা "অগ্নিপরীক্ষা" অধ্যায়ে নিবিষ্ট করিয়াছি। কেশবচন্দ্র যে আশ্রমবাসিগণের উচ্ছিষ্ট কাহাকেও জানিতে না দিয়া প্রসাদ বলিয়া এক দিন ভোজন করিয়াছেন, সেই আশ্রমবাসিগণের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিষয়ে শৈথিল্য দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় যে গভীর যাতনা অনুভব করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? তিনি দুঃখের আবেগে একাকী বেলঘরিয়া উদ্যানে চলিয়া গেলেন, কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। সেখানে গিয়া নির্জ্জনবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। এই নির্জ্জনবাস তাঁহার পক্ষে সুমহৎ ফল বহন করিল। জীবন বেদের যোগসঞ্চারাধ্যায়ে কেশবচন্দ্র যে বলিয়াছেন,—"ঝোপের দিকে যাই তাকাইলাম গা কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলাম, আমার দিকে ব্রহ্ম দেখিতেছেন, আমাকে ডাকিতেছেন। নিকটে গেলাম, আবার বলিলেন, 'আর কাছে আয়।' খুব নিকটস্থ হইলাম, বলিলাম ব্রহ্ম পাইয়াছি যোগ হইল।"—ইহা আমরা তাঁহার মুখে বেলঘরিয়া উদ্যানে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারসম্বন্ধে যে কথা শুনিয়াছি, ঠিক তাহারই অনুরূপ। এই দর্শনব্যাপার হইতে কেশবচন্দ্র এই উদ্যানের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। ইহার নাম তপোবনে পরিবর্ত্তিত হইল। কেশবচন্দ্র উদ্যানে নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন, কাহারও সাধ্য সাধনায় কর্ণপাত করিলেন না। পরিশেষে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ প্রদ্যুম্নচন্দ্র ঘোরতর রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার জীবনাশঙ্কা উপস্থিত হইল। এই সময়ে বন্ধুবর্গ আসিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্ম নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিলেন। কেশবচন্দ্রকে অগত্যা কর্ত্তব্যানুরোধে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। কয়েক দিন পর তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণী সহ তপোবনে প্রতিগমন

রাগ্য ব্রত গ্রহণ কালে ইংলণ্ডের বন্ধুগণের প্রদত্ত স্বর্ণঘড়ী ও চেন পরি-রিলেন, ও উহা বিক্রয় করিয়া * আশ্রমের পাখা প্রস্তুত করিতে বন্ধু-বলিলেন। সেই হইতে আর কখনও তিনি স্বর্ণঘড়ী বা চেন ব্যবহার নাই।

ভারতাশ্রমের গ্লানির মোকদ্দমা চলিতেছে †। এই গ্লানির মোকদ্দমা অমূ-হইলেও ইহার ভিতরে যে বিধাতার বিশেষ শিক্ষা আছে, তাহা কেশব-চন্দ্রের নিকটে কেন অপ্রকাশিত থাকিবে। এ সময়ে কোন্ দিকে স্রোত ফিরাইতে হইবে, তিনি বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ১৭৯৬ শকের ২২ ভাদ্রের প্রচারকসভায় যে কথা হয়, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন কেশবচন্দ্রের কোন্ দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল।

"আরও কথা হইল, আশ্রমকে আর আমরা আদর্শ মনে করি না। 'সুখী পরিবার' এইখানি এখনকার আদর্শ। আশ্রম, নিকেতন, প্রচারকার্য্যালয় এ গুলি এখন শ্রেষ্ঠ উপায় নহে। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এ গুলিকে আর আমি আমার বলিতে পারি না। আমি চিরপ্রচারকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাই। প্রতিদিনের যে উপাসনা হইবে তাহাতে কেবল যাঁহারা বরা-বর নিয়মিতরূপে আসিবেন তাঁহারাই আসিবেন। উপাসনা অন্ততঃ প্রতিদিন সমানভাব ধারণ করিবে, গানও প্রতিদিন সমানভাবে করিতে হইবে। নীতি-সম্বন্ধে এই কথা হইল, কেহ মিথ্যা কথা কহিতে পারিবেন না। যদি কেহ কহেন, তাঁহার সহিত খাওয়া দাওয়া রহিত হইবে। জগতের লোকে অন্ততঃ বলিবে ইঁহারা সত্যবাদী। যিনি রাগ করিবেন তাঁহার উপর কোন প্রকার শাসন হওয়া চাই। উপদেশের সময় নিদ্রা, আলস্য ও ঔদাস্য পরিহার করিতে হইবে। এ প্রকার মনের অবস্থার সময় যেন উপদেশ শোনা না হয়। এ সময়ে শোনা সত্যকে অপমান করা। ব্যভিচার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর ভাব কোন মতে আসিতে পারিবে না। যাহাতে ৭০০ বৎসরের মধ্যেও ব্যভিচার আসিতে না পারে এইরূপ দেখিতে হইবে। অপ-

---

* এই ঘড়ী একজন বন্ধু ক্রয় করিয়া লন। এখনও সে ঘড়ী তাঁহার নিকট আমরা দেখিয়াছি।

† ১৮৭৫ সনের ৩০ এপ্রেল এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়।

বিত্র তাকান, নিকটে বসা, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। যা[হাতে] কি উত্তরকালীন বংশের মধ্যে এ ভাব না আসিতে পারে এরূপ ব্যবহার হইবে। চক্ষুতে ইচ্ছাতে ভাবেতে ভঙ্গীতে কোনরূপে ব্যভিচারের ভা[ব] সম্ভব না হয়। এমনি ভাবে চলিতে হইবে যে এ সম্প্রদায়ের পৌত্তলিক[তা] সম্ভব, তবু যেন ব্যভিচার পাপ সম্ভব হয় না। স্বার্থপরতা পরিত্যাগ, বৈ[রাগ্য] গ্রহণ, অহঙ্কার পরিত্যাগ, বিনয় গ্রহণ, বিবাদ বিসংবাদ পরিত্যাগ, প্রেম গ্রহ[ণ] করিতে হইবে। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পাপবিহীন এবং সত্যগ্রাহী হই[তে] হইবে। এ সময়ে আমাকে কেহ বাধা দিবেন না, তাহা হইলে আমার ভাব স্রোত (Inspiration) বন্ধ হইবে। যাঁহারা বাধা দিবেন তাঁহারা দূরে থাকিবেন। মূলমন্ত্র দুই—সকল সময়ে অবিচলিত থাকা, এক্ষণ যাহা করিব, তাহা চিরকাল করিব।"

কেশবচন্দ্রের এই কথা গুলি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আশ্রম, নিকেতন, প্রচারকার্য্যালয়, কিছুই তাঁহার ঠিক মনের অনুরূপ ছিল না। তিনি এ সকলের সংশোধনের জন্য বহু সময়ে বহু প্রকারের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সে সকল উপায় অল্পকালের জন্য কার্য্যকর হইয়া নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে; আশ্রমাদির যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশাতেই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিয়ত তাহার অনুসরণ করা সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নহে। কিছুদিন প্রবল প্রয়াস প্রদর্শন করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ আলস্য জড়তায় নিপতিত হওয়া এক প্রকার ইঁহাদিগের স্বভাব। আশ্রমবাসী আশ্রমবাসিনীগণ মধ্যে যে ইহা ঘটিবে তাহা আর বিচিত্র কি? এক প্রচারকবর্গের উপরে সমুদায় আশা ভরসা, তাঁহারাও এ সময়ে আপনাদের জীবনের উচ্চতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, বরং তাঁহাদের সংসারের দিকে যে ঝোঁক হইয়াছে, এ সময়ে তাঁহারা ইহারই পরিচয় দিতেছিলেন। এক দিন কেশবচন্দ্র আলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "আমি কয়েকটি পাখী পুষিয়াছিলাম, তাহারা আমার বশে ছিল, কিন্তু পত্নীগণ বিবাদী হইয়া সে পাখিগুলিকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।" প্রচারকার্য্যালয় যখন বর্ত্তমান অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে আইসে নাই, তখন প্রচারকগণের আহারাদিসম্বন্ধে কোনই স্থিরতর ব্যবস্থা ছিল না। আহারব্যবহারাদিসম্বন্ধে তাঁহারা

াহঙ্গের ন্যায় ছিলেন। এখন সে সকল বিষয়ে ব্যবস্থা হইয়া সুখপ্রিয়তার ইঁহাদিগের চিত্তের গতি হইয়াছে। কঠোর বৈরাগ্যের নিয়ম বিনা এ অবরোধ করা নিতান্ত সুকঠিন; এজন্য কেশবচন্দ্র সমুদায় বন্ধুবর্গকে বিশেষ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার জন্য যত্নশীল হইলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার য় এবং পরস্পরের প্রতি বাধ্যতা না জন্মিলে প্রচারকবর্গের মধ্যে কোন কালে ন্তি ও প্রীতি সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই; সাধনার্থও তাঁহারা প্রস্তুত হইতে রিবেন না। এই দেখিয়া তিনি এক দিন প্রচারকবর্গকে অপরাহ্নে আপনার হে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তৃতীয় তলে তাঁহার গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ ছিল। তিনি এক এক জন করিয়া প্রচারককে গৃহমধ্যে ডাকিয়া লইলেন। কেশবচন্দ্র আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। সমাগত প্রচারককে সেই আসনে উপবেশন, এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতে বলিয়া পরিশেষে উপস্থিত প্রচারকের হস্ত বন্ধনপূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কাহার?' উপস্থিত প্রচারক (তাঁহার প্রেরণায় উত্তর দিলেন) 'আমি আচার্য্যের ও পরস্পরের'। তিনবার প্রশ্ন ও তিনবার উত্তরদানকালে তিনবার উত্থান ও উপবেশন করিলে পর সেই প্রচারককে কি করিতে হইবে বা ছাড়িতে হইবে কেশবচন্দ্র তাহা বলিয়া দিলেন। একটি একটি করিয়া প্রচারকগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ সমুদায় করিলেন। প্রচারকগণ যাহাতে বিনীত হন, উদ্ধত ভাব পরিহার করেন, পরস্পর পরস্পরের অধীন হন, এজন্য (জুলাই ১৮৭৫) সাধন প্রবর্তিত হইল। বৈরাগ্য সাধনের এই প্রারম্ভ। পরস্পরের অধীনতার কি মহৎ ফল তৎসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র এই সময়ে (১১ই আষাঢ়, ১৭৯৭ শক) যে উপদেশ দান করেন, তাহার কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল, ইহাতেই এ ব্রতের মহান্ অভিপ্রায় সকলে বুঝিতে পারিবেন।

"যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছা প্রবিষ্ট হইয়া আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে, তখন আত্মা অধীনতার উন্নত সুখ উপভোগ করে। আত্মবশে স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুঃখ সহ্য করিতে হয়। আত্ম অধীন হইতে পারিলে ঈশ্বরের সহায়তায় ধর্ম্মের সহায়তায় পরের অধীন হইতে পারে। সে অধীনতা সুখের কারণ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শান্তি নিত্য লাভ হয়। ঈশ্বরের অধীন

জীবের অধীন হইলে সুখের অন্ত থাকে না। সেই সাধু আনন্দসাগরে হন যাঁহার আত্মা ঈশ্বরের পদতলে, ভ্রাতা ভগ্নীগণের পদতলে সংস্থ হয়। সে সময়ে জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়, ভিন্ন বেশে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিতে থাকি। ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাই প্রভুত্ব চেষ্টা যে পরিমাণে, কলহ বিবাদ বিসংবাদ সেই পরিমাণে। যত এ প্রকার চেষ্টা থাকিবে, কলহ বিবাদ বিসংবাদ চলিয়া যাইবে না; বিষয়ক যত বাড়িবে, সকল বিষয়ে উহা আরো বৃদ্ধি হইবে। প্রত্যেকের মন দাসত্ব ব্রত গ্রহণ করিয়া অন্যকে প্রভু জানিয়া তাহার সেবায় আকৃষ্ট না হইলে কিছুই হইবে না। তখন আপনার বলিয়া ভাবিবার কিছু থাকিবে না। প্রভুত্বের চেষ্টা অপনার দিক্ রক্ষা করে। দাসত্বের চেষ্টা পরের মঙ্গল চায়। ......স্বাধীন বুদ্ধি প্রত্যেককে আপনাব দিকে টানিবে। আপনার দিকে আনিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। ......একজন আর একজনের বিপরীত দিকে গমন করিতেছেন, পরস্পার পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন না। স্বাধীন বুদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিতে গিয়া সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে, সমুদায় বিষয়ে বিচার কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। অপ্রণয়ের সহস্র সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া জনসমাজকে ভয়ানক কষ্টে দগ্ধ করে।

"অধীনতাব্রত স্বতন্ত্র। ইহাতে পাঁচ কোটি পাঁচ সহস্র লোক এক হইয়া যায়। পরস্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে। বুঝিতে পারিতেছি না তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পারে, তথাপি অধীন হইব। পদে পদে বিপদ্ হয় হউক, অনৈক্যের সম্ভাবনা অল্প। ইহাতে মিলন বন্ধন প্রগাঢ় হইয়া উঠে, পরসেবায় আনন্দলাভ হয়। স্বীয় বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম ইচ্ছা পরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয়। পরের অধীন হইয়া জগতের অধীন হইয়া বিনীত হইবে তখন এই তাহার চেষ্টা। তখন এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্যের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ তিনের যোগ হয়। স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে। এ সময়ে বিপদ্ আসিলেও মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। অধীনতার মধ্য দিয়া স্বর্গের আলোক প্রকাশ পায়। পুস্তক দশ বৎসর পাঠ করিলেও কিছু জানা হয় না,

পাঠ করিয়া ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলে বহু পাঠের ফল অনা-
য় হয়। সকল সত্য আপনি সহজে অবগত হওয়া যায়। দীনতা স্বীকার
রিলে সত্য বুঝা কষ্টকর।...

"ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, জগতের সঙ্গে যোগ প্রেমভাবে। অন্য ভাবে জগতের
ঙ্গ মিল হইবে না। যে সাধক এই প্রেমভাবে বাস করেন, তাঁহারই সঙ্গে
গতের মিলন হইবে। বুদ্ধি সহকারে যত্ন করিলে দশ বৎসরে, দশ সহস্র
ৎসরে মিল হইবে, স্বীয় বুদ্ধিবলে বিচার তর্ক দ্বারা ধর্ম্মমত স্থির করিয়া
ত বৎসরের চেষ্টায় একতা হইবে, এ আশা দুরাশা বলিয়া পরিত্যাগ কর।
পরসেবায় নিযুক্ত হইয়া পরের অধীন না হইলে নিজে সুখী হইতে পারিবে
না, প্রেম পরিবারও সংস্থাপিত হইবে না। বুদ্ধিকে নেতা করিলে সদ্ভাবের
স্থলে নূতন অসদ্ভাব উপস্থিত হইবে। পরের দাস হইয়া পরের সেবা কর,
সকলকে প্রাণযোগে নিজ হৃদয়ের সঙ্গে এক যোগে বদ্ধ কর, তাহাদিগের দুঃখে
দুঃখী, তাহাদিগের সুখে সুখী, তাহাদের মঙ্গলে মঙ্গল, এই ভাবে সকলের
চরণতলে পড়িয়া থাক। এরূপে পড়িয়া থাকিলে সকলের প্রাণ একত্রিত
হইবেই। প্রেমব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর,
এক মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যেও মিল হইবে, সকল
প্রকারের কলহ, বিবাদ, অসন্তোষ, অপ্রণয় তিরোহিত হইবে।......"

বৈরাগ্য দ্বারা আসক্তির বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক সকল প্রকার বিরোধ বিসংবাদের
মূলোৎপাটন করিবার জন্য প্রচারকসভার অধিবেশনে সাধনের নিয়ম সকল
নির্দ্ধারিত হইল। প্রচারকগণ স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশনাদি সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ
করিবেন; কে কি করিবেন সমুদায় বিষয়ের নিয়ম হইল। এ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের
হস্তের লিখিত একখানি কাগজ আমরা পাইয়াছি, তাহাতে এইরূপ কার্য্যবিভাগ
লিখিত আছে;

কান্তিচন্দ্র মিত্র	রন্ধন
অঘোর	আহারের পাত্রাদি পরিষ্কার
মহেন্দ্র	ঘর ধোয়া
উমানাথ	বাজার
প্রসন্ন	রন্ধন

দীন	পরিবেশন
অবধূত	আহারের স্থান প্রস্তুত করণ
(গৌর*) রায় গিরিশ,	রন্ধনের স্থান পরিষ্কার

এই কার্য্যের নিয়ম শেষ সময়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; মূল স্থির ছিল। কেশবচন্দ্র আপনি স্বহস্তে রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাই প্রতাপচ অন্ন প্রস্তুত করিয়া লইবেন, ব্যঞ্জনাদি অন্যের রন্ধন হইতে গ্রহণ করিবেন স্থি হইল। এই সাধন হইতে বৈরাগ্যের পুনঃ প্রবেশ হইল, এবং সময়ে ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত বৈরাগ্য লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। সে কথা পরে বক্তব্য।

বিশেষরূপে বৈরাগ্য সাধন চলিতে পারে, এ জন্য বেলঘরিয়াস্থ তপোবন কেশবচন্দ্র মনোনীত করিলেন। উদ্যানের দক্ষিণ ভাগ নীচু বৃক্ষ দ্বারা আবৃত ছিল। এই বৃক্ষের নিম্নে তপস্যাভূমি এবং তৎপার্শ্বে সাধকগণের রন্ধনভূমি নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রতিদিন কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ ঐ ভূমিতে মিলিত উপাসনা করিতেন। সে উপাসনার মধ্যে যোগ ও ভক্তির, প্রেম ও বৈরাগ্যের কি যে অদ্ভুত মিলন হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা সে সময়ে যোগ দেন নাই বর্ণনা দ্বারা তাঁহাদিগকে তাহা জ্ঞাপন করা অসম্ভব। উপাসনান্তে কেশবচন্দ্র স্বয়ং স্বহস্তে আপনার জন্য রন্ধন করিতেন। বন্ধুবর্গ মিলিত ভাবে রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। আহারান্তে সকলে উদ্যানস্থ গৃহে গিয়া যাঁহার যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল সম্পন্ন করিয়া অপরাহ্নে নির্জ্জনসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। নির্জ্জনসাধনান্তর প্রসঙ্গে রজনীর প্রথমভাগ অতিবাহিত হইত। ঈদৃশ মিলিত উপাসনা, নির্জ্জনসাধন, ও প্রসঙ্গে নিরত থাকিয়া তাঁহাদের দিন শান্তি, সদ্ভাব ও সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল, কোন প্রকার অসদ্ভাবের লক্ষণ এক দিনও প্রকাশ পায় নাই। প্রথম প্রথম প্রতিসোমবার তপোবনে গমন করা হইত। এই সময়ে যে সকল প্রসঙ্গ হয়, ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী তাহা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার লিপি যতগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি †।

* এই নাম কাটিয়া দ্বিতীয় নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

† বেলঘরিয়া গতায়াতকালে যে একটী ঘটনা হয়, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিবার

সোমবার, ৩০ ভাদ্র, ১৭৯৬ শক। *

ঈশ্বরের সম্পদ পেয়ে আমরা হারাই এ দুঃখ আর সহ্য হয় না। র পক্ষে অনধিকার চর্চ্চাই ইহার কারণ।

.) প্রচারকদিগের মতভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা ভয়ানকরূপে প্রবল , যদি ইঁহারা একটি বিশেষ বিধানের অনুগত না হইতেন।

(৩)যাঁহারা স্বয়ং সিদ্ধ তাঁহারা Original languageএ (মূল ভাষাতে †) পাঠ করেন। আশ্রম ঈশ্বরের বিধান, ইহাতে তাঁহারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ লিপি দেখিতে পান। আমাদের মধ্যে যদি ১৯।২৫ জন Gospel writers সুসংবাদ লেখক) হন, সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়াও যদি একই বিধানের সাক্ষ্য দেন, তবেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রমাণিত হইবে। সমুদায় ভক্তেরাই এক কথা বলিয়াছেন; Independent testimonies corroborate the same dispensation (নিরপেক্ষ প্রমাণ একই বিধান প্রমাণিত করে); কিন্তু লেখকদিগের বিকারের অবস্থাতে ইহার প্রমাণ হয় না।

8) Want of childlike simplicity and sincerity among

বোধ। আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিতেছি, কেশবচন্দ্র রেলে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। এক দিন বেলঘরিয়া হইতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া অবতরণ করিয়াছেন, গায়ে একখানি ধন্দো ছিটের বালাপোষ, পরিধেয়াদির পারিপাট্য নাই। একজন প্রধান সৈনিক পুরুষ রেলওয়ে প্লাটফরমে তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার মুখ পানে তাকাইয়া অতি ভদ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি? আপনি কি চন্দ্র সেন? যখন কেশবচন্দ্র ঈষদ্ধাস্য করিয়া উত্তর দিলেন, হাঁ, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, আপনি চন্দ্র সেন! সেই চন্দ্র সেন যিনি মহারাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সৈনিক পুরুষের সম্ভ্রম ও বিস্ময়বিমিশ্র ভাব দেখিয়া কেশবচন্দ্র ঈষল্লজ্জিত হইলেন, সঙ্গের বন্ধুগণ বিস্ময়রসে পূর্ণ হইলেন।

* ১৭৯৫ শকের ১লা পৌষ সোমবারে তপোবনে যে ধর্ম্মচর্চ্চা হয় উহা ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ মাসের ধর্ম্মতত্ত্বে মুদ্রিত আছে। এ চর্চ্চা পরিবারসম্পর্কীয়। এটি আর আমরা উদ্ধৃত করিলাম না।

† ( ) চিহ্ন মধ্যে অবস্থিত বাঙ্গলা প্রতিশব্দ লিপিতে নাই, আমরা নূতন সংযোগ করিয়া দিয়াছি।

us is a great drawback to love one another as we are by heaven. (আমরা পরস্পরকে ভাল বাসিব ইহাই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট, মধ্যে বালকের সহজ ভাব ও সারল্যের অভাব ইহার প্রধান অন্তরায়।)

(৫) যদি ভালবেসে দশজনের ভার নিতে তাহা হইলে ভালবাসা মিষ্ট এবং পবিত্র বুঝিতে পারিতে। যদি তোমরা চারি জন স্বর্গীয় পরস্পরকে ভালবাসিতে তোমাদের মুখশ্রী দেখিয়া তাহা জগৎ চি পারিত। ভালবাসাতে Equality (সমতার) আবশ্যক নাই। বৎসরের পিতা ৫ বৎসরের শিশুকে ভালবাসে। আমরা যে ঈশ্বরকে ভ বাসি তিনি কি আমাদের Equal (সমান)? ঈশ্বরকে ভালবাসি এইহ যে তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, কিন্তু যতক্ষণ বুঝিতে পারি না যে, কে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসেন, তত ক্ষণ তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না। যথার্থ ভালবাসা (unconditional) গুণসম্ভূত নহে; যথার্থ ভালবাসা সম্পর্কজাত। মা কি সন্তানের গুণ দেখিয়া তাহাকে ভালবাসেন? সম্পর্কের ভালবাসাতে তোমরা বাঁচিবে। *Brotherman*(মানবভাই) *Brother Brahma*(ব্রাহ্মভাই)। *Brother Believer* (সমবিশ্বাসী ভাই), *Brother Worshipper* (সম-উপাসক ভাই), *Brother Missionary* (প্রচারক ভাই), এই পাঁচটি সম্পর্কের সমষ্টি কত মিষ্ট।

সোমবার, ৬ই আশ্বিন, ১৭৯৬।

(১) যথার্থ ব্রাহ্মের Faith (বিশ্বাস), love (প্রেম) and purity (এবং পবিত্রতা) and peace (এবং শান্তি) progressive (নিত্য উন্নতিশীল), ঈশ্বরে ভক্তি, এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেম গাঢ়তর মিষ্টতর এবং প্রবলতর হয়।

(২) ঈশ্বর অশব্দ হইয়া Eloquent (বাগ্মী)। Eloquence of silence (নিঃশব্দতার বাগ্মিতা)।

সোমবার, ২০ আশ্বিন, ১৭৯৬।

(১) Kingdom of Heaven is not a Kingdom but a *Republic* (স্বর্গরাজ্য রাজতন্ত্র নহে, সাধারণতন্ত্র)। Emperor (সম্রাট্) কিংবা গুরু হওয়া আমার নহে—তোমাদের সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্ক establish (স্থাপন) করা আমার জীবনের object (লক্ষ্য)। এই উচ্চ সম্পর্কে disciple

subject (প্রজা), servant (সেবক), son (পুত্র) &c (প্রভৃতি) s (সম্বন্ধ), merged হইয়া (মিলিয়া) যাইবে। অন্ততঃ তোমাদের মধ্যেও যদি unity (একত্ব) দেখিয়া যাইতে পারি, মনে করিব যে, জীবনের triumph (জয়) হইল। এক জনকে রাজা হইতে দিব না, তোমাদের প্রত্যেককেই রাজা হইতে power (শক্তি) দিব।

সোমবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬।

"ঈশ্বর দীনবন্ধু" দীন না হইলে তাঁহার এই নামের মিষ্টতা আস্বাদ করা যায় না। যেমন কত নক্ষত্রের আলোক এখনও এই পৃথিবীতে আসে নাই, সেইরূপ ঈশ্বরের কত নাম আছে যাহা এখন পৃথিবীতে পৌছায় নাই। তাঁহার অনেক স্বরূপ অনেক সম্পর্ক এবং অনেক নাম আছে যাহা আমরা পরকালে অনন্ত কাল জানিব। পাপী দুঃখীদের প্রতি তাঁহার বিশেষ করুণা দেখিয়া পৃথিবীর সমুদায় দুঃখীরা আর্দ্র হইয়া বলিল, "তুমি দীনবন্ধু।"

Blessed are the poor in spirit "দুঃখী দীনাত্মা" হইয়াও যে সহাস্য তাহার আনন্দ যথার্থই স্বর্গীয়। সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী না হইলে কেহই দীন হইতে পারে না। প্রকৃত বৈরাগ্যোদয়ে যে আত্মার মধুরাবস্থা হয় তাহাই দীনতা। এই দীনতা চিরস্থায়ী না হইলে "দীনবন্ধু নাম" চির সম্বল হইতে পারে না। যে ধর্ম্মে দীনতা প্রার্থনার বস্তু, সে ধর্ম্মে সন্ন্যাসী আছে। যে দীন, সে সুখরাশির মধ্যেও জানে যে আমি দীন দুঃখী, কেন না সে জানে আমার নিজের কিছুই নাই। অপার ঘোর দুঃখ বিপদের মধ্যেও সে সুখী, সেই অবস্থাতেও সে বলে "বল আনন্দ বদনে ব্রহ্মনাম—।" তৃণের ন্যায় দীনাত্মা না হইলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।

বাহ্যিক অবস্থা হইতে মনের পরিবর্ত্তন অথবা মনের পরিবর্ত্তনে বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, এ দুইই সম্ভব। জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি, অনেক-বার বাহিরের পরিবর্ত্তনে উপকৃত হইয়াছি। বাহ্যিক দীনতা এবং বাহ্যিক বৈরাগ্য দ্বারা মানসিক দীনতা এবং মানসিক বৈরাগ্য অর্জ্জন করিয়াছি। কখন মন বৈরাগী হইয়াছিল বলিয়া বাহ্যিক বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছি; কখনও বাহ্যিক দীনতা ও বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া ভিতরে দীন এবং

বৈরাগী হইয়াছিলাম। অতএব আমাদের মধ্যে যেন কেহই বাহি
এবং বাহ্যিক বৈরাগ্য নিষ্ফল বলিয়া পরিহার না করেন।

সোমবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬।

(1) Unity among ourselves is inevitable if we w
the Identical God. (আমাদের মধ্যে একতা অপরিহার্য্য যদি
একই ঈশ্বরের পূজা করি।)

(2) Shall we live to see the building of God (which
so successfully being erected) remain unfinished. (ঈশ্বরের
গৃহের নির্ম্মাণ কার্য্য এত কৃতকার্য্যতার সহিত চলিতেছিল, সেই গৃহ অসম্প
রহিল ইহাই দেখিবার জন্ত কি আমরা থাকিব ?)

(3) Shall we allow our missionary body (which was
about to bloom gloriously) to be spoiled in the bud ? (যে প্রচা-
রকদল গৌরবান্বিত ভাবে প্রস্ফুটিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল, সে দলকে
কি আমরা কোরকাবস্থাতেই বিনষ্ট হইতে দিব।)

এই শেষোক্ত কথাগুলি কেশবচন্দ্রের মনে অনেকদিন হইল লাগিয়া রহি-
য়াছে। প্রচারকদল যাহাতে কোরকাবস্থায় বিনষ্ট না হয় তাহার জন্ত তিনি
উপায়ের উপর উপায় গ্রহণ করিতেছিলেন। তপোবনে নিম্নলিখিত যে বিধি-
গুলি তিনি ঈশ্বরের নামে ঘোষণা করেন, তৎপাঠে সকলে বুঝিতে পারিবেন,
এ সম্বন্ধে তিনি কত যত্নই করিয়াছেন। আমরা উপরে তপোবনে সাধনার্থ একত্র
অবস্থিতি যে বর্ণন করিয়াছি সেই সময়ে এই বিধিগুলি লিপিবদ্ধ হয়।

৪ চৈত্র, ১৭৯৬।

ঈশ্বর বলিলেন, আমার বিশ্বাসীদের লক্ষণ তিন। সত্য, প্রেম এবং বৈরাগ্য।
মিথ্যা, অপ্রণয় এবং আসক্তি এই তিনকে যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক পোষণ করে,
তাহারা বিশ্বাসিশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত নহে।

সত্যের নিয়ম।—জিহ্বা দ্বারা সত্য কথন সর্ব্বপ্রথমে, দ্বিতীয় ব্যবহারে
সরলতা, তৃতীয় অকৃত্রিম উপাসনা।

প্রেমের নিয়ম।—সকলের প্রতি মনের মধ্যে মধুময় প্রণয় ও কথা মিষ্ট ;

ব্যবহার মঙ্গলকর; সহবাসে নিশ্চিত আনন্দ; শত্রু আনিলেও ভালবাসা; অপ্রেম পাইলে প্রেম দেওয়া।

বৈরাগ্যের লক্ষণ।—অন্যকে দিবে, নিজে লইবে না; ধনস্পর্শ যত দূর সম্ভব পরিহার; সংসারসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত; দারিদ্র্যমধ্যে প্রফুল্ল থাকা; অসমান অবস্থাতে বৈরাগ্য সমান; দেবদত্ত ধনমানে ভোগবিবর্জ্জিত কৃতজ্ঞতা; সম্পদ্ বিপদে পুণ্যবৃদ্ধি।

এই তিন লক্ষণ দ্বারা জগৎ আমার বিশ্বাসী সন্তানদিগকে চিনিয়া লইবে।

এই সকল পাপ পরিহার করিবে;—

চিন্তিত সংসারীর ন্যায় সংসার নির্ব্বাহ করা; অপরের ধ্যান ভঙ্গ করা বা হইতে দেওয়া; কঠোর কথায় নির্য্যাতন; বিচ্ছিন্নভাবে দিনযাপন; বিধানের অবমাননা ও তৎপ্রতি অবিশ্বাস; সংসারে অন্যের সমান হইবার চেষ্টা; দোষস্বীকারের পর অনুতপ্ত না হওয়া; অতিরিক্ত বাক্য ও নিষ্ফল আলোচনা; ব্রতসম্বন্ধে অস্থিরতা; কর্জ্জ করিয়া সম্পত্তির অতিরিক্ত ধনব্যয় চেষ্টা; স্বাধীনতাপ্রিয়তা; পরিত্রাণসম্বন্ধে সন্দেহ; স্ত্রীর কথায় বন্ধুবিচ্ছেদ; সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষ।

নূতনবিধি অবলম্বনীয়;—

পরস্পরের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা; যাহাদের সঙ্গে মতের মিল নাই তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখা; নিষ্ফল তর্ক শীঘ্র শেষ করা, মনুষ্যের পদস্পর্শ একেবারে পরিত্যাগ করা; মনে ভাব হইলে পরস্পরকে নমস্কারাদি করা; আপনার ও পরিবারের ভার সম্পূর্ণরূপে প্রচারকার্য্যালয়ে অর্পণ করা, এবং নিজে তৎসম্বন্ধে অর্থ ব্যয় না করা; প্রচারক সভার আদেশ ও আশীর্ব্বাদ ভিন্ন প্রচার করিতে না যাওয়া; আহারাদিসম্বন্ধে কোন বিশেষ বৈরাগ্য লক্ষণ গ্রহণ করা; দূরদেশে বন্ধুগণ থাকিলে পত্রাদি লেখা; সাংসারিক ভাবে পরস্পরকে সম্মান না দেওয়া; সাধন ভজনের ভাব জীবনে সর্ব্বদা উজ্জ্বল রাখা, দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার; সময়ে সময়ে স্বহস্তে রন্ধন; একত্র ভোজন ও শয়ন।

এই আদেশ ও উপদেশ। ইহা দ্বারা আমার বিশ্বাসী সন্তানেরা বর্ত্তমান বিধানের অন্তর্গত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে।

(অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিবে)

(দাস শ্রীকেশবচন্দ্র সেন)।

এই সময়ে * তপোবনে পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়। পরমহংস আপনার ভাগিনেয় হৃদয় সহকারে কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য কলুটোলায় ভবনে গমন করেন। সেখানে শ্রবণ করেন যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণ সহ বেলঘরিয়া উদ্যানে সাধনে নিযুক্ত আছেন। কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল, সুতরাং পর দিন প্রাতে ভাগিনেয়কে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আসিয়া উপস্থিত। প্রথমতঃ তিনি একখানি ছেকড়া গাড়ীতে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া পুষ্করণীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণস্থ ঘাটে ভাগিনেয় সহ হস্ত পদাদি ধৌত করিবার জন্য অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধেয় একখানি রাঙা পেড়ে বস্ত্রমাত্র ছিল, উত্তরীয়াদি কিছুই ছিল না। তাঁহাকে দেখিতে অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল। পূর্ব্ব দিকের বৃহৎ ঘাটে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ উপবিষ্ট ছিলেন, স্নানের উদ্যোগ হইতেছিল। এই সময়ে পরমহংস তাঁহার ভাগিনেয় সহ কেশবচন্দ্রের নিকটে উপনীত হইলেন। ভাগিনেয় হৃদয় বলিলেন, আমার মাতুল আপনার সঙ্গে হরিপ্রসঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনার গৃহে গিয়াছিলেন, সেখানে শুনিলেন আপনি এই উদ্যানে আছেন, তাই তিনি এখানে আপনার নিকট উপস্থিত। ইঁহাকে দেখিয়া কাহারও মনে তত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। অভ্যাগত বলিয়া উঁহাকে বসিবার জন্য আসন প্রদত্ত হইল। অভ্যাগত পরম-

* We met one (a sincere Hindu devotee) not long ago, and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pandit Dayananda Sarasvati, the former being as gentle, tender, and contemplative as the latter is sturdy, masculine and polemical. Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth, and goodness to inspire such men as these.
—*Indian Mirror, March 28, 1875*

র পরমহংস বলিয়া কে জানিত) প্রথমেই বলিলেন, বাবু, তোমরা
র্শন কর? সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই। প্রসঙ্গ হইতে
ের ভাবোপযোগী একটি রামপ্রসাদী গান তিনি ধরিয়া দেন।
তে তাঁহার সমাধি হয়। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য ওঁ শব্দ উচ্চারণ
কেন এবং সকলকে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন।
র চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রুর উদ্গম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন,
সমাধি ভঙ্গ হইল। এ ব্যাপারে প্রচারকবর্গের মনে বিশেষ কোন
হয় নাই। পরিশেষে তিনি যখন সাধারণ উপমাযোগে অধ্যাত্ম তত্ত্ব
লিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকলে অবাক হইয়া গেলেন। "যখন
জ্বাল যায় তখন টগবগ করিয়া উঠে, ক্রমে অধিক জাল হইলে আর শব্দ
হয় না। এইরূপ জ্ঞান পরিপক্ক হইলে আর আড়ম্বর থাকে না, অল্প
ই আড়ম্বর।" "বানরের ছানা মার বুক জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, বিড়ালের
ম্যাও ম্যাও করিয়া থাকে। প্রথমটি নির্ভরের ভাব, দ্বিতীয়টি প্রার্থনার
।" "ব্যাঙাচির ল্যাজ খসিয়া গেলেই ব্যাঙ্ হইয়া লাফাইয়া বেড়ায়।
রূপ আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইলেই সামান্য মানুষ মুক্তি লাভ করে।" এইরূপ
নক কথা কহিয়া পরিশেষে প্রথমে তাঁহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার হইয়াছিল
যে প্রকার ব্যাপার হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "গরুর পালে কোন
আসিয়া ঢুকিলে সকল গরুতে মিলিয়া তাহাকে গুতাইয়া তাড়াইয়া দেয়,
কন্তু কোন গরু আসিলে প্রথমে গা শোঁকাশুঁকি করে। পরে আপনার জাতি
জানিয়া গা চাটাচাটি করিয়া থাকে, ভক্তে ভক্তে এইরূপ মিলন হয়।" কেশব-
চন্দ্র আজ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইলেন, পরমহংস কিন্তু
তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। রামকৃষ্ণ একবার কলিকাতাসমাজে গমন
করেন। ইনি বিলক্ষণ লোক চিনিতে পারিতেন। সেখানে যত সকল লোক
উপাসনা করিতে বসিয়াছে, দেখিলেন যেন তাহারা ঢাল খাঁড়া লইয়া লড়াই
করিতেছে। কেশবচন্দ্রকে তিনি তখন কেশবচন্দ্র বলিয়া জানিতেন না, তাঁহাকে
দেখিয়া তিনি হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "এই লোকটার ফাতনা ডুবেছে।"

পরমহংস ও কেশবচন্দ্রের মিলন এক শুভ সংযোগ। এ সংযোগ দুই দিন
পরে বা দুই দিন পূর্ব্বে কখন সম্ভবপর ছিল না। কেশবচন্দ্রে যখন যে ভাবের

উদয় হইয়াছে, তখনই তাহার অনুরূপ আয়োজন স্বয়ং ঘ
হইয়াছে। কেশবচন্দ্রে যখন ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন ভক্তি
যে সকল আয়োজন, সে সকল এক এক করিয়া আসিয়া জুটিয়াছি
চন্দ্র বিধাতার আনীত উপায়সকলের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে
অথবা অন্য কথায় বলিতে হয়, স্বয়ং ভগবান সে সকলের কি প্রকা
করিতে হইবে শিখাইয়া দিতেন। ভক্তিসঞ্চারের সময় হইতে পথের
সামান্য বৈষ্ণবও কেশবচন্দ্র কর্তৃক অনাদৃত হন নাই। যে গৃহের
বা দ্বিতীয় তলে কোন দিন খোল করতাল বা পথের ভিখারী
প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, সেই তৃতীয়তল দ্বিতীয়তল এই
দ্বারা প্রায় সর্ব্বদা পরিশোভিত থাকিত। ধন্য তাঁহার শিষ্য
একটি সামান্য পথের ভিখারীও তাঁহাকে কিছু না দিয়া চলিয়া
পারিত না। যোগ, বৈরাগ্যাচরণ ও মাতৃভাব কেশবচন্দ্রের মনকে
অধিকার করিয়াছে, এ সময়ে এই সমুদায় ভাবের পরিপোষক ব্যক্তি
উপস্থিত, সুতরাং কেশবচন্দ্র বুঝিলেন, কে তাঁহাকে তাঁহার নিকটে পাঠ
দিয়াছেন। এক দিনেই সম্বন্ধ এমন গাঢ় হইয়া গেল যে, এ সম্বন্ধ
কোন দিন বিনষ্ট হইবে তাহার শঙ্কা থাকিল না। শাক্তগণের মধ্যে মাতৃভা
প্রাবল্য, কিন্তু এই মাতৃভাবের সঙ্গে ঘোরতর পাপবিকার সংযুক্ত।
আপনি ভৈরব, সাধনার্থ স্বীকৃত শক্তি ভৈরবী, সুতরাং এখানে যথার্থ
ভাবের অবকাশ কোথায়? পরমহংস শক্তিসাধক বটেন, কিন্তু তিনি যথা
মাতৃভাবের উপাসক। তিনি আপনি সন্তান, এবং শক্তিমাত্রেই তাঁহার মাত
এই তাঁহার সাধনের বিশেষ ভাব ছিল। শক্তিসাধকগণ অসংযতেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছ
চারসম্ভূত পানভোজনাদিতে রত, পরমহংসের ইহার কিছুই ছিল না। ইনি
সর্ব্বথা ভোগ বিলাস হইতে বিরত হইয়াছিলেন, প্রথম রিপু ও লোভ দুইকে
সম্যক্ নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। যদিও ইনি শক্তির উপাসক, এক জন হিন্দু
যোগী, তথাপি প্রথমাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পরিহার করিয়া
সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরই সম্মাননা এবং তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়া-
ছেন। তাঁহার গৃহ সকল মহাত্মার আলেখ্যে শোভিত ছিল। ঈদৃশ ব্যক্তিকে
পাইয়া কেশবচন্দ্রের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সুতরাং সময়ে সময়ে

পরমহংসের বসতিস্থল দক্ষিণেশ্বরে বন্ধুগণ সহ কেশবচন্দ্রের গমন এবং পরমহংসের তাঁহার নিকটে আগমন জীবনব্যাপী কার্য্য হইল।

কেশবচন্দ্র বন্ধুবর্গ সহ বৈরাগ্যসাধন করিতেছেন, এ সংবাদ ইণ্ডিয়ানমিরারযোগে ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত গিয়া পঁহুছিল। শ্রীমতী মিস্ এস্ ডি কলেট্ বৈরাগ্যের নামে ভীত হইয়া এক সুদীর্ঘ পত্র ইণ্ডিয়ানমিরারে প্রেরণ করেন। সেণ্ট ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি বৈরাগ্যের নামে যে স্বার্থপ্রণোদিত অস্বাভাবিক পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ বা সেই পথ আশ্রয় করেন, অপ্রয়োজনীয় কঠোর সাধনাদিতে অধ্যাত্ম বল ক্ষয় করেন, দরিদ্রতাকে দরিদ্রতার জন্য আলিঙ্গন করেন, অপর সমুদায় লোক হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত হয়েন, এই ভয় তাঁহার মনে প্রবলতর হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র যে পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহাতে আত্মপ্রণোদিত কৃচ্ছ্র সাধন ছিল না, ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যেক সাধকের উপযোগী বৈরাগ্যসাধন অবলম্বিত হইত, এই সাধন দ্বারা ভবিষ্যতে জীবনে যে সকল পরীক্ষা উপস্থিত হইবে, সে সকলকে নির্জ্জিত করিবার সামর্থ্য সঞ্চিত করা উদ্দেশ্য ছিল। ধনী বা নির্ধন অবস্থামধ্যে বৈরাগ্য সমপরিমাণ ছিল, বৈরাগ্য কখন কর্ত্তব্যের ভূমিকে অতিক্রম করিয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না, বৈরাগ্যাচরণের অভিমানবশতঃ অপর লোকে ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তন করিয়া যে প্রকার জীবন নির্ব্বাহ করিতেছেন তৎপ্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবার ভাব ছিল না, এই সকল বিষয় প্রদর্শনপূর্ব্বক মিরার সুদীর্ঘ প্রবন্ধে মিস্ কলেটের পত্রের উত্তর দান করেন। ফলতঃ কার্য্যেতও আমরা দেখিতে পাইয়াছি, কঠোর বৈরাগ্যের পথ আশ্রয় করিলে জীবনে যে সকল অস্বাভাবিক ব্যাপার উপস্থিত হয়, এসময়ে তাহার কিছুই ছিলনা। এ বৈরাগ্যসাধন স্বার্থপ্রণোদিত, কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। আত্মশাসন দ্বারা কেবল আপনার সুখপ্রিয়তা প্রভৃতি বিনষ্ট করা বৈরাগ্যসাধনের উদ্দেশ্য ছিল না, আত্মদৃষ্টান্তে সমাজের সেই সকল দোষ অপনয়ন করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। বৈরাগ্য সাধন করিতে গিয়া সংসারের বিবিধ কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা উপস্থিত হয়, তাহার যে কিছুই হয় নাই, তাহার প্রমাণ এ সময়ের কার্য্যপ্রণালী। এত দিন বালক বালিকাগণের উপযুক্ত ধর্ম্ম শিক্ষা দানের কোন ব্যবস্থা হয় নাই, এবার ভারতাশ্রমে ব্রাহ্ম বালক বালিকাগণকে শিক্ষা

দান করিবার নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে; ব্রাহ্মিকাগণের বিদ্যালয়ের কার্য্য এত দিন বন্ধ ছিল, আবার পুনরায় তাহার কার্য্য চলিতেছে। ব্রত নিয়মের প্রথমারম্ভ এই সময়ে, কিন্তু এই ব্রত মধ্যে সাধকসেবা, দম্পতীসেবা, পিতৃমাতৃসেবা, ভাই-ভগিনী-সেবা, সন্তানসেবা, দাসদাসীসেবা, দরিদ্রসেবা এ সকল প্রধান ছিল। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের অবস্থা এখন বিলক্ষণ প্রশংসনীয় *। নিয়মিতরূপে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা এখন চলিতেছে। এই সময়ে কেশবচন্দ্র মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াদিসম্বন্ধে কি প্রকার সংস্কার হইতে পারে তাহার উপায় প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজপ্রতিনিধির নিকট আবেদন প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভা সংস্থাপনের জন্য এ সময়ে বিশেষ যত্ন হয়। ব্রাহ্মনিকেতনের অবস্থা এখন ভাল। সাধন ভজন বৈরাগ্যাচরণের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকারিত্বের কোন প্রকার ক্ষতি হইয়াছে, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না।

১০ ডিসেম্বর (১৮৭৫) কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে মিস্ কলেটকে যে পত্র লিখেন তাহা তিনি 'ব্রাহ্ম ডায়রী বুকে' মুদ্রিত করেন। আমরা ঐ পত্রের অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি,—"আপনি মিরারে যে পত্র লিখিয়াছেন, মনে করিবেন না আমি সে পত্রে দোষারোপ করিতেছি। এখানি শান্ত, সম্ভ্রান্ত, অনুত্তেজিত বন্ধুসমুচিত সংপরামর্শে পূর্ণ, প্রশংসনীয় প্রতিবাদ। আমার বলিবার বিষয় এই, যে বৃত্তান্তোপরি প্রতিবাদ স্থাপিত হইয়াছে উহা ঠিক নয়, পূর্ণও নয়। মিরারে যে সকল প্রবন্ধ ও উদ্ধৃত বিষয়গুলি ছিল সে গুলি আপনাকে ভ্রমে ফেলিয়াছে। আমি স্বীকার করি, ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে যে কোন ব্যক্তি আছেন, তিনিই ভ্রান্তিতে পড়িবেন। বস্তুতঃ পত্রিকায় যাহা বাহির হইয়াছিল তাহাতে বন্ধুগণের ভয় পাইবার কথা এবং যদি তাঁহারা ইহাতে এত দূর ভয়

---

* শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ এ সময়ে ইংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেবের পত্নী এই বিদ্যালয়ে পরীক্ষা করেন। উড্রো সাহেব লিখিতেছেন;—" Mrs. Woodrow desires me to say that she was not only satisfied by their (the young ladies') general progress but highly pleased with their general intelligence, and lady-like deportment. The alacrity and eagerness with which they did their papers showed an interest in their studies which is the best guarantee of continued improvements."

পান, আমাদের কার্য্যের তাঁহারা প্রতিবাদ করেন, তাহাতে আমাদের বশ্যভাব স্বীকারই সমুচিত। আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিক আমরা যাহা করিয়াছি তাহা প্রকাশ করে না। আমাদের লেখা আমাদের জীবনাপেক্ষা অতিরিক্ত। আমাদের মধ্যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্র সাধন বাস্তবিক যাহা আছে তদপেক্ষা অধিক বাড়াইয়া লেখা। আপনি যদি এখানে আসিয়া আমাদিগকে দেখেন, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, যে প্রকারের বৈরাগ্যের কথায় আমাদের ইংরেজ বন্ধুগণের হৃদয়ে ভয় ও উদ্বেগ হইয়াছে তাহার অল্পই আমাদিগের মধ্যে আছে। যদি আমরা রোমাণ কাথলিক অথবা ভারতের সন্ন্যাসিগণের মত হইতাম, তাহা হইলে আমাদের সম্বন্ধে যে দোষারোপ হইয়াছে সে দোষারোপের আমরা উপযুক্ত হইতাম। কিন্তু এখানে যাঁহারা প্রকৃত ব্যাপার জানেন তাঁহারা একপ কিছু বলেন না। এটি আমি আপনা হইতে গোপন রাখিতে চাই না যে, আমি বৈরাগ্য ভালবাসি এবং তাহাতে উৎসাহ দানে অভিলাষী। কিন্তু লোকেরা যাহা বৈরাগ্য বলিয়া গ্রহণ করে, আমার বৈরাগ্য, সে বৈরাগ্য নয়। বন্ধু, আপনি আমায় বিলক্ষণ জানেন যাহাতে বুঝিতে পারেন, বিশ্বাস ও সাধুতার যতগুলি উপাদান আছে আমার জীবনে তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিতে আমি নিয়ত যত্নশীল। আমি অনেক বার করিয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু আমায় জাগ্রৎ রাখিবার কথা "সামঞ্জস্য"। আমার সমুদায় জীবন ও শিক্ষা ঐ মূলতত্ত্বের দিকে সংগ্রাম। উৎসাহ, দেশহিতৈষণা, ধ্যান, কর্ম্ম, আত্মত্যাগ, জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন, পারিবারিক ও সামাজিক অনুরাগ, আমার বৈরাগ্যের ভিতরে এ সমুদায়ই অন্তর্ভূত। আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ সময়ে বৈরাগ্যের জন্য এত উৎসাহ কেন? বৈরাগ্যের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাই আমার উত্তর। এ সময়ে সমাজে যে সকল অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, বিধাতা ইহাকেই তাহার ঔষধ দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রতিকারক ঔষধরূপ কিঞ্চিৎ বৈরাগ্যের প্রয়োজন। আমাদের লোকদিগের কত দিন ইহা প্রয়োজন হইবে, কি আকারের বৈরাগ্যই বা প্রয়োজন হইবে, যিনি আমাদের নেতা কেবল তিনিই জানেন। ইহা এ সময়ের জন্য, ছয়মাসের জন্য, দুই বৎসরের জন্য, অথবা কোন মৃদু আকারে সমুদায় জীবনের জন্য থাকিতে পারে। অতএব এই সময়ের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ঔষধ বলিয়া ইহাকে মনে করুন।"

কেশবচন্দ্রের একটী আশ্চর্য্য প্রকৃতি ছিল। লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিতেন তাহা তিনি প্রকাশ্য পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেন। এবার তিনি (ই, মি, ৩০শে মে ১৮৭৫) যথাক্রমে উহা এইরূপে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। (১) কেশবচন্দ্র বিদ্বান্ নহেন, তাঁহার গ্রন্থাধ্যয়নের অভ্যাস নাই; (২) তাঁহার আপনার অনুযায়িগণ তাঁহার বাধ্য নহেন; (৩) তিনি নিজে বড় মানুষের মত থাকেন, তাঁহার লোকেরা গরিবের মত জীবন যাপন করেন; (৪) তিনি যে সকল বড় বড় বিষয়ে শিক্ষা দেন সে সকল আপনি বা আপনার অনুবর্ত্তিগণ অনুবর্ত্তন করিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন না; (৫) যাহা তিনি করিবেন বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার অন্যান্য কার্য্যোদ্যমও এই প্রকার বিফল হইতে পারে; (৬) অনেকে তাঁহার অনুবর্ত্তী মুখে বলেন, কিন্তু তাঁহার যথার্থ অনুবর্ত্তী অতি অল্পই; (৭) তাঁহার উপদেশের ভাষা বিশুদ্ধ ও সভ্রান্ত নয়; (৮) যাঁহারা তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন বলেন তাঁহাদের মধ্যে একতা বা মিল নাই; (৯) তিনি অনেক কাজ বল পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে করেন, যাঁহারা তাঁহার নিকটে থাকেন, তাঁহাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করেন না।

এই তো গেল লোকের কথা, তিনি আপনিও মণ্ডলীর দোষ কোন কালে গোপন রাখেন নাই। সময়ে সময়ে বিবিধ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের অপূর্ণতা তিনি যেমন দেখাইয়াছেন এমন আর কে দেখাইয়াছে? তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ ঈশ্বরপ্রদত্ত তাঁহার পদের বিরুদ্ধে অযথোচিত আক্রমণ করিয়াছে, অথচ তিনি প্রশান্তভাবে তাঁহাদের আক্রমণের পক্ষ ভাবান্তরে আপনিই সমর্থন করিয়াছেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই প্রচুর হইবে। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভাসংস্থাপনদিনে তাঁহার আচার্য্যপদ লইয়া যে বাদানুবাদ হয়, তাহাতে তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছিলেন, আচার্য্য উপাসকগণের বিরাগভাজন হইলে তাঁহারা অপর আচার্য্য নিয়োগ করিতে পারেন। এ কথায় বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মনস্তুষ্টি হয় নাই; তাই তাঁহারা আচার্য্যনিয়োগ ও দোষ পাইলে তাঁহাকে বিচারিত ও দণ্ডিত করিবার জন্য উপাসকমণ্ডলীর সভায় পুনর্বায় আন্দোলন করেন (ই, মি, ১৮ এপ্রেল, ১৮৭৫)। বাবু কালীনাথ দত্ত নিয়োগ ও বিচার বিষয়ে প্রস্তাব করেন। এ

সম্বন্ধে নিয়ম স্থির হইয়া গিয়াছে বলিয়া উপাসকমণ্ডলী তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। কেশবচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন, তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে এক জন লোকও যদি আচার্য্যের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করেন তাহা হইলে তাঁহার আচার্য্য-পদ পরিত্যাগ করা সমুচিত। কেন না এখানে অধিকসংখ্যক বা অল্পসংখ্যক ইহা বিচার করা উচিত নহে, এ যে পরিত্রাণ লইয়া কথা। আচার্য্যের সামর্থ্য ও চরিত্রসম্বন্ধে এখানে এক জন ব্যক্তির মতেরও সুবিচার করিতে হইবে।

কেশবচন্দ্র এই সময়ে "কতকগুলি প্রশ্নোত্তর" লিপিবদ্ধ করেন, এবং ভাদ্রোৎসবে (৭ ভাদ্র, ১৭৯৭) উহা মুদ্রিত হইয়া পঠিত হয়। ব্রহ্মের এক শত অষ্টোত্তর নাম কেশবচন্দ্র স্থির করিয়া কীর্ত্তনীয়া ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেবকে অর্পণ করেন। তিনি উহা সঙ্গীতে পরিণত করেন *। এই নামমালা এই সময়েই সংস্কৃত ব্রহ্মস্তোত্ররূপে নিবদ্ধ হয়। আমরা এই সাধনের অধ্যায় "সঙ্গতে" আলোচিত (২৪ জ্যেষ্ঠ, রবিবার, ১৭৯৭) রিপুপরাজয়ের উপায় লিপিবদ্ধ করিয়া অধ্যায় শেষ করি।

প্র। রিপুগুলির ও দূরীকরণের উপায় সকল সহজে সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবার উপায় কি?

উ। দুইখানি হস্তের সহিত পাপ ও তদ্বিপরীত পুণ্যের যোগ স্থাপন করিতে হইবে; অর্থাৎ বাম হস্তের পাঁচ অঙ্গুলী যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা; দক্ষিণ হস্তের পাঁচ অঙ্গুলী—পবিত্রতা, ক্ষমা, বৈরাগ্য, বিনয়, প্রেম। বৃদ্ধাঙ্গুলী হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটী বিষয়ের যোগ স্থাপন করিয়া রাখিলে যখনই হস্তের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে তখনই রিপুগণের কথাও মনে পড়িবে এবং তাহার ঔষধও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্র। সমস্ত পাপকে একটীতে এমন পরিণত করা যায় কি না যে, মনের সমস্ত একাগ্রতা তৎপ্রতি নিয়োগ করিলে তাহার বিনাশ সাধন করা যাইতে পারে?

উ। না। ষড়রিপুর মধ্যে মোহকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত রিপুকে পাঁচ ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। এই পাঁচটির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য

* একবার বল বল বল আনন্দে (সবে) জয় অকিঞ্চনাথ, অমৃত, অক্ষয়, ইত্যাদি।

আছে। যেমন কাম জীবনে ব্যভিচার আনয়ন করে ও মনুষ্যকে অপবিত্রতাচারের দিকে আকর্ষণ করে, ক্রোধের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হয়, লোভ ভোগবাসনা বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে, অহঙ্কার স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে চায়, স্বার্থপরতা আপন টান টানে। সেইরূপ কামরিপুর ঠিক বিপরীত পবিত্রতা, ক্রোধের বিপরীত ক্ষমা, লোভের বিপরীত বৈরাগ্য, অহঙ্কারের বিপরীত বিনয়, স্বার্থপরতার বিপরীত জীবে প্রেম। বাম হস্ত নীচে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিতে হইবে। পক্ষে পক্ষে জয় করিতে হইবে; দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এক চাপড়ে পাঁচটি রিপুকে বিনাশ করিতে হইবে। এই উপমা দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইল যে, ভাবপক্ষে কিছু না হইলে অভাবপক্ষীয় পাপ বিনষ্ট হয় না। আবার ঠিক বিপরীত না হইলেও হইবে না। বিনয় দ্বারা কামরিপু বিরত হইবে না, অথবা ক্ষমাসাধনে স্বার্থপরতা যাইবে না।

প্র। মিথ্যা কথা নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি কি পাপ নহে?

উ। উহারাও পাপ কিন্তু স্বয়ং স্বতন্ত্র একটী শ্রেণীর পাপ নহে। যে সমুদায় শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইল উহারা তাহারই অন্তর্গত। কাম কিংবা লোভ ইত্যাদি পাপ চরিতার্থ করিবার জন্য লোকে মিথ্যা বলে। ক্রোধ লোভ কি অন্যান্য পাপের উত্তেজনায় লোকে নরহত্যা করে। আর একটী বালককে ডাকিয়া লইয়া নানা প্রকারে ঠকাইতে চেষ্টা কর, উহা চতুরতার অহঙ্কারজনিত। যুদ্ধ করিবার উৎসাহ একটী ভয়ানক পাপের দৃষ্টান্ত, কিন্তু উহা শত্রু জব্দ করিবার ইচ্ছাসম্ভূত। এইরূপে (analysis) বিভক্ত করিয়া দেখিলে ইহা নিশ্চয় দেখা যায়, যাহাকে পাপ বলা যায় তাহাই এই পাঁচটির এক কি একাধিক শ্রেণীর মধ্যগত। দুষ্টপ্রকৃতি বালকের স্বভাব দর্শন করিয়া অনেকানেক সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার স্থান পাইয়াছে। কেহ বালকের প্রকৃতিই পাপ সংসৃষ্ট এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এই জন্য প্রত্যেক পাপকে সম্পূর্ণ (analysis) বিভক্ত করিয়া অনুসন্ধান করা আমাদের উচিত, নতুবা আমাদের মত স্থিরতর রাখা দুষ্কর।

প্র। হস্তের সঙ্গে ভাবযোগ দ্বারা আমরা কি কি লাভ করিলাম?

উ। ১মতঃ—পাপ এবং তদ্বিপরীত পুণ্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার উপায়।

২য়তঃ—এক চড়ে পাপ তাড়ান।

৩য়তঃ—অঙ্গুলির উপরে অঙ্গুলি নিবেশ করিয়া করযোড়ে প্রার্থনার ভাব, যথা—"বাম হস্তকে দমন করিয়া দক্ষিণ হস্তের জয় স্থাপন কর।"

৪র্থতঃ—বামহস্ত নীচে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক সংকীর্ত্তন করিয়া পবিত্রতার জয় ঘোষণা।

এই বৈরাগ্যসাধনের প্রাধান্যসময়ে কেশবচন্দ্র প্রচারকসভায় (৭ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক) একটী হৃদয়বিদারক ঘটনা বন্ধুবর্গের নিকটে ব্যক্ত করিয়া তৎসম্বন্ধে আপনি উপায়াবলম্বনের ভার লন। বিবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক আশ্চর্য্যরূপে উহা হইতে তিনি সৎ ফল উৎপাদন করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মহতী কীর্ত্তি চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। সমগ্র বিবরণের বিবৃতি আমরা ভবিষ্যৎ কালের উপরে রাখিয়া দিলাম।

প্রচারকার্য্য।

—**—

গৌরীভাগ্রাম কেশবচন্দ্রের জন্মভূমি না হইলেও পিতৃপৈতামহিক বসতি স্থান। কেশবচন্দ্রের পিতা এবং জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য যখন জীবিত ছিলেন তখন উহার পূর্ণ প্রতিভা ছিল। এ সময়ে প্রকাণ্ড বারদুয়ারী ভগ্নাবশেষ হইয়া পড়িয়াছে, ইষ্টকনির্ম্মিত যে বসতি গৃহ আছে তাহা শ্রীভ্রষ্ট, বৈঠকখানা এবং তৎপরিবেষ্টিত উদ্যান সর্ব্বপ্রকার শোভাসৌন্দর্য্যবিহীন। গ্রামে যথাসম্ভব ভদ্রলোকের বসতি আছে, কিন্তু যে পরিবারের প্রতিভায় সকলে প্রতিভান্বিত ছিলেন, সেই পরিবার গৌরীভা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হইয়াছেন বলিয়া সকলেই নিস্তেজ। কেশবচন্দ্রের পিতৃভূমি দর্শনের অভিলাষ হইল, বন্ধুগণ সহ তিনি তথায় (জুন, ১৮৭৫) গমন করিলেন। গমনের ফল এই হইল যে, কয়েক দিন পর গৌরীভায় একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "আমাদের আচার্য্য মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান গৌরীভা গ্রামে একটী উপাসনা-সভা স্থাপিত হইয়াছে, অনেকগুলি ভদ্রযুবা তাহাতে যোগ দিয়াছেন। মন্দিরের জন্য স্থান মনোনীত করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন সময়ে সময়ে তথায় গিয়া উপদেশ ও উপাসনাদি দ্বারা যুবকদিগকে উৎসাহ দিয়া থাকেন। এখানে কয়েকটী সচ্চরিত্র শিক্ষিত ও ভদ্রলোকও আছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগও আছে। আমরা ভরসা করি তাঁহারা এ কার্য্যে সহায়তা করিবেন।"

২৯শে সেপ্টেম্বর, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্দ্র প্রচারার্থ বাহির হন। লক্ষ্ণৌর সাংবৎসরিক উৎসবকার্য্য সমাধা করিয়া সেখান হইতে দিল্লী এবং দিল্লী হইতে পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে প্রচারপূর্ব্বক একমাসের মধ্যে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা। তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোথায় গমন করেন এবং কি কি কার্য্য করেন নিম্নস্থ সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাহা প্রদর্শন করিবে।

কলিকাতা ত্যাগ	...	...	২১ সেপ্টেম্বর।
বারাণসীতে উপাসনা	...	...	১ লা অক্টোবর।
লক্ষ্ণৌ সাংবৎসরিক উপাসনা	...	...	২ „
রবিবার লক্ষ্ণৌ মন্দিরে উপাসনা	...	...	৩ „
কপূরতলা রাজার উদ্যানে প্রসঙ্গ	...	..	৩ „
নামকরণ অনুষ্ঠান	...	...	৪ „
দিল্লীতে উপাসনা	...	...	৫ „
রবিবার সিমলায় উপাসনা	...	...	১০ „
সিমলা ত্যাগ	...	...	১৫ „
লাহোরে সায়ংকালীন উপাসনা	...	...	১৬ „
লাহোরে সাংবৎসরিক উপাসনা	...	...	১৭ „
নামকরণানুষ্ঠান	...	...	১৮ „
প্রকৃত যোগ বিষয়ে বক্তৃতা	...	...	১৯ „
ফ্রিমেসন হলে বক্তৃতা	...	..	২০ „
নামকরণানুষ্ঠান	...	...	২১ „
মন্দিরে বিদায়সূচক বিশেষ উপাসনা	...	...	২১ „
রবিবার আগ্রায় উপাসনা	...	...	২৪ „
জয়পুরে "ভারতে প্রাচীন এবং বর্ত্তমান সভ্যতা" বিষয়ে বক্তৃতা			২৭ „
মহারাজের কলেজ, রইসগণের স্কুল এবং ইণ্ডষ্ট্রিয়াল স্কুল পরিদর্শন			২৭ „
জয়পুরে উপাসনা	...	...	২৮ „
টুণ্ডলার বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণকে উপদেশ		...	৩১ „
এলাহাবাদে নামকরণানুষ্ঠান	...	...	১লা নবেম্বর।
„ „	...	...	২ „
কলিকাতায় প্রত্যাগমন	...	...	৪ „

লাহোরস্থ এক জন বন্ধু লাহোরের প্রচারসম্বন্ধে সে সময়ে যে পত্র লিখেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;——

"ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকে নাস্তিকতা, অবিশ্বাস প্রখর বুদ্ধি প্রভৃতি প্রবল উতপ্ত বায়ুর মধ্যে পতিত হইয়াও ভারতবর্ষবাসীর হৃদয় যে, ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইতে পারে উহা যিনি দেখিতে চাহেন তিনি একবার ব্রাহ্মদিগের উৎসব দেখুন। দেখিবেন কত কত উচ্চ শিক্ষিত উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন ভারতসন্তান ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন গান ও ব্রহ্ম নাম গানে উন্মত্ত

হইয়া প্রেমপ্রবাহে মরুভূমি সিক্ত করিতেছে। যদি ভূমণ্ডলে কেহ স্বর্গের দৃশ্য দেখিতে চাহেন উৎসবোন্মত্ত ব্রাহ্মমণ্ডলী দেখুন। যে কেশব বাবু এই শুষ্কতা ও নাস্তিকতার মধ্যে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় উৎসবনদী আনয়ন করিয়া সকলকে একরূপ বাঁচাইলেন, ভারতসংস্কারকমাত্রেই তাঁহার নিকট অবশ্যই কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে এক করিবে, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবীদিগের পরস্পর ভ্রাতৃসৌহৃদ্যের মধ্যে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। যখন সংবাদ আসিল কেশব বাবু পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন তখন তথাকার সকলে আশা করিলেন অবশ্যই তিনি লাহোরে আসিবেন। সিমলাগিরিশিখরোপরি তাঁহার আগমন হইলে এখানকার ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত আহ্বান করিলেন। ৩০শে আশ্বিন শনিবার বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় তিনি লাহোরে উপস্থিত হন। ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে দলে দলে পাঞ্জাবী ব্রাহ্ম ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসুগণ তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মবিজ্ঞানবিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার সহিত সকলে পঞ্জাব ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া হিন্দি ভাষায় নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তার পর আচার্য্য মহাশয় একটী হৃদয়ভেদী প্রার্থনার দ্বারা পর দিনের উৎসবের জন্য ব্রাহ্মদিগের মনকে প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পরে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অনেক গূঢ় বিষয়ে কথোপকথন হইল। ১লা কার্ত্তিক সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবগৃহ উপাসক ও দর্শকে পূর্ণ হইল, সারঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যের সহিত পাঞ্জাবী ব্রাহ্ম ও শিক্ষিত গায়কগণ ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া সকলের মনকে আর্দ্র করিয়াছিলেন। তাহার পর আচার্য্য মহাশয় বেদী হইতে হৃদয়ার্দ্রকারী মনোহর উপাসনা করিলেন, ঈশ্বরকে করতলন্যস্ত আমলকফলের ন্যায় যে স্পষ্টরূপে প্রতীতি করা যায়, যে ব্যক্তি কেশব বাবুর আরাধনা প্রার্থনা ও ধ্যান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। চর্ম্মচক্ষুর দর্শনাপেক্ষা বিশ্বাসচক্ষুর দর্শন যে অভ্রান্ত অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। উপাসনান্তে প্রকৃত যোগ ও বৈরাগ্য বিষয়ে হিন্দী ভাষায় একটি সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদত্ত হয়। মনুষ্য যে ঈশ্বরের সত্তাসাগরে মগ্ন হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে, তাঁহার উপদেশে আমরা এইটি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। বেলা প্রায়

একাদশ ঘটিকার সময় প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ হইল, পুনরায় বেলা দুইটার সময় উপাসক ও দর্শকে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ হইলে দুইটা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত পাঠ হইল, ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা হইল। আলোচনার মধ্যে সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা ও উপকারিতা এবং পরকালের বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হয়। সুশিক্ষিত পাঞ্জাবী এক জন শেষোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ইংরাজী ভাষায় আচার্য্য মহাশয় নিজ জীবনের পরীক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা এরূপ বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রশ্নকারী ও উপস্থিত মহোদয়গণ অবাক্ হইয়া গেলেন। তদনন্তর একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা হইয়া নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইল। এক সম্প্রদায় বাঙ্গলাতে কীর্ত্তন করিতে করিতে আর এক সম্প্রদায় হিন্দীতে কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায় তিন চারি শত লোক সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। এক দোকানদার উৎসাহের সহিত তাঁহাদের মস্তকে গোলাপ জল ঢালিযাছিল। সন্ধ্যার পব আবার ব্রহ্মমন্দির উপাসক ও দর্শকে পূর্ণ হইলে আচার্য্য মহাশয় ইংবাজিতে একটি হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করিয়া "ব্রাহ্মজীবনেব ক্রমোন্নতি ও চবিত্রসংশোধনের আবশ্যকতা" বিষয়ে সুন্দর উপদেশ দিলেন। প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময় উৎসব শেষ হইল। আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি পঞ্জাবী চরিত্র শোধন ও ব্রাহ্মজীবন গঠনবিষযে বিবিধ প্রশ্ন কবিতে করিতে বাসা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন। সে দিনও প্রায় দ্বিপ্রহরেব সময় সকলে বিদায় হন।

"সোমবার প্রাতে সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা হয়, আমাদের জীবনে এরূপ গীত ও উপাসনা কখন শ্রবণ করি নাই। এই উপাসনায় আমাদেব অন্তবতম গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়াছিল। অনেকের কঠোর হৃদয় বিগলিত হইল, অবশেষে ভাব হৃদয়ে ধারণ কবিতে অক্ষম হইয়া চীৎকার রবে কেহ রোদন করিতে লাগিলেন। এরূপ আশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য আমি কখন দেখি নাই। একটি ভ্রাতা যিনি সম্প্রতি ভয়ানক বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইয়া দারুণ শোক যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তিনি আর হৃদয়ের বেগ কিছুতেই সহ্য কবিতে না পারিয়া কোন অদৃশ্য শক্তিব দ্বাবা যেন উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সে সময়ে পুজনীয় কান্তি বাবুর মুখ হইতে যে কয়েকটী মনোহর সঙ্গীত বাহির হইয়াছিল তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে

পারি না। আমরা যেন সে দিন প্রেমসাগরে ডুবিয়া উঠিলাম। অদ্য রাত্রিতে ব্রহ্মমন্দিরে অমৃতসরনিবাসী সরদার দয়াল সিংহ নামক একজন ধনবান্, মানী শিখ (যিনি সম্প্রতি বিলাতে গিয়াছিলেন এবং একজন বড় উৎসাহী ব্রাহ্ম) "প্রকৃত সুখ" বিষয়ে উর্দ্দু ভাষায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পঞ্জাবী-দিগের মন যে ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য বিশেষ ব্যাকুল ও আগ্রহান্বিত তাহা এই বক্তৃতা শ্রবণে অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। সরদার জীরও বিশুদ্ধ উর্দ্দু, সুমিষ্ট স্বর ও ব্রহ্মানন্দের উপদেশ সকলেরই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ৩রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার প্রাতে বাবু হরচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। বৈকালে আমরা সালেমার উদ্যানে যাই। তথায় প্রকৃত জ্ঞান ও যোগ বিষয়ে অনেক গূঢ় কথা শ্রবণ করিলাম। কথোপ-কথনের পর গোধূলির প্রাক্কালে আচার্য্য মহাশয় একটী বৃক্ষতলে বসিয়া ঈশ্বরদর্শনের সুখভোগ করিতে লাগিলেন। তার পর আমরা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। রাত্রি আট ঘটিকার সময় 'প্রকৃত যোগ' বিষয়ে ইংরাজী বক্তৃতা ব্রহ্মমন্দিরে হয়। গৃহটী সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছিল, কয়েকটী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। আমরা কেশব বাবুর অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা আর যেন শুনি নাই এমনই বোধ হইল। দর্শনযোগ শ্রবণযোগ ও কর্ম্মযোগ, অবশেষে প্রাণযোগ কিরূপে সাধিত হইতে পারে তাহা সুন্দররূপে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে একজন পঞ্জাবী ব্রাহ্ম কাঁদিয়া উঠিলেন, একটী সাহেবও উঠিয়া গদগদভাবে কহিলেন, আমি যেমন সুমধুর সুমিষ্ট রস পান করিয়া অদ্য সুখী হইলাম, ইচ্ছা করি, অন্যান্য ইংরাজ ও বিবিরা এইরূপ সুখী হন; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আর এক দিন থাকুন। সাহেবের প্রার্থনা শুনিয়া কেশব বাবু আর এক দিন থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। বুধবারের প্রাতে সম্পাদকের বাসায় উপাসনা হয়। এ উপাসনাও হৃদয়গ্রাহী ও সুখদ হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য; অনেকগুলি পঞ্জাবী ব্রাহ্মও উপস্থিত ছিলেন। আহারাদির পর অনেক ব্রাহ্ম ও দর্শক উপ-স্থিত হইয়া বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন করিলেন। রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময়ে ফ্রিমেসনদিগের গৃহে বক্তৃতা হয়, তাহাতে অনেক সাহেব ও বিবি উপস্থিত হইয়াছিলেন, কমিশনর প্রভৃতি বড় বড় সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারাই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি হইবে, আর কোন উপায়ে হইবে না ইহা বিশেষরূপে তিনি বুঝাইয়াছিলেন। অবশেষে জেতা ও জিত উভয় জাতিতে কিরূপ সদ্ভাব হইতে পারে, রাজপুত্রের আগমনে আমাদের কিরূপ করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে পূর্ব্বদিনের নিমন্ত্রণকারী সাহেবটী গদগদ স্বরে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে অনেক কথা বলিলেন। ইউরোপীয়গণ ও বিবিরা যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা বুঝা গেল।

"বৃহস্পতিবারে লালা বলারাম নামক একজন পঞ্জাবী ব্রাহ্মের নবকুমারের নামকরণ উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে বিশেষ উপাসনা হয়। এই দিন আচার্য্য মহাশয় কলিকাতাভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে মুলতান হইতে উপর্য্যুপরি তারযোগে নিমন্ত্রণ আসিল, সুতরাং তথায় যাইবার উদ্যোগ হইল। কিন্তু মুলতানস্থ ভ্রাতাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে রেলগাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ায় কাজেই ফিরিয়া আসিতে হইল। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে খোল করতাল সহ ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন হইল,তার পর বাঙ্গলাতে ও ইংরাজীতে দুইটী প্রার্থনা হইল। এমন করুণরসপূর্ণ সুমধুর প্রার্থনা বুঝি কোন দেশে কোন কালে কখন উচ্চারিত হয় নাই। দুইজন পঞ্জাবী উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল। আচার্য্য মহাশয় রাত্রি একটার সময় সকলকে কাঁদাইয়া ও প্রেমে ভাসাইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা দুঃখিত মনে অথচ যেন কিছু ধন পাইয়াছি এইরূপ ভাবে গৃহে ফিরিলাম। ঈশ্বর যে বিশেষ সময়ে বিশেষ লোকের দ্বারা আধ্যাত্মিক অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দূর করেন তাহা বাস্তবিক অনেকের প্রতীতি হইল। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যে অদ্ভুত ব্যাপার হইল তাহা বিজ্ঞানের দ্বারা যুক্তির দ্বারা বুঝান যায় না। যাহার বিশ্বাসচক্ষু প্রেমজলে আর্দ্র হইয়াছে সেই বুঝিতে পারে। প্রেমনদীতে পঞ্জাব গুরুনানকের সময়ে ভাসিয়াছিল, এখন আবার মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক হইয়াছিল, এ সময়ে কেশব বাবু ব্যতীত আর কাহার সাধ্য ছিল না যে, পূর্ব্ব প্রেমনদীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া স্বর্গীয় সুধারসে উহাকে পূর্ণ করে। যত দিন যাইতেছে, যত বৎসর যাইতেছে অনেকে মনে করেন ততই ব্রাহ্মধর্ম্ম, উপাসনা, প্রার্থনা, সাধনপ্রণালী পুরাতন হইতেছে; কিন্তু তাহাত কখনই হইতে পারে না, ঈশ্বরের প্রেমভাণ্ডার

মুখ্যতাওয়ার যে অক্ষর তাহা এখন আমরা বুঝিতেছি। যাই একটী প্রণালী আর কার্য্যকারী হইল না, যাই আমাদের হৃদয় শুষ্ক হইতে লাগিল, অমনি দয়াময় নূতন প্রকার নূতন বিধি প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে জাগরিত করেন, ইহা উপস্থিত উৎসবব্যাপারে আমরা বেশ বুঝিয়াছি। ঈশ্বর দয়া করিয়া এই ভাব স্থায়ী করুন।"

কেশবচন্দ্র অসুস্থ শরীরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন; জ্বর ও শিরঃপীড়ায় নিতান্ত কাতর; শীঘ্র যে কর্ম্মক্ষম হইবেন এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। টুণ্ডলা হইতে জয়পুর যাইবার পথে কেশবচন্দ্রের ওলাউঠার মত অসুখ হয়। কেশবচন্দ্র চিরকাল রেলওয়েব তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন করিতেন; তৃতীয় শ্রেণী প্রায়শঃ বিবিধ প্রকারের লোকে পূর্ণ থাকে। সৌভাগ্যক্রমে গাড়ীতে কোন লোক ছিল না; ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র সঙ্গে ছিলেন। যাহা-হউক কোন প্রকারে কষ্টে স্বষ্টে পথ উত্তীর্ণ হইয়া আগ্রা রেলওয়ের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত পরমার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে দুই তিন দিন অবস্থান করেন। এই বিসূ-চিকার আক্রমণে যে দৌর্ব্বল্য হইয়াছিল, জ্বর ও শিরঃপীড়া তাহারি ফল বলিতে হইবে। প্রথম রবিবার তো তিনি রোগের জন্য ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকার্য্য করিতে অসমর্থ হইলেন, দ্বিতীয় রবিবার (১৪ নবেম্বর ১৮৭৫) তিনি উপাসনার কার্য্যমাত্র করিলেন, উপদেশদানে বিরত হইলেন। মাসাবধি এই প্রকার চলিল। হঠাৎ এইরূপ উপাসনা বন্ধ করিয়া দেওয়ার কারণ এই যে, তিনি যে সকল উপদেশ দেন, সে সকল কেহ জীবনে পরিণত করিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন না; তিনি আশা করেন যে,প্রচারকগণ জীবনের পবিত্রতা ও উপাসনাশীলতায় দিন দিন উন্নত হইবেন, তাহারও তিনি কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ব্রহ্মমন্দিরের দুই জন উপাসক বিনয় ও অনুতাপ সহকারে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন উপায় কেহ অবলম্বন করিলেন না। ক্রমে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এইরূপে চলিয়া যাইতে লাগিল; উপাসকমণ্ডলী নিতান্ত ব্যথিতহৃদয় হইয়া পড়িলেন। প্রচারকগণের আত্মা একান্ত অবনত হইয়া পড়িল। কেশবচন্দ্রের উপদেশের সহজ ও সরল ভাষায় কয়েক জন ব্রাহ্ম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, ইহাতে ভাগবতাদি অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যান কয়েক দিনের জন্য প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময়ে সাধু অঘোরনাথ

মন্দিরে যে উপদেশ পাঠ করেন তাহাতে আপনাদের দুরবস্থার কথা তিনি এই প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, "আমরা অনেক বিষয়ে জয়লাভ করিয়া ও কৃতকার্য্য হইয়া অহঙ্কারী হইয়াছি, তাই তাহার শাস্তি ভোগ করিতেছি। এখন ইচ্ছা আর বলবতী হয় না যে, প্রেমের কথা লইয়া থাকে। প্রেমের কথা শুনিবার আর আমরা উপযুক্ত নই। এই বেদী হইতে যে গূঢ় দর্শনের কথা বলা হইয়া থাকে তাহা ধারণ করিবার শক্তি পর্য্যন্ত কমিয়া যাইতেছে। এখন আমাদের সমক্ষে যে উচ্চতম আদর্শ আছে তাহা পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা, গভীর বিশ্বাস, প্রবল আশা চাই, বিশ্বাস ও আশার সহিত পিতার চরণে শরণাপন্ন হইয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদি, কিন্তু অতিশয় দীন দরিদ্র না হইলে ক্রন্দন করিবারও শক্তি নাই।......এখন বিশেষ দীন ও ব্যাকুল না হইলে আর উচ্চ জীবন লাভ করিতে পারিব না। সেই অনন্ত প্রেমপূর্ণ পুণ্যময় পরমেশ্বর আমাদের জীবনের রক্ষক। তিনি স্বহস্তে আমাদের ইচ্ছাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন।" সাধু অঘোরনাথ এইরূপ প্রার্থনায় উপদেশের উপসংহার করেন, "হে দর্পহারী, পরমেশ্বর আমাদের অহঙ্কার চূর্ণ কর, আমাদিগকে দীন ও ব্যাকুল কর, উচ্চ আদর্শ দেখিয়া তোমার চরণে কাঁদিতে দাও। আমাদের জীবনে যেন সংগ্রাম চলিয়া না যায়। ভিখারীদিগকে তোমার প্রেমে প্রেমিক কর। তোমার চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে দেও।" ১৯ ডিসেম্বর হইতে কেশবচন্দ্র পুনরায় ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথম দিনের উপদেশে সাধুসঙ্গের উপকারের বিষয় ছিল।

কেশবচন্দ্র ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশদানে বিরত হইয়াছেন এ সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া একটী নূতন গণ্ডগোল উত্থাপন করিল। রেবরেণ্ড ডবলিউ মে আকোম্ব "ফ্রি প্রেস" নামক পত্রিকায় "কূপ ভাল, মন্দ; ভালও নয় মন্দও নয়" এই প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে এইরূপ বলেন, "ভারতবর্ষের এই নূতন মণ্ডলী খ্রীষ্ট ছাড়া সুসংবাদ প্রচার করিয়া থাকে। মানুষের এমন একজন ঈশ্বর চাই, যাহাকে সে ভালবাসিতে পারে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারে। মাংসপিণ্ডে ব্যক্ত ঈশ্বরই এ অভাব মোচন করিতে পারেন। আমাদের যে প্রকার মনের গঠন তাহাতে কোন এক স্থানস্থ ঈশ্বরের প্রয়োজন। ইহা না করিয়া ব্রাহ্মসমাজ সেই ঈশ্বরের বিষয় প্রচার করে, যিনি শুদ্ধ মহান্ আত্মা, অজ্ঞেয়,

প্রকাণ্ড জমাট বরফের মত ঠাণ্ডা, সম্যক্ নির্গুণ, পাপী দুঃখী মানবগণের সহিত সহানুভূতিবর্জ্জিত। এরূপ মতে কেবল নিরাশা উৎপাদন করে এবং যে কূপে জল নাই তৃষিত ব্যক্তিগণ সে কূপ হইতে দুঃখের সহিত চলিয়া যায়। ভারতের এই ব্রহ্মবাদিগণের শেষ কথা আমি শুনিয়াছি যে, কলিকাতার আচার্য্য মণ্ডলীর লোকদিগের নীতিবিগর্হিত আচরণের (Immoralityর) জন্য প্রচারের গৃহের দ্বার বন্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।" মিস্ সোফিয়া ডবসন কলেট প্রকৃত ঘটনাটী কি প্রকাশ করিয়া এ কথার প্রতিবাদ করেন। উপাসকগণ আশানুরূপ উন্নত হইতেছেন না দেখিয়া সোৎসুকচিত্তে তজ্জন্য উপদেশদানত্যাগ এক কথা, আর সেই ব্যাপারকে উপাসকগণের নীতিবিগর্হিত আচরণ স্থির করা অন্য কথা, ইহা তিনি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন। মেস্তর জন হ্যারিসন আর এক পত্রে ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর যে আকোম্ব সাহেব যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন সেরূপ নহেন, মণিয়ার উইলিয়মের লেখা হইতে সপ্রমাণ করেন, কেন না ইনি লিখিয়াছেন, "তাঁহারা পরব্রহ্মে নিয়োগযোগ্য ব্রহ্ম নাম রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে প্রার্থনা ও স্তুতির বিষয় পরমপুরুষরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।" ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর যে বরফের মত ঠাণ্ডা সর্ব্ববিধ সহানুভূতি বর্জ্জিত নহেন, "দ্বিজত্বসাধক বিশ্বাস" (Regenerating Faith) এই বক্তৃতা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি সপ্রমাণ করেন। তৃষিত ব্যক্তিরা যে ব্রাহ্মসমাজেই আসিয়া থাকেন তাহা তিনি মণিয়ার উইলিয়মের লেখার দ্বারাই সপ্রমাণ করেন, কেন না ইনি লিখিয়াছেন "উচ্চ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম বা একেশ্বরবাদী হন। খ্রীষ্টধর্ম্ম নীচজাতি এবং বর্ব্বর জাতির মধ্যে অনেকটা প্রবেশ করিয়াছে। প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ বড় হয় না। আমার মতে যত দিন না জেরুসালমে যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম স্থাপিত হয় তখন যেমন উহা পূর্ব্বদেশোচিত সহজ আকারের ছিল, সেই আকারে হিন্দুগণের নিকটে উপস্থিত না করা হয়, খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণ অতি সাধারণ হইবে না।" ব্রাহ্মধর্ম্ম যে খ্রীষ্টবিবর্জ্জিত নহে, তাহা ইনি "যিশুখ্রীষ্ট, ইউরোপ এবং আসিয়া" হইতে উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন। ঈশা যেমন ঈশ্বরের সহিত যোগে সঞ্জীবিত হইয়া উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গও সেইরূপ করিয়া থাকেন, হ্যারিসন সাহেব অকুণ্ঠিত চিত্তে এইমত ব্যক্ত করেন। আকুম্ব সাহেব যে প্রত্যুত্তর দেন তাহার সার কথা এই, জীবনের পবিত্রতা

ও উপাসনাশীলতার অভাবকেই তিনি নীতিবিবর্জ্জিত আচরণ (Immorality) মনে করেন।

নয় বৎসর পূর্ব্বে মিস্ ম্যারি কার্পেণ্টির প্রথমে ভারতে আগমন করেন। এবার তাঁহার চতুর্থবার ভারতে পদার্পণ। ১৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পাতিবার ভারতাশ্রমে বামা-হিতৈষিণী সভা কুমারীকে স্বাগত করিবার জন্য মিলিত হয়। সভাতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মিকা এবং মিসেস্ উড্রো, মিসেস্ গ্রাণ্ট, মিসেস্ গিবন্স্, মিসেস্ এম্ ঘোষ মিসেস্ উইন্স্ উপস্থিত ছিলেন। মিস্ কার্পেণ্টার তাঁহার প্রথম পদার্পণের পর হইতে এসময়ে এদেশে নারীশিক্ষার কিপ্রকার উন্নতি হইয়াছে,তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলেন। সভার পক্ষ হইতে কুমারী রাধারাণী এই নির্দ্ধারণ পাঠ করেন—"কুমারী ম্যারী কার্পেণ্টার স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে যে অতীব যত্নশীলা,এবং তিনি যে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষণার মধ্যে ভারত এবং ভারতের কন্যাগণকে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়াছেন, তাহা তাঁহার পুনঃ পুনঃ এদেশে আগমনেই প্রকাশ পাইতেছে। অতএব আমরা বামাহিতৈষিণী সভার সভ্যগণ সম্ভ্রম, কৃতজ্ঞতা, এবং তাঁহার মহত্তম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিরতিশয় শুভ অভিলাষ সহকারে তাঁহাকে এই রাজ-ধানীতে সুস্বাগত করিতেছি।" নির্দ্ধারণ সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হয়। ভারতে আসিবার সময়ে পথে তিনি যে সকল চিত্রলিপির রেখাপাত করিয়াছিলেন সেইগুলি উপ-স্থিত মহিলাগণকে দেখাইলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন। চা-পানানন্তর সভা ভঙ্গ হয়। সভা অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়ে আরম্ভ হইয়া আটটার সময়ে সমাপ্ত হয়।

প্রিন্স অব ওয়েল্স্ এ দেশে পদার্পণ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে যে অভিবাদন পত্র দান করেন (ডিসেম্বর ১৮৭৫) আমরা তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি,——

"রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনার ইহা প্রীতির জন্য হউক।

"অতীব গুণোজ্জ্বল অভিজাত রাজকুমার, হৃদয়ের সহিত আপনার প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনাকে রক্ষা করুক, এবং সত্য, পবিত্রতা ও শান্তি আপনাতে নিত্যকাল বহুল হউক। যে কোটি কোটি দেশীয় লোকের নিকটে জ্ঞানময় কল্যাণময় বিধাতা আপনাকে প্রেরণ করিয়া-ছেন, রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনার এ দেশে ক্ষণকাল স্থিতি আপনার এবং তাহাদের সুখবর্দ্ধনের জন্য হউক।

"সিংহাসনের প্রতি সোৎসুক রাজভক্তি, গুণোৎকৃষ্ট মহারাণীর প্রতি সাক্ষাৎ অনুরক্তি এবং ব্রিটিশ শাসন হইতে যে অগণ্য কল্যাণ উৎপন্ন হইয়াছে তজ্জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা দ্বারা উদ্দীপ্তহৃদয় হইয়া রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনাকে আমরা স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। আপনার রাজমাতা ভারতের মাতা। প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার প্রকৃত মাতৃস্নেহ এবং তিনি মহারাজ্ঞীসমুচিত সমুদায় গুণে ভূষিত। তাঁহার চরিত্রের জন্য আমরা তাঁহাকে ভালবাসি এবং সম্ভ্রম করি। আমরা তাঁহার শাসনের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, কেন না ইহারই জন্য জীবন ও সম্পদের নিরাপদ, পার্থিব সৌভাগ্য, বিদ্যাশিক্ষা ও বিবেকের প্রমুক্ত ভাব, এবং বিবিধ প্রকারের সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার। ব্রিটিষ শাসন না থাকিলে এগুলি কিছুই ভোগ করা যাইত না। অভিজাত রাজকুমার, আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত রাজভক্তি ও অনুরক্তি তবে গ্রহণ করুন।

"ভারতের বিস্তীর্ণ লোকসংখ্যা মধ্যে আমরা অতি ক্ষুদ্রাংশ, উচ্চ পদবীর উপযুক্ত করিবার পক্ষে আমাদের পদ নাই, ধন নাই বা ক্ষমতা নাই। এরূপ হইলেও ব্রাহ্মসমাজ নগণ্য বা প্রভাবশূন্য সমাজ নহে। পূর্ব্বদেশে ইংরেজ সভ্যতার প্রথম ফল, হিন্দুগণের উপরে ইংলণ্ডের রাজকীয় ও সামাজিক প্রভাবের অপরিহার্য্য নিদর্শন, অন্ততঃ সেই দিকে গতি, এই ব্রাহ্মসমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এজন্যই ইহার গুরুত্ব, এজন্যই ইহা বিশেষ মনোভিনিবেশের বিষয়। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট দেশের সংস্কার জন্য অসাক্ষাৎসম্বন্ধে যে কতকগুলি লোককে শিক্ষাদান করিতেছেন সেই আমরা রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনার নিকটে উপস্থিত হইতেছি। ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষায় পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার হইতে আমাদের মন বিমুক্ত হইয়াছে; এইরূপে প্রমুক্ত ও আলোকসম্পন্ন হইয়া বিধাতার পরিত্রাণপ্রদ বিধানাধীনে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দেশীয় অন্তব্যবস্থান হইতে একটি বিশুদ্ধ জাতীয় ধর্ম্মমত এবং সামাজিক ব্যবস্থান আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ অর্পণ করি যে, প্রধানতঃ দেশীয় ভাবে হিন্দুসমাজ গঠন করিবার জন্য আমাদের প্রযত্নে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট—ইহার ব্যবস্থাপক, এবং রাজ্যশাসনের উপায়, ইহার বাইবেল এবং ধর্ম্মযাজক, ইহার সভ্যতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা, ইহার সাহিত্য এবং বিজ্ঞান, অপিচ খ্রীষ্টান নরনারীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা—বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। আমরা এরূপ প্রণালীতে আমাদের পুত্র কন্যাগণকে

শিক্ষা দিতেছি, আমাদের গার্হস্থ্য ব্যবস্থা এবং সামাজিক ব্যবহার সকলের সংস্কার করিতেছি যে, ভারতবর্ষীয়গণের জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতা পরিবর্ত্তিতাকার ধারণ করিয়া তৎসহ সংযুক্ত হইয়া যাইতেছে। ব্রিটিষ শাসনের এই অমূল্য উপকারের জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দান করি। আমরা এই জন্য আহ্লাদিত যে, ইংলণ্ড আমাদের জাতীয় ভাব বিনষ্ট না করিয়া ইহাকে উন্নত করিয়াছে। আমরা একান্তভাবে আশা করি যে, রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনি এই ব্যাপারটির সকল দিক্ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবেন, এবং যাঁহারা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংযুক্ত এবং ইহার কল্যাণকল্পে নিযুক্ত তাঁহাদিগের সকলের মনে এইটি মুদ্রিত করিয়া দিবেন। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতবাসি-গণের মন ইংলণ্ড কোন্ দিকে শিক্ষিত করিতেছে ও লইয়া যাইতেছে তাহা আপনার এ দেশ পরিদর্শনে ইংলণ্ড পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ ভাবে জানিতে পারিবেন। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের মধ্যে আরও অধিক যোগাযোগ, ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ-গণের ভারতের কার্য্যে সমধিক মনোভিনিবেশ, প্রতাপান্বিতা মহারাণীর বিবিধ-শ্রেণীর প্রজাবর্গের মধ্যে মিলন এবং রাজভক্তি সমুচিত একত্র;—আপনার এ দেশ পরিদর্শন হইতে এই সকল উপকার হইবে আমরা সোৎসুকচিত্তে আশা করি।

"রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনি যেখানে যাউন, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষা আপনার সঙ্গে যাইতেছে। আমরা বিনীত ভাবে যাচ্ঞা করি এবং সরলচিত্তে আশা করি যে, যখন আপনি আপনার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, আপনি রাজ-মাতাকে ভারতের অনুরাগ ও রাজভক্তি অবগত করিবেন। রাজোচিত উচ্চতা-সম্পন্ন আপনি এবং মহত্তমা রাজপুত্রী স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য সম্ভোগ করুন, এই অভিলাষ ও প্রার্থনা

ব্রাহ্মসমাজের

ষট্‌চত্বারিংশ সাংবৎসরিক।

৮ই মাঘ (১৭৯৭, ১৮৭৬ ইং) শুক্রবার ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় কেশবচন্দ্র যে কয়েকটী কথা বলেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিন্যস্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন। কার্য্যবিবরণ পাঠাদি সমাপনান্তে সভাভঙ্গকালে তিনি এই কথা বলিলেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই স্বাধীনতা দিয়াছেন। এই স্বাধীনতাপ্রভাবে যদি আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয় তাহার জন্য কোন ভাবনা নাই। কিন্তু কোন বিষয়ের প্রভেদ হইলেই যে. পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকিবে না ইহা হইতে পারে না। স্বাধীনভাবে সকলেই আপন আপন উন্নতি সাধন করুন। যখন সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক এবং ব্রাহ্ম তখন নানাপ্রকার মতভেদ থাকিলেও তাঁহারা এক। এই বলিয়া তিনি প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের প্রধান ব্যক্তিদিগকে বলিলেন, যখন যাঁহার ইচ্ছা হইবে তিনি তাঁহার নিকট আসিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনি আহ্লাদের সহিত সকলের কথা শুনিবেন। কেশবচন্দ্রের এই কথাগুলিতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি ইচ্ছা করেন যে, ব্রাহ্মগণের মধ্যে মতভেদ হইলেও প্রেমে সকলের একতা থাকিবে, কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব উপস্থিত হইবে না। এক পরব্রহ্মের উপাসক জানিয়া সকলে সদ্ভাবে মিলিত হইবেন, মতভেদ কখন তাঁহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে যদি তাঁহারা বিভক্ত হইয়াও পড়েন তথাপি তাঁহারা এমন একটি স্থল রাখিবেন যেখানে সকলে মিলিত হইতে পারেন। উপাস্যের একতায় উপাসকগণের একতা ব্রাহ্মসমাজের মূলসূত্র কেশবচন্দ্র সকলের মনে সুদৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

৯ মাঘ শনিবার অপরাহ্নে টাউনহলে "আমাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা (Our Faith and our Experience) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার সার মর্ম্ম তৎকালে ধর্ম্মতত্ত্ব এই প্রকারে সংগৃহীত করিয়াছেন ;—

"সত্য সত্যই আমি বিশ্বাস করি, যখন ঈশা এই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার কার্য্যভার পবিত্রাত্মার (বিধাতার) হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি এই ব্যাপারের মধ্যে জ্ঞান, বিচক্ষণতা, পরিণাম-দর্শিতা এবং দয়া দেখিতে পাইবেন। নেজারথ্‌বাসী সেই মহাপুরুষের নিকট তখন ইহা আবশ্যক বোধ হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার ধর্ম্মসমাজের জন্য এইরূপ বিধান করিয়া যান, তাহা না হইলে তাঁহার শিষ্যবর্গকে ঘোর বিষাদ অন্ধকার সন্দেহ অনিশ্চয়ের মধ্যে পড়িতে হইত। তৎকালকার সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা মনে করিলে এখন পর্য্যন্ত হৃদয় বিক্ষিপ্ত হয়। এই জন্য দেখা যাই-তেছে, মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কল্যাণের জন্য তাঁহার এই সত্য ঘোষণা করা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল যে তাহাদের বল শান্তি পরিত্রাণ এবং সৎপথের নেতা একমাত্র পবিত্রাত্মা। যখন ঈশা বলিলেন, "সমাপ্ত" তখন কি মানবজাতির পরিত্রাণের মহৎ কর্ম্মের সমাপন হইল? না, তাঁহার শিষ্যদিগের জীবন রক্ষার জন্য পবিত্রাত্মার স্বর্গীয় শক্তির আব-শ্যকতা ছিল। যাহাতে তাহারা সত্য ও পবিত্রতার বল লাভ করিয়া পৃথিবী জয় করিতে পারে তজ্জন্য পবিত্রাত্মার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবার প্রয়ো-জন হইয়াছিল। এই সত্য ও গম্ভীর মতের জন্য কোন খ্রীষ্টীয়ান্ ধর্ম্মযাজকের লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। মূশা প্রভৃতি য়িহুদী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ কি ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছেন না? ভক্ত যোগীর হৃদয়ে কি ঈশ্বরবাণী প্রকাশিত হয় না? সেণ্টপলের সময়ে এই দৈবশক্তির বিষয়ে অনেক কথা প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার পরে ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষেয় ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিরা এই সত্যে বিশ্বাস করেন। কিন্তু হিন্দুজাতির প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাঁহারা এই মতটী লাভ করিয়াছেন। এখানে এক অদ্বিতীয় জীবন্ত নিরাকার ঈশ্বরের কথা যেমন উজ্জ্বল ও সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে তেমন আর কোন দেশে কখন হয় নাই। বেদ উপনিষৎ পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থের পত্র হইতে পত্রান্তরে চৈতন্যস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মের মহিমা সকল বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এই অমূল্য সম্পত্তি ভক্তিভাজন পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকটে পাইয়াছি। প্রস্তর বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত ঈশ্বর নহেন, যিনি সারাৎসার চৈতন্যময় প্রাণরূপী ঈশ্বর, বিশ্বের সকল স্থানে বসিয়া যিনি সমস্ত কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাঁহারই কথা আমরা এই সকল শাস্ত্রে পাইতেছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি কোন কল্পনাসম্ভূত নির্গুণ ঈশ্বরের পূজা করিতেন? না; তাঁহারা প্রকৃত যোগে পরমবস্তু নিত্য

পদার্থ জীবন্ত দেবতাকে আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের ঈশ্বর কোন গুণহীন অপদার্থ নহেন, কিন্তু যথার্থ জলন্ত সত্য, সারবস্তু। যোগী তপস্বীরা সুখসম্ভোগে বিরত হইয়া, ধন মান সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মযোগানন্দ উপভোগের জন্য যেরূপ কঠোর সাধন করিতেন তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন কর। ইহা কি কেবল অলঙ্কারের কথা না তাঁহারা বাস্তবিকই ঈশ্বরকে দেখিতেন? এই সকল সাধকদিগের সমস্ত জীবনের যোগানুষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বর, যিনি মনুষ্যের বন্ধু তাঁহাকেই আমরা দেখিতেছি। তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক ছিলেন না, মানবকুলের যিনি পিতা মাতা তাঁহাকে তাঁহারা পূজা করিতেন।

"বর্ত্তমানকালের আধুনিক একেশ্বরবাদিগণ এক নিরাকার ব্রহ্মকে মান্য করেন, কিন্তু তাঁহাদের অর্থ এই যে, ঈশ্বর অননুভবনীয় অপরিজ্ঞেয়। এই মতের বিরুদ্ধে আমি প্রবল আপত্তি উত্থাপন করি। তাঁহাকে মূলশক্তি এবং চিরসুহৃদ্রূপে প্রত্যেকে জীবনে অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু 'ঈশ্বর জীবন্ত শক্তি' এই মতটী কেবল প্রচার করিলে কোন আরাম শান্তি পাওয়া যায় না; কারণ মনোবিজ্ঞানশাস্ত্র এ কথা স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে হৃদয় হইতে দূরীকৃত করে, এবং তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূতি অস্বীকার করে। যাহারা অস্বীকার করিতে চায়, এ সম্বন্ধে তাহারা পুরাকালের ঘটনা পাঠ করুক। ভারতবর্ষ দ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈতবাদে অবতরণ করিয়া বহুদিনের ঘোর সংগ্রামের পর শেষ বর্ত্তমান অবস্থায় নীত হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর শতাব্দীর পর শতাব্দী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভগ্নাবস্থা, জাতিভেদ প্রথা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি অন্ধকারের মধ্য হইতে সত্য ও পবিত্রতা উদ্ভাবন করিলেন। পূর্ব্বে দেব দেবীর নিকটে যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব উৎসর্গ করিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা শিক্ষা দিতেন, সেই সকল প্রীতি ও ভক্তির ভাব এখন আমরা নিরাকার ব্রহ্মে অর্পণ করিতেছি। হৃদয়তৃপ্তির জন্য কোন জড় দেবতার পূজা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে উৎসাহ ও ভক্তির সরস ভাব আছে। কেহ কেহ অন্যোৎসাহ ও কাল্পনিক ভাবুকতার দোষ আমাদের উপর আরোপ করেন, কিন্তু তাহাতে ইহা প্রমাণ হইতেছে না যে, এখানে মত্ততা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির অভাব

আছে; বরং তাহার আতিশয্যই ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। সমস্ত বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও অদ্যকার দিনেও আমরা এখানে এই সত্য ঘোষণা করিতেছি, যে নিরাকার ঈশ্বর আমাদের প্রিয় দেবতা, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণে বিশ্বাসী সাধকদিগের হৃদয় বিমুগ্ধ হয়, এবং অপৌত্তলিক হইয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় প্রেমেতে পূজা করা যায়। এই বিশ্বাস হইতে তিনটী মত সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর জীবন্ত, আমাদের আত্মা অমর, জীবনের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমরা দায়ী। এই তিনটী মত একের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, সে পরকালে ও জীবনের দায়িত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। একটী ক্ষুদ্র গুটিকার মধ্যে আমাদের সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র নিহিত রহিয়াছে।

"বিশ্বাস সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া অভিজ্ঞতাবিষয়ে বক্তা বলিলেন, ব্রাহ্মদের যেরূপ উচ্চ ও সবল হওয়া উচিত ছিল সেরূপ তাঁহারা নহেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ভারতের নানাস্থানে বিস্তারিত হইতেছে, অশিক্ষিত নারীদিগের চিত্তকেও ইহা আকর্ষণ করিয়াছে। খ্রীষ্টীয়ান, অবিশ্বাসী জড়বাদী ব্যতীত যে সকল শিক্ষিত লোক আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারাও ঈশ্বরের শক্তিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। এক্ষণে কেবল ব্রাহ্মসমাজের শৈশবাবস্থা, ইহার আশানুরূপ উন্নতি সাধন করিতে এখনও বহু শতাব্দী গত হইবে। কিন্তু আমরা একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে আসি নাই, ঈশ্বর আমাদের নেতা, দশ বৎসর পরে আবার তিনি কত কি দেখাইবেন তাহা কে বলিতে পারে? রক্ষণশীল হওয়া কখন উচিত নহে, চিরদিন অগ্রসর হইতে হইবে; যদি আমরা ভয় ও বাধা পাই, হিন্দু ও খ্রীষ্টান বন্ধুগণ আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। যদি নির্য্যাতিত হইতে হয় হইব, কিন্তু এমন দিন আসিবে যখন আমরা নির্দোষ প্রমাণিত হইব। এ অবস্থায় আমাদের কোন প্রকার গর্ব্ব অহঙ্কার থাকা উচিত নহে, কারণ আমাদের সমাজ এখনও শিশু, অপরের নিকটে আমাদের অনেক শিক্ষা করিবার আছে। আমাদের যাঁহারা বিপক্ষ তাঁহারা গ্যামেলাইলের মত বলুন যে, ব্রাহ্মদিগকে পৃথক্ থাকিতে দাও, ইহাদের কার্য্য যদি মনুষ্যের কার্য্য হয় তবে ইহা আপনি বিনষ্ট হইবে, কিন্তু যদি ইহা ঈশ্বরের হয় তবে কেহই ইহার প্রতিরোধ করিতে পারিবে না; খ্রীষ্টের শিষ্য-দিগের নিকট পবিত্রাত্মার আবির্ভাবের দিন স্মরণ কর। ইহা কি সম্ভব নয় যে,

ঈশ্বর প্রথমে কেবল অল্প আলোক ভারতের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন? আমরা কোন মনুষ্যের দ্বারা চালিত হইতেছি না। যেখানে উৎসাহ আন্দোলন মত্ততা সেইখানেই ঈশ্বরের আবির্ভাব বর্ত্তমান। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজ যে দিকেই গমন করুক, যে আকারই ধারণ করুক, আমরা সত্যের অনুগামী হইয়া থাকিব। সত্যই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ ইহার পূর্ণ আদর্শের বিকৃত অনুকরণ মাত্র, ইহাতে আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। কোথায় আমাদের স্বর্গরাজ্য, কোথায় বা সেই প্রেমের পরিবার? যাহা আমরা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম পৃথিবীকে দিব বলিয়া তাহা কোথায়? বিবাদ বিরোধে আমাদের সমাজ দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছে। অনেক দোষ অপরাধ পাপ ত্রুটি দেখিতে পাইতেছি। বিনীত ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া এখন সকলে অগ্রগামী হও। হিন্দু খ্রীষ্টীয়ান্ সকলের পদতলে বসিয়া শিক্ষা কর। অহঙ্কার করিবার আমাদের কিছুই নাই। ঈশ্বর আমাদিগকে যে দিকে লইয়া যান, সেই দিকে চল। চল, সকলে সাহস ও আশার সহিত উন্মত বীরের ন্যায় আমরা অগ্রসর হই, শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু দান করিয়া জীবনকে সার্থক করি। সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইব, একস্থানে স্থির থাকিব না। সৈন্যাধ্যক্ষের অধীন যোদ্ধার ন্যায় সকলে রণসজ্জা কর, উৎসাহানলে প্রজ্বলিত হও, সাহসী বীর পুরুষের ন্যায় প্রধাবিত হও, পশ্চাদ্গামী হইও না। অপ্রতিহত বীরত্বের সহিত অগ্রসর হও, প্রভূত উৎসাহশিখা উত্থাপিত কর, জীবন্ত অগ্নির তেজে তেজস্বান হও এবং সেই অগ্নিকে স্থায়ী কর। স্ত্রী এবং পুরুষ, যুবা এবং বৃদ্ধ! সকলে ঈশ্বরের বলে বলীয়ান্ হও। এমন আমি বলিতেছি না যে, যাহা কিছু অভিব্যক্ত হইল তাহাতে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেরই সহানুভূতি থাকিবে। আমাদের সমাজের লোক সংখ্যা অধিক নয়, সেই জন্য অনেকে বলিতে পারেন উহা দ্বারা কোন উপকার হইবে না। হে ঈশ্বর! হে পিতা! তুমি জীবিত আছ, তোমার কার্য্য তুমি দেখ। এই সকল তোমার সন্তানগণ এখানে উপস্থিত আছেন। তোমার নাম যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে মহিমান্বিত হউক, যাহাতে আমরা মতভেদ স্বত্ত্বেও পরস্পরকে ভাল বাসিতে পারি এমন প্রেম তুমি আমাদিগকে দাও। হে ঈশ্বর! তুমি আমার নিকটে এস। আমরা সকলে আপনাপন স্থানে যাইতেছি, এ সময়ে এ গৃহের

মধ্যে তুমি আমাদের সকলের সঙ্গে থাক। এস পিতা! আমাদের হৃদয়মধ্যে তুমি এস, এবং আমাদিগকে একত্রিত কর। স্বদেশবাসী, ইউরোপবাসী, ধনী, দরিদ্র সকলকে তোমার আশ্রয়ে তোমার পরিবার মধ্যে একত্রিত কর। যে কোন স্থানে সেই নিকেতন হউক তথায় আমাদিগকে আশ্রয় দাও। পূর্ণ বিশ্বাস ও মনের সহিত আমাদিগকে তোমার অনুগামী কর। এক্ষণে হে নরনারীগণ! আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর, হিন্দুগণের ঈশ্বর, এবং জগতের ঈশ্বরের হস্তে আমি তোমাদিগকে সমর্পণ করি। তিনি চিরদিন তোমাদিগকে সুখে রক্ষা করুন।"

বক্তৃতাকালে সকলের মনে উহার ক্রিয়া কি প্রকার প্রকাশ পাইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের সত্তাসম্বন্ধে যখন বক্তা আত্মমত ব্যক্ত করিতেছিলেন এবং এক একবার ঊর্দ্ধনেত্রে প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখনকার গাম্ভীর্য্য ও জীবন্ত ভাব স্মরণ করিয়া আমরা এখনও উৎসাহিত হইতেছি। বাস্তবিক সেই নিস্তব্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বিদ্যমানতা তখন বিশ্বাসিমাত্রেই অনুভব করিয়াছিলেন। তৎকালকার সেই সুগম্ভীর দৃশ্য ধর্ম্মোৎসাহ প্রজ্বলিত করিবার যেমন অনুকূল অবস্থা এমন আর অতি অল্পই আছে। অনুমান দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা হইয়াছিল, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ শ্রান্তি বোধ করেন নাই, অন্যান্য বারের বক্তৃতা সাধক কিম্বা ব্রাহ্মসাধারণের রুচিপ্রদ হয়, এবার সর্ব্বসাধারণের সন্তোষকর হইয়াছে। দুই এক জন খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজক ব্যতীত প্রায় সকলেরই মুখে সহানুভূতি ও অনুমোদনের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রথমভাগটী ঈশ্বরের সত্তাতে বিশ্বাসবিষয়ে সুন্দর উপদেশপূর্ণ। শেষভাগে উদারতা, বিনয, সরলতা এবং উন্নতির জন্য ব্যাকুলতা যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল।" ফলতঃ এবার সর্ব্বসাধারণের সন্তুষ্টিলাভের কারণ যথেষ্ট ছিল। ভারতবর্ষ সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শনবিষয়ে সকল দেশের সকল জাতি হইতে বিশেষ। এই বিশেষ ভাবটি এবারকার বক্তৃতায় বিষদরূপে বিবৃত হইয়াছিল। বৈদিক, বৈদান্তিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ ভাব এমন করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছিল যে, ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সকলেরই তাহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হইবার বিষয়। বেদান্ত যদিও সাধারণের নিকট নীরস তথাপি উহা পরমাত্মতত্ত্বপ্রকাশ দ্বারা পরব্রহ্মকে কিরূপ সকলের অন্তরস্থ নিকটস্থ করিয়া

দিয়াছে, কেশবচন্দ্র তাহা প্রদর্শন পূর্ব্বক উহার নীরসত্ব সর্ব্বথা অপনীত করিয়াছেন। বৈদিক সূক্তের মধ্যে প্রাকৃতিকশক্তির পূজা এই বলিয়া ইহার প্রতি সকলের অনুরাগ নাই; কিন্তু বেদ ঈশ্বরকে পিতা ও সখা বলিয়া, এবং তাঁহার সহিত "সখিত্বের মধুরত্ব" বর্ণন করিয়, সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের মাতৃভাব অভিব্যক্ত করিয়া—"ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা"—সাক্ষাৎ মধুব সম্বন্ধ স্থাপন কবিয়াছে, ইহা দেখাইয়া তৎপ্রতি বিরাগ কেশবচন্দ্র অপনয়ন করিয়াছেন। পৌরাণিক ধর্ম্ম এদেশে পৌত্তলিকতার কারণ হইয়াছে, এজন্য উহা ব্রহ্মজ্ঞমাত্রেরই বিদ্বেষেব বিষয় হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কেশবচন্দ্র পৌরাণিকগণের ভক্তি প্রেম অনুরাগ বেদান্তের পরব্রহ্মে স্থাপন করিতে হইবে দেখাইয়া পুরাণের দোষ লঘু করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্রের চিত্ত ঈশ্বরের পাদপদ্মের জন্য প্রলুব্ধ। সুতরাং এবারকার উৎসবের উপদেশ সেই ভাবই ব্যক্ত কবিতেছে। "ভক্ত যিনি তিনি পদ্মপ্রিয়, তিনি পদ্মপ্রয়াসী, ফুলের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত লোভ। পুষ্পলোভী ভক্ত পুষ্প লাভ করেন ইহা তাঁহার ইচ্ছা। কোন্ পুষ্পেব কথা বলিতেছি? পৃথিবীর ফুল নহে। ফুলেব ফুল কি? ঈশ্বরের পাদপদ্ম। সেই পাদপদ্মের লোভে লোভী হইয়া দিন দিন তাঁহার হৃদয়ের উন্নতি হইল কি না ভক্ত ইহাই দেখেন। সেই উন্নতি কিসে? সেই লোভ বাড়িতেছে কি না তাহা জানিলেই সেই উন্নতি জানা যায়। ধর্ম্ম একটি পুষ্পোদ্যান, ইহার মধ্যে আপনাকে কৃতার্থ করিবেন ইহাই ভক্তের হৃদয়ে একমাত্র ইচ্ছা। এই উদ্যানের পুষ্পই তাঁহার বসিবার একমাত্র স্থান। আর দ্বিতীয় স্থান নাই। ভ্রমবের ন্যায় উড়িয়া গিয়া সেই স্থানেই তিনি বসেন। কবিত্বেব কথা বলিতেছি ক্ষমা করিবে; সেই ভ্রমর উড়িয়া উড়িযা ঐ চরণপদ্মের উপব বসে, আবার উড়ে আবার বসে। চরণপদ্ম কেন বলা হইল? বাস্তবিক আমাদের ঈশ্বরের কি চরণ আছে? যিনি নিরাকার তাঁহার আবার চরণ কোথায়? চরণপদ্মের উপমা দেওয়া হইল, তবে মনের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক তাহা কি বলিব না? মন যদি মধুপ্রিয় না হয় পদ্ম ফুটিলই বা, তাহার মধ্যে মধু রহিলই বা আমার কি, আমার ভ্রাতা ভগিনীব কি? সম্পর্ক আছে বলিয়াই যেখানে পুষ্প সেখানে ভ্রমর আসিবেই। হয় বল সৌরভযুক্ত কিছু নাই, তাহা হইলেই আমরা চলিয়া যাইব, কিন্তু যদি ব্রহ্মের উদ্যান থাকে, আর যদি

সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর একটি পদ্ম ফুল ফুটিয়া থাকে, সেই বিকসিত পদ্ম দর্শন করিবার জন্য কার প্রাণে লোভ না হইয়া থাকিতে পারে? মনোলোভা সে পরমেশ্বরের পাদপদ্মের শোভা যদি আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করে আমি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবই পড়িব। আমাদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্যই ঈশ্বর *তাঁহার বাগান খুলিয়া দিয়াছেন। সেই উদ্যানের পুষ্পের এমনি লাবণ্য যে,* তাহা দেখিলে আর অন্যদিকে চক্ষু যায় না। চক্ষু যদি থাকে সেই সৌন্দর্য্য দেখুক। ব্রাহ্ম, তুমি সেই সুন্দর পুষ্প দেখিয়াছ কিনা? যদি দেখিয়া থাক তবে তুমি সেই ফুল দেখিয়া মত্ত হও নাই, এই অসার কথা মানিব না। হয় বল তোমার বাগানে ফুল ফুটিয়াছে, সেই ফুল উৎসবের দিন আরো বিস্তৃত হইয়া অতুল সৌন্দর্য্য এবং সুমধুর সৌরভ বিতরণ করিতেছে; নতুবা বল তোমার বাগানে ফুল ফুটে নাই। তুমি বলিতেছ, আমি সেই ফুল দেখিয়াছি, কিন্তু ভাই, তোমাকে বিশ্বাস করি না, তাহা হইলে তোমার চক্ষু এমন হইত না, তোমার চক্ষে শুষ্কতা থাকিত না। প্রসন্নতা তোমার চক্ষে নাই। আর একটি ভাই, তুমি আমোদের স্থান হইতে আসিলে, তোমার প্রাণে হাত রাখিয়া আমার আরাম হইল, তুমি ঐ ফুল দেখিয়াছ কিনা তোমাকে এজন্য জিজ্ঞাসা করিবার আর প্রয়োজন রহিল না। যোগী ভাই, ঋষি ভাই, তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছি, তুমি সেই ফুল দেখিয়া মোহিত হইয়াছ। পদ্মফুল না দেখিলে প্রাণ প্রফুল্ল হয় না। উদ্যানবাসী তুমি আমি বুঝিলাম.........।" আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই, এই অংশ হইতেই *পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন,* কেশবচন্দ্র প্রেমভাব পথে কতদূর আরোহণ করিয়াছেন।

সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন।

উৎসবের পর সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন এবারকা'র একটি বিশেষ ব্যাপার। কেশবচন্দ্র যখন যে ভাবে ভাবুক হন, অপরকেও সে ভাবে ভাবুক করিয়া থাকেন ইহা আমরা পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছি। তাঁহাতে যখন ভক্তিসঞ্চার হইল, তখন তাড়িতপ্রবাহের ন্যায় সেই ভক্তির বাহ্যবিকাশ সমুদায় মণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এত দূর হইল যে, যে সকল ভক্তির লক্ষণ তিনি আপনি বাহিরে প্রকাশ পাইতে দেন নাই, ভক্তিকে দৃঢ়মূল করিবার জন্য অন্তরের গভীরতম স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সকল লক্ষণ অচতুর সাধকগণের মধ্যে অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইল। কিন্তু উহাদের মূল গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হয় নাই জন্য উহারা শীঘ্রই অনেকের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। এই ব্যাপার কি প্রদর্শন করিতেছে? ভক্তিসম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, অন্যথা উহা ভক্ত্যাভাস হইয়াও ভক্তিরূপে পরিচিত হইতে পারে। কেশবচন্দ্রে যোগের সঞ্চার হইয়াছে, বন্ধুগণও ধ্যান চিন্তায় রত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ভিতরে যোগ ছড়াইয়া পড়ে নাই। কেশবচন্দ্র আপনি এ সম্বন্ধে জীবনবেদে বলিয়াছেন, "ভক্তি ও যোগ উভয়ের প্রতিই আমার দৃষ্টি পড়িল; সাধনে প্রয়াস জন্মিল। মনে হইল ভক্তিযোগ ব্যতীত ব্রাহ্মজীবন কোন কার্য্যেরই নয়। ভক্তির রঙ্ দেখাইবামাত্র শত সহস্র লোকে সেই রঙে অনুরঞ্জিত হইল; ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির রঙ্ বিস্তৃত হইল। ভক্তির লাল রঙ্ যখন আমার হইল, তখন ভাই বন্ধুরাও খোল বাজাইয়া সংকীর্ত্তন করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভাবে গদগদ হইলেন। ভক্তি তাঁহাদের খুব হইল। যোগ তত শীঘ্র হইল না। যোগ কিছু শক্ত; সাধন শক্ত, মন্ত্র শক্ত, নিজে বোঝাও শক্ত। আজ পর্য্যন্ত ইহাকে দুর্ল্লভ বলা যায়। যাঁহারা এই দুর্ল্লভ যোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা অপরকে ইহা দিতে পারেন না। ভক্তি একজনের হইলে আর দশ জনের হইবে। যোগ এত শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে না। এক শতাব্দী মধ্যে প্রায় দুই পাঁচটি যোগীর দৃষ্টান্ত দেখা যায়।" দুর্ল্লভ যোগ যাহাতে সকল লোক

সাধন করিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষাদান প্রয়োজন কেশবচন্দ্রের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছে। শ্রেণীবন্ধন ব্যাপার অতি গুরুতর। ইহাতে অনেক ব্যক্তির মনে অনেক প্রকারের বিরুদ্ধ ভাব উৎপন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, পরে তাহা হইয়াও ছিল। এ জন্য কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেওয়া স্থির করিলেন। তিনি এ বিষয়ে প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন, এবং এই বিজ্ঞাপনানুসারে ৫ ফাল্গুন, ১৮৯৭ শকে (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬) বুধবারে কলিকাতা স্কুল গৃহে "ঈশ্বর তাহাদিগকে ডাকিয়াছেন এবং তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন" (The Lord called them and classified them) এ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিন শতের অধিক লোক বক্তৃতা শ্রবণ করিতে উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব এই প্রকার বক্তৃতায় সার দিয়াছেন ;—

"তিনি ব্রাহ্মদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, ঈশ্বর আমাদিগকে যে স্বাভাবিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার উন্নতিসাধন ই পরিত্রাণ। যাহারা মনুষ্যকে জন্মপাপী বিকৃতস্বভাব বলে তাহাদের মতে যাহা কিছু সেই স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, সমস্তই বিকৃত। কিন্তু আমি তাহা বলি না, স্বভাবের উৎকর্ষসাধনই ধর্ম্ম, অলৌকিক আশ্চর্য্য ক্রিয়া যাহা কিছু তাহা উচ্চ প্রকৃতির ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতার্থে ধর্ম্মকে শিক্ষা বলা যায়। ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বভাবের অনুসরণ করিতে পারিলেই ধর্ম্মপালন করা হইল। কিন্তু তিনি যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কতকগুলি সাধারণ গুণ দিয়াছেন, তেমনি বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক ক্ষমতাও দিয়াছেন। বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য সকলকে অগ্রে সাধারণ বিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়, তৎপরে যাঁহার যাহাতে অভিলাষ তিনি সেই শাখা অবলম্বন করেন। কেহ ডাক্তার, কেহ উকিল, কেহ ইঞ্জিনিয়ার হন। সাধারণ গুণ ও ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে কোন একটী বিশেষ বিষয়ে অনুরাগ প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে। এইটী স্বাভাবিক। যিনি সেই সেই বিষয়ের পরিচালনা করেন, তিনি তদ্বিষয়ে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। এই বিশেষ গুণকে কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে যেমন, ধর্ম্মশিক্ষাসম্বন্ধেও তেমনি প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রাকৃতিক নিয়মে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে। এইটী বুঝিয়া লইয়া যিনি ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হন, তিনি অবশ্যই পূর্ণমনোরথ হইবেন

সন্দেহ নাই। ঈশ্বর আমাদিগকে নানাপ্রকার অজ্ঞানতা কুসংস্কারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছেন, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু এ আসা কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র। যথার্থ শিক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই। যাঁহার মনের গতি যে দিকে বেশি প্রবল, তিনি যদি সেই দিকে যাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে পরিশ্রম সফল এবং জীবন গঠিত হইবে। যাঁহার ভক্তি প্রেমের দিকে গতি, তিনি ভক্ত হইয়া সদা সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দরসসাগরে মগ্ন থাকিতে যত্ন করুন। যিনি ধ্যান ধারণা যোগ বৈরাগ্য দর্শন শান্তি ভাল বাসেন তিনি কঠোর তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা যোগসাধনে প্রবৃত্ত হউন। যিনি কেবল সৎকার্য্যের দ্বারা জনসমাজের উপকার করিতে অভি-লাষী তিনি সেবকের পদ গ্রহণ করুন। আপনার অন্তরে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া যিনি যে বিভাগে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হন তিনি তাহা দ্বারাই মুক্তিলাভ করিবেন। কিন্তু অগ্রে নিজ স্বভাব পাঠ করিয়া সেটী উত্তমরূপে বুঝা চাই। এখানে প্রচারক এবং সাধারণের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ঈশ্বর যাঁহাকে যে বিষয়ে পারগতা এবং উপযুক্ততা দিয়াছেন তাহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পাদন করেন ইহা তাঁহার ইচ্ছা। স্বভাবের গতি দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে হইবে। এক জনের ধ্যান করিবার শক্তি নাই, চক্ষু মুদ্রিত করিলেই সে অন্ধকার দেখে, কিন্তু সেবার কার্য্যে তাহার উপযুক্ততা আছে, এমন স্থলে সে ব্যক্তি যোগী হইতে চেষ্টা না করিয়া সেবক হউক। যাহার ভিতরে ভক্তি প্রেমের স্বাভাবিক মত্ততা নাই সে কখন ভক্ত হইতে পারে না। যদি চিত্তসংযত হইয়া থাকে তবে সে যোগী হউক। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইলে প্রত্যেকে আপনাপন স্বভাবে স্থির থাকিতে পারেন; তাহাতে উন্নতিও হয়। কিন্তু এ প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইলেই প্রকৃতরূপে ধর্ম্মসাধন হইবে তাহা বলা যায় না। ইহার অপব্যবহার হইতে পারে। এ দেশে ছদ্মবেশী যোগী বৈরাগী ভক্তদিগের কুৎসিত ব্যবহার কপটাচরণ অনেক আছে। এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। পবিত্রতাকে মূলভূমি করিয়া তিনি যে পথে যে আশ্রম অবলম্বন করিতে চাহেন তাহা করিবেন। সম্ভবমত জীবনকে বিশুদ্ধ না করিয়া কেহ যেন এ পথের পথিক হইতে চেষ্টা না করেন। পবিত্রতার অভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে অনেকানেক যোগী বৈরাগী ভক্ত সেবক ধর্ম্মের নামে

কত অধর্ম্মাচরণ করিতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যিনি যে শ্রেণীর উপযুক্ত হইবেন তাঁহাকে সেই শ্রেণীতে বদ্ধ করা হউক। অভাবপক্ষে দিনান্তে একবার উপাসনা করা এবং সচ্চরিত্র হওয়া চাই। তিনি যে শ্রেণীতে থাকিতে চাহেন জীবনের দ্বারা তিনি বিশেষরূপে তাহার পরিচয় দিবেন। ইহাতে ছোট বড়, অহঙ্কার অভিমান কিছু থাকিবে না। ঈশ্বর যাঁহাকে যে কর্ম্মের উপযুক্ত করিয়াছেন তাঁহাকে তজ্জন্য মান্য করিতে হইবে।"

সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন বক্তৃতার পর ৭ ফাল্গুন শুক্রবার আশ্রমে উপাসনান্তে শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবী পরিচারিকা ব্রতের সংযম বিধি গ্রহণ করেন। তদনন্তর সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত যোগশিক্ষার্থ এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভক্তিশিক্ষার্থ আবেদন করেন। গোস্বামী মহাশয়ের চলচিত্ততা কেশবচন্দ্র বিশেষ অবগত ছিলেন; অধিকন্তু তিনি হৃদ্‌রোগের জন্য মরফিয়া সেবন করিতেন। কেশবচন্দ্র বলেন, ভক্তিপথের পথিক হইলে বিশ্বাসের নিতান্ত দৃঢ়তা চাই, তাঁহাকে বিশ্বাসসম্বন্ধে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে, অন্যথা ভক্তি বিকারগ্রস্ত হইবে *। ইহা ছাড়া তিনি যে মাদক সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে মাদক সেবন হইতে বিরত হইতে হইবে, অন্যথা তিনি ভক্তিপথে গৃহীত হইতে পারেন না। ভক্তিশিক্ষার জন্য আবেদনকারী দুই নিবন্ধনেই † সম্মতি দান করিলেন। ১৩ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার প্রাতে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ গৃহে

---

* ভক্ত্যর্থীর প্রতি প্রথম উপদেশে এই উদ্দেশেই বলিয়াছেন,—"ভক্তি বিশ্বাসমূলক। ভক্তির ভিতরে বিশ্বাস চাই, বিশ্বাস বিনা ভক্তি হয় না। কারণ ভক্তির প্রধান অবলম্বন দয়া ও মঙ্গলভাব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্যের ধারণা বিশ্বাস ভিন্ন হয় না।" "ভক্তির মূল স্থির চাই, ভক্তির মূল ঠিক করা উচিত। যে ভক্তি প্রকৃত মূলে স্থাপিত নহে তাহা দুই পাঁচ বৎসর মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।" গোস্বামী মহাশয়ের সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের ভবিষ্যত বাণী পূর্ণ হইতে পাঁচ বৎসরের প্রয়োজন হয় নাই, দুই বৎসরের মধ্যেই পূর্ণ হইয়াছে।

† শেষ নিবন্ধন (মাদক সেবন ত্যাগ) শেষ সময়ে তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। লুকাইয়া লুকাইয়া অন্যায়রূপে গৃহীত অর্থের দ্বারা মাদক দ্রব্য ক্রয় করিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যাপার প্রকাশ পাওয়াতে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাগআঁচড়া গিয়া বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়।

প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপন হইলে, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহাদের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। একদিকে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি কাষ্ঠাধারের উপরে রাশীকৃত সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় প্রচারকবর্গকে আচার্য্য কেশবচন্দ্র দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন, সকলেই দণ্ডায়মান হইলেন। উপাধ্যায় নিম্নলিখিত ভক্ত্যর্থীর জন্য সপ্তদশ এবং যোগার্থীর জন্য ষোড়শ সংযম বিধিসংস্কৃতে পাঠ করিলেন।

প্রাতঃসংস্মরণং স্নানং নামশ্রবণকীর্ত্তনে।
উপাসনা চ গ্রন্থেভ্যো বিবিধেভ্যো ধৃতস্য চ॥
ভক্তিসম্বন্ধিনঃ শ্লোকাখ্যানাদেঃ পাঠএবচ।
রন্ধনঞ্চান্নদানঞ্চ দরিদ্রভরণার্থকম্।
ভক্তানাং প্রাণিনাং সেবা তরুগুল্মাদিকস্য চ।
আহারোহন্যহিতার্থঞ্চ শ্লোকাদেঃ পঠিতস্য চ॥
আবৃত্তিঃ সংপ্রসঙ্গশ্চ বহুশি স্তবকীর্ত্তনম্।
প্রার্থনা কীর্ত্তনং দেশে সজনে ভক্তসন্নিধৌ।
আশীর্যাচনমেতানি সংযমে ভক্তিসিদ্ধয়ে॥
ইতি সপ্তদশ ভক্তিসংযমাঙ্গানি।

প্রাতঃসংস্মরণং স্নানং নামশ্রবণমেব চ।
উপাসনা চ শ্লোকাদের্যোগসম্বন্ধিনস্তথা॥
পাঠশ্চ বিবিধগ্রন্থাৎ রন্ধনং দানমেব চ।
অন্নানাং সুদরিদ্রায়, সেবা চ পশুপক্ষিণাম্॥
তরুগুল্মাদিকানাঞ্চ ভোজনং পঠিতস্য চ।
শ্লোকাদেশ্চিত্তশুদ্ধিশ্চ পরেষাং পঠনং পুনঃ॥
সংপ্রসঙ্গস্তপস্যা চ ধ্যানং দেশে চ নির্জ্জনে।
সঙ্গীতঞ্চ স্তবশ্চৈব ভক্তাশীর্ব্বাদযাচনম্॥
যোগাভ্যাসো নিশীথেহত্র সংযমে যোগসিদ্ধয়ে॥
ইতি ষোড়শ যোগাভ্যাস সংযমাঙ্গানি।

* (১) প্রাতঃস্মরণ, (২) প্রাতঃস্নান, (৩) নাম শ্রবণ, (৪) নামগান, (৫) উপাসনা, (৬) বিবিধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ভক্তিবিষয়ক শ্লোকাদি পাঠ, (৭) রন্ধন, (৮) দরিদ্রকে অন্ন দান, (৯) ভক্তসেবা, (১০) পশুপক্ষিসেবা, (১১) বৃক্ষলতাদিসেবা, (১২) আহার,

ভক্তি ও যোগের এই সংযম ব্রতের নিয়ম পঠিত হইলে, ইঁহারা সংযম ব্রত স্বীকার করিয়া তৎপালনে পরম দেবতার আলোক ও সহায়তা ভিক্ষা করিলেন। তৎপর ভক্তি শিক্ষার্থী আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ভক্তিধর্ম্মশিক্ষার্থী হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দয়াময় ঈশ্বর আমার শুভসঙ্কল্প সিদ্ধ করুন।" উপস্থিত প্রচারকমণ্ডলী সকলে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "আমরা সকলে ভক্তিশিক্ষার্থী ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" এইরূপ যোগশিক্ষার্থী বলিলেন, "আমি যোগধর্ম্মশিক্ষার্থী হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দয়াময় ঈশ্বর আমার শুভসঙ্কল্প সিদ্ধ করুন।" প্রচারকমণ্ডলী বলিলেন, "আমরা সকলে যোগশিক্ষার্থী প্রচারককে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" পরিশেষে আচার্য্য কেশবচন্দ্র নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিতে ব্রতার্থিদ্বয়কে ব্রত দান করিলেন;—

"তোমরা দুইজন এক সময় সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলে। থাক্ পড়িয়া থাক্ সংসার একথা বলিয়া তোমরা সেবার চলিয়া গিয়াছিলে। সেবার বাহ্যিক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এবার সামাজিক সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাও। অন্তরের সংসার অন্তরের পাপ বিকার পড়িয়া থাক্, এই কথা বলিয়া চলিয়া যাও। এবার উপাসনার ভিতরে তোমরা গভীর সাধনে নিযুক্ত হইবে। তোমরা এখনও ভাল করিয়া ঈশ্বরকে দেখ নাই, সেই প্রসন্ন পরমেশ্বরকে দেখ নাই, যাঁহাকে দেখিলে আনন্দসাগরে পরম যোগী পরম ভক্ত ভাসেন, যাঁহার সৌন্দর্য্য সর্ব্বদাই ভক্তদিগকে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছেন, যেখানে সেই গম্ভীর বিধানের পরমদেবতা স্বহস্তে কার্য্য করিতেছেন বুঝিতে পারা যায়। এই বিধানের আদিবর্ণ হইতে শেষ বর্ণ পর্য্যন্ত সমস্ত পরমেশ্বরের হস্তের। ইহাতে কিছুমাত্র মানুষের কৃত্রিম ব্যাপার নাই। সেই শাস্ত্র কোথায়? সেই বিধান কোথায়?

---

(১৩) প্রাতঃকালে পঠিত শ্লোকাদি পরহিতার্থ পুনরাবৃত্তি, (১৪) সংপ্রসঙ্গ, (১৫) নির্জ্জনে স্তব ও কীর্ত্তন, (১৬) সজন প্রার্থনা ও কীর্ত্তন, (১৭) ভক্তদিগের নিকটে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা।

যোগের সংযম বিধিতে 'নামগান' নাই, 'ভক্তি বিষয়ক শ্লোকাদি' স্থলে যোগবিষয়ক শ্লোকাদি পাঠ; 'নির্জ্জন স্তব ও কীর্ত্তন' স্থলে নির্জ্জনে ধ্যান ও তপস্যা 'সজন প্রার্থনা ও কীর্ত্তন' স্থলে সঙ্গীত ও স্তব, 'ভক্তসেবা' স্থলে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে যোগাভ্যাস বিশেষ।

সেই ঈশ্বর কোথায়? সম্মুখে তাকাইয়া দেখ। বহু দূরে এই পথ অতিক্রম করিয়া যখন তোমরা সেই স্থানে যাইবে তোমাদের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইবে।

"বিজয় এবং অঘোর, তোমরা সেখানে গিয়া দেখিবে, তোমাদের ইচ্ছা হইবে আবও উচ্চতর কোন ধামে গিয়া উপস্থিত হই। উপাসনা কেবল তীর্থ-ভ্রমণ। কতক দূরে গিয়া দেখি, আবাব সব ফেলিয়া যাইতে হইবে। এরূপে কতবার যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে, কত বার শেষ করিতে হইবে, তাহার সীমা নাই। তোমাদিগকে আজ আদর করিব না, বড় লোক বলিয়া সম্মান করিব না। তোমাদিগকে ক্ষুদ্র কীট বলিয়া তোমাদের ভ্রাতা ভগিনীদের পদতলে ফেলিয়া দিতেছি। তোমাদিগকে রাজবেশ দিব না, ধার্ম্মিকদের মধ্যেও গণ্য করিব না। ব্রতদান তোমাদিগকে বড় করিবার জন্য নহে। তোমাদের স্থান ভ্রাতাদের মস্তকেব উপরে নহে, কিন্তু সকলের পদতলে। যত বার তাঁহাদিগকে দেখিবে, তত বাব তাঁহাদের চবণ প্রথমে দেখিবে। সেবাব বিষয় আগে ভাবিবে, সেবার জন্য তোমবা ভৃত্য হইয়াছ। তোমবা চিরকাল বিনয়েব দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ইন্দ্রিয়সংযম অতি কঠিন কার্য্য; কিন্তু যে ইন্দ্রিয সংযম না করে সে মরে। যদি রসনা শুদ্ধ না হয়, হস্ত পবিত্র না হয়, শুদ্ধাচার না হও, সকলই বৃথা। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া বলিবে, দূর হও কামরিপু, দূর হও ক্রোধ, দূর হও লোভ, দূর হও অহঙ্কার, দূব হও অসূয়া দ্বেষ, দূর হও সংসারচক্র, দূর হও মনঃকষ্ট, দূর হও স্বার্থপরতা, ব্রহ্মবলে বলী হইয়া এই কয়টীকে প্রতিদিন দূর হও বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে, তপস্যাভূমির নিকটে আসিতে দিবে না। ব্রহ্ম শিখাইবেন কিসে এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। এইরূপে ইহাদিগকে যদি দমন কবিতে না পাব তোমাদেব পুবাতন বন্ধু পাপ তোমাদিগকে সংসারের দিকে টানিবে। ঈশ্বর করুন একপ না হয়। প্রবল রিপু জয় করা উপহাসেব কথা নহে। মিথ্যাবাদী, কামী, ক্রোধী, লোভী, স্বার্থপর, ইহাদের যোগে অধিকার নাই। সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বব সাক্ষী হইলেন, এই দুইজন সমুদায় রিপু বিনাশ করিবাব জন্য সঙ্কল্প করিল। পবের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, আপনার শরীব মন কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হয়, ঈশ্বর স্বয়ং সহায় হইয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। তোমবা জান না, আমিও জানি না, ঈশ্বরই জানেন, কিসে মন দমন হয়। পৃথিবীমধ্যে সার কর্ম্ম মন দমন করা। স্বর্গ

হইতে বিশুদ্ধ অগ্নি আসিয়া হৃদয়ের মলা পরিষ্কার করিয়া দেয়। একান্ত মনে নির্ভর করিয়া থাক, রিপুকুল বশীভূত হইবে। হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এক জন যোগ এক জন ভক্তি অনুসরণ করিবে। প্রণালী বিধি ঈশ্বর জানেন,তোমরা জান না, আমি জানি না; তিনি প্রসন্ন হইয়া উহাপ্রকাশ করেন। আমি জানাইব তোমাদিগকে যখন তিনি শুভবুদ্ধি প্রকাশ করিবেন। তাঁহার মন্ত্র, আমার কথার দ্বারা তোমাদের কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিবে। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিবে। যেখানে কণ্টক, সেখানে নিশ্চিত অপবিত্রতা, স্ত্রী হউন, সন্তান হউন, সহোদর হউন, আপনার ব্রাহ্ম ভ্রাতা হউন, আপনারব্রাহ্মিকা ভগ্নী হউন, বিষবৎ সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যে কার্য্য করিলে যাহাদের সঙ্গে যোগ দিলে ভক্তিপ্রসঙ্গ ভঙ্গ হয় সেই কার্য্য ও তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যদি দশদিন কি এক মাসকালও একাকী থাকা আবশ্যক মনে কর, একাকী থাকিতে হইবে। প্রলোভনকে বিষধর জানিয়া সাবধানে তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখিবে। অন্যে যদি কিছু না করে, তবু তোমাদের ব্রত পালন করিতেই হইবে। মন যদি তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে অস্থির হয়, তোমাদের মহাপাপ হইবে। চিত্তের অস্থিরতা, অবিশ্বাস, নিরাশা মহাপাপ। দ্বিতীয় মহাপাপ পুরাতন পাপ পোষণের ইচ্ছা। সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপ অবিশ্বাস। পরস্পরের কাছে এমন ভাবে থাকিবে যে, অন্যে বাধা দিলে 'আমরা ব্রত পালন করিব না' একপ নির্ব্বন্ধ কদাপি করিবে না। এই নিগূঢ় বিধি সর্ব্বদা অপরাজিতচিত্তে পালন করিবে। যদি আদেশ পাইয়া তাহা লঙ্ঘন কর, যদি ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, মহাপরাধ হইবে। অন্য প্রকার যদি অসদাচরণ হয় তথাপি ব্রত লঙ্ঘন করিবে না। অন্য পাঁচ প্রকার দোষ আছে বলিয়া, বিধি—যাহা বাঁচিবার উপায় এবং ঔষধ—তাহার প্রতি কখন যেন কোন প্রকার অযত্ন এবং অবহেলা না হয়।

"ভক্তির অনেক প্রণালী এবং অনেক লক্ষণ আছে। চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িবে, নাম শুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য করিবে, পাঁচ জন ভক্ত একত্র হইয়াছেন ইহা দেখিবামাত্র আনন্দিত হইবে। নামে ভক্তি, প্রেমে ভক্তি এ সমুদায় ভক্তের লক্ষণ। প্রমত্ত হওয়া, বিজয়, তোমার জীবনের অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা মনে করিবে। সামান্য নাম উচ্চারণ করিবামাত্র তোমার হৃদয়ে প্রেম উথলিত হইবে। দিবসে রাত্রিতে ভক্তি তোমার স্বর্গ হইবে। ভক্তিতে আহ্লাদিত হইবে। চিরপ্রসন্নতা ভক্তের লক্ষণ।

"যোগধর্ম্মশিক্ষার্থী অঘোর, তুমি চক্ষু নিমিলন করিয়া এমনি ভাবে যোগাভ্যাস করিবে যে, শেষে চক্ষু উন্মীলন করিলেও সেই ভাব থাকিবে। ঘোর অন্ধকার দ্বিপ্রহর রজনীতে যোগের নিগূঢ়তা অনুভব করিবে যে, তোমার সমস্ত প্রাণের স্রোত ভিতরে যাইবে। তুমি এখনও সে প্রকার যোগ কর নাই, যাহাতে সকল অবস্থাতে যোগ থাকে। যোগের এমন অবস্থা আসিবে যখন ধ্যান না করিলেও যোগ থাকিবে। যোগেশ্বরের শান্ত প্রশান্ত সুগম্ভীর মুখ তুমি দেখিবে। নিমীলিত নয়নে ক্রমাগত বৎসর বৎসর তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে তোমার চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তখন অন্তরে বাহিরে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। পরমহংসের ন্যায় এই বিবর্ণ অসার জগতের মধ্যে থাকিয়াও সেই নিত্য পদার্থ দর্শন করিবে। এই সংসারমধ্যে হংসের ন্যায় কেবল সার গ্রহণ করিবে।

তোমরা দুইজনে এই স্বর্গ গ্রহণ কর। তোমাদের চারিদিকে যাঁহারা বসিয়া আছেন, তোমাদের সঙ্গে তাঁহাদের কিছু ব্যবধান রহিল। তোমাদের ভিতর দিয়া যাহা কিছু জ্যোতির বার্ত্তা আসিবে তাঁহারা তাহাতেই শিক্ষা লাভ করিবেন।

আমিও ব্রত গ্রহণ করিলাম না, আমিও তোমাদের নিকট শিক্ষা করিব। শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিব, শিক্ষা দিয়া শিক্ষা করিব *। এই প্রকার ধর্ম্মজ্ঞান

---

* এই অংশে কেশবচন্দ্র আপনার ভিতরকার কথা বলিয়াছেন। স্বর্গগত ভ্রাতা যদুনাথ ঘোষ ধর্ম্মতত্ত্বে যোগভক্তির উপদেশ পাঠ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হন। তিনি মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যোগ ভক্তি সম্বন্ধে কুটীরে যে প্রকার উপদেশ দিতেছেন, এরূপ তো কখন আপনার মুখে শুনি নাই, এ নূতন ব্যাপার কি প্রকারে উপস্থিত হইল? ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র বলিলেন, "ইহা সম্পূর্ণ নূতনই বটে। ভক্তিযোগশিক্ষাদানবিষয়ে যখন আদেশ পাইলাম, তখন আমার হৃদয় কম্পিত হইল। কি শিখাইব কিছুই জানি না, এই ভয়ই আমার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। কি করিব যিনি আদেশ করিয়াছেন তাঁহারই নিকটে ঘোর রজনীতে নিশীথ সময়ে ছাদের উপরে গিয়া প্রার্থনা যোগে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রভো, দাস কিছুই জানে না, কি প্রকারে শিক্ষার্থিদিগকে যোগ ভক্তি শিক্ষা দিবে। ঈশ্বর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, "কি বলিতে হইবে, তাহাতে তোর ভয় কি, আমিই সকল বলিয়া দিব।" ঈশ্বরের এই আশ্বাস বচনে আমার হৃদয় আশ্বস্ত হইল, এবং উৎসাহপূর্ব্বক

বিনিময়ের ভিতরে বসিয়া, এই ধর্ম্মব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যাঁহারা তোমাদের নিকটে আছেন তাঁহারা তোমাদের নিকটে শিক্ষা করিবেন। কে বলিতে পারে কার হস্ত পিতা কবে ধরিবেন ?" প্রার্থনান্তে অদ্যকার অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত হয়, বিস্তারভয়ে আমরা প্রার্থনা * এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

পরিচারিকাব্রতার্থিনী এক পক্ষ কাল সংযমবিধি পালন করিলে ২১ ফাল্গুন শুক্রবার ভারতাশ্রমে কেশবচন্দ্র ব্রত দান করেন। উপাসনান্তে তৎপ্রতি নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদত্ত হয় ;—

"সময় গম্ভীর, সময় প্রশস্ত। ব্রতগ্রহণার্থী, তোমার সমক্ষে ঈশ্বর, তোমার এক দিকে ভ্রাতৃগণ, এক দিকে ভগ্নীগণ, পরিশুদ্ধ স্থানে পবিত্র ঈশ্বরের নিকটে এই গম্ভীর ব্রত গ্রহণ করিলে। তোমার শরীর কম্পিত হউক ভয়ে, তোমার মন অনুশাসিত হউক শাসনে। ঈশ্বরের আদেশে তুমি অত্যন্ত উচ্চ ব্রত গ্রহণ করিলে। সমক্ষে যে পথ দেখিতেছ সহজ নহে, অত্যন্ত কঠিন। অবলা হইয়া এই ব্রত অবলম্বন করিয়া চিরকাল ইহা পালন করা সামান্য ব্যাপার নহে। সম্মুখে অনেক ভয়, অনেক প্রলোভন। যেমন করিয়া এত দিন কাটাইলে ভবিষ্যতে এরূপ কাটাইতে পারিবে না। বন্ধ হইল সেই পুরাতন পথ। খুলিল এই নূতন পথ। ঈশ্বর তোমাকে বলিতেছেন 'ভয় নাই কন্যা, আমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে রক্ষা করিবে।' ঈশ্বরের হস্তস্পর্শ অনুভব কর, ঈশ্বরের গম্ভীর ধ্বনি অনুভব কর। এই হস্ত তোমাকে রক্ষা করিবে। এই ঈশ্বর তোমাকে বাঁচাইবেন। প্রাণান্তে এই সদ্গুরুকে পরিত্যাগ করিবে না, অবহেলা করিবে না। মনুষ্য তোমার গুরু নহে, স্বয়ং স্বর্গের দেবতা তোমার গুরু হইয়া তোমাকে তাঁহার দিকে যাইতে আদেশ করিতেছেন। তোমার চারিদিকে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা যদি বাধা দেন মানিবে না, যদি সদ্গুরুর সহিত মিলিত হইয়া সাহায্য দেন তাহা গ্রহণ করিবে। সকলের প্রতি বিনম্র ব্যবহার

শিক্ষা দানে প্রস্তুত হইলাম। উপদেশে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, ঈশ্বরের আশ্বাসবাণী আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছে।"

* যাঁহাদের প্রার্থনাপাঠে অভিলাষ হইবে তাঁহারা ১৮১৩ শকের ১ আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্ব দেখিবেন।

করিবে। তোমার কল্যাণসাধনের জন্য যাঁহারা ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন, তুমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবে। রাগ করা, পরদ্রব্যে লোভ করা, অন্যের সুখে কাতর হওয়া, অন্যের দুঃখে আহ্লাদ করা, এগুলি ঈশ্বর তোমার পক্ষে নিষেধ করিয়া দিলেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত অতি অল্প পাইবে; কিন্তু যদিও বাহিরে দৃষ্টান্ত না পাও, অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পাইবে। বিধবা হইয়াছ, নিজের সংসার নাই, তথাপি তোমার সংসার আছে, সেই সংসারের ভিতরে কিন্তু জড়িত হইতে পারিবে না। তোমার কন্যা, তাঁহার স্বামী, তাঁহার সন্তান, এ সমস্ত গুলিকে যত্নের সহিত সেবা করিবে, যাহাতে ইঁহাদের কোন প্রকার কষ্ট না হয় তাহা তুমি দেখিবে; কিন্তু সংসারী হইতে পারিবে না। যদি হও, বিধি আজ যাহা গ্রহণ করিলে তোমাকে দূর করিয়া দিবে *। যদি কোন মতে কোন ভাবে কোন রূপে সংসারী হও, তবে এই ভাবে সংসারী হইবে যে, যাঁহারা তোমার চারিদিকে আছেন, ইঁহারা সকলে তোমার ভ্রাতা ভগ্নী ইঁহাদের সকলের চরণতলে ক্রীত দাসীর ভাব লইয়া বসিয়া থাকিবে। ধর্ম্মের সংসার তোমাকে বিনা মূল্যে ক্রয় করিয়া লইল। তুমি কিছু পাইলে না, কিন্তু তুমি তোমার জীবন লেখা পড়া করিয়া ঈশ্বরের কাছে এবং ইঁহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া দিলে। তুমি যদি বাঁচ, বাঁচিবে পরসেবা করিয়া। আপনার স্বার্থপরতা বিনাশ করিবে। অহঙ্কার, হিংসা লোভ, আসক্তি বিসর্জ্জন দিয়া প্রেম শ্রদ্ধা সকলকে বিতরণ করিবে। তুমি কি আজ অহঙ্কারের পদ পাইলে? তুমি কি আজ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে? নারীদের মধ্যে আজ তুমি বড় হইলে? ব্রতগ্রহণার্থী বল, "না, আমি দাসী হইবার জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, অহঙ্কারী গর্ব্বিত হইবার জন্য নহে।" [আচার্য্য মুখনিঃসৃত এই গম্ভীর শব্দগুলি ব্রত গ্রহণার্থী গম্ভীর ভাবে অবিকল উচ্চারণ করিলেন।] পরসেবা করিতে করিতে তোমার প্রাণ অত্যন্ত নম্র হইবে, তুমিও জানিবে ব্রত লওয়া সার্থক হইল। এই পরিবারের মধ্যে অনেকে আছে যাহাদের বয়স অল্প, অধর্ম্ম পথ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। তুমি সদ্‌গুরুকে সহায় জানিয়া এই

---

*এই ভবিষ্যদ্বাণী পরিচারিকার জীবন সম্বন্ধে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

ব্রত গ্রহণ করিলে। ভক্তির জন্য নয়, জ্ঞানের জন্য নয়, সেবার জন্য তোমাকে ঈশ্বর ডাকিলেন। এই পরিবার মধ্যে রোগী যদি ঔষধ না পায় তোমারই দোষ। এই পরিবার মধ্যে যদি কাহারও আহার সম্পর্কে কোন ত্রুটি হয়, তুমি আপনাকে নিরপরাধী মনে করিবে না। এই পরিবারের মধ্যে কাহারও বিষয়ের আসক্তি প্রবল হইলে তোমার কি দোষ হইবে না? তুমি কেন তাঁহার হৃদয়কে বিগলিত করিলে না? অন্যের উন্নতি হইল না দেখিয়াও তুমি কেন আপনি আহার করিয়া আপনার উন্নতিসাধন করিলে? পরের ঘরে আগুন লাগিল তুমি কেন জল ঢালিলে না? পরের হৃদয় সংসারী হইল তুমি কেন তাহাকে ধর্ম্মের পথে আনিতে চেষ্টা করিলে না? তোমার যত ভগ্নী তাঁহাদের কাছে দাসী হইয়া থাকার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। তাঁহাদের দুঃখ যাহাতে না হয়, সাধ্যায়ত্ত যত দূর, তোমাকে সে সমুদায়ের উপায় গ্রহণ করিতেই হইবে। তুমি এখন হইতে নূতন চক্ষে তোমার ভাই ভগ্নীদিগকে দেখিবে। তোমার বাম দিকে যত গুলি ভগ্নী আছেন, যাহাতে তাঁহাদের দুঃখ না থাকে, তাঁহাদের আহারের নিয়ম ভাল হয়, ধর্ম্মসম্পর্কে তাঁহাদের উন্নতি হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। এই গুরুতর ব্রত পালন করিবার জন্য সাহায্য ও বলের অনেক প্রয়োজন। ঈশ্বর বলবিধাতা, তাঁহাকে সদ্‌গুরু জানিয়া যদি তাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাক, বল সাহায্য সকলই পাইবে। তুমি যদি নিজে রাগী হও, আর অন্যকে রাগ দমন করিতে উপদেশ দাও, সে তোমাকে উপহাস করিবে। তোমার মনে যদি হিংসা থাকে, তুমি যদি অন্যকে হিংসা ছাড়িতে উপদেশ দাও, সে তোমার কথা শুনিবে না। তোমার দক্ষিণদিকে ভ্রাতাগণ বসিয়াছেন, তাঁহাদের সদ্গুণ গ্রহণ করিবে। এই পরিবারমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট নীচ যে অবস্থা—দাসীর অবস্থা—তাহাই তুমি আদরের সহিত গ্রহণ কর। ইহকালে কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে। পরলোকে ঈশ্বর তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

"উপস্থিত নরনারী সকলে অন্তরের সহিত বলুন, আমরা পরিচারিকা ব্রত গ্রহণার্থীকে আশীর্ব্বাদ করি। [সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন]।"

ভক্তি শিক্ষার্থী ও যোগ শিক্ষার্থী পঞ্চ দশ দিবস সংযম ব্রত পালন করিলে ২৭ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার তাঁহারা ভক্তি ও যোগসম্বন্ধে ব্রত গ্রহণ করেন।

ইঁহাদের সঙ্গে উপাধ্যায় জ্ঞানব্রতের জন্য মনোনীত হন এবং তিন জনের প্রতি নিম্নলিখিত নিত্যকৃত্য ও মাসিককৃত্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

নিত্যকৃত্য।

প্রাতঃ সংস্মরণং নাম সাধনোপাসনে তথা।
পাঠঃ কার্য্যং সংপ্রসঙ্গো ভক্তৃসৈবশ্চ, কীর্ত্তনম্॥
নিদিধ্যাসনসংযুক্তশ্চিত্তস্য সংযমস্তথা।
এতানি নিত্যকৃত্যানি সাধনে ভক্তিযোগয়োঃ॥

মাসিককৃত্য।

পিতরৌ ভক্তঃ পত্নী চ বিরোধিভ্রাতরৌ তথা।
সন্ততির্দাসদীনাশ্চ তথা চ পশুপক্ষিণঃ॥
এতে সংসেবনীয়াঃ স্যুর্মাসাদৌ তু যথা ক্রমম্॥ *

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ২৮ ফাল্গুন হইতে ২৭শে চৈত্র পর্য্যন্ত এই বিশেষে ব্রত প্রদত্ত হয়,—

ঋতে কুটুম্বিনীবৃদ্ধা বালিকাশ্চান্য যোষিতাম্।
পশ্যেতং পাদয়োর্নিত্যং বিনীতৌ শ্রদ্ধয়ান্বিতৌ॥
এবং ব্রতধরৌ স্যাতং মাসমেকং যথাবিধি।
জনক্ষেমবিধানার্থং পবিত্রপ্রেমসিদ্ধয়ে॥ †

১৮ চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ভক্তি শিক্ষার্থীর অনুগমন প্রার্থী হইয়া উপাসনান্তে তিনি এইরূপ বলেন, "আমি ভক্তিশিক্ষার্থীর অনুগমনপ্রার্থী হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দয়াময় ঈশ্বর আমার শুভ সংকল্প সিদ্ধি করুন।" উপস্থিত প্রচারকবর্গ এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, "আমরা সকলে ভক্তি শিক্ষার্থীর অনুগমনপ্রার্থী ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" ইঁহাকে যে সংযমবিধি অর্পিত হয়, তাহা ভক্তি-

* নিত্যকৃত্য—প্রাতঃস্মরণ, (২) নামসাধন, (৩) উপাসনা, (৪) পাঠ; (৫) কার্য্য; (৬) সংপ্রসঙ্গ, (৮) নিদিধ্যাসন ও চিত্তসংযম।

মাসিককৃত্য—(১) পিতৃ মাতৃ সেবা, (২) ভক্ত সেবা, পত্নী সেবা; (৪) বিরোধী ও ভ্রাতৃসেবা, (৫) সন্তানসেবা; (৬) দাসদাসী ও দীনসেবা, (৭) পশুপক্ষিসেবা।

† বৃদ্ধা, বালিকা ও নিকট সম্পর্কীয় নারী ব্যতীত অন্যনারীর চরণ শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে দর্শন করিবে।

শিক্ষার্থীর অনুরূপ, কেবল বিশেষ এই যে, ইঁহার সংযমবিধি মধ্যে "বিবিধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ভক্তিবিষয়ক শ্লোকাদি পাঠ" ও "প্রাতঃকালে পঠিত শ্লোকাদি পরহিতার্থ পুনরাবৃত্তি" এই দুই নিয়ম নাই। ক্রোধপ্রকাশজন্য পরিচারিকা ব্রতার্থিনীর ব্রত স্খলন হয়। এই স্খলনে তাঁহার পরিদেবনা উপস্থিত হওয়ায় ১লা বৈশাখ সেই ব্রতের পুনরুদ্দীপন এবং অর্দ্ধ বর্ষের জন্য নিত্যকৃত্য ও মাসিককৃত্য স্থির করিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে ব্রতবিধি সমুদায় বিশেষরূপে প্রবৃত্ত হইল। কেশবচন্দ্রের পত্নী ১লা বৈশাখ হইতে এক মাসের জন্য, তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সুনীতি এক পক্ষের জন্য ব্রত গ্রহণ করিলেন*। ১ বৈশাখ যোগার্থী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্তকে মাসব্যাপী নিম্নলিখিত বৈরাগ্য ব্রত প্রদত্ত হয়।

ভিক্ষাশনং সংবরণং হাসস্যানবরক্ষাম্।
অশিতস্যাবশেষস্য হ্যপাত্যাহাপনং তথা ॥
উৎসঙ্গে চেদনাক্রান্তমগাধ্যব্যাধিনা ততঃ।
ব্রহ্মনামজপঃ কার্য্যো দারাননেঽবলোকিতে।
চতুর্হস্তমিতং স্থানং ত্যক্তব্যং পরযোষিতঃ।
আসনং প্রতি যত্নশ্চ তথান্নব্যঞ্জনস্য চ।
ঐকবিধ্যং রক্ষণীয়ং মাসব্যাপি ব্রতন্ত্বিদম্।
বৈরাগ্যস্য বর্দ্ধনায় রক্ষিতব্যং সুযত্নতঃ ॥ †

২ বৈশাখ বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের প্রতি দুই মাসের জন্য ভক্তি ও যোগোক্ত নিত্যকৃত্য এবং মাসিককৃত্য ব্যবস্থাপিত হয়। এই সময়ে এই দুইটি বিশেষ নিয়ম হয়,—

১। উপাসনাদি সময়ে ব্রতগ্রহীতৃগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসন লইয়া উপা-

---

* এই সকল এবং অন্যান্য সমুদায় ব্রতের বিধি সংস্কৃত নব সংহিতাতে পরিশিষ্টাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

† (১) ভিক্ষালব্ধ আহার, (২) হাস্য সংবরণ চেষ্টা, (৩) আহারের অবশিষ্ট কিছু না রাখা, (৪) কঠোর রোগ না হইলে সন্তানাদি ক্রোড়ে না লওয়া; (৫) যতবার স্ত্রীর মুখ দর্শন ততবার ব্রহ্মনাম জপ, (৬) পর স্ত্রী হইতে চারি হস্ত দূরে অবস্থান; (৭) আসনের প্রতি যত্ন; (৮) অন্ন ব্যঞ্জন এক প্রকার।

সনা করিবেন। অপর সকলে আসনবিহীনস্থানে অথবা নিজ নিজ আসন লইয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইবেন।

২। যাঁহারা অপরিগ্রহ ব্রত অবলম্বন করিবেন অপরে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবেন।

১। আসন না পাতা।

২। দ্রব্যাদি নিকটে আনিয়া না দেওয়া।

৩। পরিবারাদির বিষয় না দেখা।

৪। রোগাদির তত্ত্ব না লওয়া।

কেশবচন্দ্র উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়া আপনাকে কি ভাবে দেখিতেন কেশবচন্দ্রের এই ব্যবহারটি দেখিলে সকলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

১০ বৈশাখ কেশবচন্দ্র শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বরণপূর্ব্বক বলিলেন, আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপহার স্বরূপ এই বস্ত্রাদি আপনি গ্রহণ করুন।

বিজয়। গ্রহণ করিলাম।

কেশব। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বিজয়। প্রসন্ন হইলাম।

কেশব। আপনি ঈশ্বরভক্ত, আপনি বড়, আমি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে প্রণাম করি।

আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার প্রতি আঘাত করা হয়, আপনার অভ্যন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই ভক্তবিহারীকে প্রণাম করি।

অনন্তর উপস্থিত উপাসকগণমধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্তকে দণ্ডায়মান হইতে বলিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহাকে বিনীত মস্তকে জানু পাতিয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহাকে বস্ত্র ও পাদুকা উপহার দিলেন।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও সেবা এই তিনের মূল মন, হৃদয় আত্মা ও ইচ্ছা। মন, হৃদয়, আত্মা ও ইচ্ছা এই চারিটিকে চারিখানি বেদ বলিয়া তৎকালে কেশবচন্দ্র বর্ণন করেন, কেন না ধর্ম্মবিজ্ঞান এই চারিটি লইয়া সিদ্ধ। আজ পর্য্যন্ত মানবজাতির যে উন্নতি হইয়াছে এই চারিটি অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে, ভবিষ্যতে উহারাই উন্নতির অবলম্বন থাকিবে, সুতরাং এ চারি বেদের কোন

দিন অন্ত হইবে না। এতৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের অনুবাদে অধিক স্থান অধিকার না করিয়া আমরা একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সময়ের ইতিহাসে জানা যায় যে, প্রসিদ্ধ বিদ্যার আবাস স্থল বারাণসীতে চারি বেদ পাঠ করিবার জন্য চারি জন পণ্ডিতকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এখন আর বেদকে ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণী বলিয়া স্বীকার করা হয় না, এজন্য চারি ব্যক্তিকে মন হৃদয় আত্মা ও ইচ্ছা এই ব্রাহ্মধর্ম্মের চারি বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য নিযোগ করা হইয়াছে। দুইয়ের তুলনা অদ্ভুত; এই জন্য সমধিক অদ্ভুত যে হঠাৎ তুলনা ঘটিয়াছে। আমাদিগকে এ কথা অবশ্য বলিতে হইতেছে যে, গ্রন্থপাঠাপেক্ষা আন্তরিক প্রকৃতি অধ্যযন ও কর্ষণ করা অত্যধিক কঠিন। ধর্ম্মবিজ্ঞানপাঠে নিযুক্ত এই কয়েক জন অধ্যেতা হইতে ব্রাহ্মসমাজ স্থায়ী বহুল উপকার পাইবেনই। আমরা ইঁহাদিগের উন্নতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিব।" কেশবচন্দ্র কিছুদিন পূর্ব্বে "কানন গমন ব্রত" গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সেই হইতে তৃতীযতলস্থ শযনোপবেশন ও উপাসনাগৃহের সন্নিহিত ত্রিতল গৃহের সন্নিহিত দ্বিতল গৃহের উপরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই স্বহস্তে রন্ধন ও ভোজন করিতেন। এই কুটীরে ভক্তি ও যোগশিক্ষার্থীর উপদেশগ্রহণের স্থান হইল। প্রতি দিন অপরাহ্ন [illegible]

চন্দ্রের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত। তিনি ইংলণ্ডে গমনোদ্যত হইয়া কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মগণ দেশসংস্কারের যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তৎপ্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন; মদ্যপান নিবারণ, অনীতি শোধন, যুবকদিগকে সৎপথ প্রদর্শন এ সকল বিষযে তিনি সবিশেষ উৎসাহ দিলেন; মদ্য ও নাট্যশালা দ্বারা এ দেশের যুবকদিগের যে সর্ব্বনাশ হইতেছে তৎসম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। লর্ড নর্থব্রুক মুখে এ সকল কথা কেশবচন্দ্রকে বলিয়া তৎপ্রতি আপনার অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন তাহা নহে, তিনি এ দেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত লক সাহেবকে তাঁহার নিজের

জন্য কেশবচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিতে অনুমতি দেন। লর্ড নর্থব্রুক এক দিন প্রকাশ্য সভায় কাহার কাহার চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সে কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "আমি আর এক জনের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিতে বলিয়াছি, কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে আমি তাঁহার নাম এই জন্য উল্লেখ করিলাম না, কি জানি তদ্দ্বারা তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের উপরে আঘাত করা হয়।' যখন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সোপানশ্রেণী দিয়া নীচে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন বলিলেন, 'আমি আপনাকে মনে করিয়াই ও কথা বলিয়াছি।' এই সময়ে জয়পুরের শিল্পবিদ্যালয় হইতে কেশবচন্দ্রের পঙ্কনির্ম্মিত অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি আইসে এবং অত্রত্য শিল্পবিদ্যালয়ের একটি ছাত্র উপাসনাভাবে বসা কেশবচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি লিথোগ্রাফ করেন।

এই সময়ে (২ এপ্রিল ১৮৬৬) কেশবচন্দ্র নিম্নলিখিত প্রণালীতে পাপসকলের শ্রেণীনিবন্ধন করেন;—

১ শ্রেণী—নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, চুরী, আক্রমণ, বঞ্চনা, অবিশ্বাস।

২ শ্রেণী—অসত্যপরায়ণতা, অত্যাচার, পরদ্রব্য আত্মসাৎকরণ, কুদৃষ্টি, পরনিন্দা, অপকারের প্রতিশোধ, অন্যায়াচরণ, নিষ্ঠুর বাক্য, দেবাবমাননা,

৪ শ্রেণী—[illegible]

মানসচাঞ্চল্য, হৃদয়ের শুষ্কতা, ঔদাসীন্য, নিরাশা, স্বার্থপরতা, সাংসারিকতা, লঘুচিত্ততা, সময়, শক্তি ও ধনের বৃথা ব্যয়, অভ্রাতৃভাব।

৫ শ্রেণী—আধ্যাত্মিক বিষয়াপেক্ষা সংসারের বিষয়সমূহকে অধিক মনে করা, শত্রুকে ভাল না বাসা, ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রবলানুরাগের অভাব, ঈশ্বরের আবির্ভাব ভাল করিয়া অনুভব না করা, নিরবচ্ছিন্ন যোগের প্রতি বিতৃষ্ণা।

এই শ্রেণীনিবন্ধনসহকারে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে কার্য্যে ও চিন্তায় যে পাপ প্রকাশ পায় তদপেক্ষা আমাদের অন্তরে নিয়ত যে পাপের মূল নিহিত থাকে, তাহা-কেই মারাত্মক বলিয়া কেশবচন্দ্র প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেন না এই মূল নিহিত আছে বলিয়া প্রলোভন আসিলে কার্য্যে ও চিন্তায় সেই সকল পাপ প্রকাশ পায়। মানুষ কার্য্য ও চিন্তায় প্রকাশিত পাপ সকলকেই পাপ মনে করে, এবং তজ্জন্য বিচার করিয়া থাকে, কিন্তু অন্তরদর্শী ঈশ্বর আমাদের অন্তরে লুক্কায়িত পাপ দর্শন করেন,এবং তজ্জন্য আমরা তাঁহা কর্তৃক দণ্ডিত হই।

সাধনকানন।

সাধনের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান যাহাতে হয় তজ্জন্য কেশবচন্দ্রের মনে বহুদিন হইল যত্ন উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৭৫ সালের ২৫শে এপ্রেলের মিরারে আমরা এইরূপ একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ দেখিতে পাই, "ব্রাহ্ম সাধকদিগের জন্য যোগ সাধনের নিমিত্ত একটি স্থানের প্রয়োজন। ঈদৃশ স্থানের অভাব বিলক্ষণ অনুভব করা যাইতেছে। এমন ধনী ও দাতা ব্যক্তি কি নাই যাঁহারা ঈদৃশ পবিত্র উদ্দেশ্য সাধন জন্য একখণ্ড ভূমি দিতে পারেন?" সাধকগণের সাহায্য করিবেন, এরূপ দাতা ও ধনী কোথায়? সুতরাং কেশবচন্দ্র আপনার যাহা কিছু সামান্য অর্থ আছে, তাহা হইতেই এই অভাব পূরণ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। মোড়পুকুর আমাদের প্রাচীন বন্ধু প্রসন্নকুমার ঘোষের নিবসতিস্থান, সেইখানে একটি উদ্যান ক্রয় করিবার যত্ন হইল। মোড়পুকুরে উদ্যান ক্রয় করিবার অন্যতর উদ্দেশ্য আমাদের বন্ধুর হিতসাধনও ছিল। যাহা হউক এই বন্ধুর যত্নে শ্রীরামপুরের গোস্বামিগণের নিকট হইতে সহস্র মুদ্রায় একটি উৎকৃষ্ট উদ্যান ক্রীত হইল। কেশবচন্দ্র এই উদ্যানের "সাধন কানন" নামকরণ করিবেন স্থির করিলেন। উদ্যানক্রয়ান্তে মে মাসের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্র উদ্যানের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিবার জন্য তথায় গমন করেন, তিনি এই কার্য্যে কি প্রকার ব্যস্ত ছিলেন, নিম্নে উদ্ধৃত পত্রে তাহা প্রকাশ পাইবে।

মোড়পুকুর

১০মে, ১৮৭৬।

প্রিয় কান্তি —

এখানকার জন্য একখানা ১০ ফুট টানাপাখা অদ্যই চাই। Second Hand হইলে ভাল হয়। খবরদার যেন অধিক দামের না হয়, অথচ দেখিতে মন্দ না হয়। দড়ি হুক সমুদায় সরঞ্জাম সহিত ৩টার গাড়ীতে কোন্নগর

পর্য্যন্ত রওয়ানা করিয়া দিবে। ওঝা দ্বারবান্ সঙ্গে আসিবে। ভুবন যদি সঙ্গে অসিয়া Station এ book করিয়া দেন তাহা হইলে ভাল হয়। আর আমার বড় ঘরে আলমারির মাথায় ও এখানে ওখানে যে ছোট ছোট spare ছবি আছে তাহাও ঐ লোক মারফত পাঠাইয়া দিবে। আর যদি কিছু পাঠাইবার সুবিধা হয় পাঠাইবে। ৪টা ৪॥টার মধ্যে এখানে দ্রব্য গুলি আসা চাই। অবশ্য অবশ্য। ওঝাকে ঠিকানা বলিয়া দিবে। বোধ করি ওঝা আজ এখানে থাকিয়া কাল আম কাঁঠাল লইয়া যাইবে। আমার অদ্য রাত্রিতে ফিরিবার কথা। দেখি কিরূপ হয়? সেখানে যে ঝোড়া গুলি আছে এখানকার জন্য তাহা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

৪টার মধ্যে যদি নৌকায় আসিতে পারে তাহা হইলে কি ভাল হয় না? পত্রপাঠ পাখা কিনিতে হইবে।

১৯ মে মোড়পুকুর হইতে কেশবচন্দ্র শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্রকে সাধন কানন প্রতিষ্ঠার এই নিমন্ত্রণ পত্র লিখেন।

শুভাশীর্ব্বাদ,—

আগামী কল্য সাধন কানন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তোমরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোড়পুকুরে আসিয়া উ।।সনাদি করিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এই নিমন্ত্রণানুসারে বন্ধুগণ কলিকাতা হইতে মোড়পুকুরে গমন করেন। কেশবচন্দ্র অগ্রেই সপরিবারে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। উদ্যানের পূর্ব্ব দিকে নিভৃত স্থলে কণ্টকী বৃক্ষাবৃত স্থানে উপাসনাভূমি নির্দ্দিষ্ট হয়। এই স্থান ও সাধনকাননপ্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "কোন্নগর ও শ্রীরাম পুরের মধ্যস্থলে লৌহবর্ত্মের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান আছে, স্থানটী অতি নিভৃত, বিবিধ ফলপুষ্পের বাগান বৃক্ষ লতা দ্বারা পরিশোভিত। কতিপয় ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপতলে সাধারণ উপাসনা স্থান, তদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন গোপনীয় স্থানে সাধনের স্থান মনোনীত করা হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ তরুরাজিতে বেষ্টিত, মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র সরোবর, নানা জাতীয় পক্ষিগণ এখানে মধুর স্বরে গান করে। বাষ্পীয় শকটের গমনাগমনের নির্ঘোষ শব্দ ব্যতীত অন্য কোলা-

হল শ্রুতিগোচর হয় না। শনিবার (৮ই জ্যৈষ্ঠ) প্রাতে কলিকাতা হইতে ভ্রাতৃগণ সমাগত হইয়া উপবি উক্ত বৃক্ষচ্ছায়াতলে কুশাসনোপরি শান্তভাবে উপবিষ্ট হইলেন; অতি গম্ভীর মধুর ভাবে উপাসনাকার্য্য সমাধা হইল। তদনন্তর 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্' এই নামটী কীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন সাধন স্থানে এবং পুরদ্বারে পরিভ্রমণ করা হয়।" উপাসনান্তে সাধনকাননসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা বলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"স্বর্গ কেমন? উদ্যানের ন্যায়। সকল শাস্ত্রে এই প্রশ্নের এই উত্তর দেখা যায়। শাস্ত্রকারেরা এক বাক্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন, যথার্থ স্বর্গ উদ্যানের ন্যায়। যেখানে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়, পাখী সকল গান করে, বৃক্ষ সকল নবীন পল্লবে পরিশোভিত হয়, যেখানে সুপক্ক ফল সকল প্রস্তুত হইয়া রসনার সুখ বিধান করে, যেখানে সরোবরের শীতল জল শুষ্ক কণ্ঠকে সরস করে, যেখানে বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া বৃক্ষতলে বসিলে অতি অদ্ভুত সুখের উদয় হয়, যেখানে বিষয় কার্য্য ভুলিয়া মন আরাম ভোগ করে, এমন যে উদ্যান ইহাকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু, হে ভক্তগণ, স্বর্গে পুষ্পও নাই, পক্ষীও নাই, সরোবরও নাই, বৃক্ষ লতাও নাই, কোন জড়বস্তুও নাই। তবে উপমা দিতে হইলে উদ্যানের প্রতি কবিরও দৃষ্টি পড়িবে, এবং ব্রহ্মগতপ্রাণ ভক্তেরও দৃষ্টি পড়িবে। স্বর্গকে স্মরণ করাইয়া দেয়, পাপমনকে প্রকৃতিস্থ করে, উদ্যান ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে এমন আর কি আছে? কিন্তু স্বর্গে এ সকল জড়বস্তু তিলার্দ্ধও নাই। তবে যেমন উদ্যানের শোভা সন্দর্শনে শরীর মন পুলকিত হয়, পাখী ডাকিলে মন আনন্দিত হয়, শীতল সমীরণে অঙ্গ শীতল হয়, স্বর্গের সৌন্দর্য্য দর্শনে, স্বর্গের বাণী শ্রবণে, স্বর্গের সমীরণ স্পর্শে সেইরূপ সুখ হয়, এই সাদৃশ্য। অতএব, হে ভক্তগণ, তোমরা পুষ্পলতা-প্রিয় হও, পক্ষিসরোবরপ্রিয় হও। উদ্যান যেমন শরীরসম্পর্কে দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ এবং স্পর্শ সুখের আকর। স্বর্গও আত্মার সম্পর্কে সেইরূপ, আত্মার সমুদয় ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির কারণ। এইজন্য চিরকাল ভক্তেরা বলিয়াছেন স্বর্গ উদ্যানের ন্যায়, উদ্যান শিক্ষার স্থান। উদ্যানে পাখীরা বৃথা গান করে না, তাহারা ঈশ্বরপ্রেরিত; বিচিত্রবর্ণ পক্ষীরা ভক্তকে ভক্তবৎসলের দিকে আকর্ষণ করে। ভক্তের প্রাণ স্বভাবতঃ বলে পাখী আবার গাও, সুন্দর

বিহঙ্গম থেম না, আবার গান গেয়ে আমার প্রাণকে তাঁহার নিকট টানিয়া লও। এইরূপে উদ্যানে শ্রবণ মধুরতা আস্বাদন করা যায়। চক্ষে আবার দেখ কি! একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ, চারি দিকে বেলফুল। তাহারা কেমন কোমল, দেখিতে কি সুন্দর, যেন ঈশ্বর হাতে করিয়া কয়টী ফুল লইয়া বসিয়া বলিতেছেন, ভক্ত, দেখ আমি তোমার জন্য এই ফুলগুলি লইয়া বসিয়া আছি। বাস্তবিক সে ফুল মাটীর ফুল নহে। ব্রহ্মের হস্ত রচিত হইয়া তাহারা ব্রহ্মের হস্তেই রহিযাছে। সেই ফুল রচনা করিতে এবং দেখাইতে পারেন কেবল তিনি। ঈশ্বর আরো বলেন, সন্তান, এই ফুলগুলি তোমারই হাতে স্নেহের উপহার দিলাম। ভক্ত, সৌরভ এবং সৌন্দর্য্য এ দুই পাইয়া কৃতার্থ হইল। এই ভাবে একটী ফুল হাতে করা লক্ষ টাকা হাতে করা অপেক্ষা অধিক। ধন্য তিনি যিনি ঈশ্বরের হাত হইতে ফুল লাভ করিয়া আপনার বক্ষে স্থাপন করেন। ফুল যে তোমার গুরু, তাহা কি ভক্ত তুমি জান না? ফুল এই শিখাইবে, হে ব্রাহ্ম, পাথরের মত বুক রাখিও না, আমার স্রষ্টা যিনি তিনি কেমন কোমল, তুমি আর পাথর হৃদয় লইয়া পাথর দেবতার পূজা করিও না। পুষ্পগুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া কোমল ঈশ্বরের পূজা কর। অতএব এই উদ্যানকে সামান্য মনে করিও না। ভক্ত-বৎসল পিতার এই স্থান। মূর্খেরা বলিবে অন্য স্থান কি ঈশ্বরের নহে? ভাই, অন্য স্থানও ঈশ্বরের বটে, কিন্তু যে স্থানে ঈশ্বরের বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা করি, তাহাকে তাঁহার বিশেষ দান বলিয়া মানিতে হইবে। একটী তৃণ তোমাকে বিনয় শিক্ষা দিবে। নমস্কার কর তৃণকে, তৃণের নিকট তোমার অনেক শিখিবার আছে, একবার স্বর্গীয় ভাবে দেখ, দেখিবে উদ্যানের পাখী, ফুল, বৃক্ষ লতা, সরোবর, তৃণ সমুদায় এক পরিবার হইয়া তোমাকে কত স্বর্গের কথা বলিবে, সুখী হইবে, হে ভক্ত, যদি উদ্যানপ্রিয় হও। এই জন্য এই উদ্যানরত্ন ঈশ্বর আমাদের হস্তে দিতেছেন। অধম অযোগ্যদিগের হস্তে এই উদ্যান দিলেন। যাহাতে উদ্যান দ্বারা আমাদের মনকে শুদ্ধ করিতে পারি এমন সাধন করিব। আমরা এখন এই উদ্যান সম্ভোগ করিবার উপযুক্ত নহি। আমরা ইহার পাখী, তৃণ ফুল, বৃক্ষ লতার নিকট শিক্ষা করিব। আমরা সহরের লোক বড় বিকৃত হইয়াছি, সহরের কার্য্যের ভিতরে ব্রহ্মজ্ঞান

(১) ফল বৃক্ষ সেবা—ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

(২) ফুলের গাছ সেবা—অঘোরনাথ গুপ্ত।

(৩) ঘাট ও উপাসনা স্থান পরিষ্কার—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

৩। ফল ফুলের উপহার প্রেরণ।

৪। বিবিধ শাস্ত্রোদ্ধৃত বচনাদি অন্যূন ত্রিশটি কণ্ঠস্থ করা।

৫। এই কয়েকটী প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা।

(ক) আমি কোন বিষয়ে অহঙ্কার মনে আসিতে দিব না।

(খ) আমি নারী সম্বন্ধে কোন কুচিন্তা মনে আসিতে দিব না।

(গ) আমি পরসুখে কাতর হইব না।

(ঘ) আমার জিহ্বা আমোদে, ভ্রমেতে বা অসাবধানতায়ও মিথ্যা বলিবে না।

(ঙ) আমি কাহার হৃদয়ে শক্ত কথার দ্বারা পীড়া দিব না।

(চ) চিন্তায় বাক্যেতে ও কার্য্যেতে আমি অনুগত দাসের ন্যায় থাকিব।

(ছ) আমি ভ্রাতাদিগের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল হইব।

(জ) আমি নিজের মঙ্গল, সাধুসেবা ও জগতের হিতসাধন জন্য উপযুক্ত পরিশ্রম না করিলে ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে খাদ্য লইব না। *

৬। দেশস্থ ও বিদেশস্থ বন্ধুদিগের হিতার্থ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে অন্যূন ত্রিশখানি পত্র লেখা।

বর্ষার বিশেষ প্রাদুর্ভাব উপস্থিত। সাধনকানন সাধকগণের অবস্থানের আর উপযুক্ত রহিল না। উপাসনা নির্জ্জন সাধন প্রভৃতি সমুদায় বৃক্ষতলে নিষ্পন্ন হইত। অতিবৃষ্টিনিবন্ধন এ সকল স্থান আর ব্যবহারযোগ্য থাকিল না। পূর্ব্বকালে সাধকগণ এই চতুর্মাস ব্রত আশ্রয় করিয়া গৃহস্থ গৃহে বাস করিতেন, গৃহস্থগণ তাঁহাদিগের যথোচিত সেবাকার্য্য সম্পাদন করিতেন। সাধনকাননস্থ সাধকগণকে অগত্যা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। কেশবচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিস্তব্ধ থাকিবার লোক নহেন। ইতঃপূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী পরীক্ষা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী পরীক্ষা মিসেরস্ উড্রো এবং মিস্ চেম্বারলেন দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া যে মত প্রকাশ করেন, তাহা অতীব উৎসাহকর। এখন বিদ্যালয়ে পুরস্কার দানের

* এই আটটী প্রতিজ্ঞা সংস্কৃত শ্লোকে অনুবাদ হইয়াছিল।

উদ্যোগ হইল। ২২শে জুলাই শনিবার পুরস্কার দানের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। অন্যান্য ব্যক্তি মধ্যে মেস্তর উড্রো এবং তাঁহার পত্নী, মিসেস্ রেনোল্ডস্, মিসেস্ গ্র্যাণ্ট, মিস্ উইলিয়মস্, মিসেস্ হুইলার, মিসেস্ উইল্‌সন্, মিসেস্ সিমন্স মিসেস্ এম্ ঘোষ, মিস্ চেম্বারলিন্, ব্রিঙ্ক, এম্, ডি, ফাদার লাফোঁ, রেবারেণ্ড কে, এম্, বানার্জ্জি, রেবারেণ্ড, সি এইচ্ এ ডল্ উপস্থিত ছিলেন। মান্যবর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্বাল নিজ হস্তে পুরস্কার বিতরণ করেন। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সংক্ষিপ্ত বাৎসরিক বিবরণ পঠিত হয়। সার রিচার্ড টেম্পল যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার সংক্ষেপ এই ;—"ভদ্র মহিলা ও ভদ্রগণ,—আমি যে এখানে আসিতে পারিলাম তজ্জন্য আহ্লাদিত হইয়াছি। স্থানটির দৃশ্য আনন্দকর, যাঁহারা একত্র হইয়াছেন তাঁহাদিগের দৃশ্যও মনোহর। বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্কা মহিলাগণের উন্নতি অতি সন্তোষকর, কেন না এখন তাঁহারা যাহা পাঠ ও বাচনা করিলেন, এবং যে সকল প্রবন্ধ আমাদিগকে দেখাইলেন তাহাতেই উহা সপ্রমাণ হইতেছে। হাতের লেখা উৎকৃষ্ট, প্রবন্ধের বিষয়গুলি ভাল, আমি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, এ বিদ্যালয় এই প্রথম নয়, এরূপ বিদ্যালয়ে হিন্দু মহিলাগণ জ্ঞান ও উন্নতি উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। যদিও শিক্ষাবিভাগেব ডিরেক্টর আমার সম্মুখস্থ বন্ধু মনে করেন না যে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচুর প্রমাণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, এ দেশে এ সম্বন্ধে কিছু যে উন্নতি হইয়াছে ইহা আমরা মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। এই বিদ্যালয় দেখাইতেছে যদিও অধিক কাজ হয় নাই, যাহা হইয়াছে তাহা খাঁটি হইয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তিগণকে দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্র নর নারী ঈদৃশ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নশীল, ইহাতে এ কাজ ভাল না হইয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ বাগ্মিতা ও ধর্ম্মোৎসাহের জন্য প্রসিদ্ধ বাবু কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যখন এ কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন, আমরা ইহা হইতে খুব ভাল ফলই আশা করিতে পারি। বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহকগণ যাহা করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহাদিগের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে, আরও তাঁহাদের অধিক করা উচিত। যদিও বিদ্যালয় ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত, আমি মনে করি অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রীগণকেও আহ্লাদের সহিত

ইহাতে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। (হাঁ হাঁ ধ্বনি)। আমি বিশ্বাস করি দেশীয়া অন্যান্য মহিলাগণ অপেক্ষা ব্রাহ্ম মহিলাগণ সহজে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার সন্দেহ নাই সময়ে এ বৈষম্য অন্তর্হিত হইবে। আমি আহ্লাদিত হইয়াছি, এ বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন, এতদ্দ্বারা বিদ্যালয়ের কর্ম্মণ্যতা বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। আমি যাইবার পূর্ব্বে বলিতেছি, এই বিদ্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ এবং পুষ্টিপোষকগণ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, বাঙ্গলার বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট যেরূপ সরল সহৃদয় সহানুভূতি তাঁহারা লাভ করিবেন এমন আর কোথাও নহে (আনন্দধ্বনি)।" সাধন কানন হইতে প্রত্যাগমনের পর কেশবচন্দ্র নিয়ম পূর্ব্বক ব্রাহ্মিকা সমাজে উপদেশ দেন। এই সকল উপদেশের মধ্যে ঈশ্বর সুন্দর, পরলোক, পরলোক মনোহর, বিবেক ব্রহ্মবাণী, বিবেক সুন্দর, এই কয়েকটি উপদেশ মুদ্রিত হইয়াছে। ঈশ্বর সত্য, এইটি সর্ব্ব প্রথম উপদেশ। দুঃখের বিষয় এই উপদেশটি তৎকালে লিখিত হয় নাই।

কেশবচন্দ্রের চিত্তে এ সময়ে নব নব ভাবের উদ্রেক হইতেছে। ভক্তির বিবিধ প্রকার ভাবের বিকাশ এবং তৎসহকারে প্রেমিকগণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ তাঁহার হৃদয়কে আসিয়া অধিকার করিয়াছে। এক দিকে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট, আর এক দিকে হাফেজের প্রেমোন্মত্তা তাঁহাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি কোনকালে পারস্য ভাষা পাঠ বা উহার একটি অক্ষরও স্বহস্তে লিপি করেন নাই। ভাই গিরিশচন্দ্রের নিকট হাফেজের গজল শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিত্ত তৎপাঠে ব্যাকুল হইল। তিনি প্রতিদিন অপরাহ্নে তাঁহার নিকটে হাফেজের গজল পড়িতে লাগিলেন, এবং গজলগুলি স্বহস্তে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই লিপি এমনই সুন্দর হইয়াছিল যে, যন্ত্রে মুদ্রিতের ন্যায় দেখাইত, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পর্য্যন্ত মুদ্রিত গ্রন্থের পত্র বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল। কেশবচন্দ্র কয়েকটি গজলের ইংরাজী অনুবাদ মিরারে (৯ই জুলাই ১৮৭৬) প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের নিকটে হাফেজ মওলানা রুম প্রভৃতি নিরতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিল। এত দূর প্রিয় হইল যে, ভাই গিরিশচন্দ্র যখন হাফেজের ১ম খণ্ড মুদ্রিত করিলেন, তখন তাঁহার মুদ্রাঙ্কণ অতি উৎকৃষ্ট কাগজে হয় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ

করিয়াছিলেন। যে মুসলমান ধর্ম্মে কোন সাধক আছেন, বা উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন লোক আছেন, ইহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না, সেই মুসলমান ধর্ম্মের সাধকগণের প্রতি ব্রাহ্মগণের চিত্ত নিতান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। মুসলমান ধর্ম্মের দিকে যেমন সকলের অনুরাগ বাড়িতে লাগিল তেমনি হিন্দু ধর্ম্মের দিকেও চিত্তের আকর্ষণ এত দূর হইল যে, যোগ ভক্তি বৈরাগ্য প্রভৃতি শব্দ ব্রাহ্মধর্ম্মে আসিল দেখিয়া খ্রীষ্টানগণ বলিতে আরম্ভ করিলেন, এত দিনে ইহারা হিন্দু হইতে চলিল। এমন কি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ভয় এই যে, এরূপ শ্রেণীনিবন্ধনে সাধকগণ একদিকে ঝুকিয়া পড়িবেন এবং তাঁহাদের হৃদয় নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। তাঁহার মত এই যে, প্রত্যেক সাধকের সকল ভাবের প্রতি সমান মনোভিনিবেশ প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই সাধারণ ভাবে সকল ভাব থাকিবে এবং তৎসহকারে কোন কোন বিশেষ ভাবও থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক, কেন না তাহা না হইলে এক বিষয়ের জন্য শীঘ্রই জনসমাজে মৃতভাব উপস্থিত হইবে। আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে যোগ ভক্তি কর্ম্ম সকলই আছে, কিন্তু তাঁহাতে যোগভাব প্রবল ইহা আর কে না জানে?

সাধন কাননে অবস্থিতিকালে ভ্রাতা প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতা পরলোক গমন করেন। এই উপলক্ষে কেশবচন্দ্র শ্রাদ্ধপদ্ধতি নিবদ্ধ করেন। এই শ্রাদ্ধের বিষয় ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপ বলিয়াছেন, "২রা শ্রাবণ রবিবার যোড়পুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে নূতন প্রণালী প্রস্তুত হয়, তাহা আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। আমাদের মধ্যে আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত তাহা ইহা দ্বারা অনেকটা বুঝা যাইবে। ইহাতে জাতীয় এবং দেশীয় ভাব যতদূর থাকিতে পারে, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই, অথচ যথোচিত উদারতাও রক্ষিত হইয়াছিল। বিবিধ দানসামগ্রী দ্বারা সভামণ্ডপ সজ্জিত হইলে আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব ও সহোদর সহ কর্ম্মকর্ত্তা আসীন হইলেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সংক্ষেপ উপাসনা করেন, পরে অধ্যেতা শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়দিগের দ্বারা কতিপয় শ্লোক

পঠিত হয়, শেষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় উদার মধুরভাবে একটী প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা দ্বারা তখন পরকাল যেন আমাদের নিকটবর্ত্তী বোধ হইয়াছিল। প্রসন্ন বাবু যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়া পরলোকগত মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে শ্রাদ্ধ করিলেও প্রতিবাসী জ্ঞাতি কুটুম্বগণ উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিতে এবং আহা-রাদি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপে জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ রীতিতে সামাজিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলে হিন্দুদিগের বিরক্তির কোন কারণ থাকে না।"

যোগ ভক্তির উপদেশ।

কুটীরে যোগ ভক্তি সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ হয়, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ না করিলে কেশবচন্দ্রের জীবনের একটী মহত্তর কার্য্য তাঁহার জীবনীতে অনুল্লেখিত থাকিয়া যাইবে, যাঁহারা তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রস্ফুটিত ভাবনিচয়ের পরিচয় লাভ করিতে অভিলাষ করিবেন তাহা অসম্পন্ন থাকিবে, এ জন্য আমরা যত সংক্ষেপে পারি সেই সকল উপদেশের অতীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। একদিন ভক্তির আর একদিন যোগের বিষয়ে উপদেশ হইত। এ প্রকার বিবরণ দিলে বুঝিবার পক্ষে কোন প্রকার সুবিধা হইবে না, এ জন্য প্রথমে ভক্তির তৎপরে যোগের সার সংক্ষেপে আমরা দিতেছি। সর্ব্বপ্রথমে আমরা যোগ ও ভক্তির সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় গুলির উল্লেখ করিতেছি।

যোগ ভক্তির সাধারণ বিষয়।

ভক্তি ও যোগের সাধারণ ভূমি সত্যস্বরূপ। এই ইনি আছেন এইরূপে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি না করিলে ভক্তি মূলশূন্য ও যোগ অসম্ভব হয়। স্মরণ এখানে পরম সহায়। "আমি ছাড়া একজন ভিতরে চারিদিকে আছেন" এইটি স্মরণ করিতে হইবে। প্রথমে ভাবগুণবিবর্জ্জিত সত্য ধারণ করিতে যত্ন করিবে, ইহাতে বস্তু ধারণ দৃঢ়মূল হয়। এই সত্য ধারণার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানে অনন্তত্ব সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। মন স্থির করিতে না পারিলে, না যোগ, না ভক্তি সিদ্ধ হয়। মনের চাঞ্চল্যের হেতু, অন্য চিন্তা ও ইন্দ্রিয় প্রাবল্য বা পাপ চিন্তা। যাঁহারা সাধনার্থ মন স্থির করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অন্য চিন্তা বা পাপচিন্তা আসিতে দেওয়া সত্যলঙ্ঘন ও সঙ্কল্পসিদ্ধির ব্যাঘাত। অন্য চিন্তা, ইন্দ্রিয়প্রাবল্য বা পাপচিন্তা উপস্থিত হইবামাত্র "দূর হও" এই শব্দ গম্ভীর বজ্রধ্বনিতে উচ্চারণ করিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। স্থিরতা সাধন চারিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। (১) স্থান, (২) আসন, (৩) শরীর,

(৪) মন। মনের স্থৈর্য্য সাধন জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা চাই, অন্যথা ক্রমান্বয়ে স্থান পরিবর্ত্তন করিলে তৎসহ মনের অস্থৈর্য্য বাড়িবে। আসনসম্বন্ধেও ঐ কথা। তবে বিশেষ এই, আসন এমন হওয়া চাই, যাহাতে উপবেশনে ক্লেশ না হয়, অথচ তাহার মূল্যবত্তাদি জন্য তৎপ্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া উহা বিক্ষেপের কারণ না হয়। হস্তপদাদি ক্রমিক চালনা দ্বারা অস্থৈর্য্য উপস্থিত হয়, সুতরাং শরীরকে স্থিরভাবে, ক্লেশকর না হয় এরূপভাবে আসনে বসিতে হইবে। অঙ্গপরিচালনে স্থৈর্য্যসম্বন্ধে প্রথম নিয়ম "দূর হ" বলিয়া বিরুদ্ধ চিন্তা দূর করা। তদ্ভিন্ন পাঠ চিন্তা সঙ্গীত প্রভৃতিতে স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ প্রয়োজন। কেন না ভাল লাগে না বলিয়া যদি তাহা না করা যায় তাহা হইলে মন স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, অস্থৈর্য্য বাড়ে। এই স্থৈর্য্যসাধন আত্মসংযম; আত্মসংযম ব্যায়ামের ন্যায় বলবৃদ্ধিকর। চিত্তের সমতা না হইলে মনে অস্থৈর্য্য কখন নিবৃত্ত হয় না, এজন্য সুখে দুঃখে স্তুতি নিন্দা প্রভৃতিতে চিত্তের সমতা রক্ষা করিবে। দৃঢ়প্রণালী অবলম্বনীয়, সাধনবস্থাতে মনঃসংযম, সঙ্গীত ও পাঠাদিতে আতিশয্য ত্যাগ (কেন না আতিশয্য হইলে অবসাদ উপস্থিত হয়), মনের উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা রক্ষা জন্য "সদ্‌গুরু ভরসা" বা "দয়াময় সহায়" শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ" ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ, সজন নির্জ্জন ধ্যান আরাধনা, দিবা রাত্রি, সম্পদ্‌ বিপদ্‌, একা বা সকলের সঙ্গে, সর্ব্বত্র এক ভাব রক্ষা, পরিবারের জীবন ও লজ্জা রক্ষার ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন, এই সকল উপায়ে সমতা সাধন করিতে হইবে। কোন্‌ ব্যক্তিতে কোন্‌ রিপু প্রবল সে ব্যক্তি সত্যের আলোকে ঠিক করিয়া সমুদায় জীবন তৎসম্বন্ধে সাবধান থাকিবে, এবং নির্জ্জিত রাখিবার সাধন অবলম্বন করিবে। প্রবল রিপুকে কখনও বিশ্বাস করিবে না, কেন না বৃদ্ধ বয়সেও উহা দ্বারা পতন হইতে পারে। পরিবারসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন করা যাইতে পারে, কিন্তু জনসমাজে বিবিধ অবস্থায় বিবিধ লোকের সংসর্গে আসিতে হয়, ইহাতে বিবিধ অবস্থার উপযোগী পূর্ব্ব হইতে ব্যবহার স্থির না করিলে মন বিচলিত হইবে। কখন জনসংসর্গে যাইব না এ প্রতিজ্ঞা বৃথা। একতো এ যুগে উহা ঈশ্বরের আদেশ নয়, দ্বিতীয়তঃ চেষ্টা করিয়া সঙ্গত্যাগ কঠিন। সুতরাং কোথায় কিরূপ ব্যবহার দ্বারা মন স্থির রাখিব ইহা পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

ভক্তি।

হৃদয়ের কোমল অনুরাগ ভক্তি। যে কোন পদার্থ সত্য শিব ও সুন্দর তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ভক্তি উদিত হয়। এই তিন গুণের কোন একটির অভাব থাকিলে ভক্তির পূর্ণতার ব্যাঘাত এবং উহার বিকার উপস্থিত হয়। সত্য মঙ্গল সুন্দর পুরুষে ভক্তি অর্পিত হইলে উহা অবিকৃত থাকে। এই পুরুষের সৌন্দর্য্য মঙ্গল ও দয়াতে। সত্যে বিশ্বাস ভক্তির আরম্ভ, দয়া ও প্রেমেতে উহার স্ফূর্ত্তি। সৌন্দর্য্যে যখন মগ্নভাব উপস্থিত হয় তাহারা উহার প্রগল্‌ভাবস্থা। শ্রদ্ধা দ্বারা সত্য, প্রীতি দ্বারা শিব এবং প্রগল্‌ভা উন্নত ভক্তি দ্বারা সুন্দর ধৃত হয়। ভক্তির প্রতিষ্ঠা পুণ্যভূমির উপর। যখন পাপ চলিয়া গেল, পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইল তখন ভক্তিশাস্ত্রের আরম্ভ। এ কথায় এই আসিতেছে যে, মানুষ সচ্চরিত্র হইলে তবে ভক্তির উদয় হয়, কিন্তু সচ্চরিত্রতার সঙ্গে কোমলতা ও কঠোরতা দুই থাকে, যেখানে কঠোরতা সেখানে ভক্তি নাই, যেখানে পুণ্যের সঙ্গে মধুরতা থাকে, সেখানেই ভক্তির প্রকাশ। পুণ্য চিত্তভূমিকে নির্ম্মল করিলে ভক্তি আসিয়া তাহাকে বিচিত্র বর্ণে ভূষিত করিবে এইরূপ হওয়া চাই। ভক্ত হইয়া মানুষ পাপ করিতে পারে ইহা নিতান্ত ভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা। পাপ ছাড়িয়া পুণ্যবান্ হইলেই পরিত্রাণের শাস্ত্র পরিসমাপ্ত হইল, আবার ভক্তিশাস্ত্রের প্রয়োজন কি, ইহা বলিতে পার না। খুব ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সাধু হইয়া মন বলিল 'আমার এ সকল কিছুই ভাল লাগিতেছে না,' এই বলিয়া উহা নিতান্ত ব্যাকুল হইল। এই ব্যাকুলতায় ভক্তির সূত্রপাত হয়। ঈশ্বরকে পাইলেই এ ব্যাকুলতার নিবৃত্ত হয় তাহাও নহে, কেন না যত দূর ভক্ত ঈশ্বরকে দেখিতেছেন তাহাতে তাঁহার পর্য্যাপ্ত তৃপ্তি হয় না; আরও দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হন। ভক্তি অহেতুক এই জন্য যে,উহাতে কেবল ভাল লাগা আর না লাগাই মূল। কেন ভাল লাগে, কেন ভাল লাগে না, তাহার কোন হেতু নাই। ভক্তকে যদি জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বরকে ভাল লাগে কেন? তিনি তাহার উত্তর দিবেন ভাল লাগ্‌ছে তাই ভাল লাগ্‌ছে। ঈশ্বর, পরলোক, ধর্ম্ম ও নীতি এ সমুদায় সম্বন্ধে তাঁহার এই একই কথা। ভক্ত এই জন্য কখন হাসেন কখন কাঁদেন। কখন তিনি হাসিবেন কখন তিনি কাঁদিবেন কিছুই বলিতে পারা যায় না।

ভক্তি পুণ্যভূমির উপরে স্থাপিত। এখানে নিম্নভূমির কোন পাপ বা পুণ্যের কথা

না আসিলেও ভক্তিশাস্ত্রের নূতন বিধ পাপ ও পুণ্য আছে। শুষ্কতা ভক্তিরাজ্যের পাপ, প্রেমের উচ্ছ্বাস পুণ্য। সত্য কথন, উপাসনা, সেবা এ সকলেতে যদি ভক্তের সুখ না হয়, হৃদয় শুষ্ক থাকে, প্রেমোচ্ছ্বাস না হয়, তখনই ভয়ানক পাপ ঘটিল বলিয়া তিনি কাঁদিয়া অস্থির হন, অনুতাপানলে প পানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হয়। এই ক্রন্দনে কঠোর হৃদয় কোমল হয়, দুঃখের জল সুখে পরিণত হয়; অনুতাপের পর সহজেই ভক্তের হৃদয় আনন্দের বারি বর্ষিত হয়। আশ্চর্য্য এই, 'এখানে আমার বাড়ীতে প্রেমময় নাই' ইহা ভাবাই প্রেমময়কে ডাকা, না পাওয়াই পাওয়ার মূল।' ফলতঃ ভক্তির আরম্ভ ব্যাকুলতায় যন্ত্রণায়, শেষ প্রেম শান্তি আনন্দে। ইহার স্বর্গ প্রেমসরোবরে বাস, নরক শুষ্কতারূপ মরুভূমি।

ভক্তি অহেতুকী বলা হইয়াছে, কিন্তু হেতু নাই তাহা কি কখন হইতে পারে? আমরা হেতু জানি না বলিয়াই অহেতুক বলা। ঈশ্বর যাহা করেন তাহার হেতু নাই। হেতু নাই বলিয়া মানুষের দিকে সাধন থাকিবে না ইহা কখন হইতে পারে না। ভক্তি দুই প্রকার, (১) সাধনপ্রবলা ভক্তি। (২) দেবপ্রসাদ প্রবলা ভক্তি যেখানে দেবপ্রসাদ সেখান হইতে ভক্তির উদয় হয়, সেখানেও সেই ব্যক্তিকে ভক্তিরক্ষা করিবার জন্য সাধনের প্রয়োজন। যাঁহারা বিশেষ সাধন দ্বারা ভক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের আবার ঈশ্বরের প্রতি গভীর নির্ভর ও বিশ্বাস আবশ্যক। বস্তুতঃ এখানে সাধন ও করুণা এ দুইয়ের ঐক্য আছে। ভক্তিপথে ঈশ্বরকে ষোল আনা দিতে হইবে, কিছুই রাখিলে চলিবে না, কিন্তু ঈশ্বর বলিতেছেন সব দিলেই যে তিনি দিবেন তাহা নহে। সমুদায় দিন সাধন করিয়াও কিছু পাইলাম না, ভক্তির উদয় হইল না, এরূপ হয় কেন? ঈশ্বর চান যে ভক্ত বিনয়ী হন, দিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার না করেন। বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেওয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। সাধনের মূল্য দিয়া তাঁহার দয়াকে ক্রয় করিব, ইহা কখনই হইতে পারে না। তবে কি আর সাধন করিব না? সাধন করিব বৈ কি? সাধনের ফলদান তাঁহার হাতে। দাঁড় ফেলিলাম বলিয়া বায়ু আসিল তাহা নহে, কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণ করিল বলিয়া বৃষ্টি হইতেছে তাহা নহে। দাঁড়ও ফেলিতে হইবে কর্ষণও করিতে হইবে, যখন বায়ু আসিবার আসিবে; যখন বৃষ্টি হইবার হইবে। কোন দিন অল্প সাধনে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে, কোন দিন সমুদায় দিনের

সাধনেও কিছু হইবে না। তোমার আমার কাজ অকিঞ্চন হইয়া থাকা; ফাঁকি দিয়া প্রেমিক হইতে আশা না করা। যে সাধন না করে তাহার পক্ষে যেমন দরজা বন্ধ, যে কিছু করিয়া অহঙ্কার করিল তাহার পক্ষেও তেমনি দরজা বন্ধ। ভক্তি আসিতে দেরি হইলে নিরাশ হইতে নাই, আরও ব্যাকুল হওয়া চাই। কাঁদিয়া অস্থির হইলে প্রেম আসে, যত ব্যাকুল হওয়া যায় তত ভক্তির মাত্রা বাড়ে। সার কথা এই, ভক্তিলাভের জন্য দেবপ্রসাদ এবং মনুষ্যের পরিশ্রম দুইই প্রয়োজন।

ভক্তের সাধন স্মৃতি। ঈশ্বর যে কতবিধ দয়া করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা এ পথে সাধন। ঈশ্বরের শিব বা মঙ্গল স্বরূপই ভক্তির আলম্বন। জীবনে যত গুলি দয়া দেখা হইয়াছে, তাহার একটিও বিস্মৃত হওয়া দুর্গতির কারণ। ঈশ্বরের একটী সামান্য দয়া লঘু মনে করিলেও ভক্তি হইবে না, এ জন্য স্মৃতিশাস্ত্রের বিশেষ আদর এবং প্রত্যেক দয়ার প্রকাশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা সমুচিত। যখন দয়া স্মরণ করিতে করিতে মনের ভালবাসা গিয়া ঈশ্বরেতে পড়ে, তখনই দর্শনের আরম্ভ। এখন আর অমুক দয়া করিয়াছে, অমুক দয়া করিয়াছে, এরূপে স্মরণ করিতে হয় না, তাঁহাকে হৃদয়ে দেখিলেই প্রাণ বলিয়া উঠে, 'নাথ, তুমি অত্যন্ত প্রেমময়, তুমিই শিব।' এখন দেখিবামাত্রেই প্রেমোদয় হয়, আর দয়া স্মরণ করিতে হয় না। অগ্রে তাঁহার এত দয়া দেখিয়াছি যে, আর কখন দয়ার প্রমাণ লইবার প্রয়োজন নাই, এখন দেখিবামাত্রেই প্রেমোচ্ছ্বাস। কে চন্দ্র সৃজন করিলেন? কে পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিলেন? কে পিতা মাতা বন্ধু দিলেন? অগ্রে এইরূপ করিয়া সকলকে ঈশ্বরের দয়া সাব্যস্ত করিতে হয়, পরে তাঁহার ভালবাসা দেখিয়া সাধকের ভালবাসা তাঁহার প্রতি উপস্থিত হয়। ভালবাসা হইলেই দর্শনের আরম্ভ হয়। 'এই ইনি' বলিবামাত্র হৃদয় প্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়। এ সময়ে একটি অপূর্ব্ব শান্তিরস তাঁহার প্রাণকে স্নিগ্ধ করে, ক্রমাগত ভক্তের চক্ষুর ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রেমরশ্মি আসিয়া তাঁহাকে শীতল করে। এই স্নিগ্ধভাবে কঠোর চক্ষু আর্দ্র হয়, আর একটু পড়িলেই অশ্রুর উৎপত্তি হয়। ভক্তিরাজ্যে এই অশ্রুর বড়ই আদর। এ অশ্রু শোকের নহে, প্রেমাশ্রু। এই অশ্রু সামান্য নহে, কেন না অশ্রুপাত ভিন্ন প্রেম হয় না, প্রেম বাড়ে না,

প্রেম থাকে না। যখন প্রেমনদী উচ্ছ্বসিত হয়, তখন লজ্জা, ভয় বা কোন বিঘ্ন বাধা বা পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। এই প্রেমনদীর উচ্ছ্বাস প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণে উপস্থিত হয়। প্রেমচন্দ্র দেখিতে দেখিতে আনন্দ এত অধিক হয় যে, আর ঈশ্বরবিরুদ্ধে কোন ভাব থাকে না।

যখন প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণে ভক্তির উচ্ছ্বাস বাড়িল তখন হৃদয় সুকোমল হইয়া বিনয় দীনতা দয়া ফুল তাঁহার হৃদয়োদ্যানে প্রস্ফুটিত হইল, ভক্তির শত্রু অহঙ্কার পলায়ন করিল। তখন তিনি বুঝিলেন তাঁহার নিজের বল নাই, জ্ঞান নাই, ভাব নাই, কিছুই নাই, ঈশ্বরই তাঁহার সর্ব্বস্ব, ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার আপনার বলিবার কিছুই নাই, ভক্তির প্লাবনে তাঁহার আমিত্ব পর্য্যন্ত ধৌত হইয়া গিয়াছে। 'আমিত্ব' নির্ব্বাসিত হইয়া যে আধার প্রস্তুত হইল, তাহার মধ্যে ঈশ্বর তাঁহার জগৎ লইয়া আসিলেন। ঈশ্বর আসিলেন, ইহার অর্থ এই যে, ভক্ত বিনয়ী দীন এবং দয়াবান্ হইলেন। যত দিন স্বার্থপরতা ছিল, তত দিন আপনার উপর দয়া ছিল, যখন আমিত্ব চলিয়া গেল, তখন সেই দয়া অন্যের প্রতি ধাবিত হইল। ঈশ্বরের দয়া স্মরণে ভক্তি হয়, ঈশ্বর-দর্শনে হৃদয়ের কোমল ভাব সকল প্রস্ফুটিত হয়। ভক্তিকাচের গুণে ভক্ত আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখেন। এই কাচের শক্তি যত বাড়ে, তত ভক্ত আপনার নিকটে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হন। অগ্রে তিনি ঈশ্বরের চরণধূলি হন, শেষে সকলের চরণধূলি হইয়া যান। এখন ভক্তের হৃদয় জগৎ ও জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রেম ধারণে উপযুক্ত হইল; তিনি ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র হইলেন, তাঁহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের প্রেম জগতের উপকার করিতে লাগিল।

ঈশ্বরের শিবস্বরূপ দর্শন করিতে করিতে উহা ঘন হইতে ঘনীভূত হইল, ঘনীভূত হইয়া সৌন্দর্য্যে ভক্তের হৃদয়কে মুগ্ধ করিল। এই মুগ্ধাবস্থাতে ভক্ত জ্ঞানহীন বা চৈতন্যহীন হন না। আনন্দের বেগে, মুগ্ধভাব প্রভাবে তিনি নৃত্য করিতে থাকেন। বাহিরে শরীর তাঁহার নৃত্য করে, কিন্তু অন্তরে নয়ন ঈশ্বরের ঘন সৌন্দর্য্যে বদ্ধ হইয়া থাকে। তাঁহার সৌন্দর্য্যে নয়ন স্থির রহিল, চক্ষু হস্ত পদ আনন্দ প্রকাশ করিল তাহাতে ক্ষতি কি? মত্ততা শরীরে নহে, মত্ততা মনে। শরীর মনের অনুগামী, মন সৌন্দর্য্যদর্শনে বিমোহিত হয়। তাহার যদি জ্ঞান না থাকে, তবে সে বিমোহিত হইবে কি প্রকারে? সুতরাং শরীরের

মূর্চ্ছা বা অজ্ঞান হওয়া মত্ততা নহে। 'প্রকৃত মত্ততা সজ্ঞানতা, চৈতন্য ভক্তের নাম।' 'চৈতন্য ভিন্ন ভক্ত কোথায়?' 'ভক্ত ক্রমাগত সচেতন ভাবে ঈশ্বরের সেই সৌন্দর্য্য রস পান করেন; যাই দর্শন কেটে যায়,অমনি মত্ততাও কেটে যায়। নিদ্রা, স্বপ্ন, মূর্চ্ছা কোন প্রকার অচেতন অবস্থায় ভক্তির মত্ততা হয় না।' এই মত্ততা একটি সাময়িক ভাব নহে, দু চারি ঘণ্টা ভাবেতে মত্ত থাকা মত্ততা নহে, ইহা সমুদায় জীবনব্যাপী; ইহা সমুদায় জীবনের অবস্থা। ইহা সম্পূর্ণ নিরবলম্ব। বাহিরের কীর্ত্তনাদি অপেক্ষা করিয়া ইহা উদিত হয় না। একা নির্জ্জনে রূপদর্শনে ভক্ত মুগ্ধ হইয়া থাকেন; তাঁহার মত্ততা আর কিছুরই উপর নির্ভর করে না। এই মত্ততার অন্যতর নাম মিষ্টতা, মত্ততার মিষ্টতাতেই ঈশ্বর ও তাঁহার নাম ভক্তের নিকটে অতিশয় মিষ্ট লাগে। এই মিষ্টতার রসাস্বাদ এক মিনিট হইলে সমুদায় দিন সেই মিষ্টতায় মন আরামে থাকে। ভক্তের পক্ষে কখন মত্ততা বা মিষ্টতা তাঁহাকে ছাড়িল এ জ্ঞান থাকা চাই; কেন না যখনই তিনি সে আস্বাদে বঞ্চিত হইবেন, তখনই তিনি আপনাকে নিতান্ত নরাধম বলিয়া মনে করিবেন, এবং সেই মিষ্টাস্বাদ স্থায়ী করিবার জন্য তাঁহার যত্ন হইবে। মত্ততা হইলে মত্ততা চলিয়া যাইতে পারে না তাহা নহে। অল্প কারণেই ভক্তি চটিয়া যায়। ভক্তি ভাঙ্গিলে আবার গড়া কঠিন। ভক্ত, ভক্তির উপকরণ, এ সকলের প্রতি অনাদর হইলে ভক্তি চলিয়া যায়। 'অতএব কি ভক্ত, কি ধর্ম্ম পুস্তক, কি সঙ্গীত, কি কোন ভক্তিসম্বন্ধীয় কোন পদার্থের প্রতি অনাদর' আসিতে দেওয়া উচিত নহে।

বস্তুতে প্রেম হইলে বস্তুর নামেও প্রেম হয়। 'বস্তু ছাড়া নাম নহে, নাম ছাড়া বস্তু নহে।' তবে বস্তু আগে নাম পরে। এ জন্য বস্তুর মহিমা না বুঝিতে পারিলে তাহার নামের মহিমা কখন বুঝিতে পারা যায় না। অতএব যাঁহারা বলেন, অগ্রে নাম সাধন করিতে হইবে, তাঁহাদের মত ঠিক নহে। দর্শন হউক না হউক নাম গ্রহণ করিলে মুক্তি হয়, এ কথায় সায় দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ 'ভক্তের পক্ষের নাম সাধন ঈশ্বর দর্শন অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার নহে, বরং উৎকৃষ্ট ব্যাপার। ......বারংবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রাণ মন ভক্তিরসে পূর্ণ না হইলে তাঁহার নামে যথার্থ মত্ততা হয় না।' ভক্তের পক্ষে প্রথমে ঈশ্বরদর্শনে মত্ততা, শেষে নাম শ্রবণ কীর্ত্তনে মত্ততা উপস্থিত হয়।

বিশ্বাসের সহিত নামসাধনব্যবস্থা নিকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষে, ভক্তের পক্ষে নহে। ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের প্রতি মুগ্ধতা হইলে কেবল নামের প্রতি কেন জীবের প্রতিও মুগ্ধতা উপস্থিত হয়। ভক্ত পরের উপকার করা অধর্ম্ম মনে করেন। কারণ উপকার করিতেছি ইহা মনে হইলেই অহঙ্কার হয়। তাঁহার জীবে দয়ার অর্থ পরসেবা। তাঁহার স্থান সকলের পদতলে, মস্তকে বা স্কন্ধে নহে *। এই সেবাতে দুইটি বল ভক্তের সহায়—এক আন্তরিক প্রেমের বেগ, দ্বিতীয় পরসেবাতে পরিত্রাণ এই বিশ্বাস। যে ব্যক্তি ভক্তিপথে অবস্থান করেন, তিনি সেবাতে এই দুই বলের সাহায্য লাভ করেন। পরসেবা হইতে স্বভাবতঃ বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। জগৎকে ভালবাসিয়া ভক্ত কি কখন বিলাস-পরায়ণ হইতে পারেন? পরের কুশলের জন্য তাঁহাকে সকলই পরিত্যাগ করিতে হয়। 'ভক্তিশাস্ত্রে বৈরাগ্যের পরিণাম তত দূর, ভালবাসা যত দূর।' ইঁহার বৈরাগ্য কঠোর নহে, ইহা অতি সুন্দর মনোহর। ফলতঃ অনুরাগই ইঁহার বৈরাগ্য।

ভক্ত কখন চক্ষুর প্রতি অবহেলা করিতে পারেন না। এই চক্ষুতেই যোগ ও ভক্তির মিলন। তবে এ দুয়ের ভিন্নতা এই, যোগের দেখা শাদা চক্ষে, ভক্তের ভক্তিতে অনুরঞ্জিত চক্ষে দেখা। যোগীর চক্ষে জল নাই, ভক্তের চক্ষে জল না থাকিলে প্রেমময়ের বস্তুই প্রতিভাত হয় না। যত ক্ষণ মধুর ভাবে দর্শন না হয় তত ক্ষণ ভক্ত কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। ভক্তের দর্শন ভাবপ্রধান, বস্তু তাঁহার উপলক্ষ, অনুরাগ মুগ্ধতাই তাঁহার লক্ষ্য। বস্তু ও ভাব এই দুইয়েতে যোগ ও ভক্তির পার্থক্য। এই পার্থক্য এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে 'বস্তুর প্রতি অনেক দৃষ্টি যোগ, ভাবের প্রতি অনেক দৃষ্টি ভক্তি। ভাব ভাব ভাব ভক্তি, বস্তু বস্তু বস্তু যোগ। ভাবপ্রধান সাধক ভক্ত; বস্তুপ্রধান সাধক যোগী। ভক্ত

---

* এই সময়ে কেশবচন্দ্র মিরারে (২৩ এপ্রেল, ১৮৭৬) 'ব্রাহ্মণ ও শূদ্র' এই শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখেন তাহাতে এই কথার বিস্তৃত প্রয়োগ সমুদয় নরনারীসম্বন্ধে তিনি করিয়াছেন। প্রত্যেকে আপনাকে শূদ্র জানিয়া অপর সকলকে ব্রহ্মসন্তান ব্রাহ্মণ জানে তাঁহাদের চরিত্রাদির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সেবা করিবেন, ইহা অতি সুন্দর ভাষায় সুযুক্তিতে তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

যখন ব্রহ্ম বস্তুকে দেখেন তখন অন্তরে হু হু করিয়া প্রেমস্রোত আসে, অত্যন্ত ভক্ত হইলে ইহাতে বিলম্ব হয় না।

যোগ।

দুই স্বতন্ত্র বস্তুর মিলন যোগ। স্রষ্টা ও সৃষ্ট, অনন্তশক্তি ও অল্পশক্তি, এ ভেদ যোগের অন্তরায় নয়, অন্তরায় পাপ ও অপবিত্রতা। এই পাপ ও অপবিত্রতা জন্য ঈশ্বরের সহিত যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সেই বিচ্ছেদ ঘুচাইবার জন্য যোগানুষ্ঠান। উপাসনাসময়ে যে সামীপ্য অনুভূত হয় তদ্দ্বারা কালের দূরতা এবং সাধু প্রভৃতিতে যে সামীপ্য অনুভূত হয় তদ্দ্বারা দেশের দূরতা অপনয়ন করিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্ববিধ দূরতা দূর করিয়া দিয়া ব্রহ্মের সহিত একত্বসাধন করিতে হইবে। এই একত্ব সাধনের পথ কি? অন্তরের দিকে গতি। অন্তরে যখন যোগ হইল তখন বাহিরে আসিতে হইবে, কিন্তু তাহা এখন নয়। এখন বাহিরের বিষয় প্রতিরোধ করে বলিয়া চক্ষু নিমীলন করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে। কোথায় বসিয়া যোগ করিতে হইবে? হৃদয়ে। কিন্তু হৃদয় হইতে মন চঞ্চল হইয়া বাহিরে আইসে, সাধন ও অভ্যাস দ্বারা এই মনের বহির্ম্মুখ গতি অবরুদ্ধ করা আবশ্যক। ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় এই বিশ্বাস লইয়া যাওয়া চাই যে, ভিতরে সৎপদার্থ আছে, যোগবলে সূক্ষ্ম জগতে যাইতে হইবে। তিনি যাই ভিতরে প্রবেশ করিবেন, গভীর হইতে গভীরতম স্থানে গিয়া উপস্থিত হইবেন, কিন্তু এখানেই গতি স্থগিত হইল না। তিনি যোগচক্রের গতিতে ব্রহ্ম হইতে মুখ না ফিরাইয়া ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন, কিন্তু এখন আর তিনি সাকারে সাকার দেখিতেছেন না, সাকারে নিরাকার দর্শন করিতেছেন। তিনি এখন কি দেখিতেছেন 'জড়ের মধ্যে সূক্ষ্মভাব, স্ত্রীর ভিতর স্ত্রীর ভাব, মাতার ভিতরে মাতার ভাব, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সেই জ্যোৎস্নার জ্যোৎস্না, বজ্রাঘাতে শক্তির শক্তি, আপনার শরীরে সেই আত্মা স্থাপিত, শরীরের ভিতরে সেই পরমাত্মা, চক্ষুর ভিতরে তিনি চক্ষু, কাণের ভিতরে তিনি কাণ, প্রাণের মধ্যে তিনি প্রাণ।' 'তাঁহার চক্ষে সকলই ব্রহ্মময়, আকাশময় ব্রহ্ম, জ্যোতির ভিতরে ব্রহ্ম।' কিন্তু এরূপে ব্রহ্ম দর্শন কি সহজ? সংসার যে আবরণ হইয়া রহিয়াছে। এ আবরণ কিসে ঘোচে। যোগী যখন ভিতরে গেলেন, তখন বাহিরের সমুদায় ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে তাহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ

ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে সকলই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া গেল। এখন সংসার স্বচ্ছ কাচ হইয়া গিয়াছে, আর উহা ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। সংসার ত্যাগ করিয়া যোগসাধন নিকৃষ্ট পন্থা, সংসারকে স্বচ্ছ কাচ করিয়া লওয়া সর্ব্বোচ্চ যোগ। সংসারকে স্বচ্ছ কাচ করিতে হইলে উহাকে এক বার অসৎ করিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে। সাকার জগতে যাহা কিছু সকলই নিরাকারের নিকটে ধার করিয়া লওয়া ইহা না বুঝিলে সাকার জগৎকে অসার করিয়া ভিতরে যাওয়া যায় না। সকল ঐশ্বর্য্য শক্তি বল যখন জানা হইল তখন অন্তরে নিরাকার জাগ্রৎ হইল, তাহার সকল সম্পদ্ প্রকাশ পাইতে লাগিল। নিরাকারের গুরুত্ব সারবত্তা বৃদ্ধি হইয়াছে, এখন সেই মৃত সংসার যাহাকে ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করা হইয়াছে, তাহাকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। যোগী সার বস্তু সকল পদার্থ হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া ভিতরে গিয়াছিলেন, এখন সেই জীবন্ত ব্রহ্ম বস্তুতে সমুদায় সংসারকে পূর্ণ করিলেন, এখন তৃণাদি সকলেতেই ব্রহ্ম। এ যোগ পথ অদ্বৈতবাদও নহে, পৌত্তলিকতাও নহে, কেন না, আত্মা, জড় ও জগৎ এ তিনই ইহাতে সত্য। তবে যাহা অস্বচ্ছ ছিল যোগবলে স্বচ্ছ করিয়া লওয়া হইয়াছে এই মাত্র। এ সকল কথার সংক্ষেপ এই ;—যোগের পথ দুইটি, (১) বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া, (২) ভিতর হইতে বাহিরে আসা। ইহার সাধন তিন প্রকার। (১) জগতের অসারতা দেখা, জগতের প্রতি বিরাগ, (২) অন্তরে নিরাকার পরম পদার্থকে অনুভব করা, (৩) সেই অসার জগতের মধ্যে পুনর্ব্বার সার পরম বস্তুকে বর্ত্তমান দেখা।

যোগের প্রথম গতি বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া, ইহাই বৈরাগ্য। সমুদায় অসার বলিয়া ভিতরে যাওয়া বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বৈরাগ্য দুই প্রকার, জ্ঞানগত ও ভাবগত। জ্ঞানী যিনি তিনি মৃত্যুর নিকষে পরীক্ষা না করিয়া কিছুই দেখিবেন না। মৃত্যুর পর এরা তো আর কেহ সঙ্গে যাইবে না, ইহাদের সঙ্গে অনিত্য সম্বন্ধ রাখিয়া কি প্রয়োজন? চক্ষু মুদিলাম কিছুই রহিল না। সুতরাং ইহাদের বাহিরে চাকচিক্য মাত্র ভিতরে সকলই ভুয়ো। এই সকল অসার, অনিত্য, ছায়ার মধ্যে যিনি সার, সত্য, নিত্য, যোগী তাঁহাকেই আশ্রয় করিলেন। এইটি জ্ঞানগত বৈরাগ্য। ভাবগত বৈরাগ্যের নিকট কিছুই ভাল

লাগে না। সকলই তিক্ত, সকলই তাঁহাকে দংশন করে। যখন ভাবগত বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন কিছুতেই আর মন প্রলুব্ধ হয় না। এই বৈরাগ্য সকলের পক্ষে সমান, অবস্থাভেদে কাল-দেশ-পাত্রভেদে বৈরাগ্যের নিয়মের ভিন্নতা হইতে পারে কিন্তু যে নিয়ম অবলম্বন করিলে বিষয়বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, সেই নিয়ম অবলম্বন কর্তব্য। প্রথমাবস্থায় দুঃখ যোগীর গুরু, সুখ তাঁহার শত্রু; দুঃখ তাঁহার স্বর্গ, সুখ তাঁহার নরক। কিন্তু পরিশেষে বৈরাগ্যের কড়াতে সুখকে জ্বালাইলে খাদ বাহির হইয়া যাইবে, অবশিষ্ট থাকিবে শান্তি। তখন তৃষ্ণা বিতৃষ্ণা উভয় গিয়া শান্তি আসিবে। বৈরাগ্যে কষ্ট গ্রহণ প্রয়োজন, কিন্তু যেরূপ কষ্ট গ্রহণে রোগ হয় তাহা বৈরাগ্যের বিরোধী। বৈরাগ্য তিন প্রকার;—(১) অসার বলিয়া সংসারকে ভাল না বাসা, (২) ইন্দ্রিয়াসক্তির উত্তেজক ও পাপের কারণ এ জন্য সংসারকে ঘৃণা করা, (৩) ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত না হইয়া জগতের মঙ্গল ও তদ্দ্বারা জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত সাধন করা। প্রথম দুটি যোগের, তৃতীয়টি ভক্তির। জ্ঞানগত বৈরাগ্যের দ্বারা মিথ্যা হইতে সত্যকে প্রভেদ করিয়া লইতে হইবে, হৃদ্‌গত বৈরাগ্য দ্বারা সুখের আসক্তি পরাজয় করিতে হইবে। সুখের দিকে মন একটু গড়াইলেই সাবধান হওয়া কর্তব্য, তখন নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়সুখভোগও পাপের সমান। যখন ইন্দ্রিয়সুখ পাপের কারণ নহে, তখন তাহা সেবনীয়। ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্য এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ঔদাসীন্যের অবস্থায় 'কিছুরই প্রতি মমতা নাই। অনাসক্ত নিরপেক্ষ ভাব, এ সংসার ভালও নহে—মন্দও নহে'; বৈরাগ্য ইহারই পরিপক্বাবস্থা। উদাসীন ভাব পরিপক্ব হইয়া অসার বস্তুর প্রতি বিরক্তি হয় ইহাই বৈরাগ্য। অসার বস্তুকে অসার বলিয়া জানা, এ বৈরাগ্য চিরস্থায়ী। চিত্তশুদ্ধি, যোগবল, ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং পরলোকনিষ্ঠা লাভ এবং মৃত্যুভয় অতিক্রম করিবার জন্য জীবন ও স্বাস্থ্যের ভূমি অতিক্রম না করিয়া ঈশ্বরের আদেশে মনকে নির্ম্মল করিবার উদ্দেশে যে কষ্ট গ্রহণ করা হয়, উহা তত দিন গ্রহণ করিতে হইবে, যত দিন গ্রহণ ঈশ্বরের আদেশ। তপস্যারূপ হোমের অগ্নিতে আত্মা নির্ম্মল হইয়া উঠিলে আর উহাতে প্রয়োজন নাই। নিদ্রা পরিত্যাগ নহে, নিদ্রাধিক্য নহে; আহার পরিত্যাগ নহে, আহারাধিক্য নহে; সংসার পরিত্যাগ নহে, সংসারাসক্তি নহে, লোকসঙ্গ পরিত্যাগ নহে, জনসমাজে

আবদ্ধ নহে; শরীরকে খুব সুখ দেওয়া নহে, শরীরকে খুব কষ্ট দেওয়া নহে; মৃত্যুকে অভিলাষ করা নহে, মৃত্যুকে ভয় করা নহে; ইহা জীবনে স্থায়ী বৈরাগ্য। বৈরাগীর মুখে গাম্ভীর্য্য ও শান্তি এই দুইয়ের মিশ্রিত ভাব। দীনতা বৈরাগীর প্রধান লক্ষণ। গরিব ভাব, বড় হইবার অনিচ্ছা, নম্রভাব, অল্পেতে সন্তোষ, ইহাই দীনতা।

যোগী সংসার পরিত্যাগ করিবেন না, ইহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু যোগী সংসারী হইবেন কি না, ইহাই প্রশ্ন। সংসারী হইলে কি ভাবে হইবেন ইহাও জ্ঞাতব্য। বর্ত্তমান সংসারের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে সংসার যোগের পক্ষে অনুকূল নহে, এ জন্য যিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি যদি যোগে জীবন যাপন করিতে চান বিবাহ না করা ভাল। কিন্তু যিনি বিবাহ করিয়াছেন সন্তানাদি আছে, যোগী তাহাদিগকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ইঁহারা থাকিয়াও নাই, এই প্রকারে যোগীকে সংসারে অবস্থান করিতে হইবে। থাকিয়াও নাই ইহা সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? সংসারের জন্য ইঁহাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, কেবল ধর্ম্মের জন্য কর্ত্তব্যের জন্য। তাঁহাতে সংসারের গন্ধ নাই বুঝা যাইবে কি প্রকারে? সমচিত্ততাতে। যোগীর মন সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ, অবিচলিত, অবস্থার পরিবর্ত্তনে অচঞ্চল। সংসার-ধর্ম্মপালনে অণুমাত্র ত্রুটি হইবে না, অথচ বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকিবে না। ইহাকে বলে অন্ধ হইয়া শ্মশানবাসী হইয়া সংসার করা। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ভিন্ন সংসারের কিছু দেখে না, সে অন্ধ; যাহাকে এই চিতাতে প্রবেশ করিতে হইবে, সুতরাং সংসারের প্রতি দৃক্‌পাতশূন্য, সে শ্মশানবাসী। যাহার যাহা প্রাপ্য, যোগী তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবেন না, অথচ তাঁহার মন অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় অবিচলিত থাকিবে। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে তাঁহার হস্তে আনিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিবেন, জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিবেন। স্ত্রীর নিকটে যোগের কথা বলিবেন, ঈশ্বর দিন দিলে সহধর্ম্মিণী হইবেন। আশু ফল দেখিতে না পাইলেও ছেলেদেরে ধর্ম্মের কথা বলিবেন। যিনি বৈরাগী তাঁহার এ প্রকারে সংসারে বাস করিবার প্রয়োজন কি? বৈরাগ্য পরিপক্ক হইলে এরূপে বাস ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট। যোগের যে প্রকার বাহির হইতে অন্তরে, অন্তর হইতে বাহিরে গতি, বৈরাগ্যেরও সেই প্রকার। বৈরাগ্য প্রথমতঃ

অপদার্থ হইতে পদার্থে, তৎপর পদার্থ হইতে অপদার্থে আইসে। বিষয়রস-পানে বিরত হইয়া বৈরাগী অন্তরে গেলেন, সেখানে ঈশ্বরকে পাইয়া তিনি পূর্ণকাম হইলেন, আর বিষয়রস পানে বাঞ্ছা রহিল না। এক্ষণে যোগী হইয়া বাহিরে অপদার্থে আসিলেন। এখন আর তাঁহার পূর্ণ যোগানন্দের উপর একটী ফোটা সংসারের সুখও রাখা যাইতে পারে না। প্রথম প্রকার বৈরাগ্যের সর্ব্বস্বত্যাগ; কল্যকার জন্য চিন্তাবিহীনতা প্রভৃতি ছিল, এখন আর আহারচিন্তা প্রভৃতি স্বতন্ত্র রহিল না, ব্রহ্ম যাহা বলেন তিনি তাহাই করেন। 'প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ লাভের প্রত্যাশায়, দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ লাভ হইয়াছে বলিয়া। সুতরাং দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্যের অভিধানে ত্যাগ বলিয়া কোন শব্দ নাই। এখানে কেবল লাভ ত্যাগ কোথায়?' অহঙ্কার না ঘটে, অথবা অনধিকারচর্চ্চায় অপরের অনিষ্ট না হইতে পারে, এজন্য বৈরাগ্য নিগূঢ় রাখিতে হইবে, বাহিরে প্রকাশ করা সমুচিত নয়। পরিচ্ছদাদিতে উহা আবরণ করিয়া রাখা উচিত।

বৈরাগ্য না হইলে সংসারের আকর্ষণ পরিহার করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। অন্তরে প্রবেশ করিয়া কি যোগ হইল? ঘোর অন্ধকার। এই অন্ধকারের ভিতরে 'সত্যম্' আছেন সাধন করিতে হইবে। এই অন্ধকার ব্রহ্মের মুখের আবরণ; এই অন্ধকারের ভিতরে পরমব্রহ্ম; এই অন্ধকারই সেই বস্তু। অন্ধকাররূপে সেই সারসত্তা অন্তশ্চক্ষুর নিকটে প্রকাশিত হয়। এই অন্ধকার যোগপ্রলয়। এই প্রলয়ে সমুদায় জগৎ নির্ব্বাণ হইয়া গেল। যোগী অন্ধকারে পরিবৃত হইয়া 'হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর,' বলিয়া ডাকিতেছেন। তাঁহার সে ধ্বনি অন্ধকার গ্রাস করিতেছে। ডাকিতে ডাকিতে 'আমি আছি' এই গম্ভীর শব্দ শ্রবণগোচর হইল। তখন অন্ধকার ব্যক্তিত্বে পরিণত হইল। তখন যোগী 'তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য,' 'সত্যং সত্যং সত্যং' মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে 'আমি আছি' এই শব্দ শুনিতেছেন। 'তুমি আছ' 'তুমি আছ' বলিতে বলিতে অন্ধকারে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, এবং উহা একটী প্রকাণ্ড পুরুষ হইল। অন্ধকারবসন পরিধান করিয়া যিনি 'আছি' বলিয়াছিলেন, এখন তিনি আত্ম-পরিচয় দিলেন। কিন্তু এখনও নিগুর্ণসাধন, কেন না ব্রহ্মের সত্তামাত্র যোগীর

নিকটে প্রকাশিত হইল। এই সত্তাতে নিঃসংশয় হওয়া চাই, তৎপর সগুণ ভাব প্রকাশিত হইবে। যত দূর মন যায়, তত দূর সত্তার ব্যাপ্তি দর্শন স্থূল দর্শন, অত্যন্ত বিন্দুমাত্র স্থানে দর্শন সূক্ষ্ম দর্শন। সাধারণ সত্তা দর্শন অবলোকন, একটি স্থানে ভাল করিয়া বিশেষ সত্তা দর্শন নিরীক্ষণ। প্রকাণ্ড সত্তাসাগরে ভাসা সন্তরণ, সত্তার ভিতরে ডুবিয়া যাওয়া নিমজ্জন। এ কয়েক প্রকারের ভাবে ব্রহ্ম দর্শন ও সম্ভোগ যোগীর পক্ষে উচিত। অন্যথা অসীম ব্যাপ্তি অনন্তত্ব দর্শন সম্ভোগ করিতে গিয়া গভীর ব্রহ্মদর্শন হইবে না, আবার অনন্তত্ব ভুলিয়া গেলে ব্রহ্ম পরিমিত হইবেন। ব্রহ্মের গুণ আয়ত্ত করিবার জন্য একটি স্থানে তাঁহার জ্ঞান প্রেম পুণ্যের প্রকাশ দেখিতে হইবে, সকল স্থানে তাঁহার গুণ নাই তাহা নহে, উপলব্ধির গাঢ়তার জন্য কেবল এরূপে দর্শনের ব্যবস্থা। দর্শন শিক্ষার ব্যাপার। আধ্যাত্মিক চক্ষু অন্ধ হইয়া রহিয়াছে, সাধন দ্বারা উহার অন্ধতা দূর করিলেই ব্রহ্মদর্শন হইবে। এই দর্শন ক্রমে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল হইবে। উজ্জ্বলতা এবং উজ্জ্বলতার স্থায়িত্বানুসারে সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন হয়। এক বার উজ্জ্বল দর্শন হইয়া আর বহু দিন দেখিতে না পাওয়া ইহা অপেক্ষা সর্ব্বদাই এক প্রকার তাঁহাকে দেখা ভাল। 'দর্শনের সময়ে দর্শন উজ্জ্বল হইবে এবং যখন নাও হয়, তখনও সেই উজ্জ্বলতা থাকিবে এইরূপ সুখের অবস্থা প্রার্থনীয়। উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর এবং ক্রমে দর্শন উজ্জ্বলতম হওয়া চাই। আগে পাঁচ বার বিচ্ছেদ হইত, এখন দুই বার বিচ্ছেদ হয়, পরে হইবে না।'

নামগ্রহণ।

২৭শে বৈশাখ সোমবার (১৭৯৮ শক) যোগ শিক্ষার্থী ও ভক্তি শিক্ষার্থী যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয় তাহা আমরা 'ব্রত পুস্তক' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "অদ্য হইতে আমরা উভয়ে ভিন্ন পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আর আমাদের এখানে সাধনাবস্থায় একত্র হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের আশা সাধনে সিদ্ধ হইয়া আমরা গম্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় একত্র মিলিত হইব।" এই কথা বলিয়া উভয়ে উভয়কে প্রণাম পূর্ব্বক কয়েক পদ একত্র গমন করিয়া পুনরায় একত্র কুটিরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামী নাম গ্রহণার্থ তথায় অবস্থিতি করিলেন;* শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। পরিশেষে আচার্য্য 'হরি সুন্দর' এই নাম স্বয়ং প্রথমে তিন বার পরে দশ বার অনুচ্চ স্বরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট উচ্চারণ করিলেন, ঐ নাম শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দ্বারা উচ্চারণ করাইয়া স্বয়ং শ্রবণ করিলেন। অনন্তর আচার্য্য ঐ নাম শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে কিয়ৎকাল জপ করিতে বলিলেন। জপ সাধনান্তে এই ভাবে উপদেশ দিলেন।—

'এই নাম চক্ষে, কর্ণে, জিহ্বায়, হৃদয়ে, প্রাণে রাখিবে। এই নাম জপ করিবে, দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, রসনায় রসাস্বাদ গ্রহণ করিবে, প্রেম জানিয়া হৃদয়ে রাখিবে, মুক্তি জানিয়া প্রাণের ভিতর রাখিবে। এই নামে আপনি বাঁচিবে এই নামে পাপীকে বাঁচাইবে। নাম সর্ব্বস্ব। ইহকাল পরকালে নাম বিনা আর কিছুই নাই। নাম সৎ, অতএব নামকে সার কর।

"হে গতিনাথ, তোমার নাম কি জানিলাম না, তোমার নাম আস্বাদন করিতে দাও। নামই স্বর্গ, নামই বৈকুণ্ঠ, নাম পরাইয়া দাও। এস হে দয়াল পরমেশ্বর, নাম হার করিয়া দাও। তোমার শ্রীচরণতলে আমরা প্রণাম করি।"

জীবনব্যাপী ব্রত।

১৩ ফাল্গুন (১৭৯৭ শক) ব্রত গ্রহণ হইয়া তৎপর দিন হইতে উপদেশ আরম্ভ হয়, ১৪ শ্রাবণ ১৭৯৮ শকে উপদেশ পরিসমাপ্ত হয়। উপদেশ পরিসমাপ্ত হইয়া ১৭৯৮ শকের ১৬ই ফাল্গুন বাসনা, হস্ত ও চিত্ত সর্ব্বদা শুদ্ধ রাখিয়া পুণ্যসঞ্চয়, ১৮ফাল্গুন ঈশ্বরানুরক্ত হইয়া অল্পে সন্তুষ্টি ভোগবাসনা ত্যাগ, ১৯ফাল্গুন ব্রতীর ভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের সেবা পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন, এই তিনটী ব্রত প্রদত্ত হয়। ২৬শে ফাল্গুন ব্রতের উদ্যাপনোপলক্ষে যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী ও ভক্তির অনুগামীকে কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেন। এখনও যে তাঁহাদিগের কেবল সাধনারম্ভ ইহাই তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন, "যোগ পরায়ণ, তুমি গভীরতর যোগ অভ্যাস কর, যাহা হইয়াছে তাহা যোগশাস্ত্রের বর্ণমালার 'ক'।" "ভক্তি পরায়ণ, ভক্তির মধুরতা এখন অনেক বাকি আছে, অপার জলে ডুবিয়া বিহ্বল হইতে হইবে। ঈশ্বরের মুখ দর্শনে

এমন প্রমত্ত হইবে যে অন্য দিকে আর মুখ ফিরিবে না।" "জ্ঞানপরায়ণ, অনেক গভীর জলে যাইতে হইবে। যেখানে চারি বেদের মিল হইয়াছে সেই মীমাংসাস্থলে যাইতে হইবে। যে সকল শাস্ত্রে পরস্পরের মধ্যে মিল নাই, সে সমুদায় অপরা বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সেখানে যেখানে অমিল নাই।" "ভক্তির অনুবর্ত্তী, ভক্তির পথে যাওয়া আর ভক্তের অনুবর্ত্তী হওয়া একই। অনুবর্ত্তীর ভাবে আরও বিনীত হওয়া উচিত। ভক্তি পথের ছায়াও ভাল। মধুর দয়াল নাম গ্রহণ করিতে করিতে না জানি কোন্ দিন সাক্ষাৎ প্রেমময়ের দর্শন লাভ করিয়া কত সুধা ভোগ করিবে। চলিয়া যাও এই রাজ্যে অনুবর্ত্তী হওয়াতে ক্ষতি নাই। একেবারে পূর্ণভাবে যখন ভক্তিসাগরে পড়িবে, তখন আর কিছু ভেদাভেদ জ্ঞান থাকিবে না। আর একটু হৃদয়কে বিগলিত করিতে হইবে। ভক্তির আর দুই পথ নাই। অনুবর্ত্তীর পক্ষে আরও প্রাণকে মুগ্ধ হইতে দেওয়া আবশ্যক। যে দিন ভক্তবৎসল তোমার প্রাণকে একেবারে টানিয়া লইবেন তখন অনুবর্ত্তী আমি, ইহা মনে থাকিবে না, তখন বুঝিবে কেবল সুধাতে ডুবিয়াছি। আসল জিনিষ এখনও উদরস্থ হয় নাই। এত হইল অথচ আত্মার কিছু হইল না এই দুঃখ; কিছু করিলাম না এত হইল এই সুখ। এই দুই তোমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি কবিবে। তোমাদের সঙ্গে আর কেহ আসিলেন কি না সে সকল তোমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এখন যাঁহারা তোমাদের চারিদিকে আছেন, তাঁহাদিগকে তোমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়া নমস্কার কর।"

উত্তর পশ্চিমে গমন।

কেশবচন্দ্র বৈরাগ্য সাধনই করুন, যোগ ভক্তির মধ্যে মগ্নই হউন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যেব উদ্যমেব কোন দিন বিরতি নাই। কুটীরে উপদেশ, সঙ্গত, ব্রহ্মবিদ্যালয়, ব্রাহ্মিকাবিদ্যালয়, ব্রহ্মমন্দির, আলবার্ট হল, স্ত্রীবিদ্যালয় ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত। ভাদ্রোৎসব নিকটবর্ত্তী; এবার উৎসরের তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ব্রহ্মমন্দিরের চূড়ার নিম্নদেশে এবং এক সপ্তাহ কাল অভ্যন্তরে পাঠের ব্যবস্থা হইল, প্রতি দিন জমাট সংকীর্ত্তনের উৎসাহ উদ্যমের অবধি নাই। মনের উৎসাহতো কোন কালে খর্ব্ব হইবার নহে, কিন্তু শরীর তাহার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল সর্ব্বপ্রকার অভূতপূর্ব্ব পরিশ্রম বহন কবিবে, ইহার সম্ভাবনা কোথায়? উৎসবের পূর্ব্ব দিন কেশবচন্দ্রের মস্তকঘূর্ণন রোগ উপস্থিত। ভাদ্রোৎসবে (৫ই ভাদ্র, ১৭৯৮ শক) তিনি প্রাতঃকালের উপাসনা কার্য্য করিতে পারিলেন না, সকলেই নিরাশ এবং ভগ্নচিত্ত। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রাতঃকালের উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহার উপদেশ শেষ হইয়াছে এমন সময় সকলের কর্ণে কেশবের কণ্ঠধ্বনি প্রবিষ্ট হইল। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বে যাহা লিখিত হইয়াছে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "......হঠাৎ আচার্য্যের কণ্ঠনিঃসৃত প্রার্থনাব শব্দ উত্থিত হইল। আমরা আশ্চর্য্য ও আহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রার্থনা শুনিতে লাগিলাম। যিনি কিয়ৎকাল পূর্ব্বে অনিদ্রা এবং ঘোরতর শিবঃপীড়ায় অস্থির ছিলেন, সহসা তাঁহাকে এইরূপে মহাজনতাপূর্ণ উৎসবমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ইহাতে কাহার কাহার আশঙ্কাও হইল। কিন্তু ভক্তির রাজ্যের কি দুরবগাহ নিয়ম, শারীরিক ক্রিয়ার উপর আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার কি অদ্ভুত প্রভাব। তাহার পর হইতে তিনি স্ফূর্ত্তি ও প্রসন্নতার সহিত রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত উৎসবের অবশিষ্ট কার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহ করিলেন, এই সঙ্গে সঙ্গে পীড়ারও উপশম হইয়া গেল। আচার্য্য

মহাশয়ের সেই প্রার্থনায় প্রকৃতরূপে উৎসবের আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল, তচ্ছ্রবণে কোন কোন প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু বিশেষরূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।" আমরা তাঁহার সে প্রার্থনাটী উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"হে প্রেমসিন্ধু, উৎসবের দেবতা, রোগ শোকের মধ্যে থাকিয়াও এই উৎসবের প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। এই বয়সে অনেকবার ধনপ্রলোভন, ইন্দ্রিয়প্রলোভন, নীচ বন্ধুতার প্রলোভন জয় করিতে পারি নাই, তেমনি দেখিতেছি, তোমার স্বর্গীয় প্রলোভন পরাস্ত করাও অসম্ভব। আজ তোমার সঙ্গে কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না! শুভ ক্ষণ, তোমার রূপের নবীনতা, স্বর্গের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, যেখানে তুমি ইহলোক পরলোক এক করিয়াছ, এ সমুদায় প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। রথে করিয়া তুমি যাহাদিগকে পরিত্রাণরাজ্যে লইয়া যাইবে সেই পাপী আমরা। আশা আছে, সেই রথে চড়িব। এত দিনের পরিশ্রমের পর যে ঘরে যাইব কেমন সে ঘর! সেই সুন্দর ঘরের আভাস এই ব্রহ্মমন্দির বৎসরের মধ্যে দুটীবার স্বহস্তে দেখাইয়া দেয়। ছয় মাস প্রতীক্ষা করিয়া আজ আবার সেই শুভ দিন পাইলাম। হে উৎসবের ঈশ্বর, আজ এখানে তোমার সন্তানদিগকে লইয়া ঘর সাজাইয়া বসিয়া আছ। তুমি এখানেও উৎসব করিতেছ ওখানেও উৎসব করিতেছ; কিন্তু ওখানে তোমার ভক্তদিগের মধ্যে কেমন উল্লাস, কেমন আনন্দনীরে তাঁহারা ডুবিয়া আছেন। আমরা এখানে উৎসবের আনন্দে ডুবিয়া ছয় মাসের দুঃখ দূর করিতে আসি, কিন্তু যখন স্বর্গে গিয়া তোমার ঐ ভক্তদিগের সঙ্গে ভক্তি ঘাটের আনন্দনীরে স্নান করিব তখন আর দুঃখ সন্তাপ থাকিবে না। প্রাণের প্রিয় দেবতা, এই দুইটী উৎসব দিয়া আমাদের প্রতি তুমি কত মধুর প্রেম প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু ঐ স্বর্গে যে তোমার ভক্তেরা উৎসব করিতেছেন, সেখানে না ভাদ্র মাস, না মাঘ মাস, ওখানে না দিন, না রাত্রি, সেখানে নিত্য উল্লাস নিত্য মহোৎসব। ওখানে কলহ নাই, ওখানে কাহারও প্রেম শুষ্ক হয় না, ওখানে সর্ব্বদাই ভক্তিনদী প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারা কেমন সুখী। তাঁহারাই তোমার সুখী পরিবার। কবে আমরা সবান্ধবে সেখানে যাইব? কেন ঐ স্বর্গের মনোহর দৃষ্টি দেখাও যদি ঐ দৃষ্টি যথার্থ না হয়। এই যে বৎসরের মধ্যে দুটী উৎসব দিয়াছ, উহার মধ্য দিয়া

ঐ পরকালের উৎসব দেখা যায়, এখানকার উৎসব সোপান। আমরা সংসারের কীট, মাথা তুলিয়া ঐ স্বর্গের ভক্ত পরিবার দেখিতে পাই না, যখন এই উৎসব সোপানে উঠি, তখন তাহা দেখি। আর লোভ কিসে হবে? তোমাকে কোটি-বার প্রণাম করি যে, তুমি এই উৎসবের ভিতরে সেই উৎসব দেখাইতেছ। সেখানে তুমি, তোমার ভক্তদিগের মুখে কেবল সুধা ঢালিয়া দিতেছ, তাঁহাদের অন্তরে কত আহ্লাদ, কত প্রসন্নতা, মুখে কত হাসি, তাঁহাদের ম্লানতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা জাগিয়া ঐ স্বর্গের নিরুপম শোভা দেখিতেছেন, আমরা পৃথিবী-নরকে থাকিয়া স্বপ্নে এক একবার উহা দেখিতেছি, তবুও আমাদের জয়। কিন্তু এই বন্ধুগুলিকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘরে যাইতে না পারিলে আর সুখ নাই। ঐ স্বর্গের বাগানে প্রবেশ করিয়া যখন সদ্যঃপ্রস্ফুটিত ফুল তুলিব, আর সে সমুদায় তোমার চরণে ফেলিব, তখন আহ্লাদ হইবে। সেখানে গিয়া পরমানন্দে বলিব আয় ভাই, আয়, শরীরের উপর আসিয়া পড়, না স্পর্শ করিলে সুখ হয় না। প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিব। সকলে মিলিত হইয়া সজোরে তোমার চরণতলে পড়িব, তাহাতে চরণে আঘাত লাগিবে; কিন্তু সেই আঘাতে আহ্লাদ হইবে। স্বর্গ স্বপ্ন নহে। একবার ঐ স্বর্গের পরি দেখিলে কেহ আর মায়ায় বদ্ধ থাকিতে পারিবে না, কাহারও আর জারিজুরি থাকিবে না, টাকা কাহাকেও ভুলাইতে পারিবে না। ঐ দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করি তোমরা এত লোভী হইলে কিসে? তোমরা যে সংসারের দিকে একেবারেই তাকাও না। তাঁহারা বলেন, আমরা কি সাধে অন্য দিকে চক্ষু ফিরাই না। ঐ প্রেমনয়ন যে আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ঐ চক্ষুর কটাক্ষ একবার যাহার উপরে পড়ে আর কি সে সংসারে সুখ পাইতে পারে? বুঝিলাম দয়াল, ঐ চক্ষু পরিত্রাণের সঙ্কেত। যখন ঐ চক্ষের কটাক্ষে একটি লোককে উদ্ধার কর, তখন ঐ দৃষ্টিতে একশত লোক মরিবে, গলাকাটিব যদি এ কথা মিথ্যা হয়। সমস্ত জগতের পরিত্রাণ ঐ দৃষ্টিতে। ওহে পৃথ্বীনাথ, তুমি পৃথি-বীর দুর্দ্দশা দেখিয়াইত ইহার প্রতি এরূপ কৃপা দৃষ্টিতে তাকাইতেছ; তাহা যখন করিতেছ তাহা দেখিয়া কি আর সন্দেহ করিতে পারি যে, ক্রমে ক্রমে পৃথিবীটা মত্ত হইবে? কি বলিলে, দয়াল মত্ত হয় নাত। সেয়ানা উপাসক তোমাকে পাথর জ্ঞান করিয়া শুষ্ক নয়নে তোমার পূজা করে, কাঁদে না,

প্রেমে মত্ত হয় না। পাগল চাও তুমি। তোমার স্বর্গ কেবল উন্মাদদিগের ঘর, যেখানে তাঁহারা মনের আনন্দে প্রেমসুরা পান করেন। না জানেন বই, না জানেন শাস্ত্র, কেবল মত্ত হইয়া ঘুরিতে জানেন। ঐ যে তাঁহারা আমোদে মাতিয়াছেন, উন্মাদের ন্যায় ঘুরিতেছেন। কতকগুলি পাগল গিয়া তোমার ঘরে বসিয়াছেন, আর যাঁহারা বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত তাঁহারা ঐ ঘরের বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছেন। হে প্রেমের ঠাকুর, যদি প্রেমেতে ভক্তিতে উন্মাদ কর, এ জীবন কৃতার্থ হইবে। দুই পাঁচটী এমন উৎসব এনে দাও যাহাতে আর প্রাণের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্য থাকিবে না। হে ঈশ্বর, শুভবুদ্ধি এই কয়টী লোককে দাও যাঁহারা আশা করিয়া এই ঘরে আসিলেন। পিতা, বড় দুঃখ হয়, ভাই ভগ্নী গুলি চতুর হইয়া আসে, আর সেই ভাবেই ঘরে ফিরিয়া যায়, কেহ ধরা দিতে চায় না, তোমাকে দেখিযা কেন পাগল হইবে না? তুমি কি আমাদের বড় ভ্রাতাদের প্রতি কোমল নয়নে দেখ, আর আমাদের প্রতি কঠোর নয়নে দেখ? তোমারত পক্ষপাত নাই। ঐ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ কর। ঐ সুকোমল চক্ষু মারিবেই মারিবে। হে দয়াল, প্রলোভনে পড়িয়া এই উৎ-কৃষ্ট শুভদিনে তোমাকে ডাকিলাম। ভাই ভগ্নীদেব কল্যাণ কর। আন আন স্বর্গের সুখ। আশ্রিতদিগকে স্বর্গে স্থান দাও। যাহাতে তোমার শোভা দেখিয়া তোমার ভাবে মত্ত হইয়া সুখী হই, শান্তি পাই, হে দয়াল প্রভু, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।”

অপরাহ্ণে ধ্যানের উদ্বোধন, দীক্ষিতগণের প্রতি উপদেশ, সায়ঙ্কালের উপাসনা উপদেশ, এ সমুদায়ই কেশবচন্দ্র স্বয়ং নির্ব্বাহ করেন। ধ্যানের উদ্বোধনের মধ্যের এই কথাগুলি কিছু সামান্য নয়! “সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ এবং প্রেম স্বরূপ দেখিয়াও মানুষ তাঁহাকে ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, কিন্তু চতুর্থবার যখন দেখে সেই পুরুষ ঘন প্রেম এবং ঘন আনন্দে অত্যন্ত সুন্দর হইয়া হাসিতেছেন, তখন আর সে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সেই যে তাহার চক্ষু আনন্দসাগরে ডুবিল আর তাহা ফিরিল না, তাহার ভিতরেই রহিল।” উপদেশে অনন্ত আকাশকে হাস্যময় দর্শন মূল কথা। এক নিরা-কার কিছুই নয়, দ্বিতীয় নিরাকার পদার্থ বটে, কিন্তু শুষ্ক আকাশের ন্যায়। তৃতীয় নিরাকার শুষ্ক নহে, চিরসরস, চিরপ্রসন্ন পুরুষের মত। ইনি

নিত্যানন্দ, সদানন্দ "চিরপ্রফুল্ল" ইঁহার নাম। এই বিষয়টি উপদেশে কেশবচন্দ্র অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন।

এবার প্রচারকবর্গ বৈষ্ণবভাব বিশেষরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য যত্ন করেন। এ সম্বন্ধে মিরার (২৭ আগষ্ট, ১৮৭৬) লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মপ্রচারকগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের সমগ্র ভাব ও সত্য আপনাদের ধর্ম্মবিধির অন্তর্ভূত করিয়া লইতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। বৈষ্ণবগণের সঙ্গীত গান করা, শুনা ও শেখাতে এখন সকলের সমধিক স্থিরযত্ন। চৈতন্য হইতে যে ধর্ম্মবিধি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার অন্তস্তম প্রদেশে তাঁহারা প্রবেশ করিতেছেন। বঙ্গদেশে ধর্ম্ম যদি প্রিয় সুমিষ্ট এবং সকলের গ্রহণযোগ্য করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব কালে চৈতন্যের অনুগামিগণের মধ্যে যে ধর্ম্মোৎসাহ বিনম্র ও কোমল ভাব ছিল, তাহার কিছু কিছু গ্রহণ করিতেই হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে যে গভীর ভাব আছে তাহা ছাড়া অধ্যাত্মসম্পদের বৃহৎ মূল্যবান্ খনি আছে।" এই সময়ে এক দিন কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করা যায় শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মগ্রহণ একান্ত অসম্ভব। এরূপ স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন না করিলে বৈষ্ণবধর্ম্মের সমগ্র ভাব কি প্রকারে পূর্ণতা লাভ করিবে? এতচ্ছ্রবণে কেশবচন্দ্র বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে সাধারণের যে প্রকার সংস্কার তাহা সত্য নহে, কিন্তু লোকের মনে যখন ঈদৃশ সংস্কার আছে তখন তাঁহাকে অসময়ে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন করা কল্যাণকর হইবে না। নারীজাতিসম্বন্ধে এ দেশে পাশ্চাত্য ভাবের প্রবল হইতেছে, এখন যদি শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করা যায় সমাজ উশৃঙ্খল হইয়া যাইবে! কেশবচন্দ্র বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়া কুটীরে স্বহস্তে রন্ধন করিতেন এবং সে সময়ে ভাগবতের পদ্যে অনুবাদিত একাদশ স্কন্ধ পাঠ করিতেন, দশম স্কন্ধের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না, অথচ তিনি অন্তরে চিনিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। এইরূপ আলাপের পর কেশবচন্দ্র যখন গাজীপুরাভিমুখে গমন করেন তখন ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল পথ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ধর্ম্মতত্ত্বে প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে আমরা ভাগবত পাঠ করিয়া দেখি যে কেশবচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য, তাঁহার বলার পূর্ব্বে আমাদেরই বুদ্ধিতে ভাগবতের যথার্থ অর্থ স্ফূর্ত্তি পায় নাই। যাহা হউক, প্রেরিত

প্রবন্ধ প্রমাণপ্রয়োগসহকারে ধর্ম্মতত্ত্বে (১ কার্ত্তিক, ১৭৯৮ শক) মুদ্রিত করা যায় *।

এই সময়ে ব্রাহ্মবিবাহবিধি অনুসারে বিবাহে একটি অসঙ্গতির কারণ উপস্থিত হয়। বিজ্ঞপ্তিপত্রে স্বাক্ষরের পর স্ত্রী আচারের জন্য পাত্রকে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে অন্য একটি গৃহে রেজিষ্টারি কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরিশেষে পাত্র কন্যা সভাস্থ হন, ইহাতে সভাস্থ সকলের নিতান্ত ক্লেশ ও ক্লান্তি উপস্থিত হয়। এই ক্লেশ ও ক্লান্তি নিবারণের জন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করেন যে, বিবাহের অগ্রে রেজিষ্ট্রেশন হয়, কেহ কেহ বলেন বিবাহের পর রেজিষ্ট্রেশন হয়। এ দুইই বিধিবিরুদ্ধ। কেন না বিবাহের পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রেশন হইলে, ধর্ম্ম-সম্পর্কীণ অঙ্গের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ থাকে না, ইহাতে রেজিষ্ট্রেশন ব্যাপার ধর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া দূষিত হয়, আবার যদি বিবাহের ধর্ম্মসম্পার্কীয় সমুদায় অঙ্গ সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে রেজিষ্ট্রেশন হয়, আইনে যাহার পর যাহা হইবে তাহার প্রক্রম ভঙ্গ হওয়াতে দোষ সমুপস্থিত হয়। সুতরাং বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়া। বিষয়টি কেশবচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত করিলে তিনি এই মীমাংসা করেন যে, পাত্র পাত্রী অগ্রে বিজ্ঞপ্তিপত্রে মাত্র স্বাক্ষর করিবেন, পরে বিবাহকালে রেজিষ্টার উপস্থিত থাকিয়া উদ্বাহপ্রতিজ্ঞা মধ্যে "আমি অমুক অমুকীকে বৈধ পত্নীরূপে, আমি অমুকী অমুককে বৈধ পতিরূপে গ্রহণ করিলাম" এই কথা নিবিষ্ট থাকিবে, কেন না রেজিষ্টারের সম্মুখে এই কথা উচ্চারণ ও তাঁহার শুনা আইন-

---

* কৃষ্ণ ও চৈতন্যের ভিন্নতা এইরূপ কেশবচন্দ্র পরসময়ে বিরারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—

Chaitanya upreared his system of reformed Vaishnavism upon the already existing basis laid by Krishan many centuries back. Yet there is some difference between the two systems which is note-worthy. Krishana figured as a lover in the sphere of religion and was often in the midst of female devotees who were fond of him. Chaitanya, on the contrary, kept himself and his disciples clear of female company and influence. Krishna preached the religion of the world, of the politician and warrior; while Chaitanya inculcated and practised asceticism and went about as a missionary Vairagi—*The Indian Mirror January 28. 1877.*

সঙ্গত। রেজিষ্টারকে এই কথাগুলি শুনিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করা হইবে। এইরূপে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেলে রেজিষ্টার সার্টিফিকেট দিবেন।

কেশবচন্দ্র অসুস্থতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীরের স্বাস্থ্য পুনরাবর্ত্তন জন্য পশ্চিমে যাওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িল। বৎসরে একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারার্থ বাহির হইতেন তাহারও সময় উপস্থিত। সুতরাং স্বাস্থ্য ও প্রচার উভয় উদ্দেশ্য লইয়া তিনি সপরিবার সবন্ধু ২০. সেপ্টেম্বর কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর কেশবচন্দ্র ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে এই পত্র লিখেন।

জুমনিয়া
২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬।

প্রিয় কান্তি,

গত কল্য রাত্রি প্রায় ১১টার সময় জুমনিয়ায় আসিয়া পঁহুছিলাম। পথে অনেক ক্ষণ ও অনেক লোকে একত্র থাকায় কিছু কষ্ট হইয়াছিল, এবং নিদ্রা হয় নাই। কিন্তু এখানকার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত দেখিয়া সকল কষ্ট দূর হইল। বিশেষতঃ পত্রাদি পঁহুছিল কিনা সে বিষয়ে অত্যন্ত ভাবনা হইয়াছিল। তাহার পর আবার অত রাত্রিতে এরূপ চমৎকার বন্দোবস্ত! কিরূপ আরাম হইল বুঝিতেই পার। লোক গুলিও অত্যন্ত আদর করিলেন। এখান হইতে উটের গাড়িতে এক দল সকালে যাত্রা করিয়াছেন। আমরা ঘোড়ার ডাকে এখনি ছাড়িব।

সেখানে বৈদ্য ঠাকুরাণী এক জন কয়েকদিন রাঁধিয়াছিল। বিরাজের মার দ্বারা তাহাকে ॥০ দিতে হইবে। আর মেথরাণীকে ॥০ দিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

খবর যেন প্রতিদিন পাই।

গাজীপুরে পঁহুছিয়া কেশবচন্দ্র লিখিতেছেন;—

গাজীপুর,
২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬।

প্রিয় কান্তি,

জুমানিয়া হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা বোধ করি পাইয়াছ।

এখানে খুব জমকালো বাড়ী পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সহর অনেক দূর, সংসারের বন্দোবস্ত হইয়া উঠিতেছে না। ....ভাল রকম হয় নাই। যাহা হউক দেখা যাউক যত দূর করিয়া উঠা যায়। সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতি সকলে খুব খাটিতেছেন, কিন্তু ধোপা নাপিত জলখাবার সব গোলমাল। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু এ দিকে একবারও আসিতেছেন না কেন বুঝিতে পারিলাম না। কাল সমাজেও তৃপ্তি পাইলাম না। হিন্দি, বাঙ্গলা, সংস্কৃত ভাষা সব একত্র, উপাসনা স্থানটী মজলিসের ন্যায়। এখন খুব গভীর উপাসনা না হইলে কি চলে? কাল একটী লোক মাড়াইয়া আমার চস্‌মার একখানি কাঁচ, হঠাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ভাঙ্গা কাঁচ পাঠাইতেছি, Solomon কোম্পানীর দোকানে এই রকমের Steel frameএর একখানি চস্‌মা ক্রয় করিয়া যত শীঘ্র পার এখানে পাঠাইবে। তাহাদিগকে বলিলে বোধ করি তাহারা ডাকে পাঠাইবার ভার লইতে পারে, কিম্বা ভাল করিয়া মুড়িয়া দিতে পারে। বোধ করি ৬৲ টাকা দাম লাগিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

২৮ সেপ্টেম্বর যাহা লিখেন তাহাতে কেশবচন্দ্রের সকল দিকে যে দৃষ্টি আছে বিলক্ষণ প্রকাশ পায়।

গাজীপুর,
২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬।

প্রিয় কান্তি,

এখানে এখনো সংসারের ব্যবস্থা হয় নাই এবং আহারাদিসম্বন্ধে অসুবিধা শেষ হয় নাই। বাড়ীটী সহর হইতে অত্যন্ত দূর হওয়াতে নানা বিষয়ে গোলযোগ হইয়া থাকে। আর মহারাজের বিদ্যা জানতো? কেবল অড়র ডাল মোটা রুটী আর ভিণ্ডি। স্থানটী কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার, একটু সহরের কাছে হইলে ভাল হইত। দাদা কি জয়পুরে গিয়াছেন? কৃষ্ণবিহারীর কি অত্যন্ত শক্ত রোগ হইয়াছে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি যাইতেছেন? তুমি সে বিষয় কিছু লেখ নাই। শীঘ্র লিখিবে। আর সেখানকার খবর কি? যদি বাটীর ভিতরের স্নানের ঘরে চাবি দিয়া রাখিতে পার ভাল হয়। সমস্ত দিন যে সে জল ঢালিলে ছাদটা নমিয়া যাইতে পারে। খোলা রাখা কোন মতেই

ভাল নহে। বিরাজের মাকে বলিয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে। আমি আসিবার সময় পুস্তকের আলমারির চাবি দিয়া আসিতে পারি নাই। যদি অন্ত কোন চাবি দিয়া খুলিয়া গৌরগোবিন্দ একবার বই গুলি ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আমার নামে পত্রাদি আসিলে শীঘ্র যেন ডাকযোগে এখানে পাঠান হয়, বিলম্ব না হয়। ওঝা দরওয়ানকে বলিয়া রাখিবে আমার নামে পত্রাদি বাটীতে আসিলে ভাল করিয়া রাখিয়া দেয় এবং সেই দিনই তোমাকে দেয় বিলম্ব না করে।

মোকামা হইতে বোধ করি একটি বড় ঘটি ভুল ক্রমে এখানে আসিয়াছে। প্রসন্নকে বলিবে শীঘ্র তথায় খবরটী পাঠাইতে।

মিরার পাইয়াছি। সকলকে আশীর্ব্বাদ।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

চশমা না পাইয়া কেশবচন্দ্র লিখিতেছেন ;—

গাজীপুর,
৩ অক্টোবর ১৮৭৬।

প্রিয় কান্তি,

কৈ এখনতো চশমা পাইলাম না। তুমি এত তাড়াতাড়ি করিয়া বন্দোবস্ত করিলে কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না। কারণতো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। Solomon Co. কিছু গোল করিল না কি? একবার তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে ঠিকানা লিখিবারতো ভুল হয় নাই। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। ঠিক কোন্ দিবসে তাহারা পাঠাইয়াছে জানিতে পারিলে এখানেও অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। এখানকার খাওয়া দাওয়া এক প্রকার চলিতেছে। কিন্তু খুব সুশৃঙ্খলা হয় নাই। ......এক প্রকার প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়াছে। টাকাও বোধ করি বিলক্ষণ খরচ হইতেছে। আর কিছুদিন এখানে থাকিবার ইচ্ছা আছে। বাড়ীটি খুব ভাল। গোপাল বাবু যদু বাবু এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছেন। অদ্য যাইবার কথা। আকনা হইতে এক দল আসিবার কথা।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

বালী হইতে সংবাদ আনাইয়া লিখিবে। পাইক পাড়ার টাকা আদায়ের চেষ্টা দেখিবে।

প্রেরিত চশমা পাইয়া কেশবচন্দ্র লিখিতেছেন ;—

গাজীপুর,

৯ অক্টোবর ১৮৭৬।

প্রিয় কান্তি,

গত কল্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়া চশমাটী পাইলাম। পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদ হইল এবং ভাবনা দূরে গেল। কিন্তু ৭৷৷৹ টাকা লাগিল কেন? আমি মনে করিয়াছিলাম পাঠাইবার জন্য ডাক মাসুল হিসাবে বুঝি ১৷৷৹ টাকা লইয়াছে। এখন দেখিতেছি তাহা নহে। পার্শেলটী ব্যারিং আসিয়াছে, তজ্জন্য বিশেষতঃ আবার re-direct হইয়া আসিয়াছে বলিয়া এখানে আট আনা মাসুল দিতে হইল। যাহা হউক পাওয়া গিয়াছে এই ভাগ্য। আমার শ্বশুর গিরীশ বাবুর সঙ্গে কাশী গিয়াছেন। যদি আমাদের আরও পশ্চিমে যাওয়া হয়, হয়তো সুকোকে আমার শ্বশুর ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইব। কিন্তু এখনো কিছুই স্থির হয় নাই। ত্রৈলোক্য প্রভৃতি অদ্যাপি আসিয়া পঁহুছেন নাই। আলমারির চাবি পাঠাইতেছি। খুব সাবধানে রাখিবে এবং কাপড় গুলি ভাল করিয়া দেখিবে। চাবির প্রাপ্তি সংবাদ লিখিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

২২ অক্টোবর কেশবচন্দ্র লিখেন ;—

গাজীপুর,

২২ অক্টোবর ১৮৭৬।

প্রিয় কান্তি,

যদু বাবু এলাহাবাদ হইতে অযাচিত ৪০৲ টাকা হঠাৎ পাঠাইয়াছেন। সুতরাং তথায় বোধ করি শীঘ্র যাইতে হইবে। সুকো হয়তো কল্য মেলট্রেণে আমার শ্বশুর সঙ্গে এখান হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিবে। তাহার থাকিবার জন্য যেন সেখানে ভাল বন্দোবস্ত হয়। মাষ্টারকে বলিয়া দিবে যেন তাহার পড়াটা ভাল হয়।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

২৪ অক্টোবরের পত্র মিরারের ভ্রম শোধন জন্ত লিখিত হয় ;—

গাজীপুর,
২৪ অক্টোবর, ১৮৭৬।

প্রিয় কান্তি,

তোমার প্রেরিত ১২০৲ টাকা গত কল্য পাইয়াছি। যাদবের পত্রে অর্দ্ধ নোট ছিল তাহাও হস্তগত হইয়াছে। আগামী বৃহস্পতিবার দুই প্রহরের গাড়ীতে জুমনিয়া ছাড়িয়া সন্ধ্যার সময় এলাহাবাদে পঁহুছিবার কথা আছে। মিররে কলিকাতায় শীঘ্র ফিরিবার কথা কেন লেখা হইয়াছে? বোধ করি আমরা কল্য গাজীপুর ছাড়িয়া রাত্রিতে জুমনিয়া অবস্থান করিব। এইটী Daily Mirrorএ ছাপাইয়া দিবে ;—

SUMARRY OF NEWS.

N. W. P.

Babu Keshub Chunder Sen has left Ghazipur for Allahabad.

সুকো বোধ করি নিরাপদে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কেশবচন্দ্র জুমনিয়া হইতে লিখিয়াছেন ;—

Zumaneah.
27th October.

প্রিয় কান্তি,

গাজীপুরে এক দিন বিলম্ব হইয়া গেল। কল্য রাত্রি এখানে অবস্থান করিয়া অদ্য এখান হইতে এলাহাবাদ যাত্রা করিতেছি। প্রসন্ন ও রাজলক্ষ্মী গাজীপুরে রহিয়া গেলেন!! সন্তানের পীড়ার জন্ম তাঁহারা সেখানে থাকা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। সুতরাং আমরা ত্রৈলোক্যকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিতেছি। এ খবরটী কি পাঠাইয়াছ যে সে দিন গাজীপুরে আমাদের জন্ম সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে ধ্রুবচরিত্র যাত্রা হইয়া গিয়াছে। সকের যাত্রা। সুকোর পঁহুছিবার সংবাদ না পাইয়া আমরা ভাবিত রহিলাম।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এলাহাবাদ হইতে কেশবচন্দ্র লিখেন ;—

এলাহাবাদ

৯ই নবেম্বর ১৮৭৩।

প্রিয় কান্তি,

দুই দিন কোন পত্র না পাওয়াতে এখানে সকলে ভাবিত হইয়াছেন। সুখোর সম্বন্ধে কোন সংবাদ আইসে নাই ইহার কারণ কি? জব্বলপুরে যাইবার কথা মিরারে কেন লেখা হইল? আগামী সপ্তাহে এখান হইতে প্রত্যাগমনের কথা হইতেছে। ত্রৈলোক্য আবার একটু জ্বরে পড়িয়াছেন। যদি পথ খরচের কিছু টাকা শীঘ্র পাঠাইতে পার ভাল হয়। সেখানকার ঘরটর পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। গাড়ীখানা কি মেরামত হইয়া আসিয়াছে? দুর্গামোহনের স্ত্রীর * খবর কি? সেখানে আর আর সংবাদ কি? উমানাথ বাবু কোথায় আছেন? বিজয় কেমন? আমার হাতে আন্দাজ ৩৫৲ টাকা আছে। সকলকে আশীর্ব্বাদ দিবে। আশ্রমের মেয়েগুলি বোধ করি ভাল আছেন। প্রসন্ন কি ফিরিয়াছেন? না এখনো গাজীপুরে?

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

এলাহাবাদ হইতে কেশবচন্দ্র জব্বলপুর গমন করেন, সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই কেশবচন্দ্র এই দুই পংক্তি লেখেন,—

এলাহাবাদ

১৬ নবেম্বর, ১৮৭৩।

প্রিয় কান্তি,

এইমাত্র নির্ব্বিঘ্নে জব্বলপুর হইতে এলাহাবাদ প্রত্যাগমন করিলাম। এখান হইতে শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিব।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

---

* ইনি রোগে শয্যাগত। ইনি ২১কার্ত্তিক (৬ই নবেম্বর) রজনীর শেষ ভাগে স্বর্লোকগতা হন।

এই সকল পত্রে সামান্য কাজ কর্ম্মের কথা ভিন্ন অন্য কথা অল্পই আছে। কেশবচন্দ্রের সহজভাবপ্রদর্শনার্থ এগুলি মুদ্রিত করা গেল।

১লা নবেম্বর কেশবচন্দ্র সপরিবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবার গাজীপুরে পবনাহারী বাবার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়। তদ্বিবরণ ১৫ই অক্টোবরের মিরারে বাহির হয়। ধর্ম্মতত্ত্বে তৎসম্বন্ধে যে একটি সংবাদ বাহির হয় আমরা এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—"গাজীপুর নগরের প্রায় দুই ক্রোশ অন্তর গঙ্গাতীরে ১২।১৩ বৎসর যাবৎ এক যোগী বাস করিতেছেন। তিনি অন্ধকারময় গভীর গর্ত্তে দিবা রজনী প্রাণায়াম যোগে নিমগ্ন থাকেন। পনর বিশ দিন কি এক মাসান্তর গর্ত্তের বাহিরে আসিয়া দর্শন দেন, কিছুই আহার করেন না। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অলৌকিক কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের আচার্য্য মহাশয় দর্শন কৌতূহলী হন। গত ১৮ই আশ্বিন বাবাজি গর্ত্তের বাহিরে আসিয়াছেন জানিয়া তিনি কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে তথায় যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করেন। যোগীর বয়ঃক্রম চল্লিশের অধিক হইবে না। তিনি সুপুরুষ, গৌরকান্তি, অতিপ্রশান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি; কিন্তু একটী চক্ষু হীন। তাঁহার শ্মশ্রুবিমণ্ডিত মুখমণ্ডল বিনয় ও হাস্য শ্রীতে উজ্জ্বল। তিনি যাহাকে তাহাকে দেখিলেই অগ্রে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করেন। ধর্ম্মের কথা তাঁহার নিকটে অধিক শুনিতে পাওয়া যায় না, তিনিও কাহার নিকটে কিছুই জানিতে চাহেন না, তিনি অতিশয় নির্জ্জনতাপ্রিয়। লোকটী বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ভক্তিমার্গানুযায়ী। তিনি যে ধ্যানস্থ থাকেন আচার্য্য মহাশয় তাহার প্রসঙ্গ করিলে বাবাজী স্বীয় ভাষা হিন্দিতে বলিলেন, ধ্যান কঠিন ব্যাপার, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে কোথায় পারি, কৃপা করিয়া তাহা শিক্ষা দিন। আচার্য্য মহাশয় বালকত্বের প্রসঙ্গ করিলে বলিলেন, আমাকে করুণা করিয়া সেই দশা প্রদান করুন! ভক্তির কথা হইলে বলিলেন, ভক্তি জ্ঞান কি জানি, আচার্য্য লোকেরা জানেন। তীর্থপর্য্যটনের ইচ্ছা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে ইচ্ছার নিবৃত্তি কোথায়, নিবৃত্তি হয় এই যোগী নির্ভরের বিষয় বলিলেন যে, যত নির্ভর হয় তত নিমগ্ন হওয়া। আচার্য্য মহাশয় আপনি কিছু আহার করেন না বলাতে যোগী বলিলেন দিলে খাই না দিলে না খাই, আমি দেড় সের খাইতে পারি। কে

মহাশয়কে স্বামিজি বলিয়া বার বার সম্বোধন করিয়াছিলেন। স্বামিজীর চরণ দর্শনে কৃতার্থ হইলাম বলিয়াছিলেন। যোগীর প্রায় সর্ব্বাঙ্গ কম্বলে আবৃত, পরিধানে কৌপীন, শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই তাঁহার এই বেশ। একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের (এবং রামসীতার) কয়েকটী ধাতুময় মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেই মন্দিরের ভিতরে গর্ত্তের দ্বার। শুনিলাম সুড়ঙ্গ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু গর্ত্ত কিরূপ কেহ দেখে নাই। গর্ত্তের মুখে কাষ্ঠফলক স্থাপিত আছে। তিনি গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দ্বারের পার্শ্বে উপবেশন করেন। অন্য সময়ে মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। মন্দিরে বড় বড় ইন্দুর ও সাপ বেড়াইতেছে অনেকে দেখিয়াছেন। বাবাজি প্রতিদিন দুই প্রহর রাত্রির সময় বাহির হইয়া না কি গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন। কখন কখন আরতি ও বিগ্রহকে ব্যজন করেন। লোকটী একেবারে পৌত্তলিকতাসংস্রবশূন্য নহেন; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে অন্তঃকরণই সার বাহির কিছু নয়। যোগীর সংস্কৃত জানা আছে।"

সপ্তচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

মহারাজ হল্‌কার দিল্লীর দরবারে আগমন করেন। তাঁহার পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণে বাধ্য হইয়া কেশবচন্দ্রের দিল্লীতে গমন করিতে হয়। দিল্লীর দরবার এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ এ উভয়ের সাদৃশ্য কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে জাগ্রৎ ছিল। তিনি এ দুয়ের সাদৃশ্য মিরার পত্রিকায় বিশেষরূপে প্রতিপাদন করেন। রাজসূয় যজ্ঞে দুইটি দুঃখকর ঘটনা হয়; একটি দুর্য্যোধনের মনে ঈর্ষা ও তজ্জনিত কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ, আর একটি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাগ্রে সম্ভ্রম দানে ঈর্ষান্বিত শিশুপালের বধ। দিল্লীর দরবারে বিদেশীয় রাজগণের বা সমবেত দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কোন প্রকার অসন্তুষ্টির কারণ উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে আশা তিনি প্রকাশ করেন। ৩১শে ডিসেম্বর (১৮৭৬) কেশবচন্দ্র আমাদের মহারাজ্ঞীর সাম্রাজ্যোচিতপদবীগ্রহণোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করেন, রাজভক্তিসম্বন্ধে দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট পটমণ্ডপে উপদেশ দেন এবং মহাভারত ও মনু হইতে তৎসম্পর্কীয় প্রবচন পাঠ করেন। দরবারে যাইবার জন্য কেশবচন্দ্র নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছেন কিন্তু যাইবার জন্য তিনি যান কোথায় পাইবেন? আশা করিয়াছিলেন যে, হল্‌কারের নিকট হইতে যান তাঁহার জন্য আসিবে, কিন্তু যথাসময় কোন যান উপস্থিত হইল না। অগত্যা দেশীয় একায় আরোহণ করিয়া দরবারের পটমণ্ডপের অনতিদূরে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে চলিলেন। দুইদিকে সিপাহী সন্তরির পাহারা, পথ সঙ্কুল, তাহার ভিতর দিয়া তিনি পদব্রজে গমন করিতেছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ দেহ, সুন্দর শ্রী, সৌম্যমূর্ত্তি, এ সকলেতে চকিত হইয়াই মনে হয় কেহ তাঁহাকে গমনে পথে বাধা দেয় নাই। রাজভক্তির আতিশয্যই তাঁহাকে ঈদৃশ সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। তিনি সভাস্থ হইলেন, লর্ড লিটনের অতি সুন্দর ভাষায় রচিত বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। এই বক্তৃতায় দুটি অসন্তুষ্টির কারণ ছিল, এক দেশীয়গণের ভাবী উন্নতিসম্বন্ধে কোন আশাদান ছিল না। দ্বিতীয় বাহির হইতে

শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হইলে কি প্রকারে অধিকার রক্ষা করিতে হয় ভারত সম্রাট্ তাহা বিলক্ষণ জানেন এই বলিয়া রুসিয়ার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন। দরবারসংস্রবে কেশবচন্দ্রকে উপাধিদানের প্রস্তাব হয়, কিন্তু উপাধি গ্রহণে তিনি সম্মত হন না। দিল্লীতে শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়। তিনি কেশবচন্দ্রকে বলেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাঁহার মতে মিল আছে, এক বিষয়ে তিনি মিলিতে পারেন না। বেদবেদান্ত অবলম্বন না করিয়া সকলকে কি প্রকারে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, ইহা তিনি বুঝেন না।

এবার (১৭৯৮ শক) সপ্ত চত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব। ৭ মাঘ হইতে ১৩ মাঘ পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য হয়। ৮ মাঘ সাধারণ সভায় প্রচার বিবরণ, এবং আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠের পর সমুদায় দেশের জ্ঞানী, সমাজসংস্কারক, ধর্ম্মসংস্কারক, ও দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। তদনন্তর কয়েক জন ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র কেশবচন্দ্রের হস্তে অর্পিত হয়। তাহার মধ্যে তিনটি প্রস্তাব ছিল। (১) মন্দিরের ঋণ পরিশোধ, ট্রষ্টী নিয়োগ; (২) ব্রাহ্মসংখ্যার তালিকা সংগ্রহ করা, (৩) প্রতিনিধিসভা। ঋণ পরিশোধের জন্য আর চারি মাস কাল অপেক্ষা করিবার কথা হইয়া ট্রষ্টী নিয়োগের প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত থাকিল। শেষ প্রস্তাবসম্বন্ধে ক্ষণকাল বৃথা বিতণ্ডা হইয়া পরিশেষে সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল যে, এ সম্বন্ধে প্রস্তাবকর্ত্তাদিগের উপরেই ভার রহিল। এবারকার নগরসংকীর্ত্তনের গান "ওহে দয়াময় হরি, দুঃখহারী, প্রেমসিন্ধু পতিত-পাবন" ইত্যাদি। ১০ মাঘ সোমবার কেশবচন্দ্র সহস্রাধিক শ্রোতৃমণ্ডলীতে পূর্ণ টাউনহলে "রোগ এবং তাহার ঔষধ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আমরা বক্তৃতার সার ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"সহযাত্রিগণ, অনন্ত জীবনের বিষম দুর্গম পথে চলিতে চলিতে সেই অসাধারণ গুণবান্ মহোন্নত আত্মাকে কি তোমরা দেখিয়াছিলে যিনি পর্ব্বতোপরি সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বৈরাগ্যের উচ্চ সত্য প্রচার করিয়াছিলেন? সেই সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং সেই সকল জীবন্ত উৎসাহের ব্যাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তোমরা কি বিমুগ্ধ হইয়াছিলে? এবং তাহাতে কি চিরকালের জন্য তোমাদের স্বার্থ এবং মনোযোগ সম্বদ্ধ হইয়াছিল? 'কি আহার করিবে

এবং কি পান করিবে বলিয়া জীবনের জন্য ভাবিত হইও না এবং কি পরিধান করিবে বলিয়া শরীরের জন্যও ভাবিত হইও না;' বিস্ময় ও গাম্ভীর্য্যের সহিত কি এই সমস্ত হৃদয়ভেদী বাক্য শুনিয়াছ? আর এক স্থানে সেই আচার্য্য বলিয়াছেন, 'যদি পূর্ণ হইতে চাহ তবে তোমার যাহা কিছু আছে, সর্ব্বস্ব বিক্রয় কর, তাহার পর আসিয়া আমার পশ্চাদ্গামী হও।" আঠার শত বৎসর পর্য্যন্ত লোকে এই সকল অগ্নিময় কথা ভাবিয়া আসিতেছে, তথাপি ইহা পূর্ব্বের ন্যায় নূতন রহিয়াছে। পরিত্রাণার্থী বিশ্বাসিদিগের হৃদয়ে ইহা স্থানও পাইয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মহীন পৃথিবী ইহাতে এখনও সন্দেহ করে। সুতরাং এ বিষয়ের অদ্যাপি মীমাংসা হইল না। পৃথিবী জিজ্ঞাসা করে, কেন এই অসঙ্গত সভ্যতাবিরুদ্ধ, অমঙ্গলকর মত প্রচার কর! অদৃশ্য চৈতন্যময় পদার্থের জন্য কেন মনুষ্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিবে? এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করিতে কেন চেষ্টা কর না? সত্যসত্যই এই পৃথিবীর ধর্ম্ম মিশ্রধর্ম্ম। ইহার ধর্ম্মশাস্ত্রে হৃদয় এবং আত্মা নাই, কিন্তু ইহার আদ্যোপান্ত কেবল সুবিধাবিধানের কৌশলে পূর্ণ, কার্য্যতঃ আমরা বৈরাগ্যের নাম সহিতে পারি না। যাহাতে সংসারের সঙ্গে ধর্ম্মকে সাংসারিক ভাবে একত্রিত করিতে পারি তাহাই আমরা অন্বেষণ করি। যদি কেহ নীতিপরায়ণ হইলেন তিনি মনে করিলেন, আমি আমাকে, সমাজকে এবং ঈশ্বরকে সম্ভবমত হস্তগত করিলাম। অতি দুর্ব্বল এবং জীবনহীন ভাবে আমাদিগকে আমরা পাপী বলিয়া স্বীকার করি; কিন্তু তাহা উপন্যাসের কথা। আমাদিগের পাপ তত জঘন্য নয়, এইরূপ মনে মনে বিশ্বাস থাকে, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত বিধিও তেমনি সহজ। উভয়ই উপরে উপরে ভাসে। সকল দেশের সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে পাপ ও প্রায়শ্চিত্তসম্বন্ধে এইরূপ অগভীর ভাব গৃহীত হয়। পাপের যথার্থ প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে অন্য স্বতন্ত্র ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। বস্তুতঃ কি পাপ অতি জঘন্য চিরশত্রু নয়? ইহা এক ভয়ানক অভিসম্পাত এবং অতিশয় ঘৃণিত পূতিগন্ধময় পীড়া! ইহার মূল মানবাত্মার গভীরতম স্থানে সম্বদ্ধ। আমরা কেবল জীবনের উপরি ভাগটী পরিষ্কার রাখিতে যত্ন করি, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ যেমন তেমনি থাকে। কেহ মনে পাপ একটী কালির দাগ মাত্র, সহজে ধৌত করা যায়। কেহ বা রাজনৈতিক

ভাবে উঁহাকে দেখেন এবং অর্থ দ্বারা ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে বলেন। ইহা এক প্রকার উৎকোচদানের ব্যবস্থা। অপর কেহ বলেন, প্রত্যেক পাপকার্য্যে ঈশ্বর অর্থী এবং অপরাধী প্রত্যর্থী হন। পৃথিবীর রাজা ও শাসনকারিগণ যেমন প্রত্যেক অপরাধ গণনা করিয়া দোষীকে দণ্ডবিধান করেন তেমনি প্রত্যেক পাপের জন্য ঈশ্বর উপযুক্ত দণ্ড দিয়া থাকেন। রাজবিধিসঙ্গত দণ্ড গ্রহণ করিলেই পাপ চলিয়া গেল, এইরূপ তাঁহারা মনে করেন। উপরি উক্ত প্রত্যেক মতের মধ্যে কিছু কিছু সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই সকল মতে পাপকে যেন একটী আকস্মিক ঘটনার ন্যায় গণনা করা হইয়া থাকে। যেন ইহার সঙ্গে, মানবস্বভাবের কোন সম্বন্ধ নাই, মোহবশতঃ লোকে পাপ করে, এবং কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহা যায় আর কিছু থাকে না।

"এইটী প্রচলিত মত। কিন্তু পাপ বাস্তবিক সেরূপ নয়, ইহার মূল আছে। সেই মূল মানবপ্রকৃতির ভিতরে দেখিতে পাইবে। মনুষ্যকৃত বিধির সঙ্গে ঈশ্বরের বিধির তুলনা করিও না। পাপ এবং বিচারালয়ে দণ্ডনীয় অপরাধ এ দুইয়ের মধ্যে মূলগত গভীর প্রভেদ আছে। কোন ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে রাজদ্বারে সে বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হয় ইহাতে অবশ্য পাপকার্য্যের জন্য তাহার শাস্তি হওয়াতে মনুষ্যের ন্যায়পরতা চরিতার্থ হইল। কিন্তু ঈশ্বর কার্য্য দেখেন না, তিনি হৃদিস্থিত পাপমূল ধরিয়া বিচার করেন, নরহত্যা চুরি ইত্যাদি ঈশ্বরের বিধিপুস্তকে লিখিত নাই; পাপপ্রবৃত্তি, অসৎ কার্য্যের উৎপাদক মূলকে তিনি দণ্ডনীয় মনে করেন। আমরা এখানে যেরূপ শ্রেণী বিভাগ করি ঈশ্বরের বিধানে তাহা অন্য প্রকার। মনুষ্যের পশুপ্রকৃতির মধ্যে তাহার উৎপত্তি স্থান; সেই স্থান হইতে সকল দুষ্কর্ম্ম কৃত হয়। প্রবৃত্তির মধ্যে পাপস্পৃহা আছে কি না ঈশ্বর তাহাই দেখেন। যত দিন পাপবাসনা মন্দ কামনা আছে, তত দিন পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিলেও ঈশ্বরের বিচারে আমরা নিরপরাধী নহি। ফলতঃ পাপ একটী রোগবিশেষ, ইহা সামান্য অপরাধ নহে; সুতরাং এই ভাবেই ইহাকে দেখিতে হইবে। এই রোগের মূল আমাদিগের স্বভাবের অভ্যন্তরে থাকে। সকল সময় যদিও কার্য্যে প্রকাশ পায় না, কিন্তু গুপ্তভাবে অবস্থিতি করে। কিন্তু ইহা বলিয়া কি আমরা মনুষ্যকে জন্মপাপী বলিব? চারিদিকে

পাপের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া কি মনুষ্যত্বকে বিকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিব? কখন না, আমরা ইহার প্রতিবাদ করি। মনুষ্য যদি জন্মপাপী হইবে তবে ঈশা কেন ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগকে প্রশংসা করিলেন! বালকদিগকে দেখিয়া কেন তিনি তবে বলিলেন "ঐ ক্ষুদ্র বালকদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও, কেন না স্বর্গরাজ্য এই প্রকার।" শিশু সন্তানেরা পবিত্র, তাহাদের ভিতরে স্বর্গ বিরাজ করে। পরিণত বয়স্কেরা সেরূপ নহে, কারণ তাহারা প্রবঞ্চক এবং প্রতারক হয়। অতএব বলিও না যে, মনুষ্য পাপময় প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছে। পাপ অস্বাভাবিক। তবে ইহা কোথা হইতে আসিল? মনুষ্যের পশুপ্রকৃতির মধ্যে ইহার বীজ। মনুষ্য চোর বা নরহন্তা হইয়া জন্মে নাই, কিন্তু সে পশু হইয়া জন্মিয়াছে। একটী বস্তুর ন্যায় সে উৎপন্ন হয় ব্যক্তির ন্যায় নহে। পদার্থ হইতে পশু, পশু হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি। প্রথম জন্ম সম্পূর্ণ জড়ীয় অর্থাৎ ভ্রূণ। জড় ভিন্ন প্রথমে সে আর কিছুই নহে। তবে পাপের স্থান কোথায় রহিল? তখন ইচ্ছা নাই, ব্যক্তিত্ব নাই; কেবল সংস্কার আর বুদ্ধি আছে। যেখানে ইচ্ছা নাই সেখানে পাপ অসম্ভব। স্বাধীন ইচ্ছা পাপের মূল। প্রথম হইতে যখন বালক পরিবর্ত্তিত হইল তখন তাহাতে কেবল পশু ভাবেরই প্রাধান্য, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা, ভালমন্দবিচারশক্তি না জন্মে তত দিন ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট তাহার দায়িত্ব বোধ হয় না, সুতরাং তখন পাপ হইতে পারে না। পশুপ্রকৃতির মধ্যে কোন পাপ নাই, কিন্তু ইহা হইতে পাপ উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বালকেতে কোন পাপ নাই, কেবল পাপ করিবার শক্তি সকলের মধ্যে আছে। ইহার পর পাপ জন্মিবে, এখনও জন্মে নাই। অতএব মনুষ্যকে জন্মপাপী বলিও না, এই বল যে তাহাদের ভিতর এমন কিছু আছে যাহা পাপের দিকে তাহাকে পরিচালিত করে। রক্তমাংসময় দেহেতে পাপের মূল রহিয়াছে। মানুষ জন্মপাপী যে কেহ কেহ বলেন তাহার গূঢ় অর্থ এই স্থানে পাওয়া গেল। কিন্তু পাপ করিবার যে শক্তি আছে তাহা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ভয়ানক হয়। পরীক্ষা প্রলোভন আসিলে মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করে। কিন্তু এই পাপের মূল বিনাশের জন্য কেহ যত্নশীল নহে, সকলেই পাপক্রিয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বেড়াইতেছে। হে ভ্রান্ত জীব সকল, কেন তবে কেবল কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হও, যথার্থ পাপ যাহা তাহার জন্য কেন

অনুতাপ কর না? অনেকে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ পাপের জন্য ভাবিত না হইয়া গত পাপের জন্য চিন্তিত হন। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম। গত পাপের অর্থ যাহা নাই, আর ফিরিয়াও আসিবে না। বস্তুতঃ গত পাপ এ কথা হইতেই পারে না। ইহা কেবল বর্ত্তমান পাপকেই প্রকাশ করে। পাপ যদি গতই হয় তবে আর ভাবনা কি? এক জন নরঘাতকের নিকট তাহার নরহত্যা কার্য্যটী গত হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ কি সেই সঙ্গে গত হইয়াছে? হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, কাম, লোভ যত দিন আছে তত দিন নরহত্যা পুনরায় হইবার সম্ভাবনা আছে। কোন বিশেষ পাপকার্য্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না, সমস্ত পাপের মূল উৎপাটন করিতে হইবে। যত দিন তাহা না যায় তত দিন ঈশ্বরের করুণার প্রার্থী হইয়া থাক। পরিত্রাণের জলন্ত অগ্নি হৃদয়ে প্রবেশ না করিলে পাপ-শত্রু ধ্বংস হইবে না। পাপ যেমন দৈহিক দোষের মধ্যে অবস্থিত, পুণ্যকে তেমনি প্রলোভন পরাভব করিবার শক্তি বলা যাইতে পারে। পবিত্রাণের অর্থ পাপ কার্য্য পরিত্যাগ নহে, পাপ ইচ্ছা এককালে অসম্ভব হইয়া যাওয়া যথার্থ পরিত্রাণ। মূল এবং শাখা উভয়কেই কর্ত্তন করিতে হইবে। বিষয়টী অত্যন্ত কঠিন। প্রথমতঃ শরীরকে অধীন করিয়া তাহার পশুজীবনের স্থানে উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন রোপিত কর। ইন্দ্রিয়দিগকে জয় কর। হৃদয়কে পৃথিবীর উর্দ্ধদেশে লইয়া যাও। চৈতন্যময় জগৎ স্বর্গধাম, সেইখানে আত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করিতে দাও। যেমন জড় ব্রহ্মাণ্ড আছে তেমনি একটী আধ্যাত্মিক ব্রহ্মাণ্ড আছে। হৃদয়ের মধ্যে সেই জগৎ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। যোগী ব্যক্তি পৃথিবীতে থাকিয়াও সেইখানে বাস করেন। তিনি নিজের অন্তরের মধ্যে স্বর্গ অন্বেষণ করেন। সেখানে তিনি গভীর যোগে মগ্ন হইয়া থাকেন। সেইখানে তিনি তাঁহার প্রার্থনীয় সকল বস্তু প্রাপ্ত হয়েন। সেখানে তাঁহার ধনাগার, পুস্তকালয়, আহার পানীয় সমুদায় আছে এবং সেখানে তিনি পরলোকেতে প্রযুক্তাত্মা ঋষিদিগের সহবাসে যথেষ্ট সুখও পাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার কথা আমি বলিতেছি না, একবারে সেখানে অধিবাস করা, ইহাই স্বর্গবাস এবং ইহাই পরিত্রাণ।

"রোগের কথা বলা হইল এখন তাহার ঔষধ বলা যাইতেছে। কোথা

সেই ঔষধ পাওয়া যাইবে যাহাতে পাপরোগ বিনষ্ট হয়? ঔষধ এই উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনে অবস্থিতি করিতেছে। প্রত্যেককে সেই জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। এ জন্য চিন্তাশীল ধ্যানশীল হওয়া আবশ্যক। ধ্যানযোগ ভিন্ন সাধক বাঁচিতে পারেন না। তিনি ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরেতে পরিবৃত হইয়া তাঁহাকে দেখিবেন ও স্পর্শ করিবেন; এই জন্য তিনি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যোগে বসিয়া থাকেন। ক্রমে এইস্থানে থাকাই তাঁহার স্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহার পর বৈরাগ্য। ইহাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমি শরীরকে কষ্ট দিয়া বৈরাগ্য সাধন করিতে বলি না। ইহাতে জীব মুক্ত হইতে পারে না। ভস্ম এবং কন্থাতেও নবজীবন হয় না, যাহাতে ঈশ্বরপ্রেমে চিত্ত প্রসন্ন থাকে তাহাই যথার্থ বৈরাগ্য। আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তোমরা শুনিয়াছ, বস্তুতঃ তাহা সত্য। মনুষ্য প্রার্থনা উপাসনা ভোজন করে, ধ্যান যোগের মিষ্টতা পান করে, এবং স্বর্গের সুগন্ধ সম্ভোগ করে, ইহাই বৈরাগ্য। উপবাস শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক রুটিকাভক্ষণে বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগী যদি আহার পান আমোদ বিলাস ধন মান সুখে উদাসীন থাকেন তাহার অর্থ এই যে, তিনি ঈশ্বরেতে পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। অসার ভোগসুখে বিষয়ী ব্যক্তি মোহিত থাকিতে পারে, কিন্তু সাধক তাহা ঘৃণাপূর্ব্বক পরিহার করেন। কিন্তু ধ্যান ও বৈরাগ্য এই দুইটী মুক্তির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও আধুনিক সভ্যসমাজ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। সাধক এই দুইটী উচ্চতর ব্রতসাধন করিয়া বালকের ন্যায় সরল স্বভাব প্রাপ্ত হন। তাঁহার শরীর বৃদ্ধ হয় আত্মা বালকত্ব লাভ করে। বালক যেমন পিতা মা তাকে সর্ব্বস্ব জানে, তিনি তাঁহার ঈশ্বরকে তেমনি সর্ব্বস্ব জানিয়া নিশ্চিন্ত কেন। ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু তিনি জানেন না। ব্রহ্মাণ্ড যদি ধ্বংস হয় তথ তার কোলে তিনি নির্ভয়ে বাস করেন। এই জন্য কথিত হইয়াছে বুদ্ধিমানদিগের নিকট অপ্রকাশিত ছিল তাহা বালকের নিক যাছে। অধ্যাত্মজগদ্বাসী দ্বিজাত্মা মনুষ্য যেমন শিশু, এবং মাতাল ঈশ্বরের প্রেমমদিরা পানে তিনি ব্যাকুল। ঠিক সময়ে তাহা পান করিতে না পাইলে তেই সে ব্যাকুলতা নিবারণ করিতে পারেন না। য

সময় চঞ্চল এবং অস্থির হয়, তাঁহার অবস্থাও সেইরূপ। উপাসনা প্রার্থনা ধ্যান সঙ্কীর্ত্তনে যে পর্য্যন্ত না তাঁহার মত্ততা জন্মে তত ক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন না। গাঢ়তা এবং দীর্ঘতা উভয়ই পূর্ণমাত্রায় তাঁহার প্রয়োজন। কিন্তু তিনি প্রেমমত্ত পাগল হইলেও প্রভুর কার্য্যে কখন উদাসীন নহেন, কর্ত্তব্য কর্ম্মও সম্পাদন করেন। পরোপকারে তাঁহার জীবন সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। কার্য্যের সময়েও তিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ কর্ম্ম করেন। কিন্তু প্রেমমদ পান না করিলে তিনি কাজ করিতে পারেন না। প্রত্যেক প্রার্থনা তাঁহার নিকট সুরার পূর্ণপাত্র। পান করেন আর কাজ করেন। এই জন্য ধার্ম্মিক মহাপুরুষেরা যুগে যুগে মাতাল নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছেন। পিটার বলিয়াছিলেন, এ সকল লোক মাতাল নহে, কেন না এত সকালে কেহ মদ্যপান করে না। পরে বলিয়াছিলেন, হে মহৎ ফেষ্টাস্, আমি পাগল নহি, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত সহজ সত্য কথা আমি বলিতেছি।

"এইরূপে বলিয়া বক্তা উৎসাহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, উন্মত্ততা এবং পাগলামি অন্তরে না জন্মিলে দেশসংস্কারের কার্য্য হইতে পারে না। অতি সাবধানী ব্যক্তি দ্বারা কি কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে? মত্ততা চাই। শুষ্ক ধর্ম্মজ্ঞান, নীরস কঠোর কর্ত্তব্য আমার ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা নহে। জ্ঞান প্রেম ভক্তি কার্য্য সমস্তকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে হইবে। ধর্ম্মবিষয়ের সমস্ত অঙ্গ সরস ভাবে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্বাঙ্গীণ রসপূর্ণ ধর্ম্ম আমরা চাই। প্রেমে মত্ত না হইলে কেহ কিছু করিতে পারিবেন না। ইংলণ্ড কি বলিবে, রোম্ কি বলিবে, সভ্য জগৎ কি বলিবে ইহা ভাবিয়া কি (... ঈশ্বরের কার্য্য পরিত্যাগ করিবে? কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া উন্ম... ন প্রভুর কার্য্য করিয়া যাও।" বক্তৃতার অধিকাংশের সহিত সহানু-
...র্মিক কাদ.বশার্কে৷ কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "আজ আপনি
...' যুক্তিযুক্ত করিয়াছেন।"

... প্রাতঃকালে গাজীপুরে একটি পাখীকে অবলম্বন করিয়া
...। একটি উদ্যানের সৌন্দর্য্যে কেশবচন্দ্রের মন মুগ্ধ,
...খী আসিয়া বৃক্ষের ডালে বসিল, বসিয়াই উড়িয়া
...া বলিয়াছিলেন মুদ্রিত উপদেশে সকলে দেখিতে

পাইবেন। আমরা গুটিকতক কথা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই পাঠকগণ কেশবচন্দ্রের চিত্ত কি ভাবে উন্মত্ত তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। "ভাই ভগ্নীগণ, নিশ্চয়ই যেন, পাখী বল, ফুল বল, পূর্ণিমার চন্দ্র বল, সব ছদ্মবেশ ধরিয়া বসিয়া আছে। প্রেমের ডাকাতি হবে এ সংসারে। ঈশ্বর এই জন্য স্থানে স্থানে এ সকল প্রবল লোককে বসাইয়া রাখিয়াছেন। ওহে ভক্ত, কেন পালাও, প্রকৃতি তোমার প্রাণ চুরি করিয়া লইবে ভয় কি? ওহে ভাই, তুমি যে নদীর পানে তাকাইয়া শুষ্ক প্রাণে ফিরিয়া যাইতেছ, না ভাই যেও না, ঐ নদীর তটে বৃক্ষোপরি সুন্দর বুলবুলি বসিয়া আছে, প্রেমের বাণে অনুরাগের বাণে ঐ পাখী তোমাকে মারিবে। এই প্রকৃতিজাল, এই প্রেমতত্ত্ব, কেবল প্রেমিককে ধরিবার ফাঁদ। জ্ঞানত প্রচারিত হইতেই। এমন বস্তু সকল রাখিবার কি উদ্দেশ্য ছিল? প্রেমদণ্ড দ্বারা মারিতে মারিতে আপনার বিপথ-গামী সন্তানদিগকে কেশে ধরিয়া আপনার ঘরে লইয়া যাইবেন এই জন্যই এ সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। সৃষ্টির উদ্দেশ্য তবে সিদ্ধ হউক। প্রকৃতি প্রাণসখার প্রচারক হউক। আর কিছু দিন প্রেমের পথে চল, দেখিবে ফুলের জোর অধিক না বিদ্যার জোর অধিক। দেখিবে অবশেষে প্রকৃতি তোমার প্রাণ হরণ করিয়া কোথায় লইয়া যায়। একটী পাখী একটী ফুলের হাতে যদি না মর, তবে ঈশ্বর মিথ্যা, ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা। এমন সুন্দর সৃষ্টি দেখাইয়া ঈশ্বর তোমাদের প্রাণ হরণ করিয়া লইবেন, এই তাঁহার মনের ইচ্ছা। প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের শাস্ত্র পড়, প্রেমে মত্ত হও, তার পর ঈশ্বরের রাজ্যে লোকারণ্য হইবে, সকলের মুখে প্রেমতত্ত্ব শুনিবে আর কৃতার্থ হইবে।" সায়ংকালের উপদেশের এই কা পংক্তি পড়িলেই কেশবচন্দ্রের হৃদয়ের ভিতরে এই সময়ে যে সাধু মহাজনগণের সমাবেশ হইয়াছে সকলে বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সাধু বলিয়া গিয়াছেন, আমার পিতার ঘরে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর আ বিক যেমন স্বর্গীয় পিতার ঘরে অনেকগুলি স্বর্গীয় কুটীর আছে, হৃদয়ের মধ্যেও এক এক জন ভক্তের জন্য এক একটী বাস রাছে। সাধু সেখানে এক ঘরে যোগীকে স্থান দেন, এক অভ্যর্থনা করেন, এক ঘরে মহাজনকে সমাদর করেন, এ সুপণ্ডিতকে স্থান দেন, এক ঘরে বিনি মর নারীর

জীবন দান করিয়াছেন তাঁহাকে স্থান দেন।" "সাধু আপনার হৃদয়ের মধ্যে অতিথি সেবা আরম্ভ করেন। কেবল ইহকালের জন্য নয়, অনন্ত কালের জন্য প্রেমরাজ্যে সকলেই স্থান পাইবেন। এক এক জন সাধক এই রাজ্যের এক একটী বিভাগ দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মস্বরূপের অনেক অংশ; ইহার এক অংশ অমুক ভূখণ্ডে, এক অংশ আর এক ভূখণ্ডে, আর এক অংশ আর এক ভূখণ্ডে। ব্রাহ্ম সকল স্থান হইতে ইহা সঞ্চয় করিয়া লন। তিনি চারি দিক্ হইতে সহস্র খণ্ড একত্র করিয়া একটি সুন্দর প্রকৃত আদরের বস্তু নির্ম্মাণ করেন।" "তোমার হৃদয়ের মধ্যে যে গুরু আছেন, তাঁহার অনুগত হইলে সকল দেশের এবং সকল যুগের যোগ ভক্তি এবং সাধুদৃষ্টান্ত তোমার হইবে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই পর্য্যন্ত যোগ ভক্তি এবং সেবাসম্পর্কে যত দৃষ্টান্ত হইয়াছে, পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় তোমরা সমুদায়ের অধিকারী হইবে।"

এবার বেলঘরিয়া তপোবনে না গিয়া সাধনকাননে যাওয়া হয়। প্রায় এক শত ব্রাহ্ম তথায় সমবেত হইয়া সমস্ত দিন আনন্দসম্ভোগ করেন। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "পুষ্প লতা পল্লবে উদ্যানটি অতীব সুন্দর ভাব ধারণ করিয়াছিল; চারি দিক্ হরিদ্বর্ণ তরুশাখায় আচ্ছন্ন, কিন্তু নিম্নস্থ ভূমি সর্ব্বত্রই পরিষ্কৃত, যথা ইচ্ছা তথায় সকলে ভ্রমণ করিতে এবং উপবেশন করিতে পারিলেন। নানা বর্ণের বৃহৎ গোলাপ পুষ্প সকল বিকসিত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছিল। মন্দ মন্দ শীতল বায়ুসেবিত কণ্টকীবৃক্ষকুঞ্জ মধ্যে উপাসনা হয়। স্থানের প্রাকৃতিক মনোহর শোভা সন্দর্শনে এবং সুন্দর বিহঙ্গকুলের মধুরকণ্ঠবিনিঃসৃত সঙ্গীতশ্রবণে হইয়া সকলে সেই বনদেবতা হৃদয়সখা ঈশ্বরের পূজায় নিযুক্ত হইলেন। 'তে আচার্য্য মহাশয় সংক্ষেপে একটী কবিত্বরসপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ক্ষতলে ভোজনাদি সমাপন করিয়া সদালাপ হয়। পরে পুষ্করিণীতটে হইলে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 'ধন বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।"

ষ্ণ দিন দিন প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধনে কেশবচন্দ্রের সহিত আবদ্ধ কশবচন্দ্রের গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণের কটি উপলক্ষ হইলেই কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ সহ তাঁহার 'কার নিত্যকৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। কেশবচন্দ্রকে

দেখিলে রামকৃষ্ণের ভাবপ্রধান চিত্ত একেবারে উথলিত হইয়া উঠিত। সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি আর সাস্তেতে থাকিতে পারিতেন না, অনন্ত আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে এমনি অধিকার করিয়া ফেলিতেন যে, তিনি নিকটে আসিয়াই বিহ্বল হইতেন, কথা সমুদায় এলো মেলো, এবং মূৰ্চ্ছিতাবস্থা উপস্থিত হইত। অনেক ক্ষণ পরে সংবিৎ লাভ করিয়া এত কথা বলিতেন যে, আর কাহারও প্রায় কথা বলিবার অবসর থাকিত না। ভাবের পর ভাবের সমাগম হইত, তাই অন্যের কথা বন্ধ করিয়া দিয়া আপনি কথা বলিতেন। কেশবচন্দ্রের কুটীরের সম্মুখে রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভোজন করিতেছেন, কখন ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্গীত করিতেছেন, কখন বলিতেছেন উদর পূর্ত্তি হইয়াছে, তবে কি না খুব লোকের ভিঁড় হইলে কেহ তাহার ভিতরে ঢুকিতে পায় না, তথাপি যদি রাজার গাড়ী আইসে, অমনি সকল লোককে সরাইয়া দিয়া পথ করিয়া দেওয়া হয়, তেমনি একখানি জিলিপির পথ হইতে পারে; এইরূপ মিষ্টালাপ করিতেছেন, এ সকল দৃশ্য আমাদের চক্ষে যেন জল্ জল্ করিতেছে। উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার কয়েক দিন পর হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণ ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মমন্দিরে কেহ উপস্থিত ছিলেন না, দ্বারবান্ দ্বারা মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই মূৰ্চ্ছা। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি প্রবেশ করিয়াই মূৰ্চ্ছিত হইলেন কেন? তিনি তাহার এই উত্তর দিলেন যে, প্রবেশমাত্র স্থানের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য তাঁহার হৃদয়কে আসিয়া অধিকার করিল; আর যখন স্মরণ হইল এখানে বসিয়া এত লোক পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, তখন তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। রামকৃষ্ণ ইহার পূর্ব্বে আর কখন ব্রহ্মমন্দির দর্শন করেন নাই।

এবার একটি অভিনব ব্যাপার হয়। কেশবচন্দ্র বৎসরে একবার উৎসব কালে টাউনহলে ইংরাজী বক্তৃতা দেন, ইহাই রীতি হইয়া পড়িয়াছে; সে রীতির এবার ব্যতিক্রম ঘটে। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন উৎসবের বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, তাঁহার নিতান্ত অভিলাষ যে, কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। রাজপ্রতিনিধির এ অভিলাষ পূর্ণ করা কেশবচন্দ্র কর্ত্তব্য মনে করিলেন। সুতরাং ৩ মার্চ্চ শনিবার বক্তৃতার দিন নির্দ্ধারিত হইল। বক্তৃতার বিষয় 'ধর্ম্ম মধ্যে তত্ত্ববিদ্যা ও মত্ততা" (Philosophy and madness

in religion)। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন, লেডি লিটন, বাঙ্গালা দেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর, অনরেবল সার জন ষ্ট্রাচি, মিসেস্ বেলি, কর্ণেল বরণ, কাপ্তেন বম্বলিয়, ডাক্তার ডি, বি, স্মিথ, অনরেবল রমেশচন্দ্র মিত্র, ফাদার কফিনেট, বিজনীর রাজা, মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, রেবারেণ্ড মেস্তর টমসন, ডাক্তার রবসন প্রভৃতি বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ পায়। সেই প্রবন্ধ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই পাঠকবর্গ উহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

"চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের আর্য্য ঋষিগণের মধ্যে গভীর ব্রহ্ম-চিন্তা ধ্যান বৈরাগ্য এবং ধর্ম্মোন্মত্ততার প্রাদুর্ভাব ছিল, এক্ষণে সুশিক্ষিতদের মুখে কেবল বিজ্ঞান ও সভ্যতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রথমা-বস্থায় এইরূপ মত্ততার ধর্ম্ম দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এক্ষণে কেবল জ্ঞান সভ্য-তার মহিমা সকলে মহীয়ান্ করিতেছেন। বিজ্ঞান ও মত্ততা উভয়ই ঈশ্বর-প্রদত্ত, এক্ষণে এ দুইটীর সমন্বয় কি প্রকারে হইতে পারে? বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে চিরকাল বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। এই বিবাদ উভয়ের কোন একটীর বিচারালয়ে মীমাংসিত হইতে পারে না। সহজ জ্ঞান একমাত্র ইহার বিচারালয়। এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এবং এক জন বিশ্বাসী সাধককে একস্থানে বসাইতে হইবে এবং কাহার কি দিবার আছে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

"বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে * বিজ্ঞান শাস্ত্রের নানা প্রকার মত প্রচারিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া গিয়াছেন আত্মা এবং জগৎ ব্যতীত আর কিছু নাই, কেহ বা ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন সত্তা স্বীকার করেন নাই। কেহ কেবল জগৎ এবং ঈশ্বর, কেহ ঈশ্বর ও আত্মা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ এই তিনটী সত্য সর্ব্ববাদিসম্মত। বিজ্ঞানশাস্ত্র এ কথা প্রমাণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন যে, আত্মা, জগৎ এবং ঈশ্বর আছেন এবং প্রথম দুইটী শেষোক্ত সত্যের উপরে নির্ভর করিতেছে। এই (তিনের)

---

* বিজ্ঞান না বলিয়া তত্ত্ববিজ্ঞান বা দর্শন বলা ভাল। প্রথমতঃ ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিন, তৎপর বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের মত ও পুনর্জ্জন্ম ও সশরীরে স্বর্গে গমন, তদনন্তর রাজভক্তি, এই কয়েক বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু বিজ্ঞানের অধিকারত সংস্থাপিত হইল, মত্ততার অধিকার কোথায়? সংসার এবং নিজের সম্বন্ধে লোকের মত্ততা প্রচুর পরিমাণে দেখা যাইতেছে। দিবানিশি সকলে ব্যস্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন। রৌপ্য মুদ্রার সৌন্দর্য্যে মানবদিগের চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সংসারসম্বন্ধে লোক যে পাগলপ্রায় তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু বিজ্ঞানপ্রতিপাদ্য দুইটী বিষয়ে যদি আমাদের এত উন্মত্ততা হইল, তবে ঈশ্বরের জন্য কেন আমরা পাগল হইব না? তিনি কি অবাস্তবিক অসৎ পদার্থ? অন্ততঃ প্রথম দুইটীর সমতুল্য সত্য বলিয়াও তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। আমরা জগৎ এবং আত্মাকে যেরূপ সত্য বলিয়া-বিশ্বাস করি ঈশ্বরকে সেরূপ করি না। কিন্তু তাহা করিতে হইবে। এই জন্য গভীর একাগ্রতা প্রগাঢ় চিন্তা আবশ্যক। বাহ্য পদার্থকে যেমন আমরা সত্য সুন্দর মনোহর বলিয়া প্রতীতি করিতেছি, একাগ্র চিন্তা দ্বারা তেমনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অভ্যন্তরস্থ গূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বিশ্বাসী সাধক ধ্যানবলে এই অনাদি অনন্ত সত্যের ভিতরে প্রবেশ করেন এবং সমাধিযোগে তাঁহাকে সারসত্য বলিয়া উপলব্ধি করেন। জ্ঞানী যেখানে বলেন তিনি আছেন কিন্তু অপরিজ্ঞেয়, বিশ্বাসী সেখানে বলেন আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, ধ্যান যোগে তাঁহার নিগূঢ় সত্তা অনুভব করিয়াছি। বিশ্বাসী প্রথমে তাঁহাকে সত্য বলিয়া ধরিলেন, তদনন্তর তাঁহার শিবং এবং সুন্দরং মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। যখন ঈশ্বরের সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাবে তাঁহার চিত্ত নিমগ্ন হইল, তখন হৃদয়ে কবিত্বরস শান্তির উৎস উৎসারিত হইল এবং তখন তিনি সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন নদী পর্ব্বত কানন উপবন, কুসুমিত বৃক্ষলতা, আকাশ-বিহারী বিহঙ্গ এবং বনচারী পশুগণ ঈশ্বরের কথা প্রচার করিতে লাগিল। তখন স্বর্গীয় কবিত্বরসে অন্তর বাহির একাকার হইয়া হৃদয় মন পুলকিত হইল। এই অবস্থায় সেই মহাকবি ঈশা বলিয়াছিলেন, "ক্ষেত্রের ঐ স্থলপদ্ম গুলিকে দেখ কেমন সুন্দর!" তোমরা কি প্রস্ফুটিত গোলাপ বৃক্ষের নিকট কখন বসিয়াছিলে? বাস্তবিক গোলাপ ফুল কথা কয়, উৎকৃষ্ট পদ্যেতে কথা কয়। এই অবস্থায় ঈশ্বর আপনার দেশীয় ভাষায় বিশ্বাসী ভক্তের মুখ দিয়া পদ্যেতে

কথা কহেন। জ্ঞানীদিগের ভাষা গদ্য, তাহা বৈজ্ঞানিক ভাষা, নিতান্ত কঠোর নীরস এবং উত্তাপবিহীন শীতল। বিশ্বাসীর ভাষা পদ্য, তাহা জীবন্ত এবং সরস।

"এই স্থানে ভাষার বিষয়ে দুই একটী কথা বলা উচিত। জ্ঞানী ও বিশ্বাসীর মধ্যে ব্যাকরণসম্বন্ধে কিছু প্রভেদ আছে। জ্ঞানীরা অতি নিস্তেজ ভাবে বলেন, ইহা করা উচিত, ইহা কর্ত্তব্য, উহা অকর্ত্তব্য, ইহা উচিত এবং উহা অনুচিত। এইরূপ রাশি রাশি ঔচিত্যানুচিত্য লইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু বিশ্বাসীকে ঈশ্বর স্বয়ং অনুজ্ঞা করিতেছেন, অমুক কর্ম্ম কর, অমুক স্থানে যাও। প্রগল্‌ভা ঈশ্বরভক্তি তাঁহাকে তৃণের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া যায়।

"উপরি উল্লিখিত তিনটী মূল সত্যের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রমত্ততার সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে মনুষ্যের জন্ম ও উন্নতির বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে। মানবের উৎপত্তি বিষয়ে এখন অনেক শাস্ত্রীয় কথা প্রচারিত হইয়া থাকে। হনুমান্ এবং বনমানুষ আমাদের আদি পুরুষ ছিলেন, কোন কোন বিজ্ঞানবিদের এই মত। উহা যদি সত্য হয় তবে আমরা আমাদিগকে বড় গৌরবের পাত্র মনে করিতে পারি না। যাহা হউক, সে মত আমি ডারুইন এবং হক্‌সেলির জন্য রাখিয়া দিলাম। এক্ষণে সাধারণ জাতিসম্বন্ধে উৎপত্তি ও উন্নতির কোন বিচার না করিয়া ব্যক্তিগত জীবন কিরূপে উন্নতি লাভ করিতেছে তাহা দেখা যাউক। মনুষ্য প্রথমে একটী ভ্রূণ, তার পর পশু, তার পর মনুষ্য, সর্ব্বশেষে দেবতা। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মতামত লইয়া যে যত বিবাদ বিতণ্ডা করুন, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্বলাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয় জিতাত্মা হওয়াই প্রকৃত কার্য্য। মনুষ্যের চতুর্ব্বিধ অবস্থা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল, এক্ষণে দেবত্বের দ্বারা জড়ত্ব, পশুত্ব এবং মনুষ্যত্বকে বধ করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন পাপ কখন অসম্ভব হইবে না। হিন্দুগণ যে পুনর্জ্জন্মের কথা বলেন তাহার অর্থ আছে। বস্তুতঃ মনুষ্য গাছ পাথর পশু হইয়া থাকে। কুপ্রবৃত্তি কর্তৃক নীয়মান হইয়া সে পর্য্যায়ক্রমে জড় পশু উদ্ভিদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পুনরায় পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা সে দেবত্ব লাভ করে। এক জন্মের মধ্যে এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়া থাকে। আর একটী কথা আছে সশরীরে স্বর্গে গমন। ইহাও অতি গভীর কথা। যখন ব্রহ্মেতে চিত্তের সমাধি হয়, তখন শরীর কোথায়? শরীর আছে কি না, যোগী তাহা ঠিক রাখিতে পারেন না।

তিনি অধ্যাত্মযোগবলে অদৃশ্য ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মের পদতলে উপবেশন করেন, সেখানে অমরাত্মা সাধু মহাজনদিগকে ঈশ্বরের সিংহাসনের চতুঃপার্শ্বে তিনি দর্শন করেন। ঈশ্বর কখন একা থাকেন না, যেখানে তিনি সেইখানেই তাঁহার পারিষদ ভক্তবৃন্দ বিরাজ করিতেছেন। বিশ্বাসী আত্মা সশরীরে স্বর্গে গিয়া এই শোভা অবলোকন করত কৃতার্থ হয়েন। স্বর্গবাসী ভক্তেরা কি তাঁহাকে কোন শুষ্ক ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মবিজ্ঞান ব্রতাদি নিয়ম গ্রহণ করিতে বলেন? না, তাঁহার সঙ্গে একীভূত অভেদাত্মা হইবা তাঁহারা থাকিতে চান। ইহাকেই বলে সশরীরে স্বর্গে গমন। উন্মত্ততা ব্যতীত এইরূপ নবজীবন কখন লাভ করা যায় না। মনুষ্যের উন্নতির প্রণালীমধ্যে বিজ্ঞান এবং উন্মত্ততা উভয়েরই এইরূপে সম্মিলন হইতে পারে।

"আমার শেষ কথা" রাজভক্তিসম্বন্ধে, ইহার সহিত বিজ্ঞান ও প্রমত্ততার দুইটী বিভাগ আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত এই যে, সাধারণ রাজকীয় বিধিকে মান্য কর, রাজা বা শাসনকর্ত্তা কেহ নহে। শাসনবিধির অধীনতা স্বীকার করাই রাজভক্তি। কিন্তু প্রমত্ততা বলে আমি সেই ব্যক্তিকে চাই যাঁহাকে দেখিয়া এবং ভক্তি করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইব। রাজভক্তি হিন্দু জাতির একটা শুষ্ক মত নহে, ইহা হৃদয়ের ধর্ম্মভাব। এ দেশের লোকেরা বহুকাল হইতে রাজাকে ভক্তি করিয়া আসিতেছে। এই ভক্তি আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবিশেষ। রাজার নামেতে আমাদের হৃদয় হইতে ভক্তি কৃতজ্ঞতার ভাব প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হয়। ভারতবর্ষ ইংরাজ জাতির হস্তে পতিত হওয়াতে আমি বিধাতার প্রত্যক্ষ দয়ার কার্য্য মনে করি। অনেকে বলেন দিল্লী দরবারে কোন ধর্ম্মবিধির অনুসরণ করা হয় নাই। কিন্তু কোন ইতিহাসের ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত যদি তথায় সেই বহুজনসমাকীর্ণ ভারতীয় বিখ্যাত রাজন্যবর্গে পরিপূরিত মহাসভায় উপস্থিত থাকিতেন তিনি স্পষ্ট দেখিতেন যে, স্বয়ং বিধাতা মহারাণীর মস্তকোপরি 'ভারতেশ্বরী' উপাধি-রূপ মুকুট স্থাপন করিতেছেন। ব্রিটিশ রাজের হস্তে পালিত এবং সুরক্ষিত হইয়া যাহারা রাজভক্তিবিরোধী হয় তাহারা বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করুক। দেশীয় যুবকগণ বিদ্যালয়ে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া ইংরাজী শিক্ষক ও

অধ্যাপকদিগের দ্বারা দীক্ষিত হইয়া শুভ্রকেশ প্রাচীন আর্য্যগণের নিকট ধ্যান বা বৈরাগ্য, গভীর ব্রহ্মানন্দ এবং আধ্যাত্মিক প্রমত্ততা শিক্ষা করুন। এইরূপ পঞ্চাশ জন সুশিক্ষিত জ্ঞানী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যেমন দিল্লীতে দরবার হইয়াছিল তেমনি রাজাধিরাজ বিশ্বাধিপতি ঈশ্বরের রাজদরবারে রাজ-ভক্তির উপহার অর্পণ করুন। পঞ্চাশ জন প্রেমোন্মত্ত প্রচারক এইরূপে বাহির হউন, তাহা হইলে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশ একহৃদয় হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি বিস্তার করিবে।"

ব্রাহ্ম প্রতিনিধিসভা।

৮ মাঘ ব্রাহ্মগণের সাধারণ সভায় "ব্রাহ্ম প্রতিনিধিসভা" সংগঠনের প্রস্তাব হয়, এবং এই প্রস্তাবের বিষয় বিচার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার কেশবচন্দ্র সেন, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতির প্রতি অর্পিত হয়। তাঁহারা সভাস্থাপন কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাদি কয়েকটী প্রধান বিষয় সর্ব্বসাধারণ ব্রাহ্মগণের বিবেচনার জন্য প্রকাশ করেন। এই ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার জন্য নূতন যত্ন উপস্থিত এ কথা বলা যাইতে পারে না। প্রতিনিধিগণ দ্বারা সমাজসমূহ মূল ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে বদ্ধ হন, উহার কার্য্যপ্রণালীর সহিত সমুদায় সমাজের যোগ বন্ধন হয়, এ জন্য দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র যে প্রতিনিধিসভা স্থাপনের যত্ন করিয়াছিলেন, পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, তাহারই প্রতিচ্ছায়া ইহার ভিতরে আছে।

"সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঐক্যবন্ধন স্থাপন, সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করা ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভার উদ্দেশ্য।

"উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনজন্য এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইবে যদ্দ্বারা কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

"প্রতিনিধি সভা নানা উপায়ে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন জন্য যত্ন করিবেন। তন্মধ্যে আপাততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা, ইতিবৃত্ত, কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতি বিবরণ সংগ্রহ করা।

২। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক পুস্তকাদি প্রচার করা।

৩। বিবিধ উপায় দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

৪। অনুষ্ঠানপদ্ধতি স্থির করা।

৫। দরিদ্র অনাথ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মপরিবারদিগকে রক্ষা ও প্রতিপালনার্থ অর্থ সংস্থান করা।

"যে ব্রাহ্মসমাজে অন্ততঃ পাঁচজন ব্রাহ্ম সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং যে সমাজসম্বন্ধে অন্ততঃ মাসে একবার প্রকাশ্যরূপে ব্রহ্মোপসনা হয় সেই সমাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

"ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা অধিকাংশের মতে যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিবেন, তিনি বা তাঁহারা সেই সমাজের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন।

"প্রতিনিধির বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের অল্প হইবে না। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস থাকিবে।

"কোন ব্যক্তি তিন অপেক্ষা অধিক সমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

"মাঘ, জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় রবিবারে দিবা ৩ ঘটিকার সময় প্রতিনিধিসভার অধিবেশন হইবে। বিশেষ কারণে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অভিপ্রায়ানুসারে সম্পাদক অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া অধিবেশনের দিন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

"মাঘ মাসে সাংবৎসরিক সভা হইবে। সাংবৎসরিক সভায় এক জন সভাপতি, এক জন সম্পাদক, এক জন সহকারী সম্পাদক এবং দ্বাদশ জন সভ্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যরূপে নিযুক্ত হইবেন। সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অতিরিক্ত সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

"দশ জন সভ্য অনুরোধ করিলে প্রতিনিধি সভার বিশেষ সভা আহূত হইতে পারিবে।

"কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্য বিশেষ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত হইতে পারিবে।

"পরিশেষে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মগণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, আগামী ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১লা মে অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় আমাদের বিজ্ঞাপনীয় বিষয় বিচার করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের

সাধারণ সভা হইবে। উক্ত সভায় সাধারণ ব্রাহ্মগণের অভিমত হইলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধি সভা বিধিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত এবং উহার নিয়মাদি অবধারিত হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।
শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
শ্রীদুর্গামোহন দাস।
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
শ্রীআনন্দমোহন বসু।
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

"উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধন জন্য এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইবে যদ্দ্বারা কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না," এই নিয়মটি বিশেষ বিবেচনার পর স্থির হইয়াছে। প্রথমতঃ বিতর্ক উপস্থিত হয়, এই প্রতিনিধিসভা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যসকলের উপরে কোন প্রকার কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন কি না? এই বিতর্কে মতভেদ হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্বতন্ত্রভাবে গঠিত। এই সভার যাঁহারা সভ্য তাঁহারাই কেবল এই সভার কার্য্য নিয়মিত করিতে পারেন, যাঁহারা সভ্য নহেন তাঁহারা কি প্রকারে ইহার কার্য্য নিয়মিত করিবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নিজকার্য্যনির্ব্বাহে সমর্থ হইলেও সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিত্বের কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন না। সুতরাং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজসত্ত্বেও প্রতিনিধিসভা স্থাপন প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই নিয়মে উল্লিখিত হইয়াছে "কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না।" এই সময়ে প্রতিনিধিত্ববিষয়ে কতকগুলি উৎকৃষ্ট মূলতত্ত্ব কেশবচন্দ্র প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, যে কোন সমাজ হউক, তন্মধ্যে প্রতিনিধিত্বের উপযুক্ত লোক না থাকিলে সে সমাজের কার্য্য কখন চলিতে পারে না। অন্য সকল সমাজে প্রতিনিধিগণের যে প্রকার

প্রয়োজন. ব্রাহ্মসমাজেও সেই প্রকার। ব্রাহ্মগণের যাঁহারা প্রতিনিধি হইবেন, তাঁহারা কি বিষয়ের প্রতিনিধি হইবেন? ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য ও শিক্ষা, চরিত্রের মূলতত্ত্ব, উচ্চ উচ্ছ্বাস ও আদর্শ, বিশ্বাস সমুৎপন্ন অভাব ও উন্নতির অভিলাষ এই সকলের প্রতিনিধি হইবেন, এতদ্ব্যতীত সামান্য বৈষয়িক কার্য্য যাহা আছে তাহা নির্ব্বাহ করিবেন। এক জনেরই হউক বা পাঁচ জনেরই হউক অযথা কর্তৃত্বের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে ইহা কখন বিধিসিদ্ধ হইতে পারে না। আর এক দিকে প্রচারক আচার্য্য উপাচার্য্য প্রভৃতি কাহারও অধীনতা স্বীকার না করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন উহাও দূষণীয়। এ দুইয়ের সামঞ্জস্য হইবে কি প্রকারে? প্রথমতঃ যাঁহারা সমাজের নেতা হইবেন তাঁহারা সকলের মনোনীত লোক হইবেন, তাঁহাদিগের কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, এবং তাঁহারা সেই মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্যে আপনাদিগকে দেখিতে পাইবেন, এবং ইঁহারা ভাবেতে এক হইবেন। তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে গিয়া অপর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া হইবে না, কেন না ইঁহাদিগকে সম্মান করিয়া ইঁহাদিগের ভিতর দিয়া সকলকে সম্মান করা হইবে, সকলের প্রতি বাধ্যতা স্বীকার হইবে। অন্য দিকে এইরূপ করিতে গিয়া ব্যক্তিত্বের বিনাশ হইবে না, বরং ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা লাভ হইবে, কেন না বাধ্যতা স্বীকার এবং অপরের সেবা করিতে গিয়া আমাদিগের ভিতরকার যে সকল সামর্থ্য আছে, গুণ আছে, জীবনের লক্ষ্য আছে, তাহার পূর্ণ পরিমাণে পরিচালনা হইবে।

কেশবচন্দ্র নির্জ্জনবাস জন্য সাধন কাননে গমন করেন। এখানে থাকিয়া তিনি প্রথমে 'আহ্বান' নাম দিয়া সাধারণ লোকদিগের জন্য কিছু পুস্তিকা বাহির করেন। ইহার পর 'আহ্নিক' 'ভবনদী' প্রভৃতি সাতখানি রেলওয়ে ট্রাক্টনামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার করেন, এবং এ সকল বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। কেশবচন্দ্র সাধন কানন হইতে জ্বরাক্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার গৃহে প্রত্যাগমনের পর ৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে) শনিবার অপরাহ্ণে ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভা সমবেত হয়। কেশবচন্দ্রের শরীর অসুস্থ তথাপি সভায় উপস্থিত হইবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিবন্ধকবশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ইহার পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য কেশবচন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মোহন বসুর অনুপস্থিতিনিবন্ধন সপ্তাহকাল সভা বন্ধ থাকিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু লাহোর ও রামপুরহাটের প্রতিনিধিগণ সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করিতে পারিবেন না অবগত হইয়া অধিকাংশের ইচ্ছায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। বাবু আনন্দমোহন বসু তারযোগে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায়কে সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অনুরোধ করাতে তিনি সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পূর্ব্বে উদ্দেশ্যাদি কয়েকটি বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়া যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সেইটি সমগ্র পঠিত হইয়া উহার মধ্যে যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ ছিল তৎসম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইল। কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালীতে হস্তক্ষেপ না করিবার নিয়মটিসম্বন্ধে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বলিলেন, যদি কোন সমাজের কার্য্যপ্রণালী ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করিবার অধিকার প্রতিনিধিসভার থাকা সমুচিত। ইহা লইয়া ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হইল, ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিলেন, এখনও যখন রীতিপূর্ব্বক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তখন এ বিতর্ক বৃথা। যে সকল ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদকের পত্রের উত্তর দেন নাই তাঁহাদের নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যাঁহারা উত্তর দিয়াছেন (বত্রিশটি সমাজ) তাঁহাদের নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বাদানুবাদের পর সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মগুলি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়; কেবল এই কয়েকটি বিষয় ঐ নিয়মগুলির সহিত সংযুক্ত হয়। (১) যে সমাজের সভ্য দশ জনের অধিক, তাঁহারা প্রতি দশজনে এক জন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। (২) বৎসরান্তে একবার নূতন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে। বিশেষ কারণ থাকিলে বৎসরের মধ্যেও কোন সমাজ প্রতিনিধি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। (৩) প্রতিনিধিসভার অধিবেশন কলিকাতা নগরে হইবে। (৪) সাধারণ সভার অনুমোদন ভিন্ন এই সকল নিয়ম পরিবর্ত্তিত বা বর্দ্ধিত হইবে না। অনন্তর যাঁহারা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে এই সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে এবং শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর সম্পাদকত্বে দ্বাদশ জন সভ্য লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা স্থাপিত হয়।

১১ই জুলাই বুধবার কেশবচন্দ্রের গৃহে ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভার অন্তর্গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ মিলিত হন। এই সভায় নির্দ্দিষ্ট হয় যে ১৯ মে (৭ জ্যৈষ্ঠ) ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার যে সাধারণ সমিতি হয় তাহাতে যে সকল নিয়ম স্থির হইয়াছিল তাহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সকল ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করা হয়, এবং যে স্থলে এই সকল নিয়মানুসারে প্রতিনিধি নিযুক্ত হন নাই তাঁহারা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠান। সভার উদ্দেশ্য সাধন জন্য কি প্রকারে টাকা উঠাইতে হইবে, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রস্তাব করেন। সভার সভ্যগণ বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণের সহিত পত্রাপত্র করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হন। ব্রাহ্মপ্রতিনিধিগণের সাধারণ সভায় যে গণ্ডগোল হয় এবং তৎসম্বন্ধে পত্রিকায় যাহা লিখিত হয়, তাহাতে মফঃস্বলের অনেকের মনে সভাসম্বন্ধে সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে, এই উপায়ে সে সন্দেহ যে অমূলক তাহা জানিয়া তাঁহারা অবশ্যই সুখী হইবেন। সভা শুনিতে পান যে, উহার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোন কোন ব্রাহ্ম তাঁহাদের এক মাসের বেতন দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ২৩ সেপ্টেম্বর (৮ আশ্বিন) ৩টার সময় কলিকাতাস্কুলগৃহে ব্রাহ্মপ্রতিনিধি-সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। এই সভায় ডেরাডুন, লক্ষ্ণৌ, শিলং, তেজপুর, মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর, জামালপুর, নওগাঁ, হাজারিবাগ, রাউলপিণ্ডি, মতিহারী, রাঁচি, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, গয়া, ভবানীপুর, কোন্নগর, বরাহনগর, হরিনাভি, উৎকল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সিগঞ্জ, শ্রীহট্ট, ঢাকা ও অপরাপর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকেন; কেশবচন্দ্র সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। প্রথমতঃ তিন মাসের কার্য্যবিবরণ পাঠ হইলে এই জ্যৈষ্ঠের সভাতে নির্দ্ধারিত নিয়মাবলীর তৃতীয় নিয়মটি এইরূপে পরিবর্ত্তিত হয়;—"প্রতিনিধি নিয়োগসম্বন্ধে নিয়ম এই, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির পাঁচ জন, পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সমাজ দুই জন, লাহোর ব্রাহ্মসমাজ দুই জন, অপরাপর ব্রাহ্মসমাজ এক এক জন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। সভ্যদিগের অধিকাংশের মতে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন।" অনন্তর সভার আনুকূল্যার্থ অর্থসংগ্রহের ভার শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস, গুরুচরণ মহলানবিস, অমৃতলাল বসু এবং শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর প্রদত্ত হইয়া (১) ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা, ইতিবৃত্ত কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতি বিবরণসংগ্রহবিভাগে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার,

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, উমেশচন্দ্র দত্ত, (২) ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক পুস্তকাদি প্রচারবিভাগে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন, উমানাথ গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ রায়, অঘোর নাথ গুপ্ত, (৩) অনুষ্ঠানপদ্ধতিস্থিরীকরণবিভাগে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ রায়, শিবচন্দ্র দেব, (৪) অনাথ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মপরিবারদিগের রক্ষা ও প্রতিপালনবিভাগে শ্রী যুক্তদুর্গামোহন দাস, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্তি চন্দ্র মিত্র, গুরুচরণ মহলানবিশ কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। সভাপতি প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ এই প্রত্যেক বিভাগের সহিত কার্য্য করিবেন স্থির হয়। সর্ব্বশেষে সভাপতি কেশবচন্দ্র সভ্যদিগের অবগতির জন্য এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, যে, 'তাঁহার মতে অনেক ব্রাহ্ম এখন যেরূপ গৃহবিহীন ও মস্তক রাখিবার স্থানবিহীন হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। যাহাতে অন্ততঃ একটু স্থান দেখিয়া এইরূপ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের গৃহনির্ম্মাণের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা পরস্পরের নিকটে এক একটী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত।' তিনি কোন প্রস্তাবের আকারে এ কথা কহিলেন না, কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মগণকে এবং অপর সকল ব্রাহ্মগণকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া ৫টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য যত্ন।

২২ আষাঢ় (১৭৯৯ শক) হইতে ব্রহ্মমন্দিরে রবিবারের উপাসনা ব্যতি-রেকে বৃহস্পতিবারে উপাসনা আরম্ভ হয়। এ দিনের উপাসনা ও উপদেশ সাধকগণের সাধনপ্রণালীশিক্ষার পক্ষে নিতান্ত উপযোগী ছিল। এই নূতন প্রবর্ত্তিত উপাসনা ভাদ্রোৎসব হইতে বন্ধ হয়। বন্ধ হওয়াতে অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সংসিদ্ধ হও-য়াতে আর পুনরায় মন্দিরে দুই বার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয় না। এই বৃহস্পতি-বারের উপাসনায় (৫ শ্রাবণ) কেশবচন্দ্র সাধু অঘোরনাথের দস্যুগণের হাত হইতে বিমুক্তি উপলক্ষ করিয়া যে উপদেশ দেন তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

"সহস্র উপদেশ অপেক্ষা একটী ঘটনা বড়। ঈশ্বর আমাদিগের জীবনে যাহা ঘটান তাহা বহুমূল্য। ঈশ্বর দয়াময়, এই কথা কত বার শুনিলাম ; কিন্তু তাঁহার দয়া যখন একটী ঘটনায় প্রকাশিত হয় তাহাতে আমরা যে শিক্ষা পাই, রাশি রাশি উপদেশের দ্বারা তাহা হয় না। এই জন্য আমরা জীবন-পুস্তকে যাহা শিক্ষা করি তাহা অমূল্য এবং শিরোধার্য্য। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের নিকট যোগ। ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদিগের প্রতিজনের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করেন। তিনি আমাদিগের প্রত্যেকের মস্তকে যে স্নেহ-বৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও যদি স্মরণ করিয়া রাখি, আমাদিগের প্রাণ কখনও কঠিন হইতে পারে না। ভক্ত প্রতিদিন নিজের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে উজ্জ্বল নয়নে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করেন। তাঁহার হৃদয় সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে যে, কখন্ তিনি দেখিবেন, ঈশ্বর আসিয়া এই ঘটনা ঘটাইলেন, তিনি এই বিপদ প্রেরণ করিলেন, তিনিই আবার সেই বিপদ্ হইতে তাঁহার দাসকে রক্ষা করিলেন। ভক্তের চক্ষে সমস্ত জীবন কবিত্ব। ভক্তির অভাব হইলে পদ্য গদ্য হয়। ভক্ত সর্ব্বদাই

আপনার প্রাণ হইতে নবপ্রসূত প্রেমপুষ্প তুলিয়া ঈশ্বরের পাদপদ্ম পূজা করেন। যদি ভক্তের প্রাণ শুষ্ক হয়, তবে তিনি ঈশ্বরকেও আর সুন্দর এবং প্রেমপূর্ণ দেখিতে পান না। তাঁহার শুষ্ক চক্ষে ঈশ্বরও শুষ্ক প্রস্তর বলিয়া বোধ হয়। অতএব যদি ঈশ্বরকে চিরসুন্দর বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে জীবনের ঘটনার মধ্যে তাঁহার প্রেম দর্শন কর। ভক্তির সহিত এইরূপ কথা বলিতে শিক্ষা কর প্রেমময় ঈশ্বর আমার জন্য এই করিয়াছেন।" অনন্তর তিনি সাধু অঘোরনাথ কি প্রকার প্রাণ সংশয়কর বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন তাহা বর্ণন, এবং তাঁহার পত্রের কিয়দংশ পাঠ করিলেন। উপদেশের উপসংহার এইরূপে করিলেন, "এইরূপে কত স্থানে কত সময়ে প্রেমময়ের হস্ত বিশেষরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে। তাঁহার এক জন দাসকে ভয়ানক দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এই ঘটনা স্মরণ করিয়া আমরাও কৃতজ্ঞ হইব। কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞ হইয়া ক্ষান্ত হইলে হইবে না। এই ঘটনা হইতে আমাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। যাহাতে মনের দস্যু সকল পরাস্ত কবিতে পারি এমন সাধন অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রহ্মভক্তের সজল নয়ন দেখিয়া, ব্রহ্মভক্তের মুখে দয়াল নামের গান শুনিয়া দস্যুরা পলায়ন করিল, কিন্তু পাপদস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার। মনের দুর্দান্ত রিপুদিগের বিকটাকার দর্শনে যখন প্রাণ নিরাশ হয় তখন কেবল হরিনাম ভরসা, কেবল রসনা সহায়। ......আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনটী এখনও শাদা রহিয়াছে, তাহার কাগজ এখনও অলিখিত রহিয়াছে। ঈশ্বর দয়া করিয়া ঐ কাগজ গুলি অধিকার করিয়া লউন। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে স্বতঃ দুচারি জন লোকও পৃথিবীকে দেখাইবে যে ঈশ্বর দ্বিপ্রহর রাত্রিতেও দস্যু এবং পাপের হস্ত হইতে তাঁহার দাসদিগকে রক্ষা করেন। ব্রাহ্মগণ বিলম্ব করিও না, জগৎকে দেখাও তিনি পাপীর বন্ধু, তাঁহার সুন্দর প্রেমমুখ দেখিলে কাঁদিতে ইচ্ছা করে।"

এই সময়ে মিস্ মেরি কার্পেণ্টারের মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় উপস্থিত হয়। এই দেশহিতৈষিণী মহিলা ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ধর্ম্মপিতা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। ইনিই তাঁহার শেষ জীবনের বৃত্তান্ত অতিযত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছেন। ইনি স্বদেশের

দীন দুঃখীদিগের হিতকামনায় জীবন যাপন করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সে খ্যাতি তাঁহা হইতে কেহ অপহরণ করিতে পারিবে না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শেষ বয়সে ভারতের হিতকামনায় নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। এ দেশের নারীগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় এ জন্য তিনি কতই যত্ন করিয়াছেন। ইংলণ্ডবাসিগণ এ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাসম্বন্ধে যথাযথ সংবাদ পাইতে পারেন এ জন্য তাঁহার বিশেষ পরিশ্রম ছিল। ইংলণ্ডের মত স্থানেও তাঁহার মত পরহিতকল্পে উৎসর্গিতজীবন নারীর সংখ্যা অল্প। বেঙ্গল সোশিয়াল সায়েন্স আসোসিয়েশনে কেশবচন্দ্র স্বর্গগতা মিস্ কার্পেন্টারের সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাঁহার কার্য্য বর্ণন করেন। উপস্থিত সকলের চিত্তই এই বর্ণনে আর্দ্র হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র ও মিস্ কার্পেন্টারের কার্য্য ও আদর্শ এক ছিল না, এ দুইয়ের তৎসম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য ছিল। সহস্র পার্থক্য সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অতীব স্বভাবসিদ্ধ ছিল।

মান্দ্রাজে বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। কেশবচন্দ্র এ সংবাদ শ্রবণে স্থির থাকিবার পাত্র নহেন। ৩০ শ্রাবণ সোমবার ব্রহ্মমন্দিরে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্য জন্য বিশেষ সভা হয়। এই সভায় "প্রাণদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। ন হ্যাত্মনঃ প্রিয়তরং কিঞ্চিদস্তীহ নিশ্চিতম্॥" এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া কেশবচন্দ্র উপদেশ দেন। উপদেশের প্রথমাংশে "জীবের প্রাণ রক্ষা কর" ঈশ্বরের এই আদেশ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি মূল বিষয় এইরূপে অবতারণ করেন, "মান্দ্রাজ প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়াতে অনাহারে ও রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে। সে দুঃখের কাহিনী শুনিয়া, ভাই, তোমার কি হৃদয় আর্দ্র হইল না? তবে হৃদয় অসাড় হইয়াছে। এই অবস্থায় ধর্ম্মবুদ্ধি অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অনুরোধে দয়ার কার্য্য করিতে হইবে। সন্তানের দুঃখ দেখিলেই স্বভাবতঃ জননীর হৃদয়ে স্নেহের উদয় হয়, সময়ে সময়ে ভাই ভগিনীর দুঃখ দেখিলেও সহোদর সহোদরার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয়। অপরের দুঃখ দেখিলে সকলের মনে সেরূপ দয়ার উদয় হয় না। যখন অন্যের দুঃখে মনুষ্যের হৃদয় এরূপ অসাড় থাকে, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা বিবেকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। যাঁহাদের দয়া অধিক তাঁহারা স্বভাবের

প্রবলতা বশতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে পরদুঃখ মোচন করিতে প্রবৃত্ত হন, আর জগতের দুঃখে সহজে যাঁহাদের দয়ার উদ্রেক হয় না, এই বিবেকের আদেশ সেই শীতলহৃদয় ব্যক্তিদিগকে দানক্ষেত্রে লইয়া যায়। যদি ধর্ম্মজ্ঞানের অনুরোধে দয়া করিতে হয়, তবে এমন ক্ষেত্র কোথায় পাইবে, যেমন আজ কাল এই দেশে। দুঃখে অনাহারে আমাদের কত কত ভাই ভগ্নী বন্ধু মরিতেছেন। ঈশ্বর তাঁহার মন্দিরমধ্যে আজ এই জন্য ডাকিলেন যে, নির্দ্দয় দয়ার্দ্র হইবে, বিষয়াসক্ত স্বার্থপর বৈরাগী হইবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন নিঃস্বার্থ প্রেম সঞ্চয় করিয়া আজ গৃহে প্রতিগমন করি। মান্দ্রাজে ভাই ভগিনীরা মহাকষ্ট পাইতেছেন, দূর হইতে আমরা তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিতেছি। কিন্তু আমাদের হৃদয় স্বার্থপর হইয়াছে। আমরা কেবল আমাদের আপন আপন অন্নবস্ত্র চিন্তা করি, পরদুঃখের প্রতি দৃষ্টি করি না। আমাদের এই স্বার্থপরতা, এই নীচ বিষয়াসক্তি দূর করিবার জন্য এ সকল হৃদয় বিদারক ঘটনা হইতেছে। এমন সকল ব্যাপার ঘটিতেছে যাহা শুনিলে সহজেই দয়া এবং ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। অতএব এই দয়াব্রত সাধন করা ব্রহ্মমন্দিরের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা নহে।

"কৃষ্ণা নদী হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত প্রায় তিন হাজার ক্রোশ স্থানে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। এই স্থান হইতে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত যত দূর স্থান; ভারতবর্ষের এত দূর প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ বিভাগে ভয়ানক অন্নকষ্টে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। ভয়ানক দুর্ভিক্ষ মুখব্যাদান করিয়া নানা প্রকার কষ্ট দিয়া প্রায় এক কোটী আশি লক্ষ লোককে আক্রমণ করিয়াছে। তাঁহাদের ভয়ানক যন্ত্রণায় হাহাকার শব্দ কি আমাদের নিকটে আসিতেছে না? ভাই ভগিনীরা দূরে কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া কি আমরা তাঁহাদের ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করিব না? এক কোটী আশি লক্ষ লোক ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছেন। ইঁহাদের উপরে দুর্ভিক্ষের ভয়ানক চাপ পড়িয়াছে। উপযুক্ত সময়ে সাহায্য না পাইলে অবিলম্বে ইঁহারা দুর্ভিক্ষের ভয়ানক কষ্টে পড়িবেন। পাঁচ লক্ষ লোক এই পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। স্বভাবতঃ যেরূপ লোকের মৃত্যু হয় সে প্রকার সামান্য রোগে আক্রান্ত হইয়া ইঁহারা মরেন নাই। দুর্ভিক্ষের মৃত্যু ভয়ানক। অন্নকষ্টে ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বিষহ

যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অবশেষে পাগলের মত হইল; নানা প্রকার কষ্টে কেহ অবসন্ন হইল, এই অবসন্নতার মধ্যে প্রাণবায়ু বাহির হইল। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা এইরূপে হ্রাস হইতেছে। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আবার সহস্র প্রকার পাপ আসিয়া মনুষ্যের দুঃখ বৃদ্ধি করিতেছে। যাহারা দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণায় এইরূপে হাহাকার করিতেছে তাহারা দরিদ্র। দরিদ্রদিগের ঘরে অন্ন নাই, ভয়ানক অন্নকষ্ট, তাহার উপরে আবার বস্ত্রাভাব। লজ্জা নিবারণ হয় এমন উপায় নাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেই অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। রোগের অবস্থায় শরীর আচ্ছাদন করিতে পারে এমন বস্ত্র নাই। ক্ষুধাতুরা জননী আহার করিতেছেন, সন্তান সেই মাতার হস্ত হইতে সেই অন্ন কাড়িয়া লইয়া আপনি খাইল। কোথাও বা সন্তান আহার করিতেছে, তাহার জননী তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া আপনি ভোজন করিল। ভীষণ ব্যাপার!! ভয়ানক অস্বাভাবিক ঘটনা!! মাতা এবং সন্তানের মধ্যে পরস্পরে এই প্রকার ব্যবহার ভয়ানক। অন্ন কষ্ট তাহার উপরে আবার লজ্জা নিবারণ হয় না। এই অবস্থায় কত লোকের ধর্ম্ম রক্ষা হইল না, কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা অপহরণ করিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে চৌর্য্য দোষ প্রবেশ করিল। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে পাপবৃদ্ধি হইল। জননী সন্তানকে দূর করিয়া দিলেন, সন্তানও জননীকে মানিল না।"

অনন্তর গো মহিষাদির অকাল মৃত্যু, তাহাদের অভাবে কোথা হইতে শস্য আসিলেও স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার অসম্ভাবনা, পত্নীবিক্রয়, সতীত্বধর্ম্মবিসর্জ্জন, সন্তানবিক্রয়, দুগ্ধাভাবে শিশুগণের প্রাণসংশয় ইত্যাদি বিষয় হৃদয়ভেদিভাবে বর্ণন করিয়া কেশবচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "এখনও ছয় মাস কাল অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। বোধ হয় পৌষ মাঘ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজবাসীদিগকে অন্ন দিতে হইবে। ভারতবর্ষের দয়ার্দ্র ব্যক্তিদিগকে এই বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগী হইতে হইবে। মনে করা গিয়াছিল, দুই এক মাসের মধ্যে মান্দ্রাজের ভাই ভগিনীরা এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, কিন্তু তাহা হইল না, আমাদের আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। এখনও স্থানে স্থানে বহুলোক মরিতেছে। ইতিপূর্ব্বে বসন্তরোগে কত লোক মরিল। অন্ন কষ্ট আবার রোগ। ব্রাহ্ম, নিষ্ঠুর হইয়া এ কথা বলিও না, যিনি দুঃখ আনিয়া-

ছেন তিনিই দুঃখ মোচন করিবেন। তিনি তো তোমাকে ডাকিতেছেন। এখন এস, ভাই ভগিনী তোমার গৃহপার্শ্বে মরিতেছেন, তোমাকে যে পরিমাণে ধন দিয়াছেন সেই পরিমাণে দয়া কর। তুমি ভাই হইয়া দৌড়িয়া যাও দেখি। এক বার কাঁদাও দেখি বঙ্গদেশকে। যখন আমাদের উড়িষ্যাদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন আমাদের জন্য মান্দ্রাজের ভাই ভগিনীদের প্রাণ কাঁদিয়াছিল। আজ স্বার্থপর বঙ্গদেশ, তুমি কি বলিবে আমি দায় হইতে মুক্ত হইয়াছি, আমার আর ভয় কি? যদি ভাই তোমার সামান্য দানে মান্দ্রাজের দশটি ভাইকে বাঁচাইতে পার, ঈশ্বরের নিকট স্বর্গীয় পুরস্কার পাইবে। কেবল পুরস্কার পাইবে তাহা নহে; ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে বলিবেন,—'বৎস, সেই যে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় তুমি আমার সন্তানদিগকে বাঁচাইবার জন্য অমুক দ্রব্য দান করিয়াছিলে, তাহা আমি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম।' ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় হইয়া আছেন, সুতরাং হে ভাই, হে ভগিনী, তোমরা দুঃখী ভাইয়ের হস্তে যাহা দিবে, তাহা পিতার হস্তেই পড়িবে। আর এ কথা কেহই বলিও না, আমার সঙ্গতি কম। ভাইকে বাঁচাইবার জন্য যে যাহা পার তাহাই দান কর। একটি ভাইয়ের প্রাণ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অধিক। আমাদের প্রাণের ভাই, আমাদের বুকের ভাই, অন্ন কষ্টে মরিতেছেন, তোমরা আপনারা কোন্ মুখে হাসিয়া অন্ন আহার করিবে? ভাইয়ের শরীর হইতে যদি রক্তস্রাব হয় তবে আমার শরীর হইতে কি রক্ত পড়িবে না? আমার প্রাণের ভাইকে যদি মৃত্যু আক্রমণ করে, আমার যদি ক্ষমতা থাকে আমি কি তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব না? এক মণ চাউল দিলে যদি আমার একটি ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা হয়, তবে আমার কত লাভ হইবে। আমি মৃত্যুর সময় এই বিশ্বাস করিয়া সুখী হইব, আমার জীবনের কার্য্য হইয়াছে, আমি মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় এক মণ চাউল দান করিয়া আমার একটি ভাই কি একটি ভগিনীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। যাহার যাহা সাধ্য তাহাই দান কর। বেদীর সমক্ষে তোমরা দেখিতেছ, অন্ন, বস্ত্র, তৃণ, ভাঙ্গা অলঙ্কার, প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী দান করা হইয়াছে। তোমরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। এক বার ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাও, আর তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই পালন কর।........ মন্দিরের উপা-

সকগণ, ভাইগণ, তোমারা কাঁদ, সকলকে কাঁদাও। হে দয়ার প্রচারকগণ, তোমরা দয়াব্রত সাধন কর, তোমরা বাহির হইয়া সকলের দয়া উত্তেজিত কর। ঈশ্বর আজ ভাল বাসিয়া তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন; তোমরা আজ তাঁহার দয়ার তরঙ্গে ভাসিয়া যাও। আজ যদি এক জন মান্দ্রাজের লোক আসিয়া তোমাদের নিকটে কাঁদিতেন, যদি দুর্ভিক্ষে এক জন অনাথিনী পাগলিনী হইয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়া কাঁদিতেন, তোমাদের মনে কত দয়া উত্তেজিত হইত, নিশ্চয়ই তোমরা কাঁদিয়া ফেলিতে, তাঁহারা আমাদের নিকটে আসিতে পারিলেন না বলিয়া কি তাঁহাদের অপরাধ হইল? হায়! আমাদের নিষ্ঠুরতার জন্য পাঁচ লক্ষ লোক মরিয়া গেল। তাঁহারা আমাদেরই ভাই ভগিনী। আমাদের ভারতমাতা তাঁহাদিগকে প্রসব করিয়াছিলেন। এখনও কত লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন কষ্টে হাহাকার করিতেছেন। হায়!! কত দিন তাঁহারা খান নাই। যদি কিছু সাহায্য করিতে পারি, কত লোক বাঁচিয়া যাইবেন। আর ভাই দয়া করিতে বিলম্ব করিও না। ঐ বালক গুলি অন্ন কষ্টে প্রায় মরিল। যদি তাহাদিগকে আহার দিতে পারি, তাহাদের চক্ষু ছল ছল করিয়া কাঁদিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। ব্রাহ্মসমাজে দয়া বর্দ্ধিত হউক, মান্দ্রাজের এই বিপদের সময় আমরা যেন আমাদের কর্ত্তব্য করিতে পারি ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন!"

উপাসনান্তে ব্রহ্মমন্দিরে সংগৃহীত দান চারি শত টাকা; গয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রায় শত শত টাকা, বামাহিতৈষিণী সভা হইতে দুই শত পঞ্চাশ টাকা, এবং মফঃস্বলের বন্ধুগণ হইতে যে সকল টাকা সংগৃহীত হইয়া আইসে সে সকল লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ছয় হাজার সাত শত টাকা মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতগণের সাহায্যার্থ দান সংগৃহীত হয়। বামাহিতৈষিণী সভাতে নারীগণ বস্ত্রালঙ্কার, এক জন মহিলা স্বর্ণঘড়ী ও চেন, বালকগণ তাহাদের জলপানি পয়সা সংগ্রহ করিয়া সিকি আধুলী, এমন কি আশ্রমের দাসদাসীগণ পর্য্যন্ত কিছু কিছু দান করেন। ইংলণ্ড হইতে মিস্ কব পাঁচ পাউণ্ড, মিস্ মেরি সারলোট লায়ট হেঙ্গট পাঁচ পাউণ্ড প্রেরণ করেন। বাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদিগকে অন্ন, চাউল ও বস্ত্র দিতে প্রবৃত্ত হন, ব্রাহ্মসমাজ হইতে সংগৃহীত মুদ্রা তাঁহাদের নিকটে কিছু কিছু করিয়া প্রেরিত

হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "বাঙ্গলোরবাসী ব্রাহ্মগণ সমধিক উৎসাহের সহিত প্রতিদিন কাঙ্গালী ভোজন করাইতেছেন। বিশেষ আহ্লাদের কথা এই তথাকার সমাজের সম্পাদকের পিতা এক জন অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ। তিনি স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করেন এবং তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণও ইহাতে সাহায্য করিয়া থাকেন। আমাদের সংগৃহীত মুদ্রা যথার্থ পাত্রে পড়িতেছে সন্দেহ নাই।" ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ড হইতে বেলারি ফণ্ডে আড়াই শত, এবং শিশু পালন ফণ্ডে আড়াই শত মুদ্রা প্রদত্ত হয়। রেবারেণ্ড মেস্তর ডল সাহেব এই সময়ে বাঙ্গালোরে গমন করেন। তিনি তত্রস্থ ব্রাহ্মগণের কার্য্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রশংসা পূর্ব্বক মিরারে পত্র লেখেন এবং সেখানে আরও অধিক সাহায্যার্থ মুদ্রা প্রেরণে বিশেষ অনুরোধ করেন। তাঁহারই পত্রে অবগত হওয়া যায় যে, পেটা সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্ন স্বামীর ষাইট বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ পিতা অতি উৎসাহের সহিত চারি শত পঞ্চাশ জন দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তির জন্য স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতেন। আশ্চর্য্য হৃদয়বান্ ব্যক্তি !!

ভগবানের কৃপায় দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইয়া আসিল। আর মান্দ্রাজে সাহায্য প্রেরণ করা প্রয়োজন রহিল না। দুর্ভিক্ষ জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইল তাহার ব্যয়াবশিষ্ট ভবিষ্যতে কোন প্রকার দেশের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইলে বা অন্য কোন প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাহাতে ব্যয়িত হইবে এ জন্য ব্যাঙ্কে জমা রহিল। আলবার্ট হলের গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে যে এষ্টিমেট হয়, গৃহের একটী প্রাচীর পড়িয়া যাওয়াতে এবং গৃহের কোন কোন অংশ বাড়ান প্রয়োজন হওয়াতে তাহার অতিরিক্ত অনেক টাকা ব্যয় হয়। এই ব্যয় ঋণ দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হইয়াছিল। ঋণপরিশোধের কারণ উপস্থিত হওয়াতে ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা ছিল তাহা আনাইয়া উক্ত পরিশোধ করিতে হয়। এই মুদ্রা আলবার্ট হলে ঋণ স্বরূপ প্রদান করিয়া স্থির করা হয় যে আলবার্ট হলের আয় বৃদ্ধি করতঃ মুদ্রা সঙ্কলিত করিয়া পুনরায় ব্যাঙ্কে সেই টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে এই ভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হয়। দুঃখের বিষয় এই, সম্পাদকের জীবদ্দশায় সে কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই।

কমলকুটীর স্থাপন ও অষ্ট চত্বারিংশ সাংবৎসরিক।

কেশবচন্দ্র পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। নানা কারণে হিন্দুসংসৃষ্ট পরিবারে বাস করা আর তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর মনে হয় না। ৭২ নং অপার সার্কুলার রোডে উদ্যানসংযুক্ত প্রশস্ত দ্বিতল গৃহ ক্রয় করিবার জন্য কেশবচন্দ্র উদ্যুক্ত হন। এই গৃহে খ্রীষ্টীয় অনাথ বালিকাগণের নিবাস ও বিদ্যালয় ছিল। মিস্ পিগট ইহার লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি গৃহ ক্রয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। এমন কি এক দিনের মধ্যে এই গৃহ ক্রয়ের সমুদায় ব্যবস্থা হইয়া যায়। এই গৃহ এক জন আরমেণিয়ান্ সাহেবের সম্পত্তি ছিল। কেশবচন্দ্রের যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল এই গৃহ ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। এক প্রেসমাত্র অবশেষ থাকে। কলুটোলার পৈতৃক গৃহের অংশ তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীমান্ কৃষ্ণবিহারী সেনের নিকট বিক্রয় করেন। এই গৃহ ক্রয়ের সঙ্গে একটি অতি দুঃখকর ঘটনা সংযুক্ত রহিয়াছে। যদুমণি ঘোষ নামক একটি উড়িষ্যা দেশীয় যুবক নিকেতনের অধিবাসী ছিল। এই যুবকটি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আপনার সমগ্র জীবন অর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে আপনার দেশের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রায় বিশ সহস্র টাকা আনিয়া কেশবচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত করিয়া বলে, এ টাকা আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে অর্পণ করিতেছি। কেশবচন্দ্র এই মুদ্রা ব্রাহ্মসমাজে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। সেই যুবকের নামে ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখেন। কেশবচন্দ্র সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এখনও সমুদায় মুদ্রা ক্রেতৃবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং সেই যুবকের মুদ্রা ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করেন এবং সেই যুবকের জন্য তাঁহার গৃহের উত্তর দিকে গৃহ নির্ম্মাণারম্ভ হয়। গৃহের বনিয়াদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এই সময়ে সেই যুবকের গচ্ছিত টাকার জন্য মনের আকুলতা উপস্থিত হয়। কোন কোন বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ব্রাহ্ম সুযোগ পাইয়া সেই যুবককে বিলক্ষণ সন্দিগ্ধ করিয়া দেয়। তাহার মনের অবস্থা দর্শন করিয়া কেশবচন্দ্র তাহার সমস্ত মুদ্রা পরিশোধ এবং তাহার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে গিয়া যে প্রায় পাঁচ শত মুদ্রা ব্যয়িত হয়, তাহা আপনি ক্ষতি সহ্য করেন।

সেই যুবক কিছুদিন পর ইংলণ্ডে গিয়া বারিষ্টার হইয়া আইসে, এবং কয়েকবার ইংলণ্ডে যাতায়াত করিয়া পরিশেষে উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া ইউরোপের কোন এক উন্মাদাগারের অধিবাসী হয়।

২৮ কার্ত্তিক সোমবার (১২ নবেম্বর, ১৮৭৭) ৭২নং অপার সার্কুলার রোডস্থ গৃহে কেশবচন্দ্র সপরিবার গমন করেন এবং গৃহপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান হয়। উপাসনান্তে এই প্রণালীতে গৃহপ্রতিষ্ঠা কার্য্য নিষ্পন্ন হয় ;—

১। এতানি গৃহোদ্যানাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।

এই গৃহ উদ্যানাদি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

২। অস্য গৃহস্য কুঞ্চিকাং সমস্তাঃ সামগ্রীঃ ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।

এই গৃহের কুঞ্চিকা ও সমস্ত সামগ্রী আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

৩। এতানি আমান্নাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।

এই চাউল দাউল প্রভৃতি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

৪। এতানি পরিধেয়বস্ত্রাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।

এই পরিধেয় বস্ত্রাদি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

৫। এতাং শয্যাং ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।

এই শয্যা আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

৬। এতানি তৈজসাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।

এই তৈজসাদি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

৭। এতানি পুস্তকপত্রীলেখনীমস্যাধারাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।

এই পুস্তক কাগজ কলম দোওয়াত প্রভৃতি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

৮। এতানি ঔষধাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎ সৃজামি।

এই ঔষধ আদি আমি ব্রহ্মেতে অর্পণ করিলাম।

৯। এতানি রজতভাম্রখণ্ডাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।

এই রজত ও তাম্রখণ্ড প্রভৃতি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

১০। এতানি বাদ্যযন্ত্রপ্রভৃতীনি ধর্ম্মসাধনোপকরণানি ব্রহ্মণ্যহমুৎসৃজামি।

এই বাদ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম সাধনের উপকরণ আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম।

১১। সন্তানাদিপালনং দাসদাসীপালনং বিদ্যাধ্যয়নং দীনজনায় দানং অতিথিসেবা, পালিতপশ্বাদিরক্ষা, আহারঃ, ব্যায়ামঃ, বিশ্রামঃ, ধনোপার্জ্জনম্,

তন্ত্যুস্শেচত্যাদীনি যাবন্ত্যস্য সংসারস্য কর্ম্মাণি গৃহকর্ত্তা ধর্ম্মানুবর্ত্তী নিষ্পাদয়েত।

সন্তানাদি পালন, দাসদাসী পালন, বিদ্যাধ্যয়ন, দীন ব্যক্তিকে দান, অতিথি সেবা, পালিত পশ্বাদি রক্ষা, আহার, ব্যায়াম, বিশ্রাম, ধনোপার্জ্জন ও ব্যয় প্রভৃতি এই সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম গৃহকর্ত্তা যেন ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সম্পন্ন করেন।

১২। যাবন্ত্যস্য সংসারস্য কর্ম্মাণি গৃহকর্ত্রী ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী নিষ্পাদয়েত। এই সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম গৃহকর্ত্রী যেন ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী হইয়া সম্পন্ন করেন।

১। ভারতবর্ষীয়ব্রহ্মমন্দিরে হষ্ট মুদ্রাঃ প্রদত্তাঃ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৮৲ টাকা দান করা হইল।

২। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারার্থমষ্টমুদ্রাঃ প্রদত্তাঃ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারার্থ আট টাকা দান করা হইল।

৩। দীনদুঃখিজনার্থকতুর্মুদ্রাঃ প্রদত্তাঃ।

দীনদুঃখীদিগকে চারি টাকা দান করা হইল।

কেশবচন্দ্রের এই নূতন গৃহের নাম 'কমলকুটীর রক্ষিত হইল। গৃহের দক্ষিণে উদ্যানস্থ পুষ্করিণীর উত্তর দিকে স্থলপদ্মসমূহ রোপিত এবং তথায় একটী কুটীর স্থাপিত হইল। গৃহপ্রতিষ্ঠার সপ্তাহান্তে (১৯ নবেম্বর) ব্রাহ্ম সমাজের বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাসনা, প্রীতিভোজন ও সদালাপে গৃহবাসিগণ মনের আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এই প্রীতির ব্যাপারে একটি নিতান্ত অপ্রীতির কথা বন্ধুগণের কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে তাঁহারা নিতান্ত মর্ম্মব্যথা পাইলেন। একজন মাননীয় প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু কেশবচন্দ্রের পক্ষে উদ্যানসংবলিত দ্বিতল গৃহ বাসার্থ নির্দ্ধারণ নিতান্ত অনুচিত কার্য্য মনে করিলেন। তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়া উঠিলেন "এমন রাজপ্রসাদের নাম দেওয়া হইয়াছে কি না 'কমল কুটীর'। ইহা আবার 'কুটীর' কোন্খানে? তিনি একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি; সভ্যতর দেশে বৃহৎ বৃহৎ উদ্যানসংবলিত গৃহের নাম করণ কুটীর (Cottage) হইয়া থাকে, ইহা কি আর তিনি জানিতেন না? অনেকে মনে করিলেন, এ কথাটি ঈর্ষাপ্রণোদিত। পরবর্ত্তী ঘটনা দেখিয়া তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না। হইতে পারে, কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত, তখন তিনি পর্ণকুটীরবাসী উদাসীন ফকীর হইবেন, ইহাই

মনে করিয়া তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন। আমাদের বৃদ্ধ ব্রাহ্মবন্ধু কেশবচন্দ্র ইহার পূর্ব্বে যে পৈতৃক গৃহে ছিলেন তাহা দেখিয়াছেন। সে গৃহে কেশবচন্দ্র যে ত্রিতলে বাস করিতেন তাহার তুলনায় 'কমল কুটীর' কুটীর সদৃশ উহা কি তিনি জানিতেন না। কেশবচন্দ্র আপনি আমাদিগকে স্পষ্ট বলিয়াছেন, তিনি সেই পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট গৃহ স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার আন্তরিক দীনভাব রক্ষিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মসমিতির পর আরও এক সমিতি হয়, এবং এখানে দৈনিক উপাসনা, সঙ্গীত, ব্রহ্মবিদ্যা সংঘটিত সভা প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য যথানিয়ম নিষ্পন্ন হইতে থাকে। কেশবচন্দ্র একা গৃহ ক্রয় করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, যাহাতে বন্ধুগণের এক এক খানি গৃহ হয় তজ্জন্য উদ্যোগী হইলেন। ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক দিন কেশবচন্দ্রের নূতন গৃহে আগমন করিয়া বিবিধ সদালাপ করেন এবং নূতন মুদ্রিত উৎকৃষ্টরূপে বাঁধান দশ বার খানি ব্রাহ্ম ধর্ম্মপুস্তক উপহার দেন।

এবার (১৭৯৯ শক) অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক। ৭ মাঘ শনিবার কেশবচন্দ্র আলবার্ট স্কুলের নিম্নতল গৃহে ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সারমর্ম্ম ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপ দিয়াছেন;—"বক্তা বলিলেন, সমাগত যুবকবৃন্দকে দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিলাম, তেমনি ইহার ভিতর অদ্য আমি ধর্ম্মজীবনের জাগ্রৎ ভাব অবলোকন করিতেছি। ইহা দ্বারা কি পরিমাণে ফল উৎপন্ন হইবে তাহা জানি না; কিন্তু তথাপি আমি সকলের যৌবনজ্যোতিঃপ্রতিফলিত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া সুখী হইতেছি। বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে বৃদ্ধ অপেক্ষা যুবাদিগের আবির্ভাব নিতান্ত প্রার্থনীয়। বিকসিত গোলাপ পুষ্প সৌন্দর্য্য ও সুঘ্রাণে অবিকৃত হইলেও তাহা শুকতার নিকটবর্ত্তী, কিন্তু পুষ্পকলিকা আশা ভরসাতে পরিপূর্ণ। অবশ্য প্রাচীনেরা তাঁহাদের পরীক্ষিত ক্ষমতা ও মূল্যবান্ অভিজ্ঞতার জন্য শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তাঁহারা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া প্রায় অবসর লইতেছেন। যুবকেরা নবতর উৎসাহ উদ্যমের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবেন। আমি আমার সহযোগিগণের সহিত ভয়ানক পরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদে কতক পরিমাণে স্বীয় সঙ্কল্পে কৃতকার্য্য হইয়াছি। উদ্যমশীলেরা এখন বহুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহারা অনেক বিষয়ে জয়-

লাভ করিবেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম ও নীতিকে বিজ্ঞানময় ভিত্তির উপর স্থাপন করা। চারিদিকে স্কুল কলেজে ধর্ম্মহীন বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, এখানে ধর্ম্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা হইবে। উদ্ভিদ্, জ্যোতিষ, রাসায়নিক যেমন বিজ্ঞান ধর্ম্মও তেমনি একটি বিজ্ঞান। জ্যামিতির ন্যায় ধর্ম্মও কতকগুলি সর্ব্ববাদিসম্মত স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর সংস্থাপিত। দুই আর দুইয়ে চারি হয়, সমান্তরাল রেখা কখন পরস্পর সমান হয় না, ইহা যেমন সার্ব্বভৌমিক সত্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নীতির মূলমত সকলও তেমনি আত্মপ্রত্যয়মূলক সত্য। মিল্ টিণ্ডাল হাক্সলি পরিপোষিত, অবিশ্বাস সংশয়বাদের মতের প্রতিবাদ করিয়া ব্যক্ত করিলেন, এই সকল অগাধবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে আমি সম্মান করি। ইঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসকে সুদৃঢ় করিয়া দিয়া যাইবেন; বর্ত্তমান কালের এই অবিশ্বাস প্রবল ঝটিকার ন্যায় বায়ুমণ্ডলকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের দেশের অবিশ্বাস নাস্তিকতা কেবল লোকের সাংসারিকতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রতিপোষণের জন্য আসিয়াছে, ইউরোপে ইহা কেবল বুদ্ধিগত ও বিজ্ঞানগত মত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা জ্ঞানের সঙ্গে পবিত্রতার সংযোগ কর এবং ভবিষ্যতের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অনন্ত জীবন এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত স্থায়ী মর্য্যাদার পবিত্র মুকুট তাহারই তোমরা প্রয়াসী হও।"

৮ মাঘ রবিবার রজনীতে কেশবচন্দ্র শৃঙ্গের জন্য অহঙ্কৃত ও পদের জন্য লজ্জিত হরিণের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া যে উপদেশ দেন, তন্মধ্যে বুদ্ধি ও নির্ভর এ দুইয়ের বিষয় যাহা বলেন, তাহা অতীব সত্য। আমরা ঐ উপদেশের কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "মনুষ্য মনে করে তাহার নিজের বুদ্ধির প্রভাবে সে সৎপথ আবিষ্কার করিবে। বুদ্ধিকে মনুষ্য প্রাধান্য দিল, আর সমুদায় বৃত্তিকে বুদ্ধির অধীন করিল। পশুদের বুদ্ধি নাই, নীচ মনুষ্যদিগেরও বুদ্ধি নাই, আমার বুদ্ধি আছে এই বলিয়া বুদ্ধিমান্ মনুষ্য হাসিতে লাগিল; আর যে সামগ্রী 'নির্ভর' তৎপ্রতি মনুষ্য ঘৃণা করিল। সে বলিল আমি নিজের বুদ্ধির প্রভাবে চলিব, অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিব না। অন্ধ নির্ভরকে সে ধিক্কার করিল, এমন সময়ে প্রলোভন আসিল, প্রলোভনে পড়িয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার বুদ্ধি নানাবিধ বিঘ্নে জড়িত হইয়া গেল। বুদ্ধি মনুষ্যকে বধ করে, নির্ভর

মনুষ্যকে বাঁচায়। নির্ভর অনায়াসে দৌড়িতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি অল্পে অল্পে বিবেচনা করিয়া চলে। যখনই মনুষ্য বুদ্ধির অধীন হয় তখন সে মনে করে আমার যোগ বৈরাগ্য ঢের হইয়াছে, আর কেন? এত দীর্ঘ প্রার্থনায় প্রয়োজন কি? ধ্যানের ভিতর এত দূর যাইবার প্রয়োজন কি? অধিক ধ্যান করা ভাল নয়, কেন না তাহাতে অদ্বৈতবাদ আসিতে পারে। ভক্তিতে এত মাতামাতি কেন? এত অধিক মত্ত হইলে কর্ত্তব্য পালন করা যায় না। মনুষ্য এইরূপে বুদ্ধির অনুবোধে তাহার উচ্চতর ভাবের কার্য্য সকলকে ভর্ৎসনা করে। কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের আদেশস্রোতে আপনাদেব জীবনকে ভাসাইয়া দেয় তাহারা বলে, 'ঈশ্বর, যেখানে তোমার ইচ্ছা সেখানে আমাদিগকে লইয়া যাও।' তাহাদিগের জীবনতরী বেশ চলে। ঈশ্বরের প্রেম স্রোতে ভাসিল যে তরী সে তরী ডোবে না। এইরূপে দুই সহস্র বৎসব অথবা অনন্তকাল সে চলিতে পারে। কিন্তু যাহার মনে বুদ্ধিব প্রতি নির্ভব......সে ঈশ্বরকে বলে আমার ঢের ধর্ম্মসাধন হইয়াছে, আর কেন, হে ঈশ্বর, আমাকে বিরক্ত কর? অনেক দিন তোমার শিবিরে ছিলাম এখন বিদায় চাই। সংসারকেও রাখ, বৈরাগীও হও, বুদ্ধির উপদেশ। বুদ্ধির কথায় মনুষ্য বিশ বৎসরের ধর্ম্মকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিল। ......বুদ্ধি চলিতেছে, পরিত্রাণের হাইলটী ঈশ্বরের হাতে দিও না। ঈশ্বরকে জীবন দিও, অর্থ দিও, নৌকা দিও, কিন্তু চাবি নিজের হাতে রেখ। নির্ব্বোধ মন মনে করে, আমার কত যোগ ভক্তি হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ কিছুই হয় নাই। এখনও সম্পূর্ণরূপে আমরা ঈশ্বরের হস্তগত হই নাই। 'আমি' 'আমি' ইহাকে একেবারে বিলোপ না করিলে আব নিস্তার নাই।"

এবারকার নগর কীর্ত্তনেব সঙ্গীত "ভকত বৎসল হরি পদাম্বুজে মজ মজ ওরে মন" ইত্যাদি। এবাব সুরাপাননিবারণসম্বন্ধে একটি নূতন ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "অপরাহ্ণে (১২ মাঘ বৃহস্পতিবার) আলবার্ট স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর শিশু বালকগণ দলবদ্ধ হইয়া সুরাপান নিবারণীর গান করিতে করিতে কমলকুটীরে উপস্থিত হয়। ইহা একটী নূতন ব্যাপার। বহু দোষাকর সুরাপান প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য সচরাচব যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে (তন্মধ্যে) বহুসংখ্যক নির্দ্দোষস্বভাব শিশু বালকদিগকে একত্রিত করিয়া

পরিচালিত করা একটী প্রধান উপায়। ইহা যদিও এ দেশে এই প্রথম উদ্যোগ কিন্তু সে দিন পতাকাধারী এই সমস্ত বালকদিগের কোমলকণ্ঠবিনিঃসৃত সুরা সঙ্গীত যাঁহারা শুনিয়াছেন, এবং দলবদ্ধভাবে পথিমধ্যে উহাদিগকে চলিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা উহার নৈতিক প্রভাব সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।" কেশবচন্দ্র এই সমবেত বালকগণকে যাহা বলেন, তাহার কিছু কিছু অংশ অঙ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে ;—

"হে বালকগণ, বঙ্গদেশে সুরাপান নিবারণের জন্য বালকবৃন্দ হইতে এই প্রথম সূত্র। আশালতা ইহার নাম। ইংরাজীতে আশালতার নাম 'Band of hope' এটি 'Albert Band of hope' হইল। এটিতে দেশের আশালতা রোপিত হইল। বালকবৃন্দ সর্ব্বপ্রথমে করতালী সহকারে বল 'সুরাপান নিবারণের জয়' 'সুরাপান নিবারণের জয়', 'সুরাপান নিবারণের জয়'। সকল বালক ইংরাজী বাঙ্গলায় ইহার নাম বল 'Band of Hope' 'Albert Band of Hope' 'আশালতা'। আশালতা সুরাপানের বৃদ্ধি ভবিষ্যতে যাহাতে না হয় সেই বিষয়ে আশামূলক।......এই যে ক্ষুদ্র বালকের দল, গলায় লাল ফিতা, গোরাদের পোষাকের রঙে সজ্জিত, ইহারা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য জয়পতাকা ধারণ করিয়াছে। এই যে লাল রঙ দেখিতেছ, ইহা প্রিয় বঙ্গদেশকে উদ্ধার করিবার নিদর্শনস্বরূপ। যদিও তোমরা ক্ষুদ্র বালক, যদিও তোমাদের সংখ্যা অল্প, বয়স অল্প, তথাপি তোমরা এই দেশকে এই ঘোর পাপ হইতে মোচন করিবে, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হইবেন। সকলে মিলিয়া বল 'স্বাধীনতার জয়' 'বিবেকের জয়' 'আলবার্ট স্কুলের জয়' 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়'। তোমাদের এই চেষ্টাতে ভাই বন্ধু পিতা মাতা সকলের জয় হইবে। তোমরা আজ সুরারাক্ষসীকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছ। তাহাকে তোমরা এ দেশ হইতে বিদায় করিয়া দাও। তোমাদের নিকট তাহার সমুদায় চেষ্টা চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। তোমরা একবার যদি তাহাকে বিদায় করিয়া দাও, এদেশে আর তাহার কর্তৃত্ব উদ্দীপন হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমাদের দল ক্ষুদ্র; কিন্তু তোমাদের দল হইতে এরূপ আরও নূতন ক্ষুদ্র দলে দল পরিপুষ্ট হইবে এখন দেখিতে ইহা সামান্য; কিন্তু বস্তুতঃ সামান্য নহে। তোমরা যে যুদ্ধের নিশান হাতে ধারণ

করিয়াছ ইহাতে তোমরা আশা দিতেছ, দেশে আশালতা রোপণ করিতেছ। যদি এখন বৃদ্ধেরাও সুরাপান পরিত্যাগ না করে, যাহারা বাল্য বয়সে এই আশালতাতে যোগ দিয়াছে, তাহারা বড় হইলে কখন সুরাপান করিবে না, নূতন বংশ এই আশা দিতেছে, ভবিষ্যতে এ দেশে আর সুরাপানের দোষ থাকিবে না।.........

"......ছোট ছোট ভাই সকল, তোমাদের সেনাপতি পরমেশ্বর বলিলেন, "অমন কুকার্য্য তোমরা কেহ করিবে না।" তোমরা যে আদেশ পাইলে তোমাদিগকে সেই পথে চলিতে হইবে! সুরাপান করিব না, সুরাপান করাইব না, সুরার মুখ দেখিব না, সুরারাক্ষসীর পথে কখন চলিব না, সুরারাক্ষসীকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব, এই প্রতিজ্ঞা কর। তোমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করিয়া দাঁড়াও, সমর সজ্জায় সজ্জিত হও। কিছুমাত্র ভয় করিও না। তোমাদের প্রতিজ্ঞাতে যে আগুন জ্বলিবে, এখন দেখিতে অল্প, কিন্তু কালে ইহাতে ষাট হাজার লোক প্রাণ দিবে। অতএব তোমরা খুব উদ্যোগী হও। তোমাদের পিতা মাতা ভ্রাতা তোমাদিগকে দেখিয়া কি বলিবে। দেখ ইহারা এক দল গোরা আসিতেছে। বয়স ইহাদিগের আট বৎসর কিন্তু দেখিয়া সকলে ভয় করিবে। বলিবে, ওরে এক দল গোরা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারা কেবলই বলে,"ওরে মদ ছাড়, ওরে মদ ছাড়, ওরে মদ ছাড়।" ইহারা একেবারে উস্তুং ফুস্তুং করিয়া তুলিয়াছে। তোমরা এইরূপে মদ ছাড়াইবে, তবে নিশ্চিন্ত হইবে। তোমরা সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা কর—'সুরাপান করিব না' 'সুরাপান করিব না' 'সুরাপান করিব না'। যাহাকে সুরাপান করিতে দেখিবে এমনি মুখ সিটকাইবে যে,সকলে বলিবে 'এ ছোকরাটার আর ভ্রূকুটী সহ্য করা যায় না।' তোমরা স্কুলে চোর ধরিবে এবং বলিবে, ওরে 'সার' যদি টের পান তবে তোর বড় মস্কিল হইবে। যদি কাহাকেও পথে মদ খাইয়া যাইতে দেখ, তাহার পিছোনে পিছোনে এই আলবার্ট স্কুলের গোরা ছুটিবে, আর বলিবে 'ওরে বোতল ছাড়' 'বোতল ছাড়' 'বোতল ছাড়'।

"আজ মাঘ মাসে আশালতা নামে দল হইল। বৎসরে বৎসরে ইহার এইরূপ সভা হইবে। আজ যেমন এখানে জল পান করিলে, চিরজীবন এইরূপ জল পান করিবে। জল ঈশ্বরের প্রদত্ত বস্তু। ইহাতে শরীর সুস্থ হয়, চরিত্র

নির্ম্মল হয়। দেখ ঐ আমেরিকার এক জন বন্ধু জল ঢালিতেছেন, ইনি মদ নিবারণের এক জন প্রধান বন্ধু। তোমরাও ইঁহার মতন কেবল জলপান করিবে। ঈশ্বরের পবিত্র জল পান করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হইবে, শরীর মন পবিত্র থাকিবে। আজ তোমরা ঘরে পিতামাতার নিকটে সুসংবাদ লইয়া যাও। যাহাতে মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে পার, তাহার জন্য চেষ্টা কর। আজ তোমরা যে নিশান ধারণ করিয়াছ, এই নিশান তোমাদের বিজয় নিশান হউক। তোমাদের যত্নে এই দেশের মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক।"

সায়ংকালে প্রতিনিধিসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বিশেষ অসন্তুষ্টির কারণই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়েকটী কথা পাঠ করিলেই উহার প্রতি সকলের কি প্রকার ভাব ছিল বুঝা যাইবে;—"প্রতিনিধিসভাস্থাপনের সময় কয়েক জন ব্রাহ্মের যেরূপ উৎসাহ দৃষ্ট হইয়াছিল কার্য্যে দরিদ্রতা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে। কর্ম্মচারিগণ যদি একটী রীতিমত রিপোর্টও লিখিতেন, এবং এই সভার পূর্ব্ব সভায় যে কয়টী নূতন নিয়ম অবধারিত হইয়াছিল তাহা সাধারণের নিকটে পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশেষ কোন ত্রুটি প্রকাশ পাইত না, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের শিথিলতা এবং কর্ত্তব্য কার্য্যে নিরুৎসাহদর্শনে অনেকে সে দিন বিরক্ত হইয়াছিলেন। সভাপতি নিজেও এই সভা সংগঠনের কয়েকটী অবৈধ নিয়ম দেখাইয়াছেন। যা হউক্ যদি প্রতিনিধিসভা রাখিতে হয়, তবে অন্ততঃ এক জন উৎসাহী কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ইহাতে নিযুক্ত থাকা চাই। আমরা ভরসা করি আগামী অধিবেশনের মধ্যে পুরাতন কর্ম্মচারিগণ কার্য্যেতে উৎসাহ দেখাইবেন। তদ্ভিন্ন সভা থাকা না থাকা সমান হইবে।"

১৪ মাঘ শনিবার টাউনহলে কেশবচন্দ্রের ইংরাজী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা-শ্রবণে দুই সহস্রাধিক ব্যক্তি সমাগত হন। বক্তৃতার বিষয়—"দেখ ভারতের রাজা দয়া ও পুণ্যবসন পরিধান করিয়া আসিতেছেন—"(Behold the King of India is coming clad in righteousness and mercy) বক্তৃতারম্ভে "ভজরে আনন্দে আজ, দেবদেব ধর্ম্মরাজ, অনন্ত সচ্চিদানন্দ রাজরাজেশ্বরে" এই সঙ্গীতটি গীত হয়। বক্তৃতাটীর সার ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপ দিয়াছেন, "ঈশ্বরের রাজকীয় মহত্বের সঙ্গে তাঁহার সুকোমল মাতৃভাবের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য বক্তা মুশা ও ঈশার উপদেশাবলির সমালোচনা করেন।

তাঁহার দয়া ও ন্যায়পরতা একই বিষয়, পাপীকে দণ্ড দিয়াও তিনি দয়া প্রকাশ করেন; স্বভাবতই তিনি চিরক্ষমাশীল, তিনি বিপথগামী সন্তানের পিতা, ন্যায় ও দয়া তাঁহাতে চিরদিন সমঞ্জসীভূত হইয়া আছে; এই বিষয়টী পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এই সতেজ বক্তৃতা যেরূপ উৎসাহজনক ও জীবনপ্রদ হইতে পারে তাহার ত্রুটি হয় নাই।"

এবার উৎসবের দিনে যে উপদেশ হয় তাহাতে ঈশ্বর যে পাপীর প্রতি করুণা করিতে বিরত হন না, দেখিতে না চাহিলেও দেখা দেন, দুঃখ চাহিলে সুখ, অন্ধকার চাহিলে আলোক বিতরণ করেন, এই সকল বিষয় অতি বিশদ ভাবে বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবৃত হয়। উপদেশের মূলভাগ সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে এ জন্য আমরা উপদেশসংযুক্ত প্রার্থনাটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "হে দয়াময় ঈশ্বর, কেন স্মরিতে বলিয়াছিলাম, কষ্ট দাও, দুঃখ দাও! তুমি যে আমার কথা শুনিলে না, আমি যে পঁচিশ বৎসর পাপ করিলাম, সকলই কি তুমি ভুলিয়া গেলে? কোথায় দণ্ড দিবে, না শেষে দেখি প্রেমের বন্ধন আরও দৃঢ়তর হইল। পিতা, আগে তোমায় বাহিরের ঘরে বসাইয়া রাখিতাম, এখন জননীর চরণতলে বসিতে হইল। আমার দুষ্ট আমি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া তোমার গৃহ হইতে পলায়ন করিল, কিন্তু আমার ভাল আমি তোমার চরণতলে বসিল। মা, আর যে তোমার ঐ শ্রীচরণ ছাড়িতে পারি না। দণ্ড দিবে, রাজা, তুমি কি এরূপ আনন্দ দিয়া? তোমার সুখভোগ করিতে করিতে যে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। মা, কি আর তোমার কাছে প্রার্থনা করিব। এই বর দাও যেন খুব ভক্তির সহিত স্নেহময়ী জননীর শ্রীপাদপদ্ম এই তাপিত বক্ষে ধারণ করিয়া চিরকালের জন্য সুখী হই। জননী, তুমি আমাদের এক জনকেও ঘৃণা কর্ব্বে না, অত্যন্ত জঘন্য ছেলেকেও তুমি স্নেহ কর্ব্বে? আমরা সকলে তোমার স্বর্গে থাকব? পাপের জন্য দণ্ডগুলো খুব মিষ্টি করে দেবে? এমন আশার কথা! ব্রাহ্মসমাজের কি সৌভাগ্য হইল!! মা, তোমার কাছে মৃত্যু চাহিলে তুমি দাও নবজীবন, বন্ধু বিচ্ছেদ চাহিলে দাও বন্ধুসম্মিলন। তোমার স্নেহ আর সহ্য হয় না। ওকি আবার? তুমি তোমার ঐ ভক্তকে বলিয়া দিতেছ, এই কথা সকলে বলিস্, অমুক লোক আমার কাছে দুঃখ চাহিতে আসিয়াছিল, আমি তার হৃদয় ভরিয়া প্রেম এবং সুখ শান্তি দিয়াছি। জননী,

এমনি করে তুমি মানুষকে ডুবাও। প্রেমদানে চিরকাল তুমি পাপীদিগকে উদ্ধার কর, এই তোমার শ্রীচরণে নিবেদন।"

১৬ সোমবার অপরাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে সাধারণ লোকদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠ ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি হয়। এই উপলক্ষে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন সাধারণ লোকের প্রতি বিশেষ ভাবব্যঞ্জক বলিয়া উহা উদ্ধৃত হইল;—

"গরীব ভাইগণ, তোমরা শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্গীতার......উৎকৃষ্ট শ্লোক শ্রবণ করিলে। এক ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করা যায় এবং আসক্তি ছাড়িয়া সংসারে থাকিলে ধর্ম্মের ক্ষতি হয় না তোমরা এই কথা শুনিলে। তোমরা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, দোকান কর্ত্তে চাও কর, কিন্তু টাকার লোভে মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা অধর্ম্ম করিও না। লোভ বড় খারাপ। টাকাতে যদি লোভ হয় তোমরা বলিবে, অমুক বড় মানুষ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে দশ টাকা দিবে, অতএব মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে লাভই হইবে। অত বড় ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির ইশারায় একটী মিথ্যা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। দিনের মধ্যে যে দোকানদার একটী মিথ্যা কথা বলে, মাসে তাহার ত্রিশটী মিথ্যা হইল, এক বৎসরে কত অধিক হইল। অতএব দোকানে কেহ কিছু কিনতে আসিলে তাহাকে তোমরা সত্য কথা বলিবে। মিথ্যা বলে যে ঘরে টাকা আনা তাহা বিষ। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তিও পাপ। স্ত্রীলোককে মার ন্যায় শ্রদ্ধা করিবে। অন্য লোকের স্ত্রীর প্রতি কুনয়নে তাকান ভয়ানক পাপ। আর যে সকল স্ত্রীলোকেরা বেশ্যা হইয়া পতিত হইয়াছে, তাহাদিগকে দেখিলে মনে মনে এই কথা বলিও, "ঈশ্বর, ইহাদিগকে সুমতি দিন।" ভাবিয়া দেখ ঐ সকল পতিত স্ত্রীলোকদিগের কি দুর্দ্দশা। তাহারা স্বামী পুত্রাদি ছেড়ে ভ্রষ্টা হইয়া আসিয়াছে। কি জঘন্য পাপ! তাহাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি কাঁদছে, আর তারা কেমন বিকৃত ভাবে হাঁস্‌ছে। দেখ ঐ কামরিপু জনসমাজের সর্ব্বনাশ করিল। বড় লোকেরা পাপ করে বলে তোমরাও কি এমন দুষ্কর্ম্ম কর্ব্বে? তোমরা কেন স্ত্রীপুত্রদিগকে কষ্ট দিয়া মন্দ স্ত্রীলোককে টাকা দিয়া পাপ বিস্তার করিবে? বড়লোকের ছেলেরা বলে, আমাদের বাপ ঐ কুকার্য্য করে, আমরা কেন কর্ব্ব না? ছি ছি কি জঘন্য কথা! তোমাদের

ছেলেরা যেন এমন ছাই কথা বলিতে না পারে। তাহারা যেন এই কথা বলে, আমাদের বাপ দোকান করিতেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতেন এবং পরস্ত্রীকে মার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তোমাদের প্রতি আমার তৃতীয় কথা এই, রাগ করিও না। তোমরা বল, যে আমাকে মারে তাকে দু এক ঘা না মারিলে সেই মন্দ লোক সোজা হয় না; কিন্তু এ কথা ঠিক নহে, তুমি রাগ করিলে তোমারই পরলোকের ক্ষতি হইবে। যদি ভাল লোক হইতে চাও, তবে যে তোমাকে মারলে তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে সন্দেশ সরবৎ খাওয়াইবে এবং যদি পার তাহাকে একখানি নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিবে। ক্ষমার বড় গুণ। আর দেখ কাহাকেও ঘৃণা করো না। চালবিক্রেতা যিনি তামাক বেচেন তাঁহাকে নীচ বলিয়া ঘৃণা করেন, আবার তামাক বিক্রেতা যিনি জুতা সেলাই করেন তাঁহাকে ঘৃণা করেন। এইরূপে বাবুর আবার বাবু আছে। অতএব ঘৃণা করা ভাল নহে। ঘোড়ার সহিস হই আর রাজার মন্ত্রীই হই, ঈশ্বরের নিকট সকলেই সমান।"

এই উৎসবের মধ্যে কুচবিহারের ডিপুটী কমিশনার কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সহিত কুচবিহারের মহারাজ শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহনিবন্ধন জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন। উৎসবের গণ্ডগোলে সে পত্রের কোন উত্তর দেওয়া হয় না। প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে ডিপুটী কমিশনার কলিকাতায় আগমন করিয়া কন্যা মনোনীত করিয়া যান। পাত্র পাত্রীর বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে কেশবচন্দ্র এইরূপ প্রস্তাব করেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ও মহারাজেরও বাল্যবিবাহে অসম্মতিবশতঃ বিবাহ স্থগিত থাকে। রাজার ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির হইলে বিবাহ না দিয়া রাজাকে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইবে না, এই হেতুতে গবর্ণমেণ্ট বাগ্দানসদৃশ বিবাহনিবন্ধন হইবে বলিয়া কেশবচন্দ্রকে কন্যাদানে অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্ট যখন বিবাহকে বাগ্দানস্বরূপ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, তখন তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা কেশবচন্দ্র অকর্ত্তব্য মনে করিলেন। বিবাহের পদ্ধতি প্রভৃতি সকল বিষয় তিনি গবর্ণমেণ্টকে মধ্যবর্ত্তী করিয়াই স্থির করিয়া লইলেন। গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে রাজপণ্ডিত কলিকাতায় আগমন করিয়া কন্যাপক্ষের পুরোহিত উপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া পদ্ধতি স্থির করিলেন। ইহাতে বিবাহপদ্ধতি মধ্যে যাহা কিছু ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী বিষয়

ছিল তাহা অপসারিত করিয়া দেওয়া হয়, এবং ব্রাহ্মপদ্ধতিমধ্যে যে সকল বিশেষ বিশেষ অঙ্গ আছে, তাহা ঐ প্রণালীর সঙ্গে মিলিত করা হয়। প্রণালী প্রভৃতি সমুদায় বিষয় স্থির হইলে কুচবিহার যাইবার জন্ত উদ্যোগ হইতেছে, ইহার মধ্যে প্রণালী এখনও স্থির হয় নাই বলিয়া টেলিগ্রাফ আইসে। ইহার প্রতিবাদ হইলে পূর্ব্বপদ্ধতি স্থির রহিল এইরূপ কুচবিহার হইতে টেলিগ্রাফ আইসে। তৎপর কুচবিহারে কন্তাকে লইয়া কন্তাযাত্রী প্রস্থান করেন। কুচবিহারে গমন করিবার পর ঘোরতর পরীক্ষা উপস্থিত হয়। তত্রত্য রাজপরিবারের পক্ষীয় ব্যক্তিগণ পদ্ধতির ব্যতিক্রম জন্ত মহান্দোলন উপস্থিত করেন। বিবাহ ভঙ্গ হইবার উপক্রম হয়, এই সঙ্কট স্থলে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, এই বলিয়া টেলিগ্রাফ প্রেরণ করাতে তত্রত্য ডিপুটী কমিশনার স্বয়ং বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিবার পক্ষে সহায়তা করেন। উপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া বিবাহের প্রত্যেক মন্ত্র পঠিত হয়। এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত করা প্রয়োজন। আমরা স্বয়ং তাহা না করিয়া ভাই গিরিশচন্দ্র কুচবিহারবিবাহসম্বন্ধে যে স্মৃতিলিপি লিখিয়াছেন, তাহাতেই সকলে উহা ভালরূপ জানিতে পারিবেন, এই বিশ্বাসে পর অধ্যায়ে আমরা তাঁহার স্মৃতিলিপি প্রকাশ করিতেছি।

কুচবিহারবিবাহের বৃত্তান্ত।

স্মৃতিলিপি।

১৮৭৮ সনের ৬ই মার্চ্চ ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতিদেবীর সঙ্গে কুচবিহারের মহারাজ শ্রীমন্নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের শুভ পরিণয়নিবন্ধনানুষ্ঠান হয়। আচার্য্য দেব সেই অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক ছিলেন। সেই উদ্বাহনিবন্ধনক্রিয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত এবং বিবাহবিধির অনুযায়ী হয় নাই বলিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন, তাহাতে অনেক ব্রাহ্ম অত্যন্ত চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আচার্য্যকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। বিপক্ষদিগের অনেকে উত্তেজনা ও আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া সত্যাসত্যের প্রকৃত অনুসন্ধান লন নাই, এবং নানা অসত্য ও অমূলক কথা প্রচারপূর্ব্বক আচার্য্যকে নিন্দা ও কটূক্তি করিতে ক্রুটি করেন নাই। কি ভাবে কি প্রণালীতে বিবাহানুষ্ঠান হইবে আচার্য্যের নিকটে প্রতিবাদকারিদল একটী কথাও জানিতে চাহেন নাই, তাঁহার আত্মপক্ষসমর্থনে কিছু বলিবার আছে কি না তদ্বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিপক্ষদলের সাধারণ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে বিচারকের পদ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে দোষী স্থির করেন ও তাঁহার সম্বন্ধে বিচার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন। বিবাহনিবন্ধনানুষ্ঠান হওয়ার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তৎসম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়। কলিকাতাস্থ মূল প্রতিবাদকারিগণ প্রযত্ন ও উৎসাহসহকারে উত্তেজনাপূর্ণ পত্রাদি নানা স্থানে লিখিয়া এবং সংবাদপত্রে আলোচনা করিয়া মফস্বলের ব্রাহ্মদিগকেও উত্তেজিত করিয়া তোলেন। তাঁহাদের অনেকে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মদিগের বাড়ী বাড়ী যাইয়া নানা বিরুদ্ধ কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে আচার্য্যের প্রতি বিরোধী ও অবিশ্বাসী করিয়া তুলিতে ক্রুটি করেন নাই। উক্ত অনুষ্ঠাননির্ব্বাহের

অনেক দিন পূর্ব্বে তাঁহাদের অনুরোধ ও উত্তেজনায়, সেই ভাবী অনুষ্ঠান অবৈধ ও তাহাতে পৌত্তলিকাদি দোষ ঘটিবে বলিয়া প্রতিবাদপত্র সকল নানা স্থানের ব্রাহ্মমণ্ডলী হইতে আচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হয়। আমার উপর সেই সকল প্রতিবাদপত্র পাঠ করার ভার অর্পিত ছিল। কুচবিহারে অনুষ্ঠান হয়, অনুষ্ঠানক্ষেত্রেও আমি স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম। আমি সেই উদ্বাহের আনুপূর্ব্বিক অনেক বৃত্তান্ত অবগত আছি। তন্নিমিত্ত আমি আচার্য্যের জীবনপুস্তকের জন্য স্মৃতিলিপি লিখিয়া প্রদান করিতে শ্রীদরবারস্থ সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ ও আদিষ্ট হইয়াছি।

যখন মহারাজের বিবাহসম্বন্ধের প্রস্তাব উপস্থিত হয় তখন তিনি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ও গবর্ণমেণ্টের অভিভাবকত্বাধীনে ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে সম্বদ্ধ করিয়া জ্ঞানোন্নতির জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে সমুদ্যত হন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সম্বন্ধের ঘটকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কিছু কাল নানা স্থানে উপযুক্ত পাত্রী অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। কলিকাতায়ও কোন প্রধান প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মের কন্যা দেখিয়াছিলেন, কোন পাত্রীই গবর্ণমেণ্টের মনোনীত হয় নাই। পরে যাদববাবু আচার্য্যের জেষ্ঠা কন্যার জন্য আচার্য্যের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করিয়া এরূপ বলিয়াছিলেন, পাত্র পাত্রী এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হন নাই, ব্রাহ্মবিবাহপদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্ম বা একেশ্বর-বিশ্বাসী পাত্রের হস্তে ভিন্ন এই কন্যা ন্যস্ত হইতে পারে না; প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী রাজ্যাধিপতির সঙ্গে দরিদ্রের কন্যার বিবাহে বিষম অসমাবস্থা হয়, তাহা হওয়া সঙ্গত নয়; কুচবিহাররাজপরিবারভুক্ত অন্যভাবাপন্না অনেক নারী আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কন্যার কোন প্রকারে সংস্রব হয় আমি এরূপ ইচ্ছা করি না; রাজা বহু বিবাহ করিতে পারেন; আমার কন্যা তত সুন্দরী নয়; ইত্যাদি নানা আপত্তি উপস্থিত করিয়া এই সম্বন্ধে আচার্য্য অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন বিবাহের ঘটক চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান, এবং ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে ইহা জ্ঞাপন করেন। কিয়দ্দিন পর কুচবিহারের ডিপুটী কমিশনার শ্রীযুক্ত ডেল্‌টন সাহেব কলিকাতায় আসিয়া আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া

পুনর্ব্বার এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি এরূপ বলেন;—রাজা শীঘ্রই ইংলণ্ডে প্রেরিত হইতেছেন, তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ করিবেন, তখন তিনিও আপনার কন্যা প্রাপ্তবয়স্ক হইবেন। কুচবেহারের রাজা ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের আইনের অধীন নহেন, তিনি স্বাধীন রাজা, তাঁহার রাজ্যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আইনের কোন বাধ্যবাধকতা নাই, সুতরাং রাজার পক্ষে বিবাহবিধির কোন ক্ষমতা নাই। রাজা পৌত্তলিক নহেন, তিনি একেশ্বরবিশ্বাসী, তাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ, তিনি গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানাধীনে থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সভ্য রীতি ও আচার ব্যবহারে বিশেষ শিক্ষিত হইয়াছেন; তিনি এ দেশের রাজাদিগের আচরিত একাধিক পরিণয়কে ঘৃণা করেন; রাজপরিবারসংক্রান্ত অপর স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তরিত করা যাইতেছে; মহারাজের বাসের জন্য কুচবিহারে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, সেই প্রাসাদে রাজা ও রাণীমাত্র অবস্থিতি করিবেন, অন্য কোন স্ত্রীলোক সেখানে থাকিতে পাইবে না, রাজমাতাও সেই প্রাসাদে থাকিবেন না, স্বতন্ত্র আলয়ে বাস করিবেন; বিবাহ অপৌত্তলিকরূপে আপনাদের অনুমোদিত প্রণালী অনুসারে সম্পাদিত হইবে। তবে রাজপরিবারের পৌত্তলিকতাদোষশূন্য আচার পদ্ধতি তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য কিছু সংযুক্ত থাকিবে। হিন্দুবিবাহপ্রণালীই সংশোধিত আকারে পরিবর্ত্তিত হইবে। রাজা ও রাজপরিবারের সম্মান জন্য তদুপযোগী আয়োজনার্থ কন্যাপক্ষের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে, পাত্রীপক্ষ যখন নির্দ্ধন, তখন রাজভাণ্ডার হইতে উপযুক্ত অর্থ প্রদত্ত হইবে। ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট অভিভাবকরূপে রাজাকে বিবাহ দিতেছেন, এ সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট দায়ী, কোন আশঙ্কার কারণ নাই। মনোনীত সৎপাত্রীর সঙ্গে বিবাহ না হইলে ভবিষ্যতে রাজার অমঙ্গল ও রাজ্যের অকুশল হওয়া নিতান্ত সম্ভব। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট সৎপাত্রীর জন্য ব্যস্ত। আশা করি আপনার কন্যা রূপে ও গুণে রাজ্ঞী হইবার উপযুক্তা হইবেন। ডেপুটী কমিশনার এই মর্ম্মে অনেক কথা বলেন, তখন আচার্য্য এই ব্যাপারে ভগবানের শুভ ইঙ্গিত আছে, এরূপ বুঝিতে পারিলেন। তিনি আর পূর্ব্ববৎ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন না, তখন পূর্ণ সম্মতি প্রদান না করিয়া প্রস্তাব চলিতে পারে এরূপ ভাব ব্যক্ত করিলেন।

পরে ডেপুটী কমিশনার পাত্রী দেখিতে চাহেন, মিস্ পিগটের আলয়ে সুনীতি দেবীকে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে পাত্রী দেখিয়া ডেপুটী কমিশনার মনোনীত করেন। তিনি কমিশনারকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিয়া এই পাত্রীসম্বন্ধে নিজের অনুমোদন ব্যক্ত করিলে, কমিশনার এই প্রস্তাবে সম্মত হন। কিছু দিন পর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বিবাহের পূর্ব্বেই রাজাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার ইচ্ছুক হইয়া আপাততঃ এই প্রস্তাব স্থগিত রাখেন। আচার্য্যও এ বিষয়ের আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হন। তিনি গবর্ণমেণ্টকে এরূপ জ্ঞাপন করেন যে, রাজার ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর বিবাহ হওয়া দীর্ঘকালসাপেক্ষ। এই সম্বন্ধের জন্য এতাবিক কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকা শ্রেয় নহে। অতএব উপস্থিত প্রস্তাবে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য। কিছুকাল পর্য্যন্ত প্রস্তাবিতসম্বন্ধবিষয়ে কোন আলোচনাই হয় না। তৎপর গবর্ণমেণ্ট হইতে এই সংবাদ আইসে যে, ইংলণ্ডে গমনের পূর্ব্বে মহারাজের বিবাহ হয় মহারাজের মাতা ও পিতামহীর দৃঢ় অনুরোধ, অতএব অবিলম্বেই তাঁহার বিবাহ হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। আচার্য্য স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দিবার জন্য এই পাত্রের অনুসন্ধান করেন নাই, বরং ২।৩ বার এই প্রস্তাব উপস্থিত হইলে ঔদাসীন্য বা অমত প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রস্তাব পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তিনি এ কার্য্যে ভগবানের আদেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। এবার গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এরূপ নির্দ্ধারণ হয় যে, এক্ষণ অনুষ্ঠান হইলেও নিবন্ধনমাত্র হইবে, যে পর্য্যন্ত পাত্র ও পাত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, তাঁহারা পরস্পর পৃথক্ থাকিবেন; স্বামিস্ত্রীভাবে একত্র বাস করিতে পারিবেন না। বিবাহের পূর্ব্বে বরের অষ্টাদশ বৎসর কন্যার চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই। তখন মহারাজের কিঞ্চিৎ ন্যূন ১৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল, এবং সুনীতি দেবীর চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইতে কয়েক মাস অবশিষ্ট ছিল। অনুষ্ঠানের প্রণালী লইয়া পাছে কোনরূপ গোল হয়, এ জন্য মহারাজের পক্ষ হইতে এক জন পণ্ডিত আসিয়া পাত্রীপক্ষের পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রণালী স্থির করিবেন, এবং উভয় পক্ষের অনুমোদনে বিবাহের প্রণালী মুদ্রিত হইবে, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এরূপ স্থির হয়। কিয়দ্দিন পর এ কার্য্য সম্পাদনের জন্য কুচবিহাররাজের সভাপণ্ডিত এখানে প্রেরিত হন। ইতিপূর্ব্বে আমাদের কোন স্থিরতর ব্রাহ্ম

বিবাহপদ্ধতি মুদ্রিত ছিল না, সময়ে সময়ে অনুষ্ঠানকালে কন্যাপক্ষের বা বরপক্ষের ইচ্ছানুসারে প্রণালীর মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন করা হইত। ব্রাহ্মবিবাহপদ্ধতি পৌত্তলিকতবিবর্জ্জিত সংশোধিত হিন্দুবিবাহপদ্ধতি মাত্র। কলিকাতাসমাজের বিবাহপদ্ধতি পৌত্তলিকতাবর্জ্জিত হিন্দু বিবাহপদ্ধতি ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যাইতে পারে না। কুচবিহার হইতে আগত পণ্ডিতের সঙ্গে পণ্ডিত গৌর গোবিন্দ রায় আলবার্ট হলে মিলিত হইয়া প্রণালী স্থির করেন। হিন্দুবিবাহ প্রণালীকেই পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করা হয়, সেই প্রণালীর সঙ্গে দেবদেবীর নাম ও পূজা হোম ইত্যাদির কোন যোগ থাকে না। যে যে স্থান রাজপরিবারের বিবাহপ্রণালীতে দেবদেবীর নাম ইত্যাদি ছিল সেই সেই স্থানে সেই সকল নাম কর্ত্তন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম সংযুক্ত করা হয়। মহারাজের পক্ষীয় ঘটক শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপস্থিত থাকিয়া তাহা অনুমোদন করেন, এবং তাহা মুদ্রিত হইবে এরূপ স্থির হয়। যাদব বাবু প্রণালী স্থির করিয়া কুচবিহারে চলিয়া যান। এই সকল ব্যাপারে আচার্য্য নিজের বুদ্ধি ও ফলাফল চিন্তা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া শেষ পর্য্যন্ত পরম জননীর হস্তে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইতে প্রস্তুত ও দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। মহারাজের অভিভাবক সুসভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রতি আদ্যোপান্ত পূর্ণবিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন ও অনেক বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিলেন। কেশবচন্দ্র কুচবিহাররাজ্যের দেওয়ান প্রভৃতি প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে কোনরূপ যুক্তি পরামর্শ করেন নাই, তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থী হন নাই। এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, তাহাতে নাকি তাঁহাদের কেহ কেহ বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া নানা গোলযোগ ঘটাইতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন; বিবাহের প্রধান প্রতিবাদকারীদিগের কোন কোন ব্যক্তি কেশবচন্দ্রকে অপমানিত করিবার জন্য পত্রাদি যোগে তাঁহাদের সঙ্গে নানা ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রণালী স্থিরীকৃত হইয়া উভয় পক্ষের অনুমোদিত হইলে পর মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ "আমি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি" এবং "একাধিক বিবাহকে ঘৃণা করিয়া থাকি" এরূপ লিখিয়া কমলকুটীরে পাত্রীর কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করেন। তদনন্তর প্রার্থনাদির পর রীতিপূর্ব্বক পাত্র ও পাত্রীর

পরস্পর সাক্ষাৎকার হয়। আচার্য্য কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধু সহ সম্মিলিত হইয়া পাত্র ও পাত্রীকে লইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই দিনই সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, মহারাজ ভাবী মহারাণীকে মূল্যবান্ উপঢৌকনাদি প্রদান করেন।

এ দিকে সম্বন্ধ স্থির হইবার কিয়দ্দিন পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতাস্থ কয়েক জন ব্রাহ্ম তাহার প্রতিবাদ করিতে ও নানা স্থান হইতে প্রতিবাদপত্র সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তখন বিদ্বেষপরায়ণ কুটিলবুদ্ধি লোকদিগের বিদ্বেষ ও কুভাব বৃদ্ধি পাইল, অনেক সরলপ্রকৃতি ক্ষীণবিশ্বাসী ব্রাহ্ম তাঁহাদের কুহকে ভুলিয়া তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। মূল প্রতিবাদকারিগণ তখনই যে কেশবচন্দ্রের ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা নহে, এই বিবাহ তাঁহাদের বিরুদ্ধভাবসঞ্চারের মূল কারণ নহে। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা আচার্য্য ও প্রচারকবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দলভ্রষ্ট ভাবে ছিলেন। কেশবচন্দ্রের দ্বারা স্বার্থের হানি ও তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ও উন্নতি কাহারো কাহার হৃদয়জ্বালা ও বিদ্বেষের কারণ। অনেকে প্রচারক-মণ্ডলীভুক্ত হইতে আসিয়াছিলেন, প্রকৃতির চঞ্চলতা মত ও বিশ্বাসের অস্থিরতা প্রযুক্ত গৃহীত হন নাই; তজ্জন্য তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া সরিয়া পড়েন। কেহ বা মত ও বিশ্বাসের চঞ্চলতা এবং অস্থিরতার উপর একাধিক পত্নী পরিগ্রহ করাতে অনাদৃত হইয়াছিলেন। একাধিক পত্নীসহ বাস করা বিধেয় নহে বলিয়া বিশেষ প্রতিবাদের পর তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত রাখিতে পরামর্শ দান করা হয়, তদ্ভিন্ন তিনি উপাচার্য্য বা প্রচারকের উচ্চব্রত পালন করিতে পারিবেন না এরূপ বলা হইয়াছিল, তাহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি চলিয়া যান। ঈদৃশ অসন্তুষ্ট কয়েক ব্যক্তির সহিত মিলিয়া তিনি সমদর্শী নামক পত্রিকার সৃষ্টি করেন, এবং তাহাতে আচার্য্যের নিন্দাবাদ ঘোষণা করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী সেই পত্রিকার সম্পাদক হন। তখন তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র বিরোধী দলে বদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রয়াস ও প্রযত্ন দ্বারা আপনাদের দলের পুষ্টি সাধন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুযোগ পান। সেই আন্দোলনে বহু লোকের মন বিকৃত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। অল্পবয়স্ক যুবকগণ বিশেষতঃ আমার স্বদেশবাসী ব্রাহ্ম যুবকবর্গ অত্যন্ত চঞ্চল ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন।

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, উপকারী গুরুজন ও উপকৃত অনুগামী এই প্রভেদ অনেকের মন হইতে চলিয়া যায়, অনেকে নিতান্ত উদ্ধত ও দুর্ব্বিনীত হইয়া আচার্য্যের প্রতি ও তাঁহার সহকারী বন্ধু পরিণতবয়স্ক প্রচারকদিগের প্রতি কুৎসিত বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে থাকেন। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আদি বর্ণ হইতে শিক্ষা দিয়াছেন, বাল্যবিবাহ ও পৌত্তলিকতা পাপ যাঁহার নিকটে শিক্ষা হইয়াছে, যিনি পৃথিবীর নানা উচ্চ পদ ও সম্পদ তুচ্ছ করিয়া স্বদেশের সেবাতে প্রাণ মন দেহ সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি লোভে পড়িয়া বাল্যবিবাহ দান ও পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতে চলিয়াছেন ইহা মনে স্থান দান করা অত্যন্ত ধৃষ্টতা ও অসমসাহসিকতার কার্য্য। যাঁহার নিকটে এত উপকার পাইয়াছ, যাঁহার নিকটে স্বদেশ বিদেশ অশেষ ঋণে ঋণী, পূর্ব্বে একবার প্রস্তাবিত বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করা কি কর্ত্তব্য ছিল না? বিরোধীদিগের কে কি ভাবে কোন্ কথা বলিল তাহাতে হঠাৎ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিয়া চিরকালের সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া যাওয়া কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? এক জন মূল প্রতিবাদকারীর বৃদ্ধা জননী দুঃখ করিয়া তাঁহাকে ভালই বলিয়াছিলেন, "তুই যাঁহার নিকটে ধর্ম্ম শিখিলি, হায়! তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াস, তোর কি কখন ভাল হইবে?" কি ছোট কি বড় কি বৃদ্ধ কি যুবক ও বালক সকলের নীতিজ্ঞান সেই সময় বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেই সময় দুই এক জন প্রতিবাদকারী আসিয়া আমার নিকট আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমা দ্বারা প্রশ্রয় প্রাপ্ত হন নাই। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলি, আমি আচার্য্যের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কহিয়া সবিশেষ অবগত হইব। পরে একদিন প্রাতঃকালে আমি আচার্য্যের নিকটে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। তিনি বলেন, "আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করা যেরূপ পাপ মনে করি, এই বিবাহদানে বিরত হওয়া আমার পক্ষে সেইরূপ পাপ, এ প্রকার বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমি যেমন ঈশ্বরাদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই প্রকার আদেশেই এই বিবাহদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" এই কথার উপর আমি আর তাঁহাকে কিছু বলি না, এবং তাঁহার কথায় বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করি না। পরিশেষে এই বিবাহের কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়, পরে তাহা বিবৃত হইবে।

বর্ত্তমান আন্দোলনসম্বন্ধীয় যে সকল প্রতিবাদপত্র আসিবে আচার্য

দেন তাহা পাঠ করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ অনুমতি করেন, যে যে ব্যক্তি পত্রে প্রতিবাদ না করিয়া প্রস্তাবিত বিবাহ-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব জানিবার জন্য আমার নিকটে প্রশ্ন করিয়াছেন দেখিবে, তাঁহাদের পত্র আমাকে পড়িয়া শুনাইবে, আমি উত্তর দান করিব, কিন্তু যাঁহারা আমার নিকটে কিছু জানিতে না চাহিয়া প্রথমেই প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারনিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, সেই সকল প্রতিবাদপত্র আমার নিকটে পড়িবে না, আমি তাহা শুনিতে চাহি না। আমি ঈশ্বরের আদেশে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহার প্রতিবাদ শ্রবণ অধর্ম্ম মনে করি। আন্দোলনকারিগণ সভা স্থাপন করিয়া আমার নিকটে বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাদিগকে সমুদায় তত্ত্ব প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করিতে বাধ্য ছিলাম।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কলিকাতা ও মফস্বলের ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমি যত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তৎসমুদায়ই প্রতিবাদপত্র ছিল, সে সকলের এক খানাও জিজ্ঞাসাসূচক ছিল না। আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মের মন যেরূপ উষ্ণ ও উত্তেজিত হইয়াছিল, আচার্য্যের প্রতি তাঁহারা যেরূপ অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন, আচার্য্য কি ভাবে বিবাহ দিতেছেন, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ অঙ্গীকার তখন তিনি তাহা সবিশেষ জ্ঞাপন করিলেও কোন ফলোদয় হইত না, তাহা প্রায় কেহই বিশ্বাস করিত না, বরং তাহাতে উপহাস ও বিদ্রূপ করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একজন দস্যুকেও দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের পূর্ব্বে তাহার আত্মপক্ষসমর্থনে কিছু বক্তব্য আছে কি না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহার কথা শ্রবণ করিয়া পরে বিচারক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। আচার্য্যকে তাঁহার কন্যার বিবাহানুষ্ঠানের ব্যাপারে, তাঁহার প্রিয় অনুগামিগণ সেই পন্থার বিন্দুমাত্র অনুসরণ করিলেন না, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার আর কিছুই নাই। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া সকলেই ভক্তবিচারে প্রবৃত্ত, যে ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের পাদুকা স্পর্শ করিবার উপযুক্ত নয়, সেও অহঙ্কারস্ফীত বক্ষে বিচারক হইয়া তাঁহাকে কুৎসিৎ নিন্দা করিয়াছে, এবং জঘন্যরূপে গালি দিয়াছে। বিরোধী-দিগের পত্রিকাবিশেষে উল্লিখিত যে, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রথমতঃ প্রতিবাদ না করিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এইরূপ

পত্রের কথা কিছুই জানি না। উক্ত পত্র আমার হস্তগত হওয়ারই বিষয় ছিল, তাহা আমি প্রাপ্ত হই নাই।

কুচবিহারে যাত্রার কয়েক দিন পূর্ব্বে এক দিন সন্ধ্যাকালে তিন জন প্রসিদ্ধ প্রতিবাদকারী একখানা বৃহৎ প্রতিবাদপত্র সহ কমলকুটীরে উপস্থিত হন, আচার্য্য যে প্রকোষ্ঠে বসিতেন, সেই প্রকোষ্ঠে যাইয়া বসেন। তখন তিনি বাহিরে ছিলেন, কিয়ংক্ষণ পরে প্রত্যাগত হন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা সেই পত্র খানা তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। কেশবচন্দ্র উক্ত পত্র পাইয়া তাঁহাদিগকে বলেন, "আমার নিকটে তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি?" তাহাতে তাঁহারা উত্তর করেন, "না, জিজ্ঞাস্য নাই।" এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া যান। তখন সেই পত্র তিনি না খুলিয়া রাখিয়া দেন। আমি সাধু অঘোরনাথের সঙ্গে মিলিত হইয়া উক্ত পত্র পাঠ করি, তাহাতে কলিকাতাস্থ বহুসংখ্যক ব্রাহ্মের স্বাক্ষর ছিল। আপনি রাজার শ্বশুর হইবেন এই প্রত্যাশায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, রাজা বহু বিবাহ করিবেন, পৌত্তলিক মতে কার্য্য হইবে এরূপ সম্ভাবনা, ইত্যাদি প্রকার ১৫।১৬ দফা প্রতিবাদ তাহাতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে দৃষ্ট হইল।

এক দিন রাত্রিতে কমলকুটীরের উপরের বৃহৎ প্রকোষ্ঠে আমরা অনেকে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এক জন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আচার্য্যকে এ প্রকার বলেন, এই বিবাহের আন্দোলনে পড়িয়া বন্ধু সকল শত্রু হইয়া উঠিল, আপনার লোক পর হইয়া যাইতে লাগিল, ইংলণ্ডে আমাদের আত্মীয় মিস্‌কলেট প্রভৃতিও বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজ যে চূর্ণ হইতে লাগিল। তাহাতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র তেজের সহিত এই ভাবে বলেন, আমি কাহারও কথা শুনিয়া কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া চিরকাল চলিতেছি ও চলিব, তাহাতে পৃথিবী যদি চূর্ণ হইয়া যায় গ্রাহ্য করি না। আমি ফলাফল চিন্তা ও পার্থিব বুদ্ধির ধার ধারি না। ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, কপট ব্রাহ্মসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইবে, তাহার সময় উপস্থিত। ব্রাহ্ম নামধারী অসার অবিশ্বাসী লোক টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। স্বর্গের নূতন আলোক আসিতেছে, ব্রাহ্মসমাজের নূতন জীবন হইবে। ঈশ্বরের আদেশে কি তোমার বিশ্বাস নাই? জানিও এই সূত্রে মহা ব্যাপার ঘটিবে।

চতুর্দ্দিক্ হইতে যত তীক্ষ্ণ শর আসে আসুক, আমি বুক পাতিয়া গ্রহণ করিব, তোমাদের কিছু করিতে হইবে না। তাঁহার আদেশ পালন করিতে যাইয়া যদি আমার একটি বন্ধুও না থাকে আমি তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহি। আদেশ বিচার তর্ক ফলাফলমূলক নহে, প্রভু আজ্ঞা করেন ইহা কর, অনুগত ভৃত্য তাহা শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন। "প্রভো, এরূপ করিলে যে অনেক গোলযোগ ঘটিতে পারে, ইহা কেমন করিয়া সম্পাদন করি" দাসের এরূপ বলিবার কোন অধিকার নাই। যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ আদেশপালনে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে, এক এক সমাজ ও রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু পরিণামে যে প্রভূত কল্যাণ হইয়াছে, ইতিহাস কি তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে না? কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, রাজা যে ব্রাহ্ম থাকিবেন তাহার সম্ভাবনা কি? তাহাতে তিনি বলেন, পরে রাজা ঘোর দুর্নীতিপরায়ণ দুশ্চরিত্র হইতে পারেন, আমার কন্যারও পরিণাম কি হইবে আমি কিছুই জানি না। আদেশপালন করিতে যাইয়া আশু নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারে, কিন্তু পরিণামে জগতের স্থায়ী মহাশুভ ফল যে উৎপন্ন হয় তাহাতে কি সন্দেহ আছে? আচার্য্য এই ভাবে অনেক কথা মহাতেজের সহিত বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

এক দিন সন্ধ্যাকালে এলবার্ট হলে প্রতিবাদকারিগণ উক্ত বিবাহের বিরুদ্ধে নানা আলোচনা ও নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু তাহার সভাপতি হন। স্বর্গগত শিবচন্দ্র দেব মহাশয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপন দ্বারা সেই সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক পত্র দ্বারা সভাপতিকে জ্ঞাপন করেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ব্যতীত অপর লোকের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে ডাকিয়া আনিবার অধিকার নাই। অন্য লোকের বিজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত সভা আহ্বান করা বিধিবিরুদ্ধ হইয়াছে। সভাপতি সেই পত্র বড় গ্রাহ্য করেন না, সভার কার্য্য চালাইতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু সভাতে মহাগোলযোগ হয়। সেই সভায় বিশেষ কার্য্য কিছুই হয় নাই।

এই সময়ে প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যশোহর জিলার অন্তর্গত বাঘ আঁচড়া গ্রামে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে একবার তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন বিবাহের প্রস্তাব চলিয়াছিল, তিনি তাহাতে পৌরোহিত্য করিবেন একপ মত প্রদান করিয়াছিলেন। বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইলে গোস্বামী মহাশয় আন্দোলনকারীদিগের সঙ্গে যোগ দান করিয়া এক প্রতিবাদপত্র লিখিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সেই পত্র অতিশয় উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। তাহা পড়িয়া সাধু অঘোরনাথ তাঁহাকে এরূপ লিখিয়া পাঠান, বিজয়, সুস্থির হও, চঞ্চল হইও না, দেখ বিবাহ কিরূপ হয়, প্রতীক্ষা কর। তোমার সঙ্গে আচার্য্যের কিরূপ সম্বন্ধ একবার ভাবিয়া দেখ, সহজে তাঁহাকে অবিশ্বাস করিও না। তোমার নিজের জীবনের দায়িত্ব একবার চিন্তা করিয়া দেখ। সাধু অঘোরনাথের এই পত্রে কোন ফলোদয় হইল না। অন্য কোন প্রচারকও শান্ত থাকিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি শান্ত থাকিবেন দূরে থাকুক অধিকতর উত্তেজিত ও অশান্ত হইয়া উঠিলেন। এরূপ প্রচার করিলেন যে, আমার পরিবারের অন্ন বন্ধ হইতে চলিল, আমাকে ভয়ানক ক্লেশে পড়িতে হইবে। ইহার কিয়দ্দিন পর প্রতিবাদকারীদিগের কেহ বাঘআঁচড়াগ্রামে যাইয়া নগদ শিটকা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আইসেন। গোস্বামীমহাশয়ের ন্যায় একজন প্রচারককে দলভুক্ত পাইয়া প্রতিবাদকারীদিগের বল ও সাহস বৃদ্ধি হয়, তাঁহারা দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া উঠেন। ভক্তিশিক্ষার্থী গোস্বামী মহাশয় ভক্তির বিপরীত পথ অবলম্বন করাতে ভক্তিসাধনের সময়ে তাঁহাকে যে আসন প্রদত্ত হইয়াছিল আচার্য্যের ইঙ্গিতক্রমে উপাধ্যায় সেই আসন তাঁহার নিকট হইতে ফেরত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে গোস্বামী মহাশয় আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, আসন প্রত্যর্পণ করেন না। বাঘআঁচড়া হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে আমরা কয়েক জনে মিলিয়া তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলাম। গোস্বামী মহাশয় নিজের দুঃখ কাহিনী ও অবিশ্বাসপূর্ণ এক পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়াই তাঁহাকে এই পত্রখানা লেখা গিয়াছিল। এই পত্র তিনি ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী
মহাশয় সমীপেষু।

শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতঃ!

আপনি যে মুদ্রিত পত্র বন্ধুগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন তাহার এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি জানিতে চাহিয়াছেন যে, "আমি পৃথিবীতে এখনও বন্ধুহীন হই নাই।" আমরা অনেক দিন হইতে আপনার বন্ধু এবং এখনও আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। আপনার ও আপনার পরিবারের সেবার ভার আমাদের হস্তে ঈশ্বর অর্পণ করিয়াছেন, এবং আমরা চির দিনই আপনাদের সেবা করিতে প্রস্তুত। আপনি আমাদের মুখ দর্শন করিতে না চাহিলেও আমরা আপনার শত্রু হইতে পারিব না। মতান্তর হইলে ভাবান্তর কেন হইবে? কেবল আমরা আপনার বন্ধু নহি, আপনার প্রতিবাদসত্ত্বেও আপনাকে আমরা এখনও দলস্থ মনে করি। আপনি যেখানে থাকুন আপনি আমাদের ভিতরের লোক এবং ঈশ্বরের বিধানের অন্তর্গত। তিনি আপনাকে আমাদের সঙ্গে গ্রথিত করিয়াছেন। মানুষের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় কি সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে? আপনি যদিও স্বতন্ত্র ও পৃথক হইতে ইচ্ছা করেন, এবং দল ছাড়িবার চেষ্টা করেন তথাপি আপনি আমাদের দলস্থ প্রচারক ভ্রাতা। আপনাকে আমরা বিরুদ্ধ আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছি না। যাহা সৎপরামর্শ তাহা স্বয়ং ঈশ্বর আপনাকে দিবেন। আমরা কেবল এই অনুরোধ করি যে, ঈশ্বর আপনাকে যে ভক্তিমন্ত্রে ও হরিসুন্দর নামে দীক্ষিত করিয়াছেন সেই মন্ত্র ও সেই নাম আপনি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। আপনি ইতিপূর্ব্বে আমাদের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, আপনি ব্রাহ্মসমাজে কোন সম্প্রদায় স্থাপন করিবেন না, এ অঙ্গীকার আপনি বিস্মৃত হইবেন না। আপনি যে দলে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের কতক গুলি মত ও ব্যবহার আপনি অনেক দিন হইতে আক্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, যার জন্য ওরূপ করিয়াছেন এখন সে গুলির প্রতিবাদী হইবেন না। যথা ঈশ্বর কথা কহেন, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, বৈরাগ্য, সাধুভক্তি, ঈশ্বরকর্তৃক প্রচারক নিয়োগ, ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের বিধান। আপনি আমাদের মধ্যে এক জন ঈশ্বর-চিহ্নিত প্রচারক, আপনি যে নূতন দলের প্রধান আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন,

ইহা আমাদের আনন্দের বিষয়। আপনি আচার্য্যের আসন হইতে উক্ত মত-গুলি সময়ে সময়ে সকলকে বুঝাইয়া দিবেন, এবং যাহাতে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া হরিনামে প্রমত্ত হইয়া সকলে পাপ ও অসত্য হইতে মুক্ত হয়েন, এবং ব্রহ্মপাদপদ্ম লাভে কৃতার্থ হয়েন, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনি এরূপ শিক্ষা দিবেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ। ১৮০০ শক। নিবেদক।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
শ্রীউমানাথ গুপ্ত।
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন।

গোস্বামী মহাশয় প্রতিবাদকারিদলভুক্ত হইয়া তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে কি কি কার্য্য করিলেন, পরে তদ্বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিব। এক্ষণ তাঁহার উত্তেজনাপ্রিয়তা, প্রকৃতির চঞ্চলতা এবং বিশ্বাসের ক্ষীণতার কিঞ্চিৎ ইতিহাস বর্ণন করা যাইতেছে। মুঙ্গেরে ব্রাহ্মদিগের ভক্তির আতিশয্য সময়ে তিনি নরপূজার অপবাদ দানে সোমপ্রকাশাদি সংবাদপত্রে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাহাতে তরলমতি অল্প বিশ্বাসী অনেক ব্রাহ্মের ভয়ানক অনিষ্ট হয়। পরে তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া প্রকাশ্য পত্রিকায় আত্মদোষ স্বীকার করেন। প্রতিবাদ করিয়া প্রচার ব্রত হইতে বিরত হইয়া স্বতন্ত্র ছিলেন, দোষ স্বীকারের পর চিকিৎসা ব্যবসায়কে নিজের উপজীবিকার উপায় করিয়া প্রচার কার্য্য করিতে থাকেন। যিনি ভক্তির আতিশয্য দেখিয়া নরপূজার অপবাদ দান করিয়াছিলেন, সকলেই জানেন এক্ষণ তিনি কিরূপ অবতার সাজিয়া বসিয়াছেন, কত নর নারী তাঁহার পদে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে যখন ভক্তি ও যোগধর্ম্ম শিক্ষা ও সাধনার্থ দুইজন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হয়, তখন গোস্বামী মহাশয় ভক্তিশিক্ষাভিলাষী হইয়া আচার্য্যের নিকটে আবেদন করেন, এবং তদ্বিষয়ে যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া কুটীরে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র জানিতেন, তিনি অতিশয় চঞ্চলপ্রকৃতি, তবে ভক্তির উপাদান তাঁহাতে আছে এরূপ বিশ্বাস করিতেন. তাঁহার আগ্রহ ও

ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তিশিক্ষার্থী ছাত্ররূপে গ্রহণ করিতে এই বলিয়া সম্মত হন যে, তিনি হৃদ্‌রোগপ্রশমনার্থ যে তীব্র মাদকতাজনক বিষাক্ত ঔষধ বিশেষ (মরফিয়া) সেবন করেন তাহা হইতে যদি নিবৃত্ত হন, তবে এই উচ্চ ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি মরফিয়া সেবনে বিরত হন, এবং যথারীতি সংযমন ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কুটীরে ভক্তিসাধনের উপদেশ গ্রহণ করিতে থাকেন। তাহার কিয়দ্দিন পরেই আবার উক্ত তীব্র মাদকতাজনক দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবনে প্রবৃত্ত হন। তাহা অধিক মাত্রায় সেবনে মূর্চ্ছা রোগে আক্রান্ত হইয়া উপদেশ গ্রহণের অনুপযুক্ত হইয়া উঠেন। এক জন ভক্তিশিক্ষার্থী সাধকের আচরণ যেরূপ হওয়া সমুচিত তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেন। অনেক ডাক্তার বলেন, অত্যধিক মাত্রায় মরফিয়াসেবনে তাঁহার ঘোরতর মস্তিষ্ক বিকার উপস্থিত হইয়াছে। পরে গোস্বামী মহাশয় অনুপযুক্তরূপে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা মরফিয়া ক্রয় করিয়া বন্ধুদিগের ভয়ে গোপনে সেবন করিতেন, তাহার প্রতিবাদ হইলে তিনি বাঘআঁচড়ায় প্রস্থান করেন। প্রচারকজীবনের প্রথম অবস্থায় গোস্বামী মহাশয়কে প্রধান আচার্য্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোন স্থানে প্রচার করিতে যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরিবারের জন্য নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, কোন মনুষ্যের আদেশে প্রচার করিতে যাওয়া ও প্রচার কার্য্যে বেতনস্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করা গুরুতর পাপ। পরে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুগত বন্ধুগণের বিরুদ্ধে তিনি যে দলের প্রধান প্রচারক ও দলপতি হইলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে মাসিক বেতন গ্রহণ করিয়াছেন, এবং প্রচারকের বেতন গ্রহণ কর্ত্তব্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। তিনি হরি হরি বলিতেন, তাঁহার অনুগামী লোকেরা হরিনামে আপত্তি উত্থাপন করিলে হরিনাম পরিত্যাগ করেন, এবং হরিনামের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি করিতে থাকেন। এক্ষণ গলদেশে ও বাহুতে তুলসী রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি পুঞ্জ পুঞ্জ মালা পরিধান ও মস্তকে জটাপুঞ্জ ধারণ করিয়া অদ্ভুত বৈষ্ণব সাজিয়া রাধাকৃষ্ণ ভজনা করিতেছেন। তিনি যাহাদিগকে লইয়া আচার্য্যের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র স্বাধীন দল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আর তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। সর্ব্বদা মুদ্রিতনেত্রে

হইয়া কুসংস্কারী নর নারীর ভক্তি ও পূজা গ্রহণ এবং কুসংস্কারী পৌত্তলিক গুরুর ন্যায় লোকের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিতেছেন। কি ভয়ানক দুর্গতি! এই প্রকার আচার্য্যের যাঁহারা প্রাধান প্রতিবাদকারী ছিলেন, তাঁহাদের প্রায় অধিকাংশেরই দুরবস্থার এক শেষ ঘটিয়াছে। অনেকে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কেহ কেহ বা কর্ত্তাভজা গুরুর শিষ্য হইয়াছেন, কেহ বা ঘোর বামাচারী শাক্ত মহান্ত হইয়া বসিয়াছেন,এবং কাহার কাহার চরিত্রে গুরুতর দোষ প্রকাশ পাইযাছে, কেহ কেহ প্রাযশ্চিত্ত করিয়া হিন্দু হইয়াছেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুচবিহারে কোন কোন প্রধান লোক শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং কলিকাতাস্থ কোন কোন প্রধান প্রতিবাদকারী তাঁহাদেব সঙ্গে মিলিত হইয়া কেশবচন্দ্রকে অপমানিত ও অপদস্থ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। ৬ই মার্চ্চ অনুষ্ঠানের দিন নির্দ্ধারিত হয়। তাহার ৪।৫ দিন পূর্ব্বেই স্পেশল ট্রেণে পাত্রী ও বন্ধুগণ সহ আচার্য্য কেশবচন্দ্র কুচবিহারে যাত্রা করিবেন এরূপ স্থির হইয়াছিল। নির্দ্ধারিত অনুষ্ঠানপদ্ধতি মুদ্রিত করিবার উদ্যোগ হইতেছে, ইতিমধ্যে কুচবিহাব হইতে তারে এরূপ সংবাদ আইসে, পদ্ধতি যেন এক্ষণ মুদ্রিত করা না হয়, তাহার কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে। যাত্রার পূর্ব্ব দিন এই টেলিগ্রাফ আইসে, এই টেলিগ্রাফ পাইয়া আচার্য্য চমৎকৃত হইয়া যাত্রা বন্ধ করিতে উদ্যত হন। তিনি তদুত্তরে এরূপ জ্ঞাপন করেন যে, এ প্রকার অস্থির অবস্থায় আমি পাত্রী সহ কুচবিহারে যাত্রা করিতে প্রস্তুত নহি। পরে তাহার উত্তরে এইরূপ টেলিগ্রাফ আইসে, আমাদের প্রতিনিধিযোগে যেরূপ পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেই পদ্ধতি অনুসারেই অনুষ্ঠান হইবে, আপনি পাত্রী সহ চলিয়া আসিবেন। এই টেলিগ্রাফ পাইয়া আচার্য্য নিশ্চিন্ত মনে পুনর্ব্বার যাত্রার উদ্যোগী হন। ইতিপূর্ব্বে কুচবিহার হইতে এ প্রকার সংবাদ আসিয়াছিল, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের দরবারে যাঁহারা উপস্থিত হইবার অধিকারী তাঁহারা ব্যতীত অন্য লোক যেন কন্যাযাত্রী হইয়া রাজবিবাহে উপস্থিত না হন। ইহা দ্বারা প্রায় সমুদায় প্রচারক ও ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে কেশবচন্দ্রের সহযাত্রী হইতে নিবারণ করা হয়। কিন্তু পরে পাত্রপক্ষ এই নিষেধ রহিত করিতে বাধ্য হন।

স্পেশল ট্রেণে আচার্য্য সপরিবারে পাত্রী সহ কুচবিহারে যাত্রা করেন;